

দ্বিতীয় ভাগ

গিরীশ গ্রন্থাবলী

শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত

প্রকাশক

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
(বঙ্গমতী আফিস)

কলিকাতা ;

১১৫৮ নং গ্রে স্ট্রীট, “বঙ্গমতী ইলেক্ট্রিক মেশিন প্রেসে”

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৫

[মূল্য ৪৭ চারি টাকা।

গ্রন্থকারের সহি-মোহর দেখিয়া পুস্তক গ্রহণ করিবেন। বিনা সহি-মোহরযুক্ত পুস্তক গ্রন্থকারের নিকট প্রেরণ করিলে, ২৫ পঁচিশ টাকা পুরস্কার পাইবেন।

সূচিপত্র ।

পুস্তক ।	পৃষ্ঠা ।
পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (পৌরাণিক নাটক)	১
চৈতন্যলীলা (ধর্মমূলক নাটক)	৪৩
মায়ান্তরু (অপেরা)	৮১
বিষমঙ্গল ঠাকুর (ভক্তিমূলক নাটক)	৮৯
শাস্তি (রূপক)	১২৯
কবিতা ও গান	১৩৩
গল্প ও প্রবন্ধ	১৪০

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস ।

(পৌরাণিক নাটক)



(১৮৮২ খৃষ্টাব্দে স্তাসাম্ভাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

চরিত্র ।

পুরুষগণ

শ্রীকৃষ্ণ, ধৃষটিয়, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, কীচক, বিরাটরাজ, উত্তর,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বখামা, দ্রুপেয়ন, দ্রুপাশন, কর্ণ, শকুনি, হুশর্ষা, কীচ-
কের ভ্রাতাগণ, জনৈক ব্রাহ্মণ, গোপবর, দূত, রক্ষক ও সৈন্যগণ।

স্ত্রীগণ ।

দ্রৌপদী, স্নেহকা, উত্তরা, কিরণ-কিঙ্করীগণ, মারীগণ, হাড়িনী ও পরিচারিকা ।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা ।

বিরাটরাজ ও সভাসদগণ ।

বিরা । দেখ কিবা সুন্দর মুরতি,
দিবাকর-জ্যোতি,
মন্দগতি গজপতি জিনি !
রাজ-চক্রবর্তী সম
কে আসে এ পুরুষ-প্রধান !
পরিক্ষিত ব্রাহ্মণ সমান,
কত্রিয় লক্ষণে পূর্ণ হেরি বরবপ,—
আহা ! শান্ত মূর্তি—
ললাটে ধর্মের বাস ।

(যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ)

যুধি । আশীর্বাদ করি তোমা মংগলের ঐশ্বর ।

বিরা । বিপ্রবর প্রণাম চরণে ;

পুরুষ-উত্তম !

কিবা কার্যে মম রাজ্যে হইলে অধিষ্ঠান,—
মতিমান, আদেশ দাসেরে ।

যুধি । র'ব নৃপ, তবাপ্রসন্ন করেছি বাসনা ;

পালিত পাণ্ডবরাজ্যে, পাণ্ডব সভায়—

আছিলাম যুধিষ্ঠির-সখা,

এক আত্মা প্রণয়-বন্ধনে ;

দাত্তে মম নৈপুণ্য বিশেষ ;

শত্রুর ছিলনে,

বলাশ্রমে গেম মহীপাল ;

তু পাল,

তববিধি নিরাশ্রয় আমি ।

গুলিলাম লোকমুখে মহিমা তোমার

ধার্মিকপ্রবর খ্যাত ;

তোমা সনে শাস্ত্র-আলাপনে

বঞ্চিব এ বাহ্য চিতে ;

কঙ্ক নাম দিল যুধিষ্ঠির ।

বিরা । বিজ্ঞ তুমি বিপ্রবর,

যুধিলাম কথার আভাষে,

তব সহবাসে

ধর্মোন্নতি হইবে আমার ;

রূপা করি আসিরাছ মোর পুরে,

মম সহ রহ দেব, রাজ-সেবালয়ে ।

যুধি । সেবার নাহিক অধিকার—

ব্রহ্মচারী আমি

হবিষ্য—ভক্ষণ, আসন—ধরণীতল ।

বিরা । পূণ্যবলে পাইলাম পণ্ডিত সূক্তনে ।

কেবা যুবা, প্রকল্প পর্ত্তকার,

শাল-তরু নির্দি ভূজবর,

কোন্ দেবের তনয়—

হইল উদয় শাসিতে ধরণীতল !

বালার্ক-কিরণ, উজ্জল বরণ,

গজপতি—কম্পে ক্ষতি পদভরে,

বেশ বিপ্রসম,

কত্রিয়-লক্ষণ হেরি কিন্তু সমুদয় !

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম । জয় জয় বিরাটভূপতি ।

জাতিতে ব্রাহ্মণ,

বল্লভ আমার নাম ।

যুধিষ্ঠির রাজার ছিলাম সুপকার,

মম প্রীতি বড় প্রীতি আছিল রাজার ।

দক্ষ আমি রক্ষন-কার্যেতে,

মল্লযুদ্ধে জিনি মল্লগণে

ভূবিতাম নৃশে সলা ;
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ গণ্ডার
পরাজিত শত শত ময় বাহুবলে ;—
কুতূহলে ছিলাম পাণ্ডববাসে ;
বনবাসে গমন রাজ্যার—
মো সবার ভাগ্য-দোষে ;—
বৃত্তি-আশে এসেছি সভায় ।

বিরা । হে ব্রাহ্মণ,
রন্ধনশালায় তার অর্পিব তোমায় ।
তোমা হ'তে সকলি সম্ভব,—
সিংহ ব্যাঘ্র কিবা হার গণি,
বজ্রপাণি না আঁটে তোমারে ;
আজি হ'তে রন্ধন-আগার তব ভার,
হৃৎপকার-শ্রেষ্ঠ তুমি মম ।
ল'য়ে যাও পাচকশালায় ।
[রন্ধকের সহিত ভীমের প্রস্থান ।

দেখ—দেখ কে যুবতী মত্ত করী-গতি,
শ্রামকান্তি ভুবনমোহন,
নারীর লক্ষণ নাহি হেরি অবয়বে,—
যেন বহ্নি ভয়-মাঝে !
বৃন্দাবনে শ্রাম-বিদেশিনী,
মানিনী বাধার দায় !
জ্ঞান হয় দেবের কুমার,
বীর বীর প্রকাশে বদন চারু ;—
উচ্চ আশ বিকাশ প্রশস্ত ভালে,
আসে সভাতলে,
নাহি জানি কিবা অভিলাষে ।

(অর্জুনের প্রবেশ)

অর্জু । হীনমতি নপুংসক জাতি,
নাম বৃহন্নলা ;
গীত-নাটো বকি কাল,
যুধিষ্ঠির-অরে দেহ,—
ঘটিল জজ্ঞাল, বনে মহীপাল
শক্রেডলে করিল গমন ;
আছিলাম দ্রোণদীর মতী,—
পতিসহ গেলা বনে সতী,—
বসতি ঘুটিল ঘোর ;
মিনতি ধরনী-পতি, ব'র ভ্রমারস্রে ।
বিরা । কী বলি নাহি হয় অসুমান,
বীৰ্য্যবান দেবের স্বস্থান হেরি ।

নৃত্যগীত কল্প-বক্ষার,
না সাজে তোমার,
লয় মনে, ঘোর রূপে ধনুক টকারে,
রথের ধ্বংসে একতান প্রাণ তব ;
নৃত্য-গীত-স্বনিপুণ তুমি—
অসম্ভব নাহি মানি ;
আছে কুমারী আমার,
রহ পুরে শিখাইতে সংগীত তাহারে ।
ল'য়ে যাও অন্তঃপুরে ।

[রন্ধকের সহিত অর্জুনের প্রস্থান ।

হের বুঝা—
রতি-হার্য রতিপতি ধরা তলে যেন !
কশা-করে, বিবশা রমণী হেরি যারে !
বেশধারী সম লয় মনে !
বুঝিব এক্ষণে কিবা প্রয়োজনে,
আসিছে সন্মার ঠাম ।

(নকুলের প্রবেশ)

নকু । অশ্ববিদ্যা-বিশারদ, শুন মহীপাল,
গ্রহিক নামেতে খ্যাত পাণ্ডব আশ্রয়ে ;
অশ্বশালা অশ্বপূর্ণ তব,
অশ্বের রক্ষণভার যাচি নরপতি ।
বিরা । শক্তি তব সমাগরা পৃথিবী শাসিতে,
আজি হ'তে অশ্বশালা তব অধিকারে ।
যাও ল'য়ে দেখাও তুরঙ্গাগার ।

[রন্ধকের সহিত নকুলের প্রস্থান ।

গোপ সম অসুমান করি পরিচ্ছদে,
ছদ্মবেশী কিন্তু মনে লয়,
কত্রিয়-লক্ষণপূর্ণ দেহ—
যেন কোথা দেখেছি উহারে !
নরে হেন রূপ ধরে
কতু নাহি ছিল জ্ঞান,—
এও কি আছিল রাজা যুধিষ্ঠির-বাসে !

(সহদেবের প্রবেশ)

সহ । যুধিষ্ঠির নৃপতির গোপতরী-পাল ;
হৃৎবতী হয় গাতী পরশে আমার,—
কপালে অজ্ঞার, রাজা গেল বনবাসে ;
সে অবধি বৃত্তি নাহি পাই,
যোগ্য রাজা খুজিয়ে বেড়াই,—
আছে অগণন গোবন তোমার,
দেহ তার রক্ষিতে সকল ।

ওকর রূপার
জ্যোতিব-গণনে বিচক্ষণ আমি অতি ;
‘রাজকার্য্য প্রার্থনা আমার ।’
খিরা ! আজি হ’তে গোমন-রক্ষণ তব ভার,
সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হেরি হয় জ্ঞান ;
যাও ল’য়ে দেখাও গো-গৃহ ।
[রক্ষকের সহিত সহদেবের প্রস্থান ।

কহ কহ মতিমান,
পাণ্ডবতবনে ছিল কি হে পঞ্চজনে ?
যুধি । মহারাজ,
শাস্ত্রালাপে রহিতাম রাজার নিকটে,
যুধিষ্ঠির-পালিত আছিল বহুজন,
নাহি জানি সবাকারে ।
বির। হ’ল আসি বিশ্রাম-সময় ।
[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তীক ।

দরদালান ।

সুদেব ও উত্তরা ।

উত্ত । মা গো,
রুক্মলীলা শিখাইল শিক্ষক নূতন ।
কি কব গো কি মধুর স্বর,
সঙ্গীত-লহর ধায় যেন হরি-পদে !
সুধা-প্রস্রবণ
উথলে মা, হরি-লীলা-গানে !
মৃদু গম্ভীর নিকণে,—
বাদ্য তাহে সহকারী,—
মা গো, কহিতে না পারি
কত গুণ ধরে মম আচার্য্য নূতন,
এখনি গাহিবে পুনঃ শুন মা দীড়ারো ।

(নেপথ্যে গীত)

কানেড়া—আড়াঠেকা ।

নবধন মধনমান রাধাশুভগান,
বনহার-ভূষণ যুরলী করে ।
অলক। শোভিত অঙ্গে, ললা। মন্ত হাসরদে,
মোহন জিভুবন গোপী-মন হয়ে ॥

বসন হরণ গোদন চারুণ গিরিধারে,
আখ বাঁকা শিবীপাখা শিখরোপরে
কালিদদর্পহারী, বিকু বক্সিম বনবিহার
চরণে নতজনে শমন ডরে ॥

সুদে । কি মধুর গান—
যেন ব্রজধামে বাঁশরী বাজার কাহ্ন !
উত্ত । দেখ মা জননি, মরাল গামিনী
কে রমণী আসে ধীরে ধীরে !
মলিন বসন, মলিন বদন,
বিনোদ-বিধুরা, শৈবাল-অঙ্গিনী—
কমলিনী যেন জলে !
রক্তোৎপল কর চরণ অধর,
এলোকেশী নিরুপমা বামা,
কেশরাশি চুবিছে চরণ রাজা—
যেন কাদম্বিনী দামিনী চুমিছে !
কি আশে আসিছে,
পুরাণ মা বাসনা ইহার ।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

সুদে । পুনঃ কি মদন-হার—
পতিশোকে ত্রিদিব তাজিগা,
ভ্রম বামা ধরা-মাঝে !
কিহা কোন অসুহ্রে নাশিতে,
তিলোত্তমা পুনঃ কি স্থজিল বাতা ?
কহনা-গঠিতা যেন বিমলিনী ।
প্রকুল লাভকা তমালে ভাঙ্গিরে
ধূলি ধূসরিত যেন !
পঞ্চশর খরতর
নয়নে তোমার হেরি,
মারানারী, দেহ ঘোরে পরিচর ?
দ্রৌপ । হুহাসিনি,
বীণা জিনি বচন তোমার ;
দ্রুধিনী নাহিক রম সম,
হীন কাতি, সৈরিকী আমার নাম,
আছিলাম দ্রৌপদীর লক্ষচরী,
মম প্রতি শ্রীতি আছিল তাঁহার বহ,—
পতি মনে বনে গেল লতী,
সে অবধি আশ্রয়-বিহীন ।
রব তব পুরে, সেবিব তোমারে
আগিরাহি করি আশা ;
অনাধার স্থান দেখ রাণি !
সুদে । রাণী আমি, তুমি লক্ষচরী—

কহু না সন্তবে কালা !

মাধুরী নিরখি,
নারী হ'য়ে কিরিতে নারি গো আখি !
কেমনে রাখি গো পুরে,
হেরিলে তোমারে মনেন নাতিবে রাণী,
সাধে কেন বিবাহ কিনিব !

দ্রোণ । মম রীতি নাহি জান রা রাণি !
গন্ধর্ব-রমণী আছে পক্ষ স্বামী,
শাপে মনস্তাপে কিরে সবে ।
কুলটা-আচার কদাচন নাহি মোর,
ধর্মরাজ-গৃহে আছিলাম পুত্রবাসী ।
পুরুষের নিকটে না যাব,
উজ্জিষ্ট না ছোঁব,
না স্পর্শিব চরণ কখন,
অন্য প্রয়োজন যেনা হয়—
তখনি সাধিব ;
রব তব পাশে আসিয়াছি আশে,
নিরাশ না কর' মোরে ।

উত্ত । মাতা,
কুল-কুজবনে কোকিলা আনন্দে বসে,
বারসের পুরীষ-পুরিত স্থান ।
হের বিস্তমান—
নব কুজ জিনি শ্রামকার,
কদাকার মন-পাখী না বাসে কখন' ।

হৃদে । ভাগ্য মানি—
তোমা হেন পাইছ সজিনী,
চল দিব স্নান বসন-ভূষা ।
দ্রোণ । দেবি, রাখ এই মিনতি আমার,
যতদিন স্বামীগণে ভ্রমে মনস্তাপে—
রব এক-বাসে,
না বাধিব কেশপাশ,
ভূমিতলে রব বেহ চালি ।

হৃদে । সাক্ষী ভূমি বুঝি বিশেষ ।

উত্ত । কি নাম ফোয়ার ?

সৈরিকী,—
কুক-লীলা শুনিতে কি আছে সাধ ?
এস মম শিককে দেখাব ।

[দ্রোণী ও উত্তরার প্রস্থান ।

হৃদে । সত্য বাহা সৈরিকী কহিল,—

পাকালীর বোগা সছরী ।

এ-ও তনি দ্রোণীর শিক্ষক আছিল ।

(নেপথ্যে গীত)

বাগেশী—ধামার ।

শ্রাম বজ্র বিগিন-বিহারী,
মুরলী-ধারী ।

বারিহ-গজ ন, ব্রজবালা-রজন,
ভুবন-মোহন-কারী ॥

নব রঙ্গিণী গোপিনী হকুল-চোরা,
রাস-রসে বিভোরা রে—
বন-কুল-মালী মুরারি ॥

হৃদে । আহা, কি সুন্দর কণ্ঠস্বর !

[প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাক্ষ ।

উত্তান ।

দ্রোণী ও উত্তরা ।

দ্রোণী । ইন্দ্র প্রহে শুনেছি এ গান,
বৃহন্নলা শিখাইত পাকালীরে ।

উত্ত । শিখেছ কি ?

পার মোরে শিখাইতে ?

তিনবার শুনিলাম গীত—

না শিখি কণা হার !

জদি নাচে সে মধুর তানে,

তনি মুগ্ধ-প্রায়,

প্রাণ নাহি ধার তান লর দেখিবারে—

লজ্জা পাব না শিখিলে গান,

জান যদি শিখাও আমার ।

দ্রোণ । চিরদিন পর-উপাসনা,

কেমনে বল না সঙ্গীত শিখিব আমি ?

কণ্ঠস্বর আনন্দ-লহর তব—

সঙ্গীত বিরাজে যেন !

অচিরে শিখিবে তান বালা ।

উত্ত । মতি স্থির নহে অণু মম,

চারিদিকে ধায় মন ।

দ্রোণ । হে নৃপনন্দিন,

তব স্তবামর বাণী

বস্ত্রাব-বীজিতা বিহঙ্গিনী সখ স্তবমুর !

এ মাধুরী তনি, শিখা ছায় মানি—

অভিমান পাঞ্চালী করিত কত
বৃহন্নলা পরে।

উত্ত। হে সৈয়দী,

পাঞ্চালীর সনে কেমনে তুলনা কর,—
সখী বার অতুলনা মহীতলে।

দ্রোণ। আমোদিনি,

তব হৃদ্যবাসী মরুভূমে বারি সম।

উত্ত। বুঝিতে না পারি

কেবা মায়াধারী তোমা দৌহে,

শোক—নপুংসক বৃহন্নলা,

নহে ক্ষম গুণবতি!

যোগ্যা নারী তুমি তার।

সঙ্গীতের আছে কি আকার!

ভাবি বার বার বৃহন্নলা গায় যবে,

উঠে যবে সে স্বর-লহরী,

হেরি যেন দেব-নারী উজ্জল বিভার

নৃত্য করে মধুরে মাতিয়া,—

পলে পলে বদন-মাধুরী

নব বিকসিত যেন!

হলে হলে মন্ডাকিনী পুষ্পবারি যথা,

কভু চলে সে স্বর-প্রবাহ,

বিদ্যাধরী কেলি করে তার,

কভু উচ্চ তান। ভাঙ্গ দীপ্যমান,

কিরণ ঠিকরে কত!

হেরি শক্তির শিবীপরে খেলে যেন,

কভু মেঘদলে সৌদামিনী খেলে—

বিদ্যাদিনী এলাইত বেগী, তোমা সম

উন্মাদিনী কাঁদে যেন শূন্তে বসি!

সে রোদন-ধ্বনি

শত ধারে বহে গো স্বদরে;

ভুলিব না কভু,

দেখি যেন বিদ্যামান,

বাজে কাণে সে বিবাদ-ধ্বনি।

দ্রোণ। প্রাণ মন বাসনা তোমার বালা,

সঙ্গীতে হরেছে লয়;

উচ্চ ধ্যানে কল্পনা-নয়নে

হের বালা,

এ হৃন্দর স্বর-বিনির্মিত ছবি।

উত্ত। হুহিতা কি আছে গো তোমার?

দ্রোণ। বক্তিতা সে ধনে আমি।

উত্ত। নপুংসক বৃহন্নলা—নাহি কহা তার,

ধাকিলে হুহিতা—

সাক্ষীরে তারে দাখিলে,

সহচরী হইতাম তার।

আহা! কি পাণে গো হয় নপুংসক?

কোন' জন্মে বৃহন্নলা করিয়াছে পাণ

হেন মনে কভু নাহি লয়;

দেহ তার আমল-আগার,

নিত্যানন্দ ছদি-মাঝে;

কি পাণে না জানি

মনস্তাপ ঘটিল-তাহার!

দ্রোণ। নিজ পত্নী-অপমান দাঁড়াবে যে দেখে;

ভুজি অস্ত্র জনে,

বাহার চরণে রমণী শর। লয়,

তারে পরিহারি অন্য নারী বার সাধ—

নপুংসক সেই জন।

তীর্থ-পর্যটনে,

রমণী-দর্শনে পাসরে আপন জায়া,—

ব্যভিচারী তার হেন দশ।

অলস যে জন,

নিজ নারী না করে পোষণ,

পরবাসে কাঁদি বকে বামা,

ক্লীবত তাহার কল;—

শুনেছি এ কথা পাঞ্চালীর মুখে আমি।

উত্ত। কভু না মানিব,

বৃহন্নলা নপুংসক নহে হেন পাণে।

দ্রোণ। বৃহন্নলা শুনেছে এ কথা,

চল কহি সম্মুখে তাহার।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্তাঙ্ক।

উপবন।

(দ্রোণদী উপস্থিত,—কৌটকের প্রবেশ)

কৌট। মলিন বসনে

কে রূপসী ভ্রম উপবনে—

চন্দ্রাননে! চাহ কিরে, কহ কথা,

ভাজি নন্দন-কামন,

ধরা-মাঝে ভ্রম কি কারণ?

একুশ কান, একুশ কান-কার,
চল চল গান-গান,
হুনি-হুনে বিকসিত বৃক্ষ শতদল
যেবন উজান বহে,
প্রাণ দহে মননের শরে!
বিধাধরে করে স্রাব,
প্রাণ রাখ' হৃদয়দানে বিনোদিনী!
রাজ সেনাপতি, রাজার ডালক,
কীচক আমার নাম।

জ্যোপ। মহাশয়, আছি তব ভয়ীর আশ্রয়ে—
আশ্রিতা—হৃদিতা-সম।

আসিয়াছি কুহু-চরণে—রাজমহিবীর হেতু।

কীচ। নাহি জান মোরে চন্দ্রননে,
মম ভুজবলে প্রবল বিরাট রাজা।
সিংহাসনে তোমারে বসাব,
চরণ সেবিত, শত্রু ভাঙ্গ হৃদয়নি,
অতুল বৈভবে স্নেহে রবে কুশোদরি।
বিধি নাহি স্থজিয়াছে তোরে
করিতে পরের সেবা;
জয়রের রাণি, এস ক্ষেপে হুনি-বিলাসিনি!
জ্যোপ। হায় বিধি, এত লিখেছিলে তালে!
কেশরী-কামিনী—
কুলদ্বার কহে হেন বাণী!

[জ্যোপদীর প্রস্থান।]

কীচ। কোথা যাও, ধরি পায়—বাঁচাও আমার।

(হৃদেকার প্রবেশ)

হৃদে। কহ ভ্রাতা, কি এ ভাব তব?

কীচ। শুন ভগ্নি, প্রাণ যায়—

লাজে কিবা করে মোর;
কেবা কুহকিনী লুকায়ে রেখেছ ঘরে?
কুহুমের তরে এসেছিল উপবনে,
কামশরে জ্বর বিদরে,
প্রাণ দিব তারে না পাইলে,—
কোন' ছলে পুষ্টাইরে দেহ তারে!

হৃদে। ও কি ভ্রাতা আচার তোমার?

পতিব্রতা—কুলটা সে নয়,
আছে পক্ষ গন্ধর্ব্ব-ঈশ্বর।
সৈরিন্দী স্তম্ভীলা অতি,
অস্ত পুরুষেরে কতু নাহি হেরে বাণ।
দশ মাস আছে মোর ঘরে,
অনাচার কখন দেখি নি।

কীচ। কি বুঝিরে কুলটার আচরণ?

চ'লে গেল গন্ধর্ব্বর হানি বুকে,
চ'লে গেল নিতম্ব ভগ্নারে।

জানে দুষ্টা—পীড়িতা—মোরে মননের শরে।

বাঁড়াতে সোহাগ, হলে করে রাগ,

বুঝিয়াছি আচরণে;

যা চায় তা দিব, প্রাণ বিকাইব,

কহ তারে, চিরদিন বাঁধা রব।

নাহি ভাব ভগিনী আমার,

জানি ভাল দুষ্টার আচার,—

মন প্রাণ যার পানে যায়,

তারে কতু কিরিরে না চায়,

কথা শুনে ক্রোধে যায় চলি—

উদ্ভাদ-করিতে তারে!

প্রাণ যার কহিছ তোমার,

না দ্রিলে তাহার হৃদয়ে সোদরবাণী।

হৃদে। তাজ ভ্রাতা, কুশমিত লালসা শুব,

আশ্রিত যে জন—

কুশমিত বচন কেমনে তাহারে কব?

হেন রীতি তোমারে না মাজে,

সমাজে দূষিত হবে।

বিশেষতঃ শুনেছি কাহিনী—

আছে পক্ষবানী তার,

যে তাহারে কুনয়নে হেরে,

তখন তাহার নাশ।

পরদারে পরমাধু-কর,

বংশভ্রাস, শাস্ত্রে হেন কর;

হীন-সহবাসে কি হেতু প্রয়াস তব?

কীচ। পক্ষ বানী?

বেশা-মধ্যে গণি তারে।

কি করে গন্ধর্ব্ব শত মোর?

কু হান হইতে কান্ধন লইতে বিধি,—

নারী—রত্ন। হীন কিবা?

শুন ভগ্নি, যদি চাহ ভ্রাতার কল্যাণ,

দেহ তারে,—

নহে দেহ ত্যজিব নিশ্চয়

কালকূট পানে কহি।

হৃদে। শুন ভ্রাতা বচন আমার।

কীচ। জরজর উন্নত অন্তর!

লজ্জা ত্যজি কহি বায়বায়,

বিলম্বিলে সহোদরে না পাইবে আর,

কর' ভগ্নি, যেবা লয় যনে তব।

হুদে । বাও গৃহে, উপায় করিব ।
কী? সত্য কহি—
প্রাণ দিব বিধা যদি কহ ।
হুদে । বাও গৃহে, বিধা নহে বাণী ।

[কীচকের প্রস্থান ।

অনাথিনী সৈরিন্দ্ৰীয়ে দিগেছি আশ্রয়—
কিন্তু ত্রাতৃ-বধ হয়,
উপায় করিব কিবা ?
গন্ধারী—এ কোন্ বিধান ?
সত্য কি গন্ধারী বানী ?
ভাণ মাত্র,
হীন কার্য্য না করিবে ।
গন্ধারী-বনিতা—পরবাসে পরার-পালিতা !—
কে সত্যী অসত্যী, পুরুষে কটাক্ষে চেনে ।
সেনাপতি বিরলে পাইল—কটাক হানিল,
নহে কেন কীচক মাতিবে ?
রমণী না ইঙ্গিত করিলে,
সাহসে কি পুরুষে বদন তোলে ?
পাঁচ পতি ছরে কিবা ভয় !

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপ । হে রাজমহিষি,
যদি দেবি চরণে তোমার—
কিন্ধরী—হুহিতা সম,
দানী আমি—মাতা জ্ঞান করি তোমা,
কুৎসা কহিল ত্রাতা তব ।
হুদে । শুন গো সৈরিন্দ্ৰি,
পঞ্চাং তুনিব কথা ;
পিপাসার মরম-পীড়িতা,
আন হুগ ত্রাতৃ-গৃহ হ'তে ।

দ্রৌপ । কমা কর রাজরাণি,
হেন বাণী না কহ আমারে ।

হুদে । পরভোজী, পরার-পালিতা—
এত অহঙ্কার তোর ?
'হেথা নাহি যাব' হেন কথা নাহি ব,
কিন্ধরী—রহিব আজাকারী,
কার্য্যাকার্য্য বিচার কি তোর ?
গন্ধারী, পুরুষে না হেরে কত !

দ্রৌপ । শুন রাণি, করি বোড়পাণি,
হরকর বাণী কহিল তোমার ত্রাতা ।
কহি হিত কথা, গন্ধারী-বনিতা—
ত্রাতার অনিষ্ট হবে,

সবশেষে মজিবে, গন্ধারী করিলে মোব ।
কম মোব, অসন্তোষ না হও মহিষি,
নিবার গো সহোদরে,
নহে গন্ধারী কুপিলে অনিষ্ট হইবে বড় ।

হুদে । বড়পি গন্ধারী স্বামী তোর—
এ পুরে নাহিক আর স্থান ;
চাহ যদি আশ্রয় আমার,
বাও তরা হুগ-পাত্র ল'য়ে—
তুচ্ছ কাতরা আমি ;
নহে গতি চিন্ত আপনায়—
কিন্ধরী—ঈশ্বরী নহ তুমি ।

[হুদেকার প্রস্থান ।

দ্রৌপ । হে শোক-পালক—
দিবাকর আলোক-আকর !
নিতা-জ্যোতি অনন্ত-নয়ন !
হে জবা-সঙ্কাস রবি !
কচিরাগ্নি, ক্ষুণ্ণ-কচির বহি—
পবিত্র মিহির !
পতিতপাবন পূর্ণকার !
কুপার নেহার অবলার—
ধর্ম্ম-আত্মা ধর্ম্মের জনক !
ধর্ম্ম-রক্ষা হেতু যাচে বালা—
বিহ্বলা আশ্রয়-হীনা,
দীনে দিননাথ, ঐচ্ছরণে দেহ স্থান !
ভগবান,
ঘটিবে বা আছে তব মনে ।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

—*—

সরোবর ।

শুভে কিরণ-কিন্ধরীগণ ।

[ক.কি । (গীত)

পিলু—জলদ-একতালা ।

[করণ-জলিনী কিরণ-জলিনী,
খোল [করণে মিলায়ে কিরণ-কার,
মধু-মাক্ত ধার,
মধু-কিরণে মিলায়ে বার ।

কিরণ-বাসী, কিরণ-বাসী;
কিরণরাশি কেশে খেলে,
কিরণ-মালা গলে,—
কমলে কিরণে না'চ লো আঁর ।
কমল-কাষিনী-না পণে কণিনী,
দিনমণি-মানা তার,
রবির কিঙ্করী, রাধি সতী-নারী,
কিরণ-আকরে যে জন চায়,—
তল-কমলিনী দেখ লো যায় ।

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপ । চ'লে যাই যথা ছ'নয়ন,
পাপিষ্ঠ ক'বে কুবচন;
কিস্ত নাহি মম স্বামী-অনুযতি—
বুবতী, যাইব কোথা ?

কি-কি । (গীত)

পিলু—জলদ-একতালা ।

ধর্ম্মে হেলা কত ক'র না বালা,
রাধ ধর্ম্মে মতি সতী বুচিবে জালা ।
দুখ ধর্ম্ম জানে, দুখ ধর্ম্ম শুনে,
করি মানা লো, ক'র না ধর্ম্মে হেলা—
খেলা নারী-অর্থাধি নাহি দেখিতে পায় ।

দ্রৌপ । হাঃ পতিগণে ভুবন-বিজয়ী,

ছি ! ছি ! এ কি—

পাকাল-নন্দিনী পাণ্ডব-গৃহিণী

সৈরিন্দ্রী, স্নেহকা-দাসী ।

হঃশাসন ধরিল কুন্তলে,

চর্যোদন উরু দেখাইয়া বলে,

হতপুত্র কীচক কুভাবে মোরে,

পরের কিঙ্করী, পুনঃ প্রাণ ধরি,

যাব সেই শাসিষ্ঠের গৃহে ।

নিদর বিধাতা,

ধর্ম্মরাজ বিরাটের সভাসদ !—

যার পর ত্রিলোক সেবিল

হার, রাজা রাজ্যেশ্বর,

পরারে পালিত আছি !

হৃপকার বীর বৃকোদর ।

স্বয়ংস্র ডরে যার কুবচর,

পরব্রতি তাহার আশ্রয় ।

যার রত্নের বর্ষরে তিনপুর ডরে,

সাগর বধির—গাভীষ-নিষেধে যার—

নারী-বেশে খেলে কজা লরে ।

নকুলের বাণে স্নেহের না ধরে টান—

কণা কবে ফিরে অধ-পাশে !

দিগ্বিজয়ে লক্ষ রাজা জয়ী—

গোপাল গো-যন্তি করে !

রহ প্রাণ, না মরিব বেণী না বাঁধিয়ে ।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান ।

কি-কি ।

(গীত)

পিলু—জলদ-একতালা ।

চল চল লো চলিল অতিমানী,

বেণী কিরণে বাঁধিবে বিনোদিনী ;

কিরণ-আকর সকলি নেহারে,

প্রাণহর তাপে প্রাণবায়ু চরে ;

সতী-পীড়নে যে জন ধায় ।

[কিরণ-কিঙ্করীগণের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।

কক ।

কীচক ।

কীচ । এখন' স্নেহকা নাহি প্রেরিল তাহারে ।

আহা, কিবা বিধাতার অলস বিভোর—

স্বধাপানে মুগ্ধ হ'রে নরনে চাঁছিয়ে,

এলোকেশ বেড়িয়ে বাঁধব বাহ !

ওই মুহু পদ-সঞ্চালন—

ছার ভূত্যাগ !

স্নেহকার মুখে ছাই ;

কা'র কণ্ঠধর —

ছি ! ছি ! করুণ বারশ-ধনি—

কালি সব করিব নিধন ।

নরনে অনল স্থা—

জলে, পদ্মায় ভুড়ায় ।

নিবিড় নিঃশব্দ ঢাক। কেশ-আচ্ছাদনে—

যমুনা উলান বিনা বায়ে দোলে বেন !

হৃদিহবে বৃগল কমল

তরঙ্গিত লাবণ্য-হিমোলে ।

কি-কি । (নেপথ্য গীত)

চল চল লো, চলি অভিমানী,
বেগী কিসে বেধিবে বিনোদিনী,
(—ইত্যাদি।)

কীচ । ঝিম্ ঝিম্ শব্দ চারিদিকে ।

(দ্রোণদীর প্রবেশ)

দ্রোণ । সুধা হেতু আসিরাছি মহাশয় ।
কীচ । সুধাময়ি, আগে সুধা দেহ মোরে !
দ্রোণ । হুরাচার, সংহারের করেছ উপায় ।
কীচ । গৃহ মম, নহে উপবন,

কোথা পলাইবে কিঙ্করে ঠেলিয়ে পায় ?

প্রাণ বার,
নরহত্যা-দায় পড়িবি লো কুশোদরি !

দ্রোণ । রে পামর !

অনলে না কর করাপণ,

শমনে না দেহ কোণ ।

কীচ । কি বল—কি বল,

পারে ধরি, রাখ প্রাণ ।

দ্রোণ । হুরাচার, অচিরে পাইবি প্রতিকূল ।

[দ্রোণদীর প্রস্থান ।

কীচ । কি—

সামান্য বিনতা, অবহেলা কর মোরে !

অভিলাষ—রাজ্যের তজ্জবে ?

পদাঘাতে বধিব-জীবন ।

[কীচকের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

—*—

উপবনস্থিত পথ ।

শূন্যে কিরণ-কিঙ্করীগণ ।

কি-কি । (গীত)

পিলু—জলদ-একতারা ।

কিরণ-কিঙ্করী সাজ ঘরা ঘরি,
বন-নলিনী-দলনে বারণ ধারি,
পশি শিরে শিরে, চল উঠি বীরে,
মাথে শতদল উঠে নাচি চল ;
কিরণ-কিঙ্করী থর জ্যোতি,
নিভে যাবে ক্ষীণ জ্ঞান-বাতি,
যেন আন্তরে মাতঙ্গ পড়ে ধূলায় ।

(দ্রোণদী ও কীচকের প্রবেশ)

দ্রোণ । রক্ষা কর—রক্ষা কর,
মরি বুঝি বর্করের হাতে ।

কীচ । বার-বিলাসিনি,
কোথা পাবি পরিগ্রাহ কীচকের হাতে,
সামান্য বিনতা কর তুপতির সাধ ?

দ্রোণ । অনাথিনি—রক্ষা কর কেহ,
বধিবে পাষণ্ড মোরে ।

[দ্রোণদী ও কীচকের প্রস্থান ।

কি-কি । (গীত)

পিলু—জলদ-একতারা ।

স্মর দিননাথে, আছি সাথে সাথে,
করী পাড়িব কদলী যেমতি বার ।

করী তেজে চলে,

তেজ-বলে ;

তেজ হরিব রাখিব বালা তোমার ।

দিনকর হের কুপার চার ;

শুন বায়সে কাকা রবে,

পাশী পড়িবে পুলকে গায় সবে,

রবি-করে নাবে রবি-সুত—

মরে অভিজ্ঞত,

সতী ছুঁতে মানা, মাতঙ্গ মানে না,

নর-নয়নে অতীত, শমন ব্যথিত,

আসে বদন মেলিয়ে গ্রাসিতে তার ।

কিরণ-কিঙ্করী চল হরা-হরি,

অনাথিনি চলে রাজসভায় ।

[সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

—o—

রাজসভা ।

বিরাট, যুধিষ্ঠির ও সভাসদগণ ।

(দ্রোণদী ও পশ্চাৎ কীচকের প্রবেশ)

দ্রোণ । রক্ষা কর মহারাজ !

অবলায়ে দেহ প্রাণদান ।

কীচ । আরে বারনারী,

দেখি যেথা কে রাখে তোমায়

(পদাঘাতকরণ ও কীচকের মূচ্ছা ।)

ভীম । ওহো !

বিরা । দেখ দেখ, সেনাপতি—

অকস্মাৎ কেন হেন দশা !

দ্রোণ । কেশে ধ'রে প্রহারিল পায়—

হে ভূপতি,

সভামাথে করিল হুগতি !

বিরা । স্থির তুমি হও গো সম্প্রতি ।

কীচ । শিরায় শিরায় পিপীলিকা-সারি ধায়—

ওহো, কুরে খায় মস্তক আমার !

বিরা । উঠ উঠ সেনাপতি,

ভুক্তি ক্ষিতি তব বাহুবলে ;

কে তুমি, কি করেছ ইহার ?

দ্রোণ । ধর্শ্বাসনে বসিরাছ—

ধর্ম্ম-অবতার নরনাথ !

বিরা । রাখ আড়ম্বর,

দণ্ড পাণ্ডবে কীচক মরিলে ।

দ্রোণ । দীনবন্ধু, কোথা তুমি এ সময়—

অবলায় দেখ একবার ;

পঞ্চস্থানী গন্ধর্ব্ব আমার,

সুতপুত্র বাহুে তব নারী ।

ভীম । হোঃ—ওঃ !

যুধি । নিজ কার্য্যে যাও হে বল্লভ ।

[ভীমের প্রস্থান ।

কীচ । হইলাম ভূতগ্রস্ত সম ।

দ্রোণ । হে মাধব, এ হেন হুগতি—

প্রাণ কেন রাখি !

স্বর্গ্যদেব, সাক্ষী তুমি—

অস্তরের আলা জানাইব কারে আর !

অনাধিনী বালা,

তারে হেন আলা দিলে ওহে দিননাথ !

এই কি হে ছিল তব মনে ?

জগৎ-জনক,

অনল নিভিল আজ প্রবল অনলে !

দিন দিন না সহিব অপমান,

প্রাণ দিব বিসর্জন ।

কীচ । হুটা, বারবিলাসিনি !

যুধি । মহাশয়, অশ্রুচিত কহিতে উচিত নয়—

হুটা নহে গৈরিকী কখন ;

পঞ্চস্থানী গন্ধর্ব্ব উচার,

যুধিষ্ঠির-সভায় প্রচার-কথা ;

ছিল দ্রোণদীর সহচরী ;

হুটা নারী এ নহে কখন ।

দ্রোণ । বহ শোণিত-প্রবাহ, বহ হুবহু আমার,

ছিন্ন হৃদি উগার শোণিত-ধারা,

ধরা-বলের অধীন,

ধর্ম্ম, ছুটে ডরে,

স্ববিচার রাজা নাহি করে !

বিরা । একপক্ষ শুনি কভু না হয় বিচার ।

যুধি । সৈরিকি, জানিহ স্থির,

ধর্ম্ম কভু কাঠের নাহি ডরে ,

কালে ধর্ম্মফল ফলে ;

কাল পূর্ণ বিনা

অত্যাচার না পায় চরম সীমা ;

অজ্ঞাতে গন্ধর্ব্ব-স্বামী নেহারে তোমাগ,

গ্রন্থকোপে প্রকাশ না পায় ;

যাবে দিন, কুদিন না রবে,

শাস্ত হও, গৃহে ঘাও বালা,

কালোচিত কর আচরণ,

রাজা—ধার্ম্মিক স্বজন, অহেতু না নিন্দ তাঁরে ।

দ্রোণ । স্বজনের বাক্য নাহি ঠেলি ।

[দ্রোণদীর প্রস্থান ।

বিরা । কে এ নারী ?

১ম সভা । মহিবীর সহচরী ।

বিরা । বীরবর, আজিকার নহে কথা,

শরীর অস্থস্থ তব ;

কিঙ্করীয়ে পদাঘাতে কিবা কাজ ?

কীচ । মহারাজ বুকিয়াছি অভিপ্রায়,

উপদেশ লব—

হেন কর্ম্ম পুনঃ না করিব ।

কহ কহ, পঞ্চস্থানী এর বর্ত্তমান—

কৃষ্ণ সখা আছে কি ইহার ?

যুধি । কৃষ্ণ সখা অনাথার চিরদিন ।

কীচ । শিখায় মাখন চুরি ?

বিরা । বীরবর,

অকারণ কৃষ্ণ-নিন্দা কিবা প্রয়োজন,

চল, সভা ভঙ্গ হোক আজ ।

[সকলের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ গর্ভাক্ষ ।

—*—

নাট্যশালা ।

উত্তরা ও অর্জুন ।

উত্ত । কহ ব্রহ্মণা, শুনি তুং হুঃখ-কথা ।

আহা !—

কত ব্যথা পেয়েছ গো তুমি,—
 আছে কি গো মহোদর-মহোদরা ?
 অর্জু। বৎসে, তব সঙ্গীতে আলস্ত বড়।
 উত্ত। ভিরঙ্কার নাহি কর বৃহন্নলা,
 অভ্যাস করেছে গান,
 শুন বৃহন্নলা, স্বপনে তোমাতে হেরি,—
 যেন তব কন্যা সনে খেলি,
 প্রীতিভরে হের পাড়াইয়া দূরে।
 অর্জু। বৎসে, তুমি হুহিতা আমার।
 উত্ত। কি কাহিব, স্বপ্ন-সুতা তব
 গায় কিবা সুললিত,
 বিমোহিত শুনিতে শুনিতে,—
 ছায়া আসি আঁকরিল,
 ভরে ভেঙ্গে গেল সোণার স্বপন।
 অর্জু। বৎসে, তুমি মম সুতা,
 আপন সঙ্গীতে শুনেছ মধুর ধ্বনি ;
 শুনাও নুতন তান—
 পূর্ণ গীত বাৎসল্য-রসেতে !
 উত্ত। কব কথা বৃহন্নলা, গীত না গাইব,
 পশ্চাৎ শুনাব গান,
 অভ্যাস করেছে কত ;
 ভাল বৃহন্নলা, আর কি দেখেছ,—
 দেখেছ কি খাণ্ডব-দাহন ?
 কত বড় আছিল সে বন ?
 অর্জু। বিশাল কানন,
 মনোরম উপবন সম।
 উত্ত। না—না, কহ তব বন-ভ্রমণের কথা।
 অর্জু। পাবে ব্যথা কুমারী আমার,
 শুনিলে সে দুঃখ-কথা ;
 কমল-কলিকা সম
 কোমল হৃদয়-কলি তোর,—
 মম দুঃখ-কথা ভীষণ বারতা,—
 বারিবে বিকাশ তার।
 গুন মা আমার,
 পাঠে মন করহ নিবেশ।
 উত্ত। সৈরিন্দী হুঃখিনী,
 চাই শুনিবারে মন-দুঃখ তার,—
 সেও নাহি বলে কথা।
 অর্জু। পর-দুঃখে হুঃখিনী জননী তুমি,
 সৈরিন্দী হুঃখিনী,
 কেমনে করিলে অহুমান ?
 উত্ত। আহা, স্নানচীর মাত্র আবরণ,

বাত্যা জল না মানে তপন,—
 শয়ন ধরণীতলে ;
 সুধাইলে কথা,
 ছল ছল পদ্মপত্র-জল,
 রুদ্ধ ভাব, খাসহীন! বহে স্থির !
 সৈরিন্দী কখন' কাঁদে কি তোমার কাছে ?
 ঘরে যবে অভিমানে কাঁদি—
 আসি স্বরা নাট্যশালাে,
 কাঁদি তব অঞ্চলে ঢাকিয়ে মুখ।
 অর্জুন। বালিকা—বালিকা,
 কেন কর অভিমান ?
 উত্ত। নাট্যশালাে, নাহি করি অভিমান
 কভু তান শিখিতে নারিলে,
 আঁখি করে ছল ছল,
 গৃহে নাহি জানি কেন করি অভিমান।
 অর্জু। বৎসে, হলো তব শয়ন-সময়—
 শুনাইয়ে গান যাও জননীর কাছে।
 উত্ত। সাধে গাও, নহে যাব ভুলে।
 অর্জু। নাহি শঙ্কা, গাও ধীরে ধীরে,
 ব'লে দিব নাহি যদি হয় ;
 গুরু আমি—কন্যা তুমি মম,
 কেন মোরে কর ভয় ?
 উত্ত। না হইত ভয়,
 শিখাইত যদি তব স্বপন-হুহিতা !
 অর্জু। যাও গৃহে রজনী বাড়িল।
 উত্ত। বৃহন্নলা, একলা রহিবে ?
 অর্জু। যাও গৃহে, যাইব শয়নে।

[উত্তরার প্রস্থান।]

নিরমলা কমল-কলিকা !
 বার বার দ্রৌপদীর অপমান
 সম্মুখে আমার !
 বনবাস, পরবাস,
 লুক্কায়িত ক্লীববেশে,—
 ভগবান্ ! কি অধিক আর ?
 হৃদয়ে অনল যত,
 শরানল প্রজ্জ্বলিত তত
 করিব সমর স্থলে,
 খাণ্ডব-দাহনে হেন অগ্নি না জন্মিল !
 দেখিব—দেখিব অকর তুঙ্গীরঘর
 কত শর করিবে প্রসব :
 সবাসাচি করে ঘোর,
 যুধিব—যুধিব গাওঁবের কত বল।

ধৈর্য্য দেহ শ্রীমধুসূদন—
সখার মিনতি শুন হে পাণ্ডব-সখা ।
দীননাথ ! কবে হবে দিন—
বীর-অভিমানী কর্ণেরে সমরে পাব
ওহো, ক্লৌষ আমায় !
অরির শোণিতে আলা কি নিতিবে কভু ?
হে মাধব—রাধিকাবল্লভ,
তল্লভ পদারবিন্দে রেখ এ অধীনে ।

[প্রস্থান ।

সপ্তম গর্ভাক্ষ ।

—*—

রজনশালা ।

ভীম ।

ভীম । কোথা তুষ্টি—কীচকের একমাত্র প্রাণ !
ছার হন্তের নন্দন,
পদাঘাতে পদাঘাত কিবা হবে শোধ !
মৃত্যু দেখি দয়াশীল যুধিষ্ঠির হ'তে ।
ক্ষুদ্র বন্ধ ধরে হুশাসন,—
বিদারি শোণিত-তৃষা কি মিটিবে মোর !
হুয়োখন, হতাশন হতাশন জলে,
ছার মুখে ধর্ম্মরাজে নিদ্রিল পামর,
পদাঘাতে কিবা হবে প্রতিশোধ !
বধিব না—বধিব না তারে,
উরুভঙ্গে কুঞ্চিত বদন,
শোভিত নয়ন,
উজ্জ্বল চাহিবে যখন—
ধীরে ধীরে করিব চরণাঘাত ;
গিরি চূর্ণ হয় যে প্রহারে,
সে চরণ না হানিব বলে ।
কভু না বধিব,
শৃগালে অর্পিব সেই ভার ।
পড়ে মনে কীচকের বর্ণিত নয়ন,
জীবিত থাকিতে ধর নখে উপাড়িব ;
কাটে প্রাণ, যুধিষ্ঠির তৃত্যাসনে !
নপুংসক—গাভীরা কান্ডনি !
হার, প্রাণের নকুল,
অরিকুল আকুল বাহায়ে হেরি—
পরশ্রিত অধরকু করে !

দেবাকার দেব-বোঁধা সহদেব—
তাজি দিগিজরী ধনু,
ধেনুপাল লয়ে ফেরে !
লক্ষ রাজা জিনি
আনিলাম লক্ষী-স্বরূপিণী করে
চুলে ধ'রে কীচক প্রহারে পায় ।
দেখিলাম বল্লভ ব্রাহ্মণ !
কুকর্ণে—কুকর্ণে
আরে হুশাসন, আরে হুয়োখন,
আরে নরাধম হত-হত
বিরাট-শালক,
ভীমসেনে কুকর্ণে করিলি অরি !
কত দিন—কত দিন আর
কণ্টক-শয্যায় শোব ?

(ভীমের শয়ন)

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

দ্রৌপ । ধিক্ ধিক্ ধর্ম্মনিষ্ঠা তার—
ধিক্ দয়া ;—
ধিক্ ধিক্ বীরাজনা বলি মনে করি অভিমা
এ মন-বেদনা,
তপাচারী যুধিষ্ঠির কি বৃন্দিবে,
ভীম বিনা কারে জানাইব বাথা ?
তিন দিন যদি ব'রে দায়,
কীচক না হারায় পরাণ,
ভগবান, আশ্রয়তা না ডরিব—
পাসরিব হুশাসনে—
বেণী না বাধিয়া,
তলে তলু দিব বিসর্জন ।
নিদ্রিত, কি শুইয়াছ মহানিদ্রা-কোলে—
উঠ উঠ হৃৎকার !

ভীম । কহ সহদেব,
অজ্ঞাত হইল অবসান ?
এ কি,—বাক্সেনো !
গভীর রজনী, ডরি পাছে কেহ দেখে ।

দ্রৌপ । কুলটার—
পুরুষের সনে দেখিতে নাহিক দোষ,
হত-পুত্র প্রহারিল পায়—
হেন কুলটার নাহি স্পর্শে অপমান ।

ভীম । কৃকা—কৃকা, হতাশনে দ্রুত নাহি চাল,
বহু কষ্টে ধর্ম্মরাজে চাহি ধরি দেহ ।
দ্রৌপ । মরিবে—মরণে প্রস্তুত আমি ।

অজ্ঞাতে পাণ্ডব নাম হোক অবশান—
 অপমান গোপনে রহিবে ;
 মুক্ত-ভাবে কহি,
 চর্যোধন চর্যাসন রহক কুশলে ।
 ভীম। কৃষ্ণা, অন্নদিন—রাজার নিবেধ !
 দ্রোপ। ধর্ম হেতু রাজ্য বিসর্জন ।
 সেই ধর্ম শরীর অর্পণ—
 নিষ্ঠাচার রাজার হইবে অভিমত ।
 ভীম। ক্রপন-নন্দিনি,
 নৃপতির নিন্দা নাহি কর ;
 আছে অন্নদিন,
 পুনঃ
 দেব-নাগ-নরে দেবিত্বে তোমারে—
 রাজ-চক্রবর্তী-বামে ;
 শুন ঘাঙ্গসেনি, কহি সত্য বাণী,
 যেই দিন হইব প্রকাশ,
 কীচকেরে সৎশে মারিব,—
 শিরায় শিরায় উফ শ্রোত ধায়,
 হের কাঁপে কলেবর দেবি,—
 কি করিব, রাজার নিবেধ ;
 নহে মৎস্তরাভ্যে চিহ্ন না রহিত ।
 জলি যে জালায় কি কব তোমারে আর ।
 দ্রোপ। জানিতাম সহিবারে নারীর স্বজন—
 সহ শূণ্য পুরুষে অধিক দেবি,
 শাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত,—
 ভাৰ্য্যা তাজি রাজ্য যদি হয়,
 অজ্ঞাত সময়, বনিতার বলাৎকার !
 ভাৰ্য্যা হেতু পুনঃ কেবা যায় বনে !
 ভাৰ্য্যা মাত্র পণের কারণ !
 হীন প্রাণা, নহি বীরাসনা,
 কলঙ্কিনী দেহে কিবা কাজ ।
 ভীম। শুন রাজরাণি, দিন নাহি রবে,
 নিজ হাতে বৈধে দিব বেণী তোর ;
 চর্যোধন-শোণিত সহিত,
 গদা দেখাইব আনি,
 মুকুটের রেণু দেখাইব এই পদে ;
 স্তূত-পুত্র কীচকেরে
 তিল তিল করি দেহ তার,
 মিণাইব ধূলি সনে, উড়িবে গগনে
 আত্মারে না পাবে তত্ত্ব সংকারের হেতু !
 অনে ক সন্দেশ—ধৈর্য্য ধর চাহি যো সবারে,—
 ফাটে বুক, কি করি সুন্দরি ।

দ্রোপ। সহিরাছি—
 রমণীর সহিতে উচিত বাহা,—
 পরবাসে আছি সৈয়দীর বেণে ;
 আমা হেতু কতু নাহি ভাবি হুঃখ,
 বামী রাজ্যেশ্বর, আছিলাম রাণী,—
 পরগৃহ-নিবাসিনী পতি সনে
 অপমান সভাতলে !
 অপমান জয়দ্রথ-ছলে,—
 তিল না গণিহু,
 আঁখি-বারি অকলে মুছিহু
 চলিলাম সিংহিনী সমান—
 যুগরাজ পাছে পাছে !
 কিন্তু ভেকে কতু স্পর্শনি করিণী,
 গোপরাজ্যে রাজা,—
 খালক তাহার করে যোর অপমান !
 শুন শেষোত্তর বৃকোদর,
 সতী নারে অধিক সহিতে ;
 শত পদাঘাত নাহি গণি—
 প্রেম-বাণী কবে পুনঃ হাসি হাসি—
 পাণ্ডব প্রেমলী না রাখিব ছার প্রাণ ।
 হাসি হাসি বিধাটের দাসী
 কবে পঞ্চ গঙ্কর বনিতা—
 রাজসুতা—হেন অপমান কেন সব ?
 ভীম। হা পাঞ্চালি, হেন দশা হইল তোমার !
 পুনঃ যাব বনে,—
 পাপাচারে বিনাশিব,
 না—না, ধর্মরাজে না লজিব,—
 কি করিব রাণীর নিবেধ ।
 দ্রোপ। জনে জনে না লব বিদায়,
 নিশা গত প্রায়,
 চরণে মেলানি মাগি,
 জানা'রো রাজারে—
 জানাইয়ো—জানাইয়ো স্বামীগণে,
 সবার চরণে নমস্কার করে দাসী ।
 ভীম। শাস্ত হও কৃষ্ণা গুণবতী,
 যে হয় সে হয় কীচকে মারিব আমি ;
 কিন্তু হইলে প্রকাশ, রাজা যাবে বনবাসে,
 আছে কি উপায় গোপনে বধিতে তারে ?
 কিন্তু রাজ-মান ।
 দ্রোপ। ভাব কেন ঘৃণটির-মাজা হেতু ;
 সভা-মাঝে হইত প্রকাশ—
 বলবান কীচক বিনাশ

সামান্যে না হয় কত ;
পার যদি গোপনে ধারিতে,
কবে লোকে, গন্ধর্ব্ব বধেছে তারে ।

ভীম । কিন্তু কিরূপে গোপনে বধি ?
দ্রোণ । নিশা বিনা নাহিক সমর ।
ভীম । কালি কি আসিবে তব আশে ?
দ্রোণ । হা দক্ষ হৃদয় !

পূর্ব্ব-অপমান নাহি গণি,
ডরি—

ভীম । পার তারে ল'য়ে যেতে শূন্য কোন স্থানে ?

দ্রোণ । শূন্য স্থান—নাট্যশালা যামিনীতে ।

ভীম । সূচরিত্রে, নাট্যশালা বধা-ভূমি তার ;
হলে কি কৌশলে,
কোন মতে পার কি আনিতে কদাচারে ?
শুন সতি,
ইঙ্গিতে ভুলায়ে
নিশাকালে আন নাট্যশালে,
সেইমত
ঘৃণিত নয়ন কামে, উপাড়িব নখে ।

দ্রোণ । ভাল,
নৃত্য-গৃহে আনিতে আমার ভার ।

ভীম । নিঃকণ্ঠে যাও সতি ;
প্রভাত নিকট,
যাই প্রাতঃক্রিয়া হেতু ।

[দ্রোণদীর প্রস্থান ।

ধৈর্য্য ধর অধীর অন্তর,
রোষ-অগ্নি বাহিরিবে লোমকূপে—
মুচ্ছা যাবে লোকে ;
ক্ষীত শিরা ললাটে হেরিবে,
ই গ্রন্থি ক্ষুদ্র মৎস্তদেশে কে সহিবে !
নিশা-আবরণে আবার ঢাকিবে ধরা,
নীরবে যামিনীর ঝিল্লিরবে
মিশাইবে রোষপূর্ণ দীর্ঘ-শ্বাস,
শিহরিবে ভূজঙ্গ গহ্বরে গুনি,
শৃগালের নামে অর্ন্তনাদ মিশাইবে তার,
না করিব রুধির পতন,
সে পাপ-রুধিরে অপবিত্র হবে ক্ষিতি,—
ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর প্রাণ ।

[ভীমের প্রস্থান ।

অকৃতম গর্ত্তাক ।

উপবন ।

কীচক ।

কীচ । প্রভাত-সমীরে শীতল না হয় প্রাণ,
জলে—দেহ জলে,
উষ্ণ ভালে না পরশে বায়ু,
উষ্ণ ওষ্ঠ সলিলে সরস নাহি হয়,
অগ্নি-শিখা করে, নিশির শিশিরে
শীতল না হয় জ্ঞান ;
উষ্ণ-শ্বাস বধ নাহি বচে
ভূলাতে নারিহ
বলে তারে করিব গ্রহণ ;
নহে এ অনল না হবে শীতল,
নহে উষ্ণ অগ্নি নিদ্রা কত না জ্ঞানিবে ;
শয্যা শূল সম,
ভাগিয়ে যাপিহু রাতি—
এ গরল-বাতি আগে নিভাইব—
পরে পদাবাতে করি দূর—
দিব অবজ্ঞার প্রতিকূল ।
মানক-সেবায়
এ অনল করিব প্রবল,
বাহে তাপে হয় অধীরা বিহ্বলা ;
পুষ্প হেতু নিত্য সেই আসে উপবনে
ওই দাঁড়াইল, সরস চাহিল যেন,—
হস্ত-আবরণে বড় আড়ম্বর আভি,—
মুক্তকেশ চালিয়ে দেখায় !
বুঝিয়াছে, বুঝেছে আমার,
ক্ষমতা বুঝেছে মম ;
পুষ্পাধার করে আসে ধীর ধীরে,—
দেখে নাই মোরে যেন ;
সম্ভাবিবে প্রতীক্ষা করিছে,
বুঝি বল না হইবে শ্রেয়াজন,
বলে মধু চর অপচয় ;
দীরে যায়, চাহে কিরে ফিরে,
ভাবভঙ্গী মনোভাব করিছে প্রকাশ ।
ভাল, ভালি এ কৃত্রিম মান ।

(দ্রোণদীর প্রবেশ)

কহ, রাজসভা দেখিলে কেমন ?
মৌন কেন, দেহ না উত্তর ?

দ্রোণ । কি দিব উত্তর ?
 কীচ । রাজারে কি মনে ধরে তোর ?
 দ্রোণ । কেশ-বেদনার, চরণের ঘা,
 রাজসভা পলে পলে হেরি ।
 কীচ । ক্ষুদ্রমতি কিঙ্করী কি জানিবি আমার,
 ত্রিভুবনে কীচকের নাহি ভয় ।
 দ্রোণ । পদাঘাত তরে পুন কি দাঁড়ায়ে আছ ?
 আসি পুষ্পপাত্র রাখি,
 যত সাধ করিও প্রহার ।
 কীচ । রোষ হ'লে হই হতজ্ঞান,
 উচ্চ কেহ আনা হ'তে
 এ কথা শুনিলে স্থির না রহিতে পারি,
 করেছি রাজার প্রয়াস,
 দেখাইহু রাজা কেবা আনা হ'তে !
 রাজকাৰ্য্যে বিলাসের না হয় সম্ভ,
 সেই হেতু নাহি বৈসি সিংহাসনে ;
 আছি সুপুত্র,
 ক্রমে পারিবি জানিতে
 কেবা আমি, ইন্দ্র কেবা মম তুলনার !
 দ্রোণ । ইন্দ্রপ্রস্থে শুনেছিহু যেন
 মৎস্যরাজ দেখে কর যুধিষ্ঠিরে ।
 কীচ । হ্যাঁ হ্যাঁ, কর নয় কর নয় ;
 তবে কহি শুন,—
 যাই যুদ্ধ হেতু, হেরি রণবেশ মোর
 যুদ্ধ হ'রে সুন্দরী জনেক
 ল'য়ে গেল গৃহে তার ;
 আর
 সখ্যতা আছিল মম কুরুকুল সনে,
 আসিয়াছে লোভে, কিঞ্চিং দিলান দন ।
 সখ্যতা কারণে,
 নিমন্ত্ৰণ রক্ষা হেতু যাইতে হইল,
 বসাইল যুধিষ্ঠির দক্ষিণ আসনে ।
 মম কার্য্য ওই মত,
 যারে বাড়াইব,
 স্থান দিব আমার উপরে ;
 কিন্তু কোপে পড়িলে আমার,
 নিস্তার কাহার' নাহি আর ।
 দ্রোণ । ঠেকিয়া কেনেছি তাহা ।
 কীচ । হা হা ! ও কথার মনে নাহি দেহ স্থান ।
 কিন্তু আপনার বে করিল মোরে
 তার—কি করিব আর !
 দ্রোণ । ইহ ভর, কথা কহ, পাছে কেহ দেখে ?

কীচ । ভয় কিবা—
 রাজরাণী, ত্রিভুবনে ভর ভোর করে,
 কীচক রয়েছে তোর পাশে ।
 দ্রোণ । ভরি পক্ষ গন্ধর্ব্ব স্বামীরে,
 সন্মোহে বধিবে প্রাণ ।
 কীচ । কোটি গন্ধর্ব্বেরে কিবা ভর—
 বাহুবল রক্ষক রূপসি,
 হাস পুনঃ হাস' এ দ্বিধা হাসি ।
 দ্রোণ । না না,
 প্রণয়ের ভাবে না সম্ভাব মোরে তৃষ্ণা !
 কীচ । শশিকলা,
 শিখেছ বিস্তর ছলা ।
 দ্রোণ । কেন মজাইবে মোরে ?
 কীচ । ভাল ভাল, মজাইরা কহ তাগ রূপা
 দ্রোণ । যাও চলে,
 নহে চলে যাই পুষ্পপাত্র কোণি,
 সতী আমি, রয়েছে গন্ধর্ব্ব স্বামী
 লোকে জানে চিরদিন ।
 মরিব তখনি,
 কলঙ্কিনী যদি কহে কেহ ।
 কীচ । নিশা সরসে কুসুমকুলে
 সুধার নীহারে,
 প্রণয়ীর প্রাণ
 বিকাশে আঁধার বরিষণে !
 দ্রোণ । আহা কি সুন্দর কবিতা তোমার !
 বাড়ে বেলা, পুরবাসী আসিবে এ স্থানে ।
 কীচ । সত্য
 পুরবাসী-মেঘে
 হৃদ্যাকাশ আবরিবে সরা ।
 দ্রোণ । কালি গিয়েছে প্রহর,
 আঞ্জি বুঝি দিন কবিতার ?
 কীচ । শুন ক্লেশোদরি,
 আঁধারে বিহার না হবে প্রচার,
 কেন ভাব এলোকেশী ?
 দ্রোণ । নৃত্যশালা শূন্ত রহে নিশি-আগমনে,
 যত কথা তব শুনিব সে স্থানে ।
 কিন্তু যাব তোমারে প্রত্যাহ করি
 সতী আমি রেখ মনে ।
 কীচ । শুন—যাইব কেমনে,
 কহ নাহি রহে ঘর ?
 দ্রোণ । সে তার আমার ।

কীচ । চক্ৰাননে, ভাণ কীচকের সনে ?
 যবে গালি, জ্বেনেছি তখনি ।
 রসে ডগমগ,
 বহদিন না ফুরাবে মধু !
 বাস কঠোর অতি ;
 তবু না স্পর্শিহু,
 অধীর ফাটিছে প্রাণ ।
 পরশনে হইতাম জ্ঞানহীন পুনঃ,
 মুখ-সুধাপানে সবল হইব,
 তবে পরশিব,
 নহে ভ্রাণে তার অধির উত্তাপ !

[কীচকের গ্রস্থান ।

নবম গর্ভাঙ্ক ।

—*—

শয়ন-কক্ষ ।

অর্জুন ।

অর্জুন । নিবাকর, পল বহে যুগ সম !
 দেখ বেশ, দেখ দীর্ঘবেশী,
 হের আভরণ,
 দোপদীর অপমান জীবিত থাকিতে !
 তেজোময় রথি, উজ্জল কিরণে
 হের হে অন্তর মম,
 হের, কি ধৈর্য্য-বন্ধনে উগ্র-প্রাণ রাখি স্থির,
 হে মিহির, কত দিনে পাব পরিত্রাণ ?

(উত্তরার প্রবেশ)

কি উত্তরা, কেন কাদ মা আমার ?

উত্ত । সৈরিকীরে মাতুল মেরেছে পায় ।

অর্জু । হও চিরজীবী,
 পর-হৃৎখে দ্রুখিনী জননী মম,
 আরে রে উত্তরা, আরে রে বালিকা মোর,
 তুমি অভাগার নয়নের নিধি !

উত্ত । নাহি আর বল বৃহন্নলা,
 কান্না আসে মোর ;
 কহ মোরে, কোথা যাবে সৈরিকী পলায়ে,
 যবে পুনঃ মাতুল মারিবে পায় ?
 বৃহন্নলা, তুমিবে না মাতুল তোমার মানা ?
 তুমি বুঝাইলে শাস্ত তার হবে ক্রোধ,
 সৈরিকীরে কব কি আসিতে হেথা ?

২য়—৩।৪

অর্জু । ক্রাব আমি, মহাবীর মংস্তের শ্রালক,
 কেমনে বারিব তারে,
 সৈরিকীরে কেমনে রাখিব ?
 উত্ত । ভয় হয়, হেরিয়ে বদন তব,
 চঃখ নাহি কর বৃহন্নলা,
 নাহি ত্যজ দীর্ঘধাস,
 সৈরিকীরে রাখিব লুকারে,
 না পাবে সন্ধান তার মাতুল আমার ।
 অর্জু । বৎসে, পাঠ তুমি নেবে কি এখন ?
 উত্ত । না—না,

খেলার সময় এ তো ক'রেছ নিয়ম,
 বৃহন্নলা, সৈরিকীরে ভালবাস
 তবে কেন কত নাহি কও কথা ?

অর্জু । ভালবাসি তোমারে মা আমি ।
 সৈরিকীর সনে কি হেতু কহিব কথা ?
 উত্ত । কিন্তু পাও ব্যথা সৈরিকীরে হেরে,
 বুঝিয়াছি দেখিয়া বদন ;
 সৈরিকীরে জান বৃহন্নলা ?

অর্জু । বলিয়াছি বার বার
 দোপদীর ছিল সহচরী ।
 উত্ত । না না, সৈরিকী সামান্য নহে নারী ।
 অর্জু । (স্বগত) আহা,
 এ কমল কটিল এ মংস্তদেহে !

উত্ত । শুন বৃহন্নলা,
 হাস তুমি স্বপ্ন কথা শুনি,
 কিন্তু কালির স্বপন হাসিবার নহে কত ।

অর্জু । স্বপ্ন তব দিন দিন নব নব,
 নিত্য কহি কৃষ্ণ বিনা নাহি কেহ মম,
 নিত্য আসি সুধাও আমার,
 দাতা ভগ্নী জননী কি আছে কেহ ?
 স্বপ্ন তোমার এ হেন অসার সূতা !

উত্ত । শুন বৃহন্নলা,
 কাঁদিব এখন না যদি স্বপন শুন ।
 যেন ভ্রমি উপবনে,
 একে একে ছেরিলাম
 দেবের কুমার পঞ্চজন,
 উজ্জল রতন-মণি-খচিত আসন,
 পঞ্চজন বসিল তথায় ;
 সৈরিকীর নাহি এই বেশ
 দেবীর ভূষণ, দেবী যেন রূপে,
 হাসি হাসি বসিল তাদের পাশে !
 আসিলাম ডাকিতে তোমার—

নাহি তুমি আর !

বেশ-ভূষা দীর্ঘ বেণী আছে প'ড়ে ।

পুনঃ আইছ উপবনে,

বহরলা বসিয়া কাদিছ

তুনিলাম বহরলা নাই,

কাদিয়া লুটাই ভূমে !

পঞ্চজনে করি নমস্কার,

দাঁড়াইল বেবের কুমার,

দয়া করি তুলিল আমার করে ধরি

কিন্তু সেই ছায়া,

স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে !

কহ বহরলা, কভু না যাইবে তুমি ?

অঙ্কু । তুমি মা আমার,

না ছেড়ে সন্তান কভু যার ?

(সুদেফার প্রবেশ)

সুদে । এ কি বহরলা,

দিবারাতি শিখা নাহি প্রয়োজন,

দিন দিন শীর্ণা বালা মাকে না পাইয়া ।

উত্ত । মাতা, কটু নাহি বল,

আপনি আইছ, বহরলা কি করিবে ?

বহরলা, রাগিবে না তুমি ?

সুদে । ভাল গুণ করিয়াছ বহরলা ।

অঙ্কু । রাজরাণি, উত্তরা জননী মোর,

মা কি রহে সন্তানে তাজিয়া ?

বুঝ দেখি, আপনি এসেছ—

তিল নাহি হেরিয়া কুমারী ।

যাও মা আমার,

এস পুনঃ পাঠের সময় ।

[সুদেফা ও উত্তরার প্রস্থান ।

কুললক্ষ্মী স্ববচনী মা আমার,

দিবাচক্ষু আছে কি বাগার

দিন দিন স্বপ্ন সত্য তার !

ফলিবে কি এ স্বপ্ন ?

আহা, কুললক্ষ্মী মম—

মা আমার মধুরভাবিনী ।

[অঙ্কুনের প্রস্থান ।

দশম গর্ভাস্ক ।

—*—

উত্তান ।

কৌচক ।

কৌচ । যদি ভালবাসে মোরে,

পাসরি পূর্বের হেলা ।

দিন নাহি যায়,

আজি সেই ভাব পুনঃ মম

পুনঃ যেন পিপীলিকা চলে গায় !

মদনের হত্যাশন !

বিশাল্যকরণী মিলিবে যামিনীবোণে !

না না, রূপ তার না ভাবিব—

উন্মত্ত হইব !

রাঙা রাঙা চারিদিকে—

যেন রুধির উগারে !

এখন' না নিভে আলো—

হনুমান্ যামিনী আমার—

সে বাঁচাবে শক্তিশেলে ।

ছার বায়স ডাকিল শিরে—

অঁচড়িল ভাবের জানকী মম ।

এক চক্ষু-অন্ধ রাম-বাণে,

কৌচক-রামের বাণে হু'নয়ন যাবে কাণি !

এই যে অঁধার সাথে রজনী আইল ।

এ কি ভূকম্পন ?

না—না, অধাপানে মন্তক টলিল ;

বাড়ুক গরল, আছে নিধু নীর ;

কথা নাহি কব, অঁধারে বসিব,

নিধু নীরে শীতল করিব তত্ত্ব ।

হত্যাশন-শ্রোত দেহে মোর !

যাই,

নাট্যাশালা শূন্য এক্ষণ ;

বড় অভিমাত্রী, বিলম্বে ব্যর্থপি রোবে ?

হে সৈরিদ্ধি, বাক্য মিথ্যা নহে মম,

বাধিয়াছ—বাধিয়াছ মোরে,

এলোকেশে আবেশ অধিক দেখি ।

[প্রস্থান ।

একাদশ গর্ভাক্ষ।

—*—

নাট্যশালা।

দ্রৌপদী ও রমণীবেনী ভীম।

দ্রৌপ। স্থির হও, কেহ যদি স্পেনে—

বাস তব ভূজঙ্গম সম।

ভীম। শুনি ক্রপদ-নন্দিনি, যত্না নারীজাতি ;

দর্পণে দেখিব গিরে

ভূজঙ্গ ভীম কিরূপ রমণী-বেশে !

কহ নাই রঙ্গভঙ্গ করি ?

এখন' বিলম্ব কেন ?

দ্রৌপ। ধর ধৈর্য্য ; এক ভিক্ষা বীরবর,

আমি না পারিব প্রহারিতে পাষণ্ডের শিরে,

যেন আমা জানে,

লয় তব তিন পদাঘাত,

একে একে শুনি আমি অন্তরালে থাকি।

বীরবর,

পূরায়েছ সকল বাসনা,

এ মিনতি কর' না অন্তথা।

ভীম। ভাল, সেইমত করিব বর্ষরে।

দ্রৌপ। ঐ বৃষ্টি আসিছে বর্ষর,

মিনতি রাখিও মোর।

[দ্রৌপদীর প্রস্থান

(কীচকের প্রবেশ)

কীচ। কোথা বিশল্যাকরণি,

দেখা দাও, খুঁজিয়া না পাই।

(ভীমের পদধ্বনিকরণ)

নাহি আভরণ, কেন পদধ্বনি ?

রাখ পরিহাস, বাই কাছে—

কণ্ড কথা, খুঁজিয়া না পাই !

ভীম। চুপ্ !

কীচ। ওহো—ওহো, কোথা তুমি ?

(স্পর্শ করিয়া)

আহা—আহা, কি কোমল কার্য !

ভীম। ছাড়, বাথা মম গায়,

প্রহারে জঙ্ঘর আমি।

কীচ। ছিঃ প্রেমসি, প্রেমের সে লাখি !

ভোলনি এখনও তুমি ?

দেখি, পারি যদি ভোলাইতে গাঢ় আলিঙ্গনে ;

আহা, ভগ মগ নধর লজিকা সম !

আহা, গণ্ডস্থল কি কোমল !

আরে, শাশ্রু মোর প্রবেশে

নাসিকা-ধারে !

ভীম। দেখ, চ'লে যাব হেতা হ'তে।

কীচ। কেন, কিবা অপরাধ

ডাকি যদি সবাত্রে এখন ?

ভীম। লজ্জা নাহি হবে তব ?

কীচ। মোরে জানে পুরবাসিগণে ;

সুন্দরী বে আছে যথা

আজি বা দুদিন পরে ভোগ্যা মোর !

কিন্তু শরদ্বিন্দুনিভাননি,

আজি হ'তে তোর,

ভ্রমর তোমার আমি !

ভীম। এত যদি, মারিতে না উচিত চরণ।

কীচ। এই দেখ,

আছি আমি মন্তক পাতিয়া।

কর তুমি পদাঘাত।

ভীম। ছি ছি ! হীন আমি কেমনে করিব ?

কীচ। কর পদাঘাত, আছি মাথা পেতে,

না কর বিলম্ব মিছে ;

যবে প্রণয় জন্মিল,

তুমি আমি এক-প্রাণ।

ভীম। ঐ খেদ এক প্রাণ !

কীচ। হাঁ প্রেমসি, এক প্রাণ ;

কমল সমান কোমল চরণ তোর,

ভাব কি রূপসি, বাথা আমি পাব তায় ?

কোমলাঙ্গি ! কর হে প্রহার,

প্রেমালোকে বিলম্ব কি হেতু আর ?

ভীম। (প্রথম পদাঘাত)

কীচ। যেন পুষ্প-বরিষণ।

ভীম। (দ্বিতীয় পদাঘাত)

কীচ। সচন্দন !

ভীম। (তৃতীয় পদাঘাত)

কীচ। এইবার চৌদ্দ ভুবন !

ভীম। আরে ছুট, গন্ধর্বে চালন।

কীচ। এ্যা—গন্ধর্ব ? বধি তোরে,

সৈরিকীরে বধিব পশ্চাতে

দিয়ে যত ভূভাগে উপভোগ হেতু।

ভীম। আরে রে বামন,

চন্দ্রস্থধা কর সাধ !

বধি তোরে পশুর সমান।

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

(দ্রোপদীর পুনঃ প্রবেশ)

দ্বাদশ গভীর ।

দ্রোপ । শ্রীমধুসূদন,

বার বার রাখিলে পাণ্ডবে,

রক্ষা কর কীচকের হাতে ।

কীচ । (নেপথ্যে) পিপীলিকা শিরে !

ভীম । (নেপথ্যে ।) ইহলোকে বাক্য সাধ

নাহি কর আর,

কুকুরে দিব এ জিহ্বা—

সৈরিকীরে কহিয়াছ কুবচন ;

এই চক্ষে দেখিয়াছ সৈরিকীরে,

পদাঘাত সৈরিকীর কায়—

পদাঘাতে ছাড় প্রাণ,

মৃত্যু তোরে দিল পরিত্রাণ,

না রাখিব নরের আকার ।

দ্রোপ । পড়েছে পামর,

হে মধুসূদন প্রণাম তোমার পায় ।

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম । কৃষ্ণা ! কৃষ্ণা !

দ্রোপ । স্থির হও, যাও চ'লে, পাছে কেহ দেখে,

রণচিহ্ন ধোত কর জলে ।

ভীম । কৃষ্ণা ! কৃষ্ণা !

মিটিল না তৃণ—মিটিল না তৃণ

অলম্বায় তাজিল পরাণ ।

আরে হুঃশাসন, কবে তোরে পাব আমি,

কবে বেনী বাধিব তোমার ?

দ্রোপ । বীরবর, তুমি ঘুচাইবে ব্যথা মোর,

যাও শীঘ্র, প্রভাত নিকট !

ভীম । অগ্নি আনি দেখ গিয়ে হুঠের আকার,

পদাঘাতে ফেলেছি প্রাঙ্গণে ।

[ভীমের প্রস্থান ।

দ্রোপ । ভীম বিনা কে রাখে বিপদে,

দেখি—

কোন মুখে প্রেম-কথা কহিল অজ্ঞান ।

[দ্রোপদীর প্রস্থান ।

—*—

প্রাক্তন ।

(হাড়িনীর প্রবেশ)

হাড়ি । গড়ন্ গড়ন্ গড়—

আগাশ আজ সারা রাতই ম'রছে—

এখনও ফিন্‌ফিনেয়ে ঝরছে ।

ভাবলুম,

সকাল সকাল ঝাঁট দিয়ে যাই—

ছাই কিছু কি দেখতে পাই ।

এ আবার কি কেলছে মাঝখানে ?

ঝরঝর করতে তো হয় না,

আর সয় না বাপু, সয় না ।

আ মর, কুম্ভো না কি ?

দেখি—দেখি, বড্ড ভারি—

লুকিয়ে নে যেতে যদি পারি ।

আঃ খেলে,

কে আসছে আলো জেলে !

(দ্রোপদীর প্রবেশ)

দ্রোপ । দেখ আসি পুরবাদিগণে,

কি দুর্দশা গন্ধর্ব্ব হেলনে,

দুর্দশির নেহার দুর্গতি ।

আরে রে কীচক, আরে নরাধম,

এত দর্প তোরা !

নর হ'য়ে গন্ধর্ব্বের না ডর !

হাড়ি । ওগো দেখসে গো কি হ'ল,

তাল পাকিয়ে মামা গেল,

ওগো, হায়—হায় !

মামা যেন কুম্ভো গড়ায় !

(সুরদেব ও পুরন্দ্রীগণের প্রবেশ)

সুরদে । আরে আরে বিকট টীংকারে

কেন কর বিরামে ব্যাঘাত ?

হাড়ি । ওগো দেখসে গো, মামা কুপোকাৎ !

সুরদে । এ কি—এ কি !

দ্রোপ । ভ্রাতা তব,

সুখা হেতু প্রেরিলে যাহার পাশে ;

কুদ্র নর গন্ধর্ব্বের না মানে,

শমন-ভবনে গেছে গন্ধর্ব্বের কোপে ।

হুদে । কি হ'ল, কি হ'ল,
কোথা গেল ভ্রাতা মোর,
মাটি খেরে ছুটারে কি হেতু দিলু স্থান !
আহা, বীরকুলপতি,
যার বলে ভুজি বহুমতী,
কি চর্যগতি হ'ল গো তাহার !

(বিরাটের প্রবেশ)

বিরা । রাণি, কি বল কি বল,
কে বধেছে কীচকেরে ?
হুদে । ওহো, বজ্রাঘাত গৃহচূড়ে পাণিষ্ঠার তরে,
কহে ছুটী গন্ধর্বে বধেছে ।

(কীচক-ভ্রাতাগণের প্রবেশ)

হায়, ভ্রাতাগণ,
দেখ আসি অগ্রজের দশা,
মরে ভাই পাণিনীর তরে ।
কীচ-ভ্রা । ভাল দেখি, ওর গন্ধর্ব্ব কেমন
চাহি রাজ-আজ্ঞা সংকারের হেতু ;
অনর্থের কেতু
কুলটারে পোড়াব ভ্রাতার সনে,
দেহ অমুমতি মহারাজ !
বিরা । জলে প্রাণ শোকানলে,
অলস চিতায় পোড়াও দুষ্টায়,
তবে অগ্নি নিভিবে আমার ।
কীচ-ভ্রা । আয়ে রে পাণিনি, বারবিলাসিনি,
কোথায় গন্ধর্ব্ব তোর ?
হায়, কয় দিন অগ্রজ পীড়িত,
নহে—কীচক বৃষিত শত গন্ধর্ব্বের বল,
হেন সহোদর, ছলে মারে বারনারি !
ডাক রে কুলটা,
ডাক তোর উপপতিগণে ।

(দ্রৌপদীকে বন্ধনকরণ)

দ্রৌপ । মরে অনাধিনী,
দেখ জয় বিজয় আসিয়া,
হে জয়ন্ত, জয়সেন,
জয়ধল এস ছরা
যায় যায় প্রাণ দারুণ বন্ধনে,
রক্ষা কর—রক্ষ অস্ত্রাঙ্গীরে !
যাহার হস্তারে তিন লোক ডরে,
ভূধর বিনরে ধনুকটিকারে যার,
ভৃত্য প্রায় জিতুবন সেবে যার,

দিকপতি পতিগণ মোর
এস আশ্রয়গতি,
দেখ, দেখ বনিতার কি দুর্গতি
হস্তগণে বধে মোরে ।
কীচ-ভ্রা । ডাক ডাক উচ্চৈঃস্বরে,
আর কত স্বামী আছে তোর ।
[দ্রৌপদীকে লইয়া কীচক-ভ্রাতাগণের প্রস্থান ।

দ্রৌপ । (নেপথ্যে) রক্ষা কর—রক্ষা কর,
যায় প্রাণ দারুণ বন্ধনে ।
কীচ-ভ্রা । (নেপথ্যে) জালি অগ্নি আগে দিব মুখে ।
বিরা । বীরদর্প মৎস্যদেশ, ঘুচিল তোমার,
ক্ষুদ্র ভৃগু অশনি ছেদিল ;
কুরাল কুরাল,
চ'লে গেল রাজ্যের শেখর !
হা হা বীরবর,
হা হা, কোথা গেলে সেনাপতি !
দ্রৌপ । (নেপথ্যে) গেল প্রাণ, বৃষি নাহি পরিত্রাণ,
কোথা জয় বিজয় দেখ না ।
ভীম । (নেপথ্যে) না কাঁদ, না কাঁদ সতি আর,
আসিয়াছে গন্ধর্ব্ব তোমার,
আরে ছার হস্তপুত্রগণ !
সকলে । (নেপথ্যে) এল এল, পলাও পলাও ।
বিরা । এ কি—এ কি,
মৎস্যদেশে গন্ধর্ব্ব করিল বাস,
এ কি সর্বনাশ, শীঘ্র লহ সমাচার ।
হুদে । মহারাজ, কি হবে—কি হবে,
গন্ধর্ব্বের বধিবে সবে !
বিরা । কোথা গেলে এ কাল-সাপিনী ?

(দূতের প্রবেশ)

দূত । নরপাল,
বিষম অঞ্জাল ঘটল সৈরিক্ষী হেতু ।
দীর্ঘকায় শালবৃক্ষ করে,
অঙ্গে যেন ভার-কিরণ,
শূন্ত হ'তে এল অকস্মাৎ !
এক যায় উনশত ভ্রাতা
বধিল সে দুর্দ্বন্দ-আকার,
শত কায় লুটায় ধরণী !
পুনঃ আসি সৈরিক্ষী পশিল পুরে ।
বিরা । শুন হুদেকা বচন,
ভাকিয়া হোথায়
শীঘ্র পাণ করহ বিহার ;

কটু নাহি কহ,
বুঝাইবে বল ভারে ;
'নারী-স্বপ্ন বীরের সংহার হেতু ।'

[বিরাটের প্রস্থান ।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। দেখ রাণি,
সৈবিক্তী আইল, এলোকেশ
জামা যেন দৈত্যকুল বিনাশিরা !

(দ্রৌপদীর প্রবেশ)

সুদে। শুন বাছা, বচন আমার,
রূপে তোর মোহে দ্রিডুবন ;
পুরুষ কি ছার, রমণী ভুলিতে নারে ।
আছে স্বামী পুত্র মোর, করে ধরি তোর ;
কহু কি ভাবে চাহিব—
প্রমাদ পড়িবে কথিলে গন্ধর্ভগণে ।
বাছা,
স্বামী-পুত্র ভিক্ষা মাগি তোর কাছে,
হানান্তরে করহ গমন ।

দ্রৌপ। চিন্তা নাহি কর রাজরাণি,
স্বামী মম স্বামী তব পতি-পুত্র-পাশে,
কলাচিৎ অনিষ্ট না হবে,
আছে অন্ন দিন আর,
কষ্ট গ্রহ হ'তে স্বামীগণ পাবে পরিত্রাণ ;
দিয়েছ আশ্রয়,
দয় ক'রে কর দিন দেহ স্থান,
করি গো কল্যাণ—
স্বামী পুত্র রবে তোর স্তখে ।

সুদে। বাছা, ভাল মন্দ তোমারে লাগিবে ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

—*—

প্রান্তর ।

(বিরাটরাজ ও সৈন্তগণের প্রবেশ)

বিরা। রণভরী মৎস্ত-সেনাগণ,
বটেছে দ্রুত হুশ্রী ভূপতি

সমুখীন পুনঃ আদ্রি রণে,
সেনাপতি-মৃত্যু-বার্তা শুনি ।
ছার ত্রিগর্ত-ঈশ্বর,
ছার তার সেনাগণ,
মৎস্ত-অস্ত্রযুদ্ধে মাগিরাছে পরিহার ;
ওহে অভয়-হৃদয় সামন্ত-নিচর,
চল করি পরাক্রম
লজ্জাহীন দস্যুগণে ;
চল স্রুত বন্ধনে,
বেধে আনি ত্রিগর্ত-অধমে—
চল শীঘ্র, বিলম্ব কি আর ।

সৈন্তগণ। জয় বিরাটরাজার জয় !
বিরা। আইস বায়ুবৎ, দেখাইব পথ,
মর্ষভেদি শরে অরিশ্রেণী ছেদি,
দেখাইব কোথা চির-অরি ।
সৈন্ত। জয় মৎস্তরাজ, ত্রিগর্তের ক্ষয় !

[সকলের প্রস্থান

(ভীম, যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের প্রবেশ)

যুধি। শুন ভীম, অস্ত্র ল'য়ে যুদ্ধ কর মহাবীর মত,
রোষে আপন পাগরি
নাহি ধাও তরু করে ল'য়ে—
নাহি কর আপন প্রকাশ,
রথে রথ করি নাশ ।
মহাবীৰ্য্য অশ্রদ্ধা ভূপাল,
রাজার না হয় অকল্যাণ ;
চল ধাই পাছে পাছে—
সাবধানে করি গিরে রণ ।

নকুল। বৃদ্ধ রাজা ছোটো যুবা প্রায় !

সহদেব। মহোজাসে মৎস্তসৈন্ত ধায় !

ভীম। (স্বগত) কুরুকুল-পক্ষ সেই ত্রিগর্ত-দুর্জন—
ডরি মাত্র যুধিষ্ঠির দরাময় !

[সকলের প্রস্থান ।

(গোপস্বরের প্রবেশ)

১ ম-গোপ। বাপ,—বাপ, কি হিড়িক টান—
এল যেন গাঙ্গের তুফান !
রঙচঙে সব ধ্বজা সারি সারি !
২য় গোপ। হুলা কল্লো ভারি,
এ হিড়িকে আণ রাখতে পারি
গোছ দেখি না তারি !

১ম গোপ। নামটা কি রে ?

২য় গোপ। যুধোদন ।

১ম গোপ । বাচবার তো দেখ'ছিনে লক্ষণ,
আর ঘাটি রাখ'বে কারা ?

২য় গোপ । ভদ্রা, দ্বোনা, কানা ।

১ম গোপ । গেছে জানা,
কৌকে পরালে টেনা ।

২য় গোপ । বাপ, বাপ, কি শাঁখের ডাক
যেন কড়'কড়াল' আগাশ জুড়ে !

১ম গোপ । মেঘে লেগেছে ধ্বজা উড়ে,
যেন ধুম ক্ষেত্রের চাস !
ডাক উঠ'লো তো খালি ডাক, বাস !
বাঁকা বাঁকা কথা অ্যাকে,
গরলার পো কি মনে থাকে ?
বলে উজ্জাবন ।

২য় গোপ । না না, যুধোদন ।

১ম গোপ । যুধোদন রাজার চাকের মাতি ।

২য় গোপ । না রে, চকোরবতি ।

১ম গোপ । হাঁ, চাকের বাতি ।
বাঁটির দুই শাখা আর কানা ভেড়ে
বসলো এসে ধ্বজা গেড়ে,
যদি টেংরিতে থাকে বল তো দিসে তেড়ে ।

২য় গোপ । এল খেলোয়াড় তিন শালাই খেড়ে ।

১ম গোপ । তুই যা না ভাই রাজার কাছে ।

২য় গোপ । তোর ভাব বুঝছি অঁচে,
মোর গদানটা বাগ্
ওর গদানটা বাঁচে !

১ম গোপ । চল তবে ভাই, দুইজনই যাই ।

২য় গোপ । চল তাই,
কোন দিকেই বাঁচন তো নাই ।

১ম গোপ । ডাকেই হ'ল দাঁতকপাটি,
আমি সেখানে ধলুক অঁটি !

২য় গোপ । চোর হয় তো বিঁধে মারি,
এ ত ছলুম তারি—

জল ঠেলে কি রাখ'তে পারি ?

১ম গোপ । এল আগাশ পাতাল বুড়ে ।
মর'গে তোর আগা বুড়ে ।

[গোপবর্ষের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—*—

নাট্যশালা ।

উত্তরা ও অর্জুন ।

উত্তরা । বৃহন্নলা, মাতুল মরিল—

পিতারে কে রাখিবে সমরে ?

হে মাতুল,

বাদ কেন করিলে গন্ধর্ব সনে !

অর্জু । নাহি ভাব বালা,

অজ্ঞাতে গিয়েছে সাথে গন্ধর্ব-ঈশ্বর,

আশ্রয়ে তাহার বৈরীর নাহিক ডর ।

উত্তরা । কেমনে জানিলে—

সৈরিকী কি বলেছে তোমারে ?

অর্জু । গন্ধর্বের প্রিয় মংস্তকুল ।

উত্তরা । কেমন জানিলে তুমি—

ভয় গণি মনে,

কেমনে জানিবে বল গন্ধর্বের পতি

এ হেন প্রমাদ হেথা ?

অর্জু । মংস্তরাজে বড় মেহ তাঁর,

সভত আছেন তিনি মংস্তের রক্ষণে ।

উত্তরা । আমি প্রতি মেহ আছে তাঁর ?

অর্জু । তুমি তাঁর নয়নের নিধি ।

উত্তরা । তুমি ভালবাস তাঁরে ?

অর্জু । হিনি মম আরাধ্য দেবতা ।

উত্তরা । বৃহন্নলা, দেখিব গন্ধর্বরাজে ।

অর্জু । অচিরে দেখিতে পাইবে,

আমি তুলে দিব কোলে তাঁর ।

উত্তরা । না—না, রব আমি তোমার অঞ্চল ধরি ।

অর্জু । কেন কাদ মা আমার ?

উত্তরা । সব কহে বিবাহের কথা মোর—

তুমি ঘাইবে না সাথে ?

অর্জু । বগেছি তো—

যেখানে রহিবে, সেখানে রাইব আমি ।

উত্তরা । বৃহন্নলা,

জানি ক'কি দাও তুমি—

সৈরিকীয়ে তুমি ভালবাস,

সে তোমারে ভালবাসে,

নহে কেন সেখাইবে স্বামী ?

অর্জু । ইন্দ্রপ্রস্থ-সভাতলে আসিত সকলে ।

উত্তরা । দেখ বৃহন্নলা, তব শিক্ষামত

উষ্ণিয়ার কালে কক্ষে বসি নমস্কার,
নমি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরে,
যবে শত্রু নিল রাজ্যধন—
হলে অস্ত্রজন, তখনি করিত রণ,
রক্তপাত রণ নাহি ভালবাসি,
বৃহন্নলা, তুমি রণ নাহি ভালবাস ?
অর্জু। বৎসে, রণ ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন।
উত্তর। কিন্তু দেখ-বৃহন্নলা,
যেতে পারি রণভূমে—
তুমি যদি রহ সাথে।
অর্জু। বাগিকা, হইল তব বিরাম-সময়,
যাও তুমি রাণীর নিকটে;
হৃৎ পান জননী তোমার
বহুক্ষণ না হেরে তোমারে।
উত্তর। আসিব মাত্নের দেখা দিয়ে।

[উত্তরার প্রস্থান।]

অর্জু। জানি না হৃদি তা-স্নেহ,
কিন্তু হৃদি-অধিক মম;
মম কঠিন হৃদয়
আর্দ্র হয় মধুভাবে তার!
অধীরা বাগিকা, কভু হাসে কভু কান্দে
মম হৃদকক্ষে চাঁদে মেখে থেলে ছবি!
কভু যেন প্রবীণ জননী সম
ভক্য-বস্ত্র যত্নে আনে
হেরে মোরে সন্তান সমান;
এত হৃৎখে, স্নেহে আছি যেন
চেয়ে চাঁদ-মুখখানি।

(দ্রোপদীর প্রবেশ)

দ্রোপ। শুন, শুন, সর্বনাশ হয় মৎস্যদেশে,
পিতামহ-চালিত কোরব-সেনাগণে
বেড়িয়াছে মৎস্যের গোধন -
সাগর-প্রাবন আসিয়াছে অনৌকিনী,
গোপরাজ্য গোধন বিহনে
ছারবার হবে দুরা।

অর্জু। ক্রীব-গৃহে কেন হেরি
পঞ্চ-গন্ধর্ব-কামিনী,
ক্রীব হ'তে কি হবে উপায় ?

দ্রোপ। সংসর্গে সকলি দেখি হয়,
পাণ্ডব-আশ্রিত রাজ্য পরে লবে কান্দি
হেন শিক্ষা-রত্নসানারী সহবাসে !

অর্জু। ভাল, ভাল—গন্ধর্ব-মহিবি,
ক্রীবে কর উদ্বেজন।
দ্রোপ। শত ভাই কীচকে বধিলে
সমান্ত প্রধান সবে,
বলহীন সেনা যুবে জিগর্ষ সংহতি।
হেথা দুর্যোধন বেড়িল গোধন,
একজন নাহিক রক্ষক,
ভাল শাস্তি পাইল বিরাট
কুল দিয়ে অকুল পাথারে।
অর্জু। কত কহ পাঞ্চালি আমার
হের দীর্ঘ বেণী, শাশুর বলয়,
আমি ধনঞ্জয় কি হেতু প্রত্যয় কর ?
রাজ্যে রণ, নারীগণ-মাঝে।
কহ, ধর্মরাজে লজ্জিব কেমনে ?

দ্রোপ। দূর্বলে রাখিতে,
যুধিষ্ঠির চির-অহমতি।
হে গাণ্ডীব,
ভয়াবর্তেরে অভয় দানিতে,
সকোচ কি হেতু তব ?

অর্জু। কিন্তু হবে প্রকাশ সকলি।

দ্রোপ। ফুরায়েছে দিন,
নহে ক্রীব সনে নাহি কহি কথা;
ধর্ম হেতু সয়েছ অপার,
ধর্ম হেতু মৎস্যরাজ্য কর ত্যাগ।

অর্জু। রাখিব গোধন আমি তোমার বচনে,
কিন্তু কেহ সমরে না বরে মোরে।

দ্রোপ। বরিবে উত্তর তোমা সারথি করিয়ে,
দন্ত করি নারীমাঝে কম,
করি রণজয় সূযোগ্য পাইলে স্ত্রুত;
আমি কহিয়াছি তারে,
থাণ্ডব-দাহনে ছিলে পার্শ্বের সারথি,
রণে যাও তারে লয়ে;
ডাকিয়াছে কুমার তোমার
দেখ, আসিতেছে আপনি কুমার।

(উত্তর ও উত্তরার প্রবেশ)

উত্তর। জানি আমি বৃহন্নলা বহনিন হ'তে
নহে তুমি সামান্য কখন;
প্রতারণা আর না চলিবে
শুনছি তোমার গুণ সৈরিন্দ্রীর মুখে,
থাণ্ডব-দাহনে ছিলে অর্জুনের রথে।
উত্তর। এ হেন নৈপুণ্য তব কে জানিত আগে

অধবিদ্যা-দক্ষ তুমি মাতাল শমন ;
হে ধীমান্, আইল সাথে,
পরাজিব কৌরবে সমরে একরথে,
সাহায্যে তোমার ।
কৌরবের মতিভ্রম হ'ল এত দিনে,
আমারে না জানে, গোধন-হরণে
আইল শমনে দিতে কোল ।

অর্জু । হে কুমার,
প্রত্যয় না কর কভু দৈরিক্তী-বচন ;
কুপ্তজন, বসি অস্তঃপুরে
সমর না হেরি কভু ;
দৈরিক্তীর রীতি হেন মত
নানা মনোমত কথা, কহে জনে জনে,
বাক্যে তার জীবন সংহার
কি কারণ করহ কুমার মম ?
জানি মাত্র অশ্ব-সঞ্চালন,
ভ্রমিতম দ্রোপদীর ল'য়ে ।

উত্তর । বৃহন্নলা,
ভাণ্ডাইতে না পারিবে আর,
জানে সকলি তোমার
স্বগন্ধা দৈরিক্তী স্তম্ভরী ;
সব কথা জানি তুমি তার,
ব'লে দেখে কি হবে লুপ্তার্থে ?

উত্তর । রবে মাত্র অশ্ব-রজ্জু ধরি,
কুরুকুল সংহারিব মুহূর্ত্তেকে
নাহি হবে ক্রীড়া ভ্রমণের শ্রম ।

অর্জু । চিরদিন দৈরিক্তী আবার অরি ।

উত্তর । মমাশ্রয়ে নাহি কিছু ভয় ।

অর্জু । ভয় ?

হে কুমার, অন্য বিস্তা জানি কিছু কিছু,
কিন্তু 'ভয়' শব্দে গুরু নিবেদ মম ।
শুন শুন রাজপুত্র, প্রতিজ্ঞা আমার,
অরি যদি হয় যমোপম,
না ফিরি কখন' সংগ্রাম না করি জয় ;
আসিরাছে ভীষ্ম মহাশর,
সপুত্র আচার্য্য ধনুর্ধ্বদ,
রাম-শিব্য কর্ণ মহাপুর,
জনে-জনে দণ্ডধর ডরে,
কি জানি সমরে যদি চাহ কিরিবারে ।

উত্তর । বৃহন্নলা, হেন কথা কহ ?

বল তুমি দেখনি অশ্বার, —
আইসে যদি অর্জুন তোমার,

এক বাণ না ধরিবে টান ;
কিন্তু ধনু ধনু প্রতিজ্ঞা তোমার
সারথির যোগ্য তুমি মম,
আমি তব উপবৃক্ষ রথী ।
চিরদিন মম এই পুণ,
না ফিরিব রণ না জিনিয়া ;
কাম্যুক ধরিব,
শরজালে গগন ছাইব,
ফিরিবে না পদাতিক এক ।

অর্জু । কত পুণ্যফলে পাইলাম হেন রথী,
যাই আমি রথ-সজ্জা হেতু
স্বগজিত হও শীঘ্র নৃপতি-তনয় ।
উত্তর । শুন বৃহন্নলা,
নানা বর্ণ উষ্ণীষ-শোভিত কুরুদল,
শুনিলাম দূত মুখে, —
এন সে সকল, পুত্রলী খেলিব ।
অর্জু । ভাল, মাতা তব জিনিলে সমর,
এনে দিব উষ্ণীষ তোমারে ।

(হৃদেষ্কার প্রবেশ)

হৃদে । বৃহন্নলা,
শুনেছি তোমার গুণ দৈরিক্তীর মুখে,
মিথ্যা কভু দৈরিক্তী না কহে ;
স'পিরাছি কুমারীরে,
স'পি আজি বালক কুমারে,
দেখ যেন ফিরে পাই নয়নের নিধি ।
অর্জু । দেবি, সাধ্যমত না হইবে ক্রটি ।
হৃদে । অসাধ্য তোমার কিছু নহে ত্রিসংসারে ।
দ্রোণ । রাণি, নাহি কিছু ভয়,
করি রণজয় ফিরিবে কুমার তব ।

উত্তর । মাতা, প্রণাম চরণে,
আসি আমি উত্তরা ভগিনি,
শুভক্ষণে দৈরিক্তী আইল পুরে—
চল যাই বৃহন্নলা ।

[উত্তর ও অর্জুনের প্রস্থান ।

উত্তর । মা গো, হবে কত পুত্রলীর বাস !
হৃদে । আনন্দের দিম আজি নহে রে উত্তরা ।
উত্তর । মাতা, উত্তলা না হও তুমি,
গিয়াছেন গুরুকুল-ঈশ্বর
সমরে পিতার সনে ;
দাদা যাবে বৃহন্নলা সনে,
শত্রু কি করিবে মাতা ?

মদে। হায়, এ সময় কোথা শত ভ্রাতা মোর।

[মদেকার প্রস্থান।

- উত্তরা। সৈরিন্দ্রী, না হুংখ ভাব মনে
- ভ্রাতৃ-শোক কাদিল জননৌ;
- কহ মোরে, সমরে কি আছে ভয়?
- পিতা মনে গেছে তব স্বামীগণ।
- দ্রোণ। রণজয় যুহুর্ন্তে হইবে বাণ।
- উত্তরা। বলে দেখ ভাল ক'রে গন্ধর্ব-ঈশ্বরে?
- দ্রোণ। আমি হ'তে গন্ধর্বের প্রীতি তোমা সবে।
- উত্তরা। কৃষ্ণ-নিন্দা মাতুল করিত,
- সেই হেতু গন্ধর্বের মারিল,
- বলিয়াছে বৃহন্নলা।
- দ্রোণ। কার্য্যে যাই, নাহি কিছু ভয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক।

—*—

প্রান্তর।

(দুর্যোধন, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বখামা ও রূপ)

দুর্যোধন। দেখ, ধ্বজা হেরি দূরে!
কেহ বৃষ্টি চর্চিতে আইল ঠাট;
বহুদূরে—বিধিতে পারিবে সখা?
কর্ণ। আসিয়াছে কটক দেখিতে সখা,
রথ বটে করৈছি নির্ণয়।
দুর্যোধন। আসে চ'লে তারা সম,—
অস্ত্র লক্ষ্য নিমিষে হইবে।
কর্ণ। হাঃ হাঃ, রথ-বেগে পড়িয়াছে রথী!
ওহো, পড়ে গেল হৃদয়-সারথি!
না—না, সারথি নিপুণ—
অশ্বগণের না চল চরণ,
দেখ—দেখ, উভরড়ে রথোজ্জ্বল।
দুর্যোধন। এ কি নারী-প্রায়
পাছে ধায়—দীর্ঘ বেগী নড়ে।
রূপ। পীন বাহু আক্রান্ত লবিত,
যেন ভুজঙ্গ ধাইছে
বাহুক-বর্শন হেতু,
দীর্ঘকায়, রমণী না হয় জান,
হেরি মাজ নারীর বসন
যেন ভয় আচ্ছাদনে ত্রিশুরারি।

দ্রোণ। কহ কিছু করিলে নির্ণয়?

অস্ত্র পাবক, ছদ্ম নপুংসক,
পার্থ বিনা নহে কেহ।

কর্ণ। হাঃ হাঃ, হে আচার্য্য,
কত দিন নারী-বিজ্ঞা দিয়েছ অজ্ঞানে?
উত্তম সন্ধান, মম অস্ত্রে পাবে পরিচাণ।

দ্রোণ। মুরহর চক্রধর সম—

ধায়, সিংহ যেন ধায়,
ভীম-কায় বিপক্ষ তপন,
কৌরব-সম্মুখে আনি রথ রাখে—
হেন প্রাণ ধরে কেবা?
স্বর্গে শুরমাণি, মর্ন্তে চক্রপাণি,
পাণ্ডব ফাস্তনী বিনা,
কর কি নির্ণয়

নারী-করে চলে হেন হয়?
উদ্ধা ছোটো মেদিনী মর্দিরে!

কর্ণ। হে আচার্য্য,
বৃদ্ধকালে দৃষ্টি বড় খর,
রাশ-রজ্জু না মানিল হয়
ছুটিল পবন-বেগে,
রথী লক্ষ্য দিল ভয়ে;
মহাবীর করিয়াছে স্থির
অশ্বযুক্ত যান না চড়িবে।
যদ্যপি অজ্ঞান, ধন্য গুণ,
দংঘত করেছে রথ,
ছোটো বায়ুবৎ,
পার্থ-মহারথ পলায়ন হুনিপুণ!

দুর্যোধন। চল সখা,
গুরু-শিষ্যে হোক আলিঙ্গন;
হে আচার্য্য,
স্বপনে কি দেখ নিত্য অজ্ঞান তোমার?
দেব নরে গন্ধর্ব কিম্বরে,
তিন পুরে হেন শক্তি কেবা ধরে,
একা আসে কৌরব-সময়ে?
সৈন্ত হেরি রথী পলাইল,
সারথি চলিল পাছে,—
আচার্য্যের কোলে অজ্ঞান ধাইয়ে এল!

দ্রোণ। দুর্যোধন, শুনহ বচন,
পলাইলে পলাইত রথে।
আচার্য্য সবার,
যুদ্ধে মম আছে অবিকার,
প্রাণ তুল্য ভূমি,

মেহ হেতু কহি আমি
বেশধারী আপনি করিবে রণ ।

(ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম । দেখেছ কি আচার্য্য প্রবীণ,
যুদ্ধের লক্ষণ সব,
পলায়িত রথী, সারথি কিরায় ধরি ।
দ্রোণ । হে গান্ধেয়, চিনিলে কি অজ্ঞান-সারথি ?
ভীষ্ম । মহাবীৰ্য্য হয় অল্পমান,
যে হয়, সে হয়
বাক্যব্যয় হেথা অকারণ ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

— * —

প্রান্তরের অপরপার্শ্ব ।

অৰ্জুন ও উত্তর ।

অৰ্জ্জু । (স্বগত) এ বর্ষেরে কেমনে চেতন করি—
(প্রকাশ্যে) হে কুমার, নাহি ভয় ।

উত্তর । বৃহন্নলা, ধরি পায় বধো না আমার ।

অৰ্জ্জুন । আইস রথে ।

উত্তর । হঁ, চালাইবে সাগর-মাঝারে,

সমুদ্র নিশ্চয়,—

মধুপানে মত্ত, নার করিতে নির্ণয়—

স্বকর্ণে শুনেছি দিক্‌নাদ ।

অৰ্জ্জু । মুচ্ছা যাও ঘন ঘন,

কোন কথা নাহি শুন কাণে ,

উপমায় সাগর সমান,

নহে ইহা জলনিধি ;

ধবল আকার—

দেখ দেখে গোধন তোমার ;

পতাকার সাগর-লহরী ;

পালে পাল মাতঙ্গ বিশাল—

জলপোত সম হের,

গর্জ্জে সৈন্য সমুদ্রের সম ।

উত্তর । সৈন্ত বন্দি, কে করিবে রণ ?

অৰ্জ্জু । রাখ শূণ, উঠ রথে, ধর ধনুর্ধ্বাণ,

কত্রিয়-সন্তান রণে পৃষ্ঠ নাহি দেহ,

পলাইলে কলঙ্ক চুসেহ—

ভীকু প্রাণ রাখি কিবা কল ?

উত্তর । ক্রীব তুমি,

কি জানিবে জীবনের কলাকল ।

নাহি জানি কত মধু করিয়াছ পান,

সাহসে এ স্থানে তুমি রয়েছ দাঁড়ায়ে !

অৰ্জ্জু । রাজপুত্র, মদ্যপারী নাহি কহ ।

উত্তর । মদ্যপারী অধিক আচার,

বৃহন্নলা ছিলে ভাল,

এ মত্ততা কি হেতু জন্মিল ?

অৰ্জ্জু । না ভাবিস্ তোর সম প্রতিজ্ঞা আমার,

শত্রু হেরি পলাব শিবির প্রায় ;

অযশের তোর নাহি ডর,

হের কর ধনুর আবাসভূমি,

তাজ ত্রাস, আপনি বুঝিব

পরাজিব কৌরব চুৰ্জ্জয় ;

মমাত্রেয়ে যমে তোর নাহি ভয় ;

খাণ্ডব-নাহনে, কালকের-রণে

অস্ত্র-লেখা হের গায় ।

উত্তর । তেজঃপুঞ্জ মহাকায়,

কহ তুমি পুরুষ কি নারী

কিংবা দেবপুত্র ছদ্মবেশধারী ?

হেরে প্রাণ শিহরে আমার !

অৰ্জ্জু । এস এস, বিলম্ব না কর

যাবে কুরু গোধন লইয়ে ।

অশ্বরজ্জু ধর মোরে রথে,

রথী হয়ে আপনি বুঝিব,

উঠ দীর্ঘ-শমী-বৃক্ষোপরে,

অস্ত্র ধনুঃ আন নামাইয়ে ।

উত্তর । কহি যদি ক্রোধ হবে তব ।

শব বাধা, ধনুঃ আছে কোথা ইথে ?

ডরে কেহ নাহি আসে মূলে,

নাহি জানি মাতৃদেহ কার,

ফিরে আসি করিবে সংকার ;

গিশাচেন শব পৈশাচিক আচরণ সব,

মাতৃদেহ শুকায় তরুর শিরে ;

শঙ্কায় খাইল উচ্ছ্বাসে,

নহে কার প্রাণে আইলে হেথা !

অৰ্জ্জু । হের তরু স্পর্শি আমি,

শব বলি বলিল যে জন,

বলিয়াছে কপট বচন,

ধনুঃ অস্ত্রগণ আছে বাস-আচ্ছাদনে ।

উত্তর । মন্ত্রমুগ্ধ সম বুঝিতে না পারি কিছু ।

অৰ্জু । রাজপুত্র, বিলম্বে অনিষ্ট বড় হবে ।

(উত্তরের বৃক্ষারোহণ)

বৃরে ফিরে কুরুসৈন্য নড়ে,

চিনেছে কি ক্লাববেশে ?

রচিছে ময়ূরবাহ

দ্রুই পক্ষ গোধন রাখিবে ;

মৎস্তরথে যুদ্ধ না চলিবে,

নায়া-রথ করিব অরণ,

রণবেশে দিব হানা ।

উত্তর । গেল প্রাণ, এক বৃহন্নলা,

সৰ্পময়মণি শিরে জলে !

অৰ্জু । চিন অস্ত্র কত্রিয়-কুমার,

অস্ত্র-অগ্নি জলে মণি সম ।

উত্তর । এ কি - এ কি, অপূৰ্ণ কান্দুক,

কার এই পঞ্চধনুঃ ?

ছয় পূর্ণ তুণ কহ কার ?

কার গদা যমদণ্ড সম,

কোন মহাজন করে হেন শঙ্কধ্বনি,

পঞ্চশঙ্খ তুলনা না দেখি বার ?

অৰ্জু । দেখ—দেখ বিরাট-কুমার,

বিভাৎ আকার,

হংসচিত্র ধনুঃ মনোহর,

শোভা করে ধর্ম্মরাজ-করে,

দ্রোণাচার্য্য গুরু দিল দান ।

রিপু-কুলান্তক হের ধনুঃ,

স্বপাশ্বক নাম,

চালে রণে বীর বৃকোদর,

কাড়ি নিল জয়দ্রথ তিনি ।

হের ধনুঃ ব্যাঘ্র-বিভূষিত,

ভাগিনারে শল্যরাজ দিল দান,

নকুল আকর্ষে রণে ।

শিখী-চিহ্ন ধনুঃ মনোহর,

দিল চক্রধর

সহদেব-করে শোভে ।

নীলোৎপল-নিভ ধনুক গাণ্ডীব,

ব্রহ্মা ধরে শতেক বৎসর,

ধরে পরে পুরন্দর, নিশাকর,

চৌবটি বৎসর প্রভাকর আকর্ষিল,

পরে ধনুঃ বরুণ ধারিল,

অগ্নি ঘোরে দিল,

দেবের নির্মাণ, দেবমুষ্টি শরাসন,

সুরাসুর নরে টঙ্কার বিদিত যায় ।

হের গদাবর লোকহর দণ্ড সম

ধরে করে বীর বৃকোদর,

দ্রুত সমর-প্রায় ।

আন যুগ্মতুণ গাণ্ডীব সহিত,

অস্ত্র যাচে ভুজঙ্গ-বিবরে বধা,

আন দেবদত্ত, স্তব্ধ অরি মহাশঙ্কে বার

কুন্দ্যাকার শঙ্খ মনোহর—

আজি পুন নিনাদিবে রণে ।

এস ত্বর,

রাজ্যমুখে যায় কুরু গরু লয়ে তোর,

হের দোলে ধ্বজা অশ্ব সঞ্চালনে,

হাধা রবে গগন ভেদিছে ।

উত্তর । কহ শুনি বৃহন্নলা, অদ্রুত কখন

রাখি অস্ত্র ধনুঃ

কোথা গেল পাণ্ডুপুত্রগণে

সমাচার কেমনে জানিলে তুমি ?

অৰ্জু । শুন বিরাট-নন্দন,

তৃতীয় পাণ্ডব অৰ্জুনের আমার নাম ।

উত্তর । অসম্ভব,

এ কি কভু হয়—ন হয় প্রত্যয়,

বৃহন্নলা, নাহি কর ছলা,

দশ নাম ধরেন অৰ্জুন,

তুমি যদি সেই মহাজন,

কহ মোরে কিবা দশ নাম ?

অৰ্জু । ধনঞ্জয়, ফাল্গুনী, অৰ্জুন,

শ্বেতবাহন, বিজয়,

কিরীটি, বীভৎসু, সব্যসাচী,

কৃষ্ণ, জিহ্বা বলি কহে ।

উত্তর । তুমি ধনঞ্জয়, না হয় প্রত্যয়,

ছিলে পাণ্ডব-আগর,

সেই হেতু জান নাম,

জান কি প্রমাণ কিবা নাম কি কারণে ?

অৰ্জুন । ধনঞ্জয় কুবেয় জিনিয়া—

শিব-পূজা নিয়ে

দ্বন্দ্বে মাতা গান্ধারীর সনে,

মহাদেব বিবাদ ভাঙ্গিল,

উভয়ে কহিল,

‘কালি প্রাতে বেবা অগ্রে পূজিবে আমরা

সহস্রেক দ্রুপদ-টাপার,—

মাণিক কেশর তার,

গন্ধপূর্ণ বায়,
মম পূজা তাঁরি অধিকার ।
দুর্ধ্যোধন ডাকি শিজিগণ
গঠিতৈ কহিল সবে ;
মাতা বিষাদিনী,
সাধ্যাতীত জানি, না কহিল পুত্রগণে
বিষম হেরিয়ে
মিনতি করিয়ে জিজ্ঞাসিহু জননীরে ;
শুনি সমাচার,
হয়ে আশুসার ভেদিহু কুবেরপুরী,—
ত্রিপুরারি শিরে
বরিল সত্তর স্বর্ণ-চম্পক রাশি,
বেগভরে গঙ্গা যথা ।
জননো হর্ষিতা, শিব বর দিলা মায়ে ।
নাম ধনঞ্জয় সেই হেতু ।

উত্তর । ধনু মহাশয়, ঘৃণা ও সংশয়,
কহ অশ্রু নাম-বিবরণ ।

অর্জু । ফাস্তনী নকত্রে আইহু কর্মক্ষেত্রে
ফাস্তনী বলিগা ঘোষে,
সম রূপ গুণ সে হেতু অর্জুন ;
রণের বাহন ষেত তুরঙ্গম
তেঁই ষেতবাহন প্রচার ;
সর্কত্র বিজয়, তিন লোক কয়
বিজয় এ হেতু মোরে ;
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর কিরীট প্রথর,
বলসে ললাটদেশে,
সে কারণ কিরীট সর্কত্র জানে ;
কেবা মম সম তুলনায়,
বহুবীর কহিল আমায়,
করিবারে অবেষণ ;
পুরীষ লইয়ে কৃষ্ণে কহি গিরে,
হীন মানি আপনারে,
তুলনায় সম এই মম,
স্নেহে নাম বীভৎস রাখিল হরি ;
হই করে সম শরণন,
শর সংযোজন সম মম,
সমান সন্ধান,
যে কারণ সবাসাচী নাম লোকে ;
মম কৃষ্ণকায়—কৃষ্ণ নাম তাঁর
জনক আমারে দিল ;
বজ্রপাণি ত্রিভুবন জিনি
স্থাপিলেন অধিকার,

ত্রিহু নাম তাঁর দিল দেবগণে মিলি—
খাণ্ডব-সমরে জিনি পুরন্দরে,
ত্রিহু নামে ডাকিলেন দেবরাজ ।
উত্তর । যদি তুমি পূজ্য ত্রিভুবন,
কুন্তীর নন্দন, একা কি কারণ ?
কোথা অন্য ভ্রাতাগণ তব ?
পাণ্ডববরগী ক্রপদনন্দিনী কোথা ?
অর্জু । রাজার সভায়
কঙ্কনামে ধর্ম্ম নররায় ;
বিগ্রহে শমন, বল্লভ ব্রাহ্মণ
রুকোদর ভীম বাহ ;
গ্রীষিক—নকুল ;
সহদেব—ভদ্রপাল,
পাঞ্চালী—সৈরিন্দ্রী বেণে
অতিবাহে অজ্ঞাত সময় ।

উত্তর । মতিমান, অজ্ঞানের কম অপরাধ ।
কত পুণ্য করিলেন পিতা মম,
হেন উচ্চ সমাগম
সে কারণ মন্ত্রদেশে ।
অর্জু । চল শীঘ্র বিরাট-তনয়,
হের ষেত হয়
মায়া-রথ চিন্তায় উদয় আশি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্তাক্ষ ।

—*—

প্রান্তর ।

ভীম, দুর্ধ্যোধন, কর্ণ, দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বথামা ।
কর্ণ । জিজ্ঞাসহ কোরব-প্রধান,
মতিমান আচার্য্যেরে
কোথা গেল ধনঞ্জয় ?
দুর্ধ্যো । স্বশর্ম্মার বার্তা ল'য়ে কেহ না আইল ।
দ্রোণ । শুন শুন, কঠোর নিষ্মন
শত বজ্র বেন গাজে,
গগন বিদার গাণ্ডীব-স্বক্কার,
শুন শুন, মুহুর্ভুঃ
শীঘ্র কর উপায় সকলে ।
হে গান্ধেয়,
কপিধ্বজ পার্থ আসে রণে,

জীবকুল ক্ষয় লক্ষণ-নিচয়,
মহাভয়ে হাতুলে তুরঙ্গ কাঁপে,
অজ্ঞানান্ধাভা, সূর্য্য হীনপ্রভা,
বন বন উভা খসে;
শিবা ঘোর রোলে আসে পালে পালে,
স্তব্ধ বায়ু, শত্বনি গৃধিনী উড়ে,
ভয়ে সৰ্ব্বসৈন্ত বদন বিবর্ণ,
কণ্টকিত কণেবর;
হও ত্বরান্বিত, করহ বিহিত
রাশীরে রাখিতে সবে।
কর্ণ। হের মৈন্য নিরুৎসাহ গুরুর বচনে
কহ সখা,
কি কারণে ব্রাহ্মণে সমরে আন?
দুর্ঘো। শব্দ শুনি আচার্য্যের হয় মোহ—
পাণ্ডুপুত্রে রেহ অতিশয়,
ধনঞ্জয় শয়নে স্বপনে তাঁর।
কে আসে না গণি,
না জানি না শুনি
শব্দে মাত্র হৃৎকম্প তাঁর।
যুক্তি নহে আর এ স্থানে রহিতে পুনঃ।
বাধে যদি রণ,
মোরা সবে করিব বিহিত।
কর্ণ। সখা, অৰ্জ্জুনের ভার মম প্রতি,
এ হেন দুর্দ্দতি বুঝিবা না হবে তার,
আগুসার সমুখে আমার
পার্শ্বে না সম্ভবে কভু,
জানেন বল,
অগস্ত অনল হের কেন রম্প দিবে?
পিতা পুত্রে রহন কুশলে,
যান দেশে চলে,
রণস্থলে ভিক্ষুকের কাজ কিবা?
কর্ণ। হে দুর্জ্জন, রাখার নন্দন,
এত তোর অহঙ্কার,
কটন্তর কর বার বার,
‘সংসার’ নাহি গণ’?
কর্ণ। শঙ্কায় কম্পিত অঙ্গ তব,
ক্ষমিণীম দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
পুনঃ ভাষা বুঝিয়ে কহিবে।
অথ। রে পামর, ক্ষুদ্র নীচ হৃত,
কাক-মদ্রী তুই যে সভায়,
নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ন। শাতে তায়।
আরে, হেয়, রাধের কহ রে—

কভু কি রে
জিনেছ সমরে পাণ্ডব কাহারে—
অৰ্জ্জুনে জিনিতে চাহ?
কহ সখা,
কোন অস্ত্রবলে রাজা কাড়ি নিলে,
সভা তলে আনিলে ঋণদ-বাণা?
লজ্জাহীন আরে রে দুর্জ্জন,
কুবচন কহ দ্রোণ রূপে,—
পুঞ্জ যারে ভীষ্ম মহামতি।
কৌরব-ঈশ্বর, নহে কথা অবিরত—
আচার্য্যের পার্থ প্রতি স্নেহ;
কর্ণ-বাক্যে দুর্দ্দতি ঘটিল,
নিমিলে জনকে মম।
এখনি বুঝবে সখার বিক্রম তব,
যথা মন্ত্রী রাখার নন্দন—
মোরা সবে না রহিব আর।
কর্ণ। ত্যজ স্থান, বিলম্ব না কর—
হীন সঙ্গে হয় হীন মতি,—
ভীরুজন উৎসাহ-নির্ব্বাণ-হেতু।
দ্রোণ। প্রতিফল এখনি পাইবে।
(গমনোত্তর)

ভীষ্ম। মতিমান, ক্ষমা কর মোরে,
দুর্ঘোষনে দিয়ে যাও কারে—
ইন্দ্র সম আগে অরি।
আরে আরে আচার্য্যে নিমিলি—
না চিনি নি নিজ হিত;
চাহ যদি আপন কল্যাণ,
শাস্ত কর আচার্য্যেরে বিনয়-বচনে।
দুর্ঘো। গুরুদেব, জলে দেহ পাণ্ডব স্মরণে,
সে কারণে ক্রোধে কটু এল মুখে,
আশ্রিতে না ত্যজিতে উচিত।
দ্রোণ। বৎস, অধিক না কহ আর,
ভীষ্ম-বাক্যে ক্রোধ হৈল উপশম।
দুর্ঘো। রূপ মহাশয়, আচার্য্য-তনয়,
ক্ষম পৌহে—আসন্ন সময়।
কর্ণ। চিন্তা ত্যজ নৃপবর,
সবে মিলি করিব সমর,
নিবারিব কান্দুনীকে।
অথ। প্রাণপণে সমর করিব কুরুরাজ।
দুর্ঘো। সখা, ভার তব না হও বিমূঢ়;
কহ পিতামহ,

অজ্ঞাত বৎসর হইল কি অতিক্রম
ভাবিলাম মরিণ পাণ্ডব,
দূতগণ না পাইল জিজ্ঞাবস খুঁজি ।
ভীষ্ম । অজ্ঞাত সময় হইয়াছে বহির্গত ।
অঙ্গরাজ, রহ বৃহৎমুখে,
রূপাচার্য্য, আচার্য্য—দক্ষিণে বামে,
পৃষ্ঠে রহ দ্রৌণী ধনুর্ধর,
শত ভাই অগ্রে রহ মোর,—
রক্ষা হেতু আমি রহি পাছে ;
অর্দ্ধ সৈন্ত রহক বেড়িয়া গাভীগণে ।
হের দীপ্তি মধারু-মিহির—
বলসিছে মারারথ দূরে !
পূর্বমুখে ধাইছে পবন-বেগে ।
ধেমু মুক্ত করিবে এখনি ;
আণ্ডবাড়ি চল দিব রণ ;
হের অস্ত্র বিবিধ-বরণ,
ঢাকিল গগনে রবি ।
আণ্ডবাড়ি সৈন্তের রক্ষণে—
বাহিরিল গোধন অপার,
ঋতগতি চল রণে ।

সকলের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ গর্ভাক্ষ ।

প্রান্তরের অপরপার্শ্ব ।

উত্তর ও অর্জুন ।

উত্তর । কত কর্ণে নাহি শুনি
এ হেন কাহিনী প্রত্যক্ষ দেখিছ যাহা ;
ধন্য শিক্ষা, ধন্য বীরবর,
এ হেন সময় ভুবনে সম্ভবে কারে,—
গাণ্ডীব-নিষন, অস্ত্র-প্রসবণ,—
অদ্বুত কথন ।
রথধ্বজ গর্জে মুহুর্মুহঃ,
রথের স্বর্ধরে অনল ঠিকরে,
জন্মে মতিভ্রম তুরঙ্গম-হেবারবে,
উজ্জল করাল কিবা অস্ত্রদ্বাল,—
দশদিক্ মুহূর্ত্তে ব্যাপিল—
যেন এককালে গগনমণ্ডলে

খসিল তারকা-ধারা অর্ধদ অর্ধদ
উজলিয়া অমানিশা !
চতুরঙ্গ বাহিনী পড়িল ।
মতিমান,
অদ্বুত সন্ধান, না স্পর্শিল গোধনরে !
যেন বাহি গোবর্দ্ধন সলিল ভীষণ
মহাবেগে উথলি পড়িল,—
চারিদিকে প্লাবন ধাইল,
ভাসাইল নগর কানন গ্রাম,—
বারিবিদ্যু না ঝরিল বৃন্দাবনে ।
কিহা যথা লঙ্কার দাহনে—
পুড়িল কনকপুরী,—
মধ্যে অশোক-কানন,
না স্পর্শিল হতাশন ।
অর্জু । কি দেখিলে, কি হ'ল সময়—
দূরে কুরুগণে
কি কারণে অস্ত্র নাহি হানে ?
জনে জনে কালাস্তক সম,
করিলে সংগ্রাম, অস্ত্র অবিরাম
প্রসবিবে বীর ধনু
কোটি কোটি শব্দ নিনাদিবে,
গরজিবে রণোন্মাদে তুরঙ্গম,
বারণ সঘনে আরাবে পূরাবে দিক্ ;
রথের স্বর্ধর দিগ্দিগন্তর,
কাঁপাইবে সঞ্চালনে,
ধনুক-টঙ্কার, অস্ত্রের ঝঙ্কার,
লক্ষ লক্ষ হবে ঘাবে ;
হের বেড়িয়ে আমার বীরবৃন্দ ধার,
মহাকায় সাগর-উচ্ছ্বাস যথা—
অস্ত্র-ভেলা করিব নির্ধাণ,
নিবারিব এ বীর-প্লাবনে ।
উত্তর । কহ মহামতি, কোন্ কোন্ রথী
প্রবেশে এ মহাহবে ?
দেহ পরিচয়, ঘুচুক সংশয়—
সৈন্যময় মাত্র হেরি ।
বুঝিতে না পারি কি বা সমাবেশে
বেড়ে অরি চারি পাশে ।
অর্জু । অর্দ্ধচন্দ্র বাহ, অমর-সমূহ
নিবারিতে যাহা নারে,
উজ্জলবরণ রত্ন-বেদি-শোভিত কেতন,
রক্ত হয় রথখান বর,
তাহে হের ধনুর্ধর আচার্য্যপ্রধান,

দ্রোণ মতিমান,—
 লক্ষ্য যার অশ্বক্য সংসারে,—
 বাহিনী দক্ষিণভাগ রক্ষিত তাঁহার।
 বামে কৃপ, স্বর্ণদণ্ড ধ্বজে,
 শীঘ্রহস্ত বীরকুল পূজে
 বিক্রমে কেশরী—
 অরিবৃন্দ নিরানন্দ যারে হেরি।
 সিংহপুচ্ছ-শোভিত পতাকা,
 উচ্চা যেন জলে নভস্থলে,
 অশ্বখামা যুতাপতি-ক্রাদ,
 অশ্বরবে জন্মিয়া হেঁচিল,
 ভুবন কাঁপিল ডরে অমর সংসারে,
 আসে রণে পিতার দক্ষিণে,—
 জলন্ত অনল,
 ব্রহ্মশির সদা করতল,
 রিপু ভয় তৃণ হেন যাহে।
 হের স্বর্ণ-কুঞ্জর,—
 বিশোভিত কেতু মনোহর,
 বিপক্ষের কেতু শূর,
 কর্ণ নাম, রাধার নন্দন—
 সুরাসুরে বিদিত বিক্রম,
 শিষ্য-স্নেহে জামদগ্ন্য রাম
 মহা অস্ত্র দিল যারে,
 মহা দস্তভরে
 আগে আগে আসিছে সমরে,
 মম মনে সদা বাজে রণ—
 ভাঙ্গুমতী-স্বয়ম্বরে, লক্ষ রাজা যারে
 ডরে নাহি নিরখিল।
 ধবল কুঞ্জর,
 মণি-মুক্তা-শোভিত পতাকা,
 ষেতক্ষত্র বেষ্টিত চৌদিকে,
 ঐ রথে রাজা হৃষ্যোধন—
 মহামানী মহাবল ধরে,
 রুকোদরে আস্থানে সমরে,
 গদা করে বজ্রধরে নাহি গণে।
 পশ্চাতে তাহার দেব অবতার—
 ভরতবংশের চূড়া,
 পঞ্চতাল-বিভূষিত ধ্বজা
 ভায় মহাতেজা,
 ইচ্ছা-মুত্ৰা, পৃষ্ঠ নাহি দেয় রণে,
 অসম্ভব লোকে ক্ষত্রকুলান্তকে
 পরাজিত অবহেলে,

কুরু সৈন্যাধ্যক্ষ,
 বিপক্ষ বিজিত যেই নামে।
 লহ রথ কর্ণের সম্মুখে,
 বীর-অহঙ্কার,
 দর্প চূর্ণ তার
 করিব প্রথর শরে।
 উত্তর। জয় মৎস্তদেশ,
 অর্জুন সহায় যার।

[উভয়ের প্রস্থান।]

সপ্তম গর্ভাক্ষ।

—*—

প্রান্তর।

(ভীম, দ্রোণ, কর্ণ, হৃষ্যোধন
প্রভৃতির প্রবেশ)

ভীম। দেখ দূরে আগাধা প্রবীণ,
 দ্বাদশ মিহির দীপিছে কিরীটা ভালে,
 কর্ণ আক্রমণ, পবন-গমনে
 ধাইছে ধবল বাজী,
 চাগ অশ্বগণ, দীপ্ত হতাশন—
 ভয় হবে অঙ্গপতি;
 রূপাচার্য্য, অশ্বখামা বীর,
 নাহি রহ স্থির, অসংখ্য মিহির,
 মহা অস্ত্র আবির্ভাব রণে—
 চুই পাশে কর আক্রমণ,
 রাধার নন্দন—
 অসহায়, বারিতে নারিবে।

হৃষ্যো। সাধু সখা, কি শিকা তোমার—
 কোথা রাব আর—আধার ভুবন-ব্যাপী!

ভীম। উপেক্ষা জীবন কর রণ—
 মহাশর অর্জুনের করে
 অশনি উগারে ঘন।

[হৃষ্যোধন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

হৃষ্যো। এ কি!—মুচ্ছাংগত, সারথি কিরায় রথ!

(ভীমের প্রবেশ)

ভীম। এই স্থানে রহ হৃষ্যোধন,
 হবে মহা ভীষণ সংগ্রাম,
 বাক্য মম না কর তেলন,—

দীপ্ত হতাশন অর্জুন সমরে হেরি !
হের শরানলে তান্নিল বাহিনী,
মহারথীগণে
প্রাণপণে রাখিতে না পারে ঠাট,
ফান্তনীয়ে কিরাব এতনি ।

[ভীষ্মের প্রস্থান ।

হৃষ্যো । শুন দুঃশাসন, কি ছার জীবন—

একা রথে জিনে সবে ;
রথীগণ পাণ্ডবে উপেক্ষি যুবে,
নিজ কার্যে আপনি সাধিব,
গদাঘাতে পাড়িব অর্জুনে ।

[হৃষ্যোধনের প্রস্থান ।

(দ্রোণাচার্য্য ও অশ্বখামার প্রবেশ)

দ্রোণ । শুন পুত্র, কোথা হৃষ্যোধন,
মারারথ ছোটো চারিভিতে,
পাইলে রাজ্যের বাধিয়ে তুলিবে রথে ।

অশ্ব । পিতা, হের রণে ধায় হৃষ্যোধন ।

দ্রোণ । চল পুত্র, রাজার রক্ষণে
মূহুর্ত্তেকে প্রমাদ পড়িবে ।

[দ্রোণ ও অশ্বখামার প্রস্থান ।

(অর্জুন ও উত্তরের প্রবেশ)

অর্জুন । শুন শুন বিরাট-নন্দন,
এই স্থানে ছিল হৃষ্যোধন,
ধন্য সৈন্য চালে পিতামহ,
না পাইহু কুরু-কুলাঙ্গারে !
হের দূরে খেতছত্র ধবলকুঞ্জর,
অতি দ্রুত চালাও উত্তর,
নাগপাশে বাধিব বংশের পশু ।

উত্তর । অবধান কর বীর্য্যবান ;
মস্তক বিকল, অঙ্গে নাহি বল,
চালাইতে অশ্বগণে আর !
অনিবার গাভীৰ-বন্ধার,
পূর্ব্বমূর্ত্তি নাহি তব আর,—
রক্ত আঁখি দ্বাদশ ভাস্কর খসে,
কর্ণের কুণ্ডল বিষম উজ্জল,
বলে ভালে কিরীট মহান,—
দক্ষবজ্রকালে

মহাবলি-দীপ্তি যথা ধূজটির তালে !
অনুগণ প্রচণ্ড মণ্ডল ধ্বংস,

বিষম হকারে উগারে অস্ত্রের ধারা,

২৪—৫১৬

বেন কোটি কোটি অশনি জড়িত
বিদারিত ইরশ্বদ-ভেঙ্গে
অরি-পরে ঝরে অবিরাম !
মহামার কবচ নাচিছে,
রুধিরে ভাসিছে ধরা,
রথধ্বজে বিকট চীৎকার,
কহু ঘোর অন্ধকার,
মধ্যে মধ্যে শত্ৰুর বন্ধার,
মহীধর-শির খসে যাহে ;
কহু ব্রহ্মমূর্ত্তি, নিরখি গগন ধরা
নাহি আর আন্তনাদ বিনা !

অর্জুন । রে উত্তর,

কি সমর দেখিয়ে শুকাদি ।

দেখ, দেখ, ভুবন বিজয়া সেনা,
পুনঃ পুনঃ বেড়িবে চৌদিকে
জীরন্তে না সমর ত্যজিবে ;
নাহি ভয় ক্ষত্রিয়-তনয়,
সম্মুখান বিপক্ষ বিগ্রহে,—
সুরাসুর পুঞ্জিত গাভীৰ
দেখাইব বল তার ।

শিক্ষা মম কোরব বৃষ্টিবে,—

রণে রক্তে তরঙ্গ বহিবে,

অশ্ব-করী ভাসিবে বিমানে,

করিব সন্ধান—লোমে লোমে প্রহারিব বাণ,

মহাসৈন্য অক্ষত না রবে কেহ ;

যে অন্ত-প্রভাবে, খাণ্ডব-আহবে,

পাশ দণ্ড কুলিশ ফিরিল,

পৃষ্ঠ দিল গরুড় সমরে,

দেব নর গরুড় দানব

ধক রক্ষ দিক্‌পালগণে,

যেই অন্ত উপায় দানিল,

কালকের পুড়িল যে শরানলে,

হের তুণে আছে থরে থরে,

দেখি কেবা সংগ্রামে রহিবে স্থির ;

পদে ধরি রাখিব তোমাতে,

চাল অশ্ব অভয়-দ্বন্দ্বয়ে ।

[উত্তরের প্রস্থান ।

(শকুনির প্রবেশ)

শকু । নাহি পল নিখাস ফেলিতে,

ওহো,

হেথা অন্ত আসে চ'লে—

বাণ-বাণ কিরি পাকে পাক্,
জাহি জাহি, প্রাণ বুঝি যার ।

[শকুনির প্রস্থান ।

(অর্জুন ও উত্তরের পুনঃ প্রবেশ)

অর্জু । শুন শুন বিরাট-নন্দন,
প্রাণ সম্বন্ধে রণ না তাজিবে কেহ—
রথ রাখ, কটকে দক্ষিণে করি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(ভায়ের প্রবেশ)

ভায় । দেহ রণ, না বাহ অর্জুন !
এ কি ! তমোময় বাণ-সম্মোহন—
সর্বসৈন্য চেষ্টন হরিবে ?
জ্ঞানালোক নিভে বুঝি মম—
না চলে চরণ আর ।

[প্রস্থান ।

অর্জু । পরকার্যে করিলাম বহু জ্ঞাতি-ক্ষয়,
কি কহিবে ধর্মরাজ মোরে ।

(উত্তরের প্রবেশ)

উত্তর । এনেছি বান,
উত্তরা যাচিল বাহা আছিল স্মরণে ?
অর্জু । স্পর্শ নাহি—ভীষ্ম দ্রোণ রূপে ?
উত্তর । তব বাক্য হেলা নাহি করি দেব,
কি অদ্ভুত বীর্ষ্য তব !

অর্জু । রাখ মম বিক্রম-বাখান,
রাজ্যে নাহি কহ আমি করিহু সংগ্রাম,
নিজ বলে সমর জিনিলে—
বার্তা দেহ রাজ্যময় ;
যত দিন নাহি হয় পাণ্ডব-উদয়—
প্রচার না কর কথা ।

উত্তর । হব মাত্র যুগার ভাজন—
মিথ্যা মম হইবে প্রচার ।
অর্জু । অকারণে মানা নাহি করি,
আইল শরীরী, চল যাই রাজ্য-মুখে ।

উত্তর । দেবের তনয় হইল সহায়,
জানাব' পিতারে আমি ।

অর্জু । কহ যোবা ভব মন,
নাহি দেহ পাণ্ডবের পরিচয় ।

উত্তর । মতিমান, বিজয় প্রতিজ্ঞা তব,
আর কিবা প্রতিজ্ঞা তোমার ?

অর্জু । বৃথিষ্টির-রক্তপাত করিবে যে জন—
সবংশে নিধন তার ;
চল, পুরবাসী সচিস্তিত ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(হর্ষোদন, হুঃশাসন, দ্রোণ প্রভৃতির প্রবেশ)

হর্ষো । দেখ—দেখ, মাহুল এ স্থলে
পাকে পাকে বুলে,—
পাশ-অস্ত্রে বদ্ধ হস্ত-পদ,
মুক্ত কর মাতুলেরে ।

(শকুনির বন্ধন-মোচনে গমন)

শকু । মৃত আমি, নাহি মার বাণ ।
হুঃশা । মুণ্ডে বাজ—হারয়েছ জ্ঞান,
রণ পরিহারি শিহর সাপক হেরি !
শকু । কহ কটু, প্রাণে না মারহ !
হর্ষো । না দেখ নয়নে, কে মারিবে প্রাণে,—
হুঃশাসন খুলিছে বন্ধন ।

শকু । হর্ষোদন ! বাপ—বাপ,
হেন শাস্তি
ছার দেখে হেতু বুঝিলাম পাকে-পাকে—
যেন পাশা মম সভাস্থলে !

দ্রোণ । দেখ—দেখ, নিরুৎসাহ হুঃশাসী ভূপাল,
পরাজয় পাইল বুঝি ভীমের সমরে ।

(হুঃশাসীর প্রবেশ)

হুঃশ । মহারাজ, তিল আর না রহ এখানে,
গন্ধর্বে নাশিবে সবে ।

রণ জিনি বাধিষে বিরাটে
আনিলাম কৃষ্ণানদী-পারে—
বিরাটের তরে শিবির পাতিহু তথা,
এল—এল, বিরাট আকার,
কোথা হর্ষোদন, কোথা হুঃশাসন,
কোথা ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ—
এই মুখে রব তার,
এল দেখে সংহার-মুরতি !

কুঞ্জরে কুঞ্জর, অথৈ অশ্ববর,
রথে রথ বিনাশিল,
বেত্র সম চালিল শাখলী !
সর্ব-সৈন্ত দলি,

কেশে ধরি আমারে লইল,
অন্ত-করে বিরাটেই ধরে
চলিল পবন-বেগে,

কৰ্কশ কৰ্ম্মণে হারাইছু জ্ঞান,
কিছু নাহি জানি আর—
মন্ত্ৰসৈন্ত-মাঝে লভিছু চেতন ।
বিরাট-সভার কঙ্ক দরামর,
সেই দিল প্রাণ দান ।

ভীম । বৎস চূৰ্ঘাধন, ধরহ বচন,
ভীমসেন, আচার্য্য কহিল বাহা ।
নির্দয় নিষ্ঠুর পরাপর নাহি জ্ঞান—
মুণ্ড রাধি কিরীটা কাটিল,
তোরে না বধিল, অর্জুন বান্ধব-প্রিয় ;
সে আসিলে কারে না ছাড়িবে,
চল বৎস, চল রাজ্য-মুখে ।
চূৰ্ঘ্যো । শ্রেয়ঃ হেয় দেহ বিসর্জন ।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

—*—

রাজসভা ।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী ।

যুধি । স্তনিলাম বহু সৈন্ত রণে হৈল নাশ,
শক্রমধ্যে হ'ল কি প্রকাশ
তুমি বীর ধনঞ্জয় ?
অর্জু । পরিচয় আচার্য্যে দানিহু অস্ত্রমুখে,—
গুরুর উত্তরে
বৃষ্ণিগাম কৌরবের মন,—
রাজ্যধন যুদ্ধ বিনা নাহি দেবে ।
ভীম । যুদ্ধ—যুদ্ধ ! সন্ধি নাহি চাই ।
যুধি । কহ ভাই, কি কৰ্ম্ম করিলে—
ধণ্ডে নাহি অজ্ঞাত নিয়ম,
সত্যবন্ধ আছি সবে, পুনঃ যাব বনে ।
অর্জু । মহারাজ, উর্ব্বশীর শাপমুক্ত আমি,
ক্লীবত্ব ঘুচেছে মম,—
বৎসর হয়েছে অতিপাত ।
যুধি । সহদেব, গণনা করহ নির্ণয় ।

সহ । পল পল—দিন দিন, নিত্য নিত্য গণি—
পরদাস বঞ্চিলাম সময় গণিরা,
ত্রয়োদশ দিন আরও অধিক হইল ।
ভীম । সহদেব, কোল দে রে মোরে,
ভয় ধর্ম্মরাজ অবনী-ঈশ্বর,
পুরন্দর জিনি প্রভা !
যুধি । স্থির হও বৃকোদর,
শুভ দিনে হইব প্রকাশ ।
সহ । আজ শ্রীতে শুভদিন রাজ্য ।
দ্রৌপ । হের উষা বিকাশে লোহিত আভা ।
যুধি । অজি তবে হইব প্রকাশ ।
সকলে । জয় জয় যুধিষ্ঠির, অবনী-ঈশ্বর ।
(যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে উপবেশ)

(উত্তরের প্রবেশ)

উত্তর । জয় জয় ধর্ম্ম নররায়,
নরোত্তম ধর্ম্ম-অবতার !
যুধি । বান্ধব-প্রধান তুমি, জনক সোমার—
আশ্রয়ে যাহার,
ছয়জন বঞ্চিলাম নিরাপদে ।

(বিরাতের প্রবেশ)

বিরা । এ কি, সুরাপান করিয়াছে সবে !
গর্ভপাণ্ড হম দে টাঁকারে ।
উঠে মৃত মহানিদ্ৰা তাজি,—
আরে কঙ্ক, এ কি আচরণ ?
কোথা ব্রহ্মচর্য্য তোরা ?
বিলাস-বধন, মুক্তি ধা-শয়ন,
কোথা আজি ?
কেন লাজে বসেছিল সিংহাসনে ?
পঞ্চস্বামী গর্কস সব কর,
কেশিনী সৈরিক্কা-সতি,—
এই কি গন্ধর্ক স্বামী তোরা ?
যুধি । উগ্র নাহি হও ভীমসেন ।
বিরা । সুরাধি নয়নকোণে ঝরে,
এ কুবুদ্ধি কে দিল রে তোরে,—
ছত্র করে দাঁড়িয়েছ পাশে !
আরে বৃহন্নলা, হলো শিক্ষা-বেলা,
করঘোড়ে আছ উপস্থিত !
আরে অর্থপাল, আরে রে গোপাল,
ছই ভিতে চামর ঢুলাও !
আরে রে উত্তর, আছ ভূমি'পর,

কপিবর রামপদে যেন !
হারা হিলি জ্ঞান,
নাহি জানি কিবা মন্ত্রবলে !
একেবর জিনি কুরুনলে,
মহাকীৰ্ত্তি ভূতলে স্থাপিলে,—
এই কি রে পরিণাম তার ?

উত্তর। পিতা, শীঘ্র কর নমস্কার,
যুধিষ্ঠির ধর্ম-অবতার !
হের বীর বৃকোদর,
সুশ্রী-সমরে করিল যে পরিত্রাণ,
যার গদাধর বাতাসে—
সৈন্ত উড়ে রেণু সম !
বৃহন্নলা নয়, হেম ধনঞ্জয়,—
যে দেব-ভনয় হইল সহায়
হুস্তার কোরব-রণে !
দেখহ নকুল,
অরিকুল নিকটে না রহে বার !
শক্তিধর কুমার সমান,
হেব বীর্যবান সহদেব !
হের যাজ্ঞসেনী ক্রপদ-নন্দিনী—
লক্ষ্মীধরপিণী ভবে !—
জয় জয় জয়, পাণ্ডব-উদয়,
জয়বার্তা দেহ রাজ্যময় ;

বিরা । সত্বর উত্তর, রাজ্যে দেহ রে বোধগা,
জয় জয় বাজুক বাজনা,
মহোৎসব হোক রাজ্যময় ;
জন্ম জন্ম কত পুণ্য করিলাম আমি—
পাণ্ডবের স্বামী প্রকাশ আমার পুরে !
দীনজনে করুণা-নয়নে
চাও ওহে ধর্মরাজ !
কতাদায়ে পরাণ আস্থল,
অমূল্য হও নৃপমণি,
করি ঘোড়পাশি, পাণ্ডব ফাল্গুনী,
কত্না মম করহ গ্রহণ ।

অর্জু । অবধান ধর্ম নৃপমণি,
নিবেদন ভীমসেন তব পদে,
বাজরাণী গুন যাজ্ঞসেনি,
গুনহ নকুল, গুন গুন সহদেব,
নাহিক হুহিতা মম, পাইয়াছি হুহিতা এ পুরে ।
যদি আজ্ঞা দেন ধর্মরাজ,
সবাকার হয় অভিমত,
কিনিব কুমারী আমি, অভিমত্যা-পণে ।

যুধি । বৈবাহিক, এস করি কোলাহুলি !
ভীম । রাজী, কোল দেহ বস্ত্রত আচ্ছাদে !
নকুল । অধপাল ভব ।
সহ । গোপালে না ভুল রাজা ।
বিরা । যেন সুধাকর হুধা প্রদানিল,
আমোদে বিভোর তহু !
যুধি । ভ্রাতাগণ, বার্তা দেহ বান্ধব-সমাজে,
যুদ্ধ যদি কোরবের মন,
বন্ধুগণ মিলিতে উচিত ।
অর্জু । মায়-রথে বাইব এখনি,
তিনপুর জানিবে বারতা,
আসিব শ্রীকৃষ্ণ সহ অভিমত্যা ল'য়ে,
প্রত্যেকর না ঢাকিতে যামী !
যুধি । প্রাতঃকৃত্য চল সব করি ।

[সকলের গ্রন্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাক্ষ ।

— — —

কুঞ্জবন ।

উত্তরা ।

উত্তরা । পোহাইল সুখের যামিনী,
পুনঃ হাসিল মেদিনী
রঙ্গিল কিরণ-ধারে ।
সেই কুঞ্জবন,
প্রফুল্ল গাইছে পাখীগণ,
ঢলি ঢলি কণি ছড়াইছে বাস,
দিক্ সুপ্রকাশ,
কিন্তু হায় বৃহন্নলা না শিখাবে আর !
অভিমত্যা নামে
স্বপ্নদৃষ্ট দেবের নন্দনে,
হেরি যেন শূন্তপথে,
করে স্থল পদধ্বনিপ্রার,
প্রতি বার বিচঞ্চল কলেবর !—
কি জানি অভ্যাসে যদি বলি বৃহন্নলা,
তাতে লজ্জা করিতে নারিব ।

(সুদেষ্কার প্রবেশ)

সুদে । কে জানিত অদৃষ্ট প্রসন্ন হেন—
পাণ্ডব-কুমারে তনুগারে সমর্পিব ।

উত্তরা ।

(গীত)

হুদে । এস মা আমার,

করিব মঙ্গল-পূজা তোমার কল্যাণে ।

যোগিরা-জিতালী ।

[উত্তরের প্রস্থান ।

দুকুল বাসে হেম-উদা হাসে,
কমলিনী প্রমোদিনী বিমল সলিলে ।
হেলা দোলা, ফুলকুলকুন্তলা,
তমাল-সোহাগিনী ধীর অনিলে ।
কোকিল-কাকলি-কুজিত কুঞ্জে,
পরিমল আকুল অলিকুল শুঞ্জে ;
বনরাজি রঞ্জিত নীহার-হারে,
তর তর ঝর ঝর মুকুতা-ধারে,
নির্ঝর সদীপ্ত মধুর ভারে ;
মাধুরী হিঙ্গোল মুগ্ধল বাহিল,
কেন কেন কেন মম প্রাণ মোদিল,
নাচে নবীন প্রাণ অরুণ হাসিলে ।

তৃতীয় গর্ভাক্ষ ।

দরদালাল ।

শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদী ।

হুদে । মরি মরি কি মধুর ধনি,
কেন বিষাদিনী মা আমার ?
পাণ্ডব-শিক্ষার,
কি সুন্দর কত্না মম গায় !
বধু বলি শিখাইল সততনে ।
রিপু জয় ধনঞ্জয় বীর,
কেন—কেন মা আমার,
বিমল গগন পানে চাও ?

উত্তরা । মা আমার,

(গলা ধরিয়া) মা—মা !

হুদে । কেন গো বিরস মুখ তোর ?

কত শত অমূল্য রতনে

সাজাইব তোরে,

বর নিয়ে বর্জিব বাসরে,

চাঁদমুখে হেরি হাসি মা আমার ।

উত্তরা । হ্যাঁ মা, হাসে সবে বিয়ের সময় ?

হুদে । উদ্ভাদিনী নন্দিনী আমার !

উত্তরা । মা গো, কেঁদে যেন উঠে প্রাণ,

দিবস-শরীরী—

চারিদিকে কিরণ-শরীরী,

কভু হাসি, কভু কাঁদি হেরি কারে—

জননি ভোমার, কেমনে দেখিব আর ?

হুদে । আমি বাব, তুমি মা আসিবে ।

উত্তরা । তবে বৃহন্নলা—

না, না ভাতে কেমনে দেখিব ?

মা গো, কত দিকে ঘোরে ঘন ।

শ্রীকৃষ্ণ । কহ অরুণি, বেগী বাঁধিবে কেমনে,
সন্ধি যদি ধরে দুর্ঘোষধন ?
যুধিষ্ঠির, শান্তি বিনা নাহি যায় মন,
রণ-আকিঞ্চন কভু না করিবে সতি,
এলোকেশী চিরদিন রবে ?
ভূজঙ্গিনী বেগী আর না ছলিবে—
যাহে

শ্রবণের বিমোহিলে নৃপতি-সমাজ ?

দ্রৌপ । তোমা বিনা মনোবাঞ্ছা কে পূরাবে হরি,
যদি হে মুহারি, হও বিয়কারী—
নারী আমি কিবা সাধ্য আর ?
বেগী না বাঁধিব,
কৃষ্ণ ব'লে সলিলে তাজিব প্রাণ ।

যবে শ্রবণের চক্র-ছিদ্রপথে,

মৎস্ত-চক্ষে দ্রৌণ প্রহারিল শর—

চক্রধর,

চক্র আচ্ছাদনে বিকল করিলে বাণ,

কর্ণের সন্ধান নিবারিলে বহুবীর,—

বুঝি ভেবেছিলে স্থির,

বিধিমত অবমান করিবে নারীর ?

বুঝি বৃন্দাবনে মানিনীর মানে

পেয়েছ যে অপমান,

প্রতিদান করিবে তাহার ?

ধরি পায়ে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,

শিখেছ কি নিষ্ঠুরতা,

তাই ব্যথা দিবে

চরণে আশ্রিতা অনাধিনী রমণীরে ?

শ্রীকৃষ্ণ । পরিহাস রাখ সুলোচনা,

চিরদিন জান তুমি নৃপতির মন ;

ধর্মতত্ত্ব, ধর্মের বিচার,

ধর্ম বিনা নাহি তাঁর আর,

চিরশান্তি হৃদি-মাঝে,—

বিগ্রহে বিরত সদা মতি ।

দ্রোপ । হে মাধব,

• কিবা তব মন শুনিবারে করি সাধ ।

শ্রীকৃষ্ণ । নহে ইহা বাদব-বিবাদ,

কোরব-বিগ্রহে মতামত কিবা মম ?

দ্রোপ । পীতবাস,

তোমা বিনা পাণ্ডবের কিবা গতি ?—

হে রাধা-রঞ্জন, লজ্জা নিবারণ

কে করিত সভামাঝে,

যবে হুঃশাসন বসন টানিল বলে ?

দুর্কীনা-পারণে জনার্দন বিনে

কে রাখিত পাণ্ডবের ?

ভূলায়ে না আর—

একে ভোলা মন নারায়ণ ;

নারী আমি,

কিবা অধিকার বিগ্রহ-সন্ধিতে মম ?

কৃষ্ণ ধ্যান, কৃষ্ণ জ্ঞান,—

পাঞ্চালীর কৃষ্ণ সখা ;

কহি আমি সখারে কাঁদিরে,

দহে হিয়ে প্রতিহিংসা-হুতাশন !

রজঃস্বলা একবস্ত্র বালা—

কেশে ধরি টানিল বসন ।

শান্তি যদি নৃপতির মন,

হৃষ্যোধনে দিন আলিঙ্গন,

হোক শান্তি ভুবনে এচার,—

শান্তি প্রাণ না চাহে আমার ।

পাণ্ডবের গৃহে শান্তি না রহিবে কভু,

জলে বা গরলে, জলন্ত অনলে, কিবা—

হরি তব পদ স্মরি—

তাজিব এ হের প্রাণ ;

জানিব হে মনে দীননাথ নহ তুমি,

মনস্তাপ রমণীর নাহি জ্ঞান !

হে মাধব, কর ধোবা তব মনে ।

শ্রীকৃষ্ণ । অকারণে নাহি কহি চন্দ্রমনে ।

দ্রোপ । পায়ে ধরি রাখ হরি,

পূর্বকথা আন্দোলন ,

এ উৎপব দিনে

নিরানন্দ কি হেতু করিবে ?

হেন বৃষ্ণ—

সমাজে হে পুনঃ লাজ দিবে ঘোরে ?

শ্রীকৃষ্ণ । জ্ঞান না—জ্ঞান না কুশোদরি,

যে অনলে জলে প্রাণ মম ;

তাই কহ

ব্যথা দিতে করি কথা আলোচনা ;

সরলে, জ্ঞান না—

দিন দিন পলে পলে কত সহি !

উন্নত প্রভাবে হৃদয় ক্ষত্রিয়দল

নিত্য নিত্য করে বল পরস্পরে,—

দীন প্রজা বিকল বিগ্রহে,

কার শত্রু দহে শরানলে,

কার গৃহ চুর রথ-সঞ্চালনে,

কষ্টাজিত ধন নিত্য দেয় রণব্যয়ে,

জায়া পুত্র অন্ন বিনা মরে,

সন্তানে না পাঠাইলে রণে,

নৃপ-কোপে সর্বনাশ তার ,

বলাৎকার—স্বন্দরী দেখিলে,—

প্রমাণ বুঝে জয়দ্রথ-আচরণে ।

হীনবল দীন বামী, পিতা কি করিবে ?

রক্ষক ভক্ষক—

নীরবে দারুণ জালা সহে,

কারে নাহি কহে,

উৎকণ্ঠাস সমীরণ বহে,

যে তাপে হৃদয় দহে মোর ।

দীন আমি, দীন সহ সম ব্যথা মম,—

বদ্ধ কারাগারে,

দীন পিতা জননী আমার,

বেদনা-ব্যথিতা,

তবু সন্তান কামনা

নাহি করে অভাগিনী ।

জাগিছে প্রহরী,

পুত্রে ধরি তথনি বধিবে

যমদূত নৃশংস কংসের দাঁস—

আশাশূন্য কারাগারঘারে ।

কারাগার জয়স্থান মম,

ঘোরতর বারি-বরিষণ,

অশনি-নিঃশ্বন,

ঘোরবাত শব্দনি প্রলয় হর্ষণে,

কংসচর অসংখ্যে নিজাগত বাহে ।

দীনের নন্দন,

দীন ক্ষীণ কোলে আসিছে যমুনাপার ।

দীন বৃন্দাবনে

দেখিলাম দীন-দীনগণে,

দীন নন্দ, দীন মা যশোদা,

দীন বাল্যসখা, দীনা সহচরীগণে,
দীন গোপালবালক,—
বুঝিয়াছি দীনের বেদনা ।
শুন সতি, জালিব অনল,
দ্রুত ক্ষত্রিয় দল বল
জালিইব সে আশুনে,
ধর্মরাজ্য করিব স্থাপনা ;
তুমি সখী, পার্থ সখা, সে কার্যে আমার ।
পঞ্চজনে একই বন্ধনে
বাধিতে জনম ভব,
উৎসবে, বাসনে,
তিলমাত্র না হও বিস্মৃত ;
বীরাদনা,
পঞ্চজনে উত্তেজনা-ভার তব ।
দ্রোণ । গতি মতি সকলি হে তুমি,
কহ, আমি নারী কোন্ কার্যে অধিকারী ?
(নেপথ্যে ভেরী রব)

শ্রীকৃষ্ণ । বাজে শুন পাঞ্চালের ভেরী,
আইল বুঝি পিতা ভ্রাতা তব ।
পাইলে বিরলে
ধৃষ্টদ্যুম্নে কর' উত্তেজনা,
বিরাট, পাঞ্চাল
তুই মাত্র পাণ্ডব সহায় ।
দ্রোণ । পীতাম্বর পাণ্ডবের একমাত্র সখা,—
নিছা অস্ত্র সহায় সকল ।
যাই, রাণী আছে প্রতীকার ।
[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

পুরী-অভ্যন্তরস্থ পথ ।

সৈন্যগণ ।

১ম সৈ । বাজনা বাজছে স্বমাহম,
নাচ চলেছে রম্যরম,
রাজা রাজড়া—বেদম এসে পড়েছে ।
২য় সৈ । আমাদের কি তা বল,
লড়াই বাধলো তো চল,
বে' হবে তো খাড়া হ দল ।

১ম সৈ । কেন, তুই কোথায় ছিলি ?
ভীম ঠাকুর কত টাকা দিলে ।
২য় সৈ । আরে রাখ টাকা,
ঠ্যাং গিয়েছে চ'লে চ'লে ;
যদি বাজলো ভেরী
চলো সব সারি সারি ;
এলেন কি না খজাছ্যাম,
এলেন কি না কানাই বলাই বাস্তকি,
বলি আমাদেরও তো জান, না কি ?
১ম সৈ । তুই খোর পাতকী,
কোথা ধুইছ্যাম সাতাকি,
না বলেন,—খজাছ্যাম বাস্তকি ?
২য় সৈ । আরে বুদ্ধির ঢেঁকি,
যে ম'লাম নাম, অত মনে থাকে কি ?
১ম সৈ । ঐ দেখ, আবার সেই পাগলা বামুন এল ।
২য় সৈ । ভালই তো হলো,
আম্বক চ'লে, এবার তুই দিস্নে ঠেলে
বেড়ে মিঠে মিঠে বলে ।

(জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্ম । আরে শুনেছিস্
মন্ত কলে বেড়ালছানা,
রাজ্যে এসে দেছে হানি,
ভেঙে গেছে সাওড়ার ডাল,
মানুষ মরবে পাশে পাশ ।
১ম সৈ । তুই বারণ করিস্, কিছু বলিস্ নি—
শালায় খালি গাল ।
ব্রাহ্ম । কাগা গিয়েছে দক্ষিণমুখে
এবার ভারি শুকো,
প্রাণ পুরে যাই কল্যাণ ক'রে,
না খেয়ে সব প'ড়ে ধুকো ।
১ম সৈ । দেখ, এই শুভদিনে
গাল দেয় যা আসে মনে,
দাঁড়িয়ে শুনছি হু'জনে
কেউ যদি শোনে—
ফের পড়বে গর্দান নে ।
২য় সৈ । ওঃ আমার কি রাজা !
কচ্ছে মজা শুনলে তোর বড় শোণ ?
তোর রসের কথাই মন লাগে না,
ঐ বড় আপশোণ !
ব্রাহ্ম । আরে শোন ভাল কথা,
ঐ গাছে ছিল মড়ার মাথা,

শকুনিতে চোক ঠুকুরে গেছে,

এবার দেখছি এতে

হিঃ হিঃ মরদের পো, কেউ বাবে না বেঁচে ।

১ম সৈ। দুঃ হ, —হা ।

শ্রদ্ধ। কা—কা—কা—

উঠলো বলে হা—হা—হা, —হা—কা—কা ।

[ব্রাহ্মণের প্রস্থান ।

(জ্যোপদী, উত্তরা ও নারীগণের প্রবেশ)

নারীগণ।— (গীত)

ধূল-সারাক, —দাদরা ।

পুলিনে কালা খেলে জলে যাব না লো ।

গরবে ফিরে যাব ফিরে চাব, না লো ॥

ওলো সাধে কি বলি লো যাসুনে জলে,

কত রক্ত করে হেরে অঙ্গ জলে ;

মানা মানে না হেসে লো সঙ্গে চলে ;

কথা কইতে এলে কথা কব না লো ।

কুল-মান গেলে ফিরে পাব না লো ॥

জ্যোপ। শ্রী অতি সুন্দর গড়েছে

পুরোহিত-জারা তব ।

উত্তরা। দেখ গো জননি,

কে ব্রাহ্মণ মলিন বসন—

অতি দীন, দেহ কিছু দান ।

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

ব্রাহ্ম। (জ্যোপদীকে দেখিয়া) মা আমার

এলোকেনী ধ্রুবাবতী,

থাক্বে না কারু বংশে বাতি,

কা—কা—কা, হা—হা—হা ।

[ব্রাহ্মণের প্রস্থান ।

সুদে। পাগল ব্রাহ্মণ,

নিতান্ত দুঃখ, তাই হেন দশা ।

নারীগণ।— (গীত)

সিঁকিট-খাওয়াজ,—যং ।

কালা বাজালে বাঁশরী, কর' মানা,
যরে ননদিনী সে কি জানে না লো ।

ডাকে রাখা ব'লে,

কত লোকে কত বলে ছলে ;

জালা মনে রাধি,

লাজে আঁচলে বদন ঢাকি,

আর সহে না লাঞ্ছনা গো ।

(ব্রাহ্মণের পুনঃ প্রবেশ)

জ্যোপ। হে ব্রাহ্মণ,

কুবচন বল কি কারণ ?

লহ ধন ।

ব্রাহ্ম। (উত্তরাকে দেখিয়া) এটা কি তোর মেয়ে ?

আহা, দেখ রে চেয়ে যেন ক্ষীর-পুস্তলি,

গীগিরি খুল্বে হাতের কলি,

কা—কা—কা, হা—হা—হা !

উত্তরা। মা—মা !

সুদে। কি কর রক্তক ?

১ম সৈ। ওরে সর্কনাশ হলো,

পাগলের তরে গর্দানা বুলি গেল ।

ব্রাহ্ম। আসুছে কলি, ঠিক বলি

তাই ঠেলাঠেলি ।

[ব্রাহ্মণের প্রস্থান ।

নারীগণ।

(গীত)

যোগিনী-ভঁরুরো—নক্টা ।

ও মা কেমন যোগী, ছি ছি লাজে মরি,

সাধে পারে ধরে, বল' কি করি লো ।

ভাসে নয়ন ছুটি, তুলে বদনধানি,

বলে রাখ' রাখ' মানিনী লো ।

যোগী অহুরাগে, মান ভিক্ষা মাগে,

ওলো যোগীরে যেতে বল, মোরা কুলনারী ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বাদশ গর্ভাক্ষ ।

উপবন ।

অভিমত্যা ।

অভি। কি সুন্দর চলে মায়া-রথ !

পুন যদি মন্দানল হয় হতাশন,

আমি যাব দেব-রণে

পিতার সমান পাইব বিমান ধনুঃ ।

স্বয়ম্বর উঠিল জারতে

নাহি আর লক্ষ্যভেদ পণ,

কোথা যদি হয় স্বয়ম্বর,

নাহি কহি মাতুলে জনকে,

কন্যা আনি দিই বহুগণে,

বিবাহ হইবে, কন্যা মম কিবা কাঙ্ক্ষ ।

হাসি পায় পূর্ণকথা হ'লে মনে,
লক্ষণার আশে শাখার গেল স্বপ্নেরে,
হৃৎপূর্ণ বাধিল আঁহরে,
ডুবায়ে যাব-গোয়ব।
নহে মম-বিবাহসময়,
করি আরি কয়
বিবাহের ছিল বহুদিন;
চিন্তায় না নিজে আসে মম,
কি জ্ঞান, বালিকা কিরবে সাথে সাথে!
কত দিনে ঘুটিবে বালক নাম,
কেহ না বারিবে
মহারণে করিতে প্রবেশ।
রহ হৃৎপূর্ণ
নেখিব কতক সৈন্য করিবে সঞ্চয়,
বন্ধ ভীম কিরূপে বা রাখে ঠাট,
শুভকণ্ঠে ধনুঃ করে ধরিলেন তাত
বস্ত্রপাত ধনুক-টকারে।
অন্যমনে আসিলাম বহুরে
আহা,
সুন্দর চন্দ্রমা খেলে কুমদিনী সনে।
বসি এই সরসীর তীরে;—
গোপরাজ্য মনোহর হেন,
কভু নাহি ছিল জ্ঞান।

(উত্তরার প্রবেশ)

উত্তরা। একাকিনী সঙ্গিনী চৌদিকে যেন,
গায় যেন মুহুরে—
স্বপ্নে হেরি সকলি উজ্জল,
ছায়া আসে কোথা হতে?
ওই সেই দেবের কুমার
ওই ছায়া!

(মুচ্ছা)

অভি। মরি মরি, আপন পাসরি
কে খসিল সুধাকর হ'তে?
মরি মরি,
প্রাণে পাই ব্যথা, ছিন্ন স্বর্ণলতা,
কোমুদী-গঠিত কায়,
নিবিড় কুন্তলে কোমুদী আঁহরে খেলে,
নয়ন-রঞ্জিনী, উঠ বিনোদিনী,
সুচাক্ষুসিনি, কেন এ শয়ন তব?
উত্তরা। রহ তুমি, নাহি যাও দূরে
ভয় হয় ছায়া ফেরে।

অভি। এ কি ভাব বধনে বেহারি
বুঝি উন্মাদিনী
সুবিকাশ নলিন-নয়ন,
শূন্যপ্রায় নাহি তাহে ভাব।
উত্তরা। ধর তুমি কুমারীর বেশ,
নহে লজ্জা পাব,
দৌড়ে মিলে গাইতে নারিব,
গাও গান, শুনি প্রাণতরে।
অভি। শুন শুন বালা, না হও উত্তলা,
কেন কেন পড়েছ ধূলার,
ছিন্ন কমণিনী সম?
শুভে কিবা হের, কহ কথা, চন্দ্রাননি!
উত্তরা। গাও সে মধুর গান,
নহে প্রাণ হইবে অধারা,
সে মধু লহরী নিত্য মম মনে জাগে,
গাও নহে যেতে নাহি দিব।

অভি। (গীত)

বেহাগ—আড়াঠেকা।

যামিনী ঝিমি ঝিমি শশী সনে ভাসে,
নিখিল নীল নীরব আকাশে
তারাদল ভাসে শ্রেম-পিয়াসে।
মুখ কল্লোল, বল মল হিল্লোল,
কুমুদ-বদন চুমি কোমুদী হাসে।
নীহার মালিনী নীল নিকুঞ্জে,
মেদিনী তারকা নবকলি মুঞ্জে
হেলিছে খেলিছে সমীরে বিলাসে
আমোদিনী কেন মুদিত নিরাশে।

উত্তরা। সুন্দর এ গীত, কিন্তু নহে সে সঙ্গীত,
গাও সেই গীত,
গেয়েছিলে যক্ষী রমিরকিরণে
শিখিপরে ধনুঃশর করে,
প্রাণ মম শূন্যে উড়ে যার,
আছে প্রতীক্ষার, না আসিবে কীর,
সে সঙ্গীত না শুনিলে।

অভি। নিশ্চয় এ উন্মাদিনী;
বল সুলোচনে,
কোন গান শুনিতে বাসনা?

উত্তরা। কেমনে বলিব,
নাহি মম কিরণ শরীরী তোমা সম,
নাহি সে কিরণ-স্বর,
স্বপ্নে নাহি নাচে,

সে স্তম্ভর কিরণ-শরীরী ছবি,
করো না বঞ্চনা, নিত্য শুনি গান আমি ।
অভি । না হও উতলা স্তন গান,
এও অতি মধুর সঙ্গীত ।

নটনারায়ণ—রাঁপতাল ।
ভক্তিত ভক্তিত বিপুল লোহিত,
বরণোজ্জ্বল প্রবল দানব দলবল হর,
শক্তিবর শিখীপর বিহরে ।
ঘন হকার ঘোর, তোমর বর বর,
প্রথর রুধির ধার,
প্লাবিত ধরাধর সমরে ॥
ময়ূর গভীর কেকারব,
ত্রিপুর দূর দূর প্রলয় উৎসব,
ভৈরব আহব, উথলে মহার্ণব,
দ্বাদশ ভাস্কর ঠিকরে ॥

(বিরাট, যুধিষ্ঠির, শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন প্রভৃতির প্রবেশ)
বিরাট । হেরি রাণী অন্তরাল হ'তে,
বার্তা দ্বরা দিল মোরে ।

উত্তর । বৃহন্নলা নাহি তব বেণী ?
ওই ছায়া ! (মুচ্ছা))
অর্জুন । এ কি এ কি সংজ্ঞাহীন বালা !
কি হেতু হাসিলে হরি ?
শ্রীকৃষ্ণ । সখা, বালক বালিকা খেলা হেরি ।
অর্জুন । উঠ মা আমার !—
উত্তর । বৃহন্নলা, পিতা—পিতা,
কোথা আমি ধর মোরে কাঁপে মম হিয়া ।
বিরাট । (অভিমুখ্যর প্রতি) বৎস, দরিত্রের ধন,
সঁপে দিই হাতে হাতে,
রেখ তুমি সযতনে ।
উত্তর । (চুপি চুপি) ছি ছি !
যুধি । আজি হ'তে তুমি মা আমার,
পঞ্চপুত্র হের মা তোমার ।

(দ্রৌপদী ও স্নেহকা র প্রবেশ)

দ্রৌপদী । রাজরাণি,
জামাতারে ধরেছে কি মনে ?
দেখ চেয়ে বিনা পণে কিনি নাই ধন !

যবনিকা-পতন ।

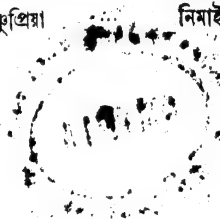


চৈতন্য-লীলা ।

(ভক্তিমূলক নাটক)

সংস্কৃত আগষ্ট মাসের থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ			স্ত্রীগণ				
জগন্নাথ মিশ্র	...	নদীরা-নিবাসী ব্রাহ্মণ।	শচীদেবী	...	মিশ্রের স্ত্রী।		
নিমাই	...	মিশ্রের পুত্র।	লক্ষ্মীদেবী	...	নিমাইয়ের ১ম পত্নী।		
(শ্রীচৈতন্য-অবতার)			বিষ্ণুপ্রিয়া	...	নিমাইয়ের ২য় পত্নী।		
নিভ্যানন্দ	...	অবধূত।					
গঙ্গাদাস	...	অধ্যাপক।					
অষ্টমত	}	বৈষ্ণবগণ।					
জীবাস							
মুকুন্দ							
জগাই	}	পায়ণ্ডর।					
মাধাই							

পাপ, বড়রিপু, কলি, বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি, মূনি, ঋষি, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানস্বরীণ, অতিথি,
ব্রাহ্মণগণ, গণক, সন্ন্যাসী, ভট্টাচার্য্যস্বর, বৈষ্ণবগণ ইত্যাদি ।

চৈতন্য লীলা ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

—*—

পাপের সভা ।

পাপ ও ছয় রিপু ।

পাপ । যত্ববান কৰ্ম্মাধ্যক্ষ তোমরা আমার,

মম অধিকার ক'রেছ প্রচার ;

বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি

নাহি পায় স্থান,

কোথা প্রস্থান ক'রেছে তারা,

কৈ দেখি নাহি বহুদিন ।

কৰ্ম্মাধ্যক্ষ প্রবীণ সকলে,

দেহ পরিচর, কেবা কি কৌশলে

রাজ্য মম করহ বর্জন,

যথাযোগ্য পুরস্কার দিব জনে জনে

কর কাম, গুণগ্রাম ব্যাখ্যা তব ।

কাম । কিবা নাহি জান মাতঃ,—

মম শক্তি তোমার রূপার;

কুৎসিত প্রকৃতিরূপা তুমি,

ব্যাপি আকাশ পাতাল ভূমি

চিরদিন করহ বিহার,

মোহিনী তোমার

বর্ণিবারে কেবা পারে,

গুন মাতা যথাসাধ্য করি তব কাজ ।

বসে নারী বিলাস-ভবনে,

বিলোল-নয়নে—

দর্পণে অধরে রাগ হেরে ;

কাকপক্ষ লম,

নিমন্ত-নুষ্ঠিত অচিকণ কেশজাল,

যবে বামা সীমন্তে বিভাগ করে

মনোলোভা ধবল সরল,

প্রতিবিম্ব করি দরশন,

ফুলমন,—

সুগন্ধের ভার কুলুমের হার

পরে গলে,

দোলে মালা পীন-পরোধরে ;

ধীরে ধীরে কামিনীরে কহি,

‘কেন লো কেন লো মুলোচনে,

একা হেথা বসি অযতনে,

যুবা-মন করি আকর্ষণ,

কেন নাহি রাখ বেধে ?

যাও যাও, অলসে কি হেতু রও,

দম্ভ করে যুবাগণে সহ বা কেমনে,

কেম না কাঁদাও,—

চরণে না নুটাও সবারে ?

দেখ লো নিবিড় কেশজাল,

যাহে যুবা-মন ক্ষুদ্র মীন সম

শত শত রহিবে জড়িত ;

দেখ দেখ, কটাক্ষে তোমার

কত শত ফুলশর ;—

মম্মথমোহিনী অধরে দেখে না রাগ,

হেরে তোর পীন-পরোধর

কার প্রাণ না হয় কাতর ?

বিচকল লাবণ্যের জল

ঢল ঢল কলেবরে,

হেরে তুবানল প্রবল না হবে কার ?’

স্থির-মনে শুনে বামা,

উঠে সে জীবৎ হাসি—

প্রতিবিম্ব আরনী সম্মুখে ধরে ;

ধায় বিমোহিনী দিগ্বিজয় করিবারে ।

অলস হেরিলে নব, কহি গিয়ে জারে,

‘কি কর হে তুবনবোহন !

দেখ দেখে মরে রাৱী তোর তরে,
বাণ ফুল-শয্যা-পরে,
‘আমরে তোমারে হৃদয়ে ধরিবে বালা,
ভুল তুমি নানা ফুলে পিও মধু।’
তুনি মম মধুর-বচন,
কুৎসিত যে জন
রতিপতি ভাবে আপনারে,
হেথা ধনী আঁখিবাণ হানে
বিচলিত-প্রাণে,
ছলনায় সুবক সুবতী মরে,
ভূঞ্জে শেষে বিষময় ফল,
দিবারাতি দহে অন্তস্তল,
পশে তব অধিকারে ;
না ফুরায় হার হার তার ।

পাপ । কহ ক্রোধ, তব কার্য কিবা ?

ক্রোধ । রণ সৃজন আমার,
মম উপদেশে বিচার হারায় নর,
হত্যা পরস্পর,
না মানে ব্রাহ্মণ গুরু,
বধে বৃদ্ধ, অবলায় নাহি করে দয়া,
বধে নিজ জায়া,
বধ করে আপন সন্তান ;
যোগী, ভোগী, বালক, রমণী,
সবারে উন্নত করি,
চৈতন্য হারায়—
পশে আসি তব অধিকারে ।
নাহি মম বাক্যের পটুতা,
অধিক বলিতে নারি ।

পাপ । লোভ, মম কিরূপে করহ হিত ?

লোভ । আমি যথা বাই, হিত তথা নাই,
পুত্র দেয় পিতারে গরল,
ছলে শিখে সরল বালক,
নরকের আধিপত্য বাড়ে ;
হত্যা, প্রতারণা, কে করে গণনা,
ফত হর প্রভাবে আমার,
অবধি কি কব মাতঃ !

পাপ । কহ মোহ, কেমনে মজাও নরে ?

মোহ । কি কব জননি,
কেড়িয়ে অবনী,
দেখ মম প্রভাব-বিস্তার,
কাম, ক্রোধ, লোভ করে বল,
সকলি মা আমার কৌশল ।

মৃত্যুমুখে যার
নাহি মরে দেবভায়,
তবু ফিরে চার সজলনরনে,
বিষময় বিষয় ভোলে না,
তবু বলে ‘আমার আমার—
পুত্র পরিবার !’
বুঝ মাতা নরক-বিস্তার
হয় বা না হয় ইথে ।

পাপ । মদ, কিবা মহিমা তোমার ?

মদ । আমি ‘আমি’ কথা লোকময়,
দাস তার মুলাধার,
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,
বল কি করিত,
‘আমি’ যদি না রহিত মানব-হৃদয়ে,
বিনা অহঙ্কার
বল মাতা পতন কাহার ?
মম ছলনায় নর পরাজয়,
তাই অস্ত্র রিপু পায় স্থল ।

পাপ । হে মাৎসর্য্য, করহ বর্ণন—

নরক-বর্দ্ধন তুমি বা কিরূপে কর ?
মাৎসর্য্য । যদি মাতা কর গো প্রত্যয়,
এক। আমি করি সমুদয় ;
অতি হীন শ্রেষ্ঠ ভাবে আপনায় ।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,
মদ পরাজয়—
বুদ্ধিবলে অনায়াসে হয়,
সেই বুদ্ধি কিঙ্কর আমার ;
বুদ্ধি তারে বলে,—
“ভ্রমণ্ডলে ধার্মিক সৃজন সেই ;
গুরু কেবা,
কিবা উপদেশ দেবে ?”
ভাবে মনে ভ্রাস্ত সর্বজন,
সাধুবাধ্য ঠেলে সর্বক্ষণ,
অধিকার বর্দ্ধন করে মা তব ।

(নেপথ্যে হরিধ্বনি)

পাপ । এ কি ! বধির শ্রবণ !

বজ্রনাথে উঠে ধ্বনি ভেদিয়া গগন ।
কহ রিপুগণে
কিরূপ শাসন সবাচার ?
হেন জয়োল্লাস কত দিনে হবে দূর ?
সকলে । বৃষ্টিতে না পারি মাতা,
অকস্মাৎ কি হেতু এ রব ।

(কলির প্রবেশ)

কলি। ওন ওন সর্বনাশ হইল উদয়,

এত দিনে গেল তব অধিকার,

কাঁপিছে অবনী ওন হরিশ্বনি।

পাপ। কিসের এ গণ্ডগোল কহ মহাশয় ?

কলি। বচন না বুঝায় আমার,

চৈতন্ত হলেন অবতার,

মঞ্জিল মঞ্জিল, অধিকার গেল তব।

পাপ। কেন, কি করিবে চৈতন্য আমার ?

কলি। জনমে বাহার

হরিশ্বনি রটিল সংসারে,

ভেবে দেখ কি হবে তখন,

যবে প্রভু

সন্ন্যাসীর বেশে, ভ্রমি দেশে দেশে,

হরিনাম দিবেন সবারে !

পাপ। ওহো ! বুঝিলাম কলরব কিবা হেতু।

দেখ, রাহ গ্রাসে শশধর,

গ্রহণসময় চিরদিন এই রব হয়,

নাহি ভয়, যাবে সব রিপুর তাড়নে।

কলি। কি করিতে পারে রিপুগণে,

ভক্তজনে রিপুর কি অধিকার ?

রিপু দাস তার,

ভক্ত-অবতার উদয় চৈতন্যদেব।

পাপ। কহ প্রভু, কেবা এ সংসারে,

যার হৃদে নাহি বিধে অঙ্গনার আঁখি,

রোষ ব্যারে অবশ্য করে,

লোভে নাহি ঘেরে,

না হয় আচ্ছন্ন মোহে,

কেবা ধরে ব্যর্থ, মদ না নাচায় ব্যারে,

নর-কলেবরে মাৎসর্য্যে কে অনাদরে ?

কলি। ওন ওন ভক্তে নাহি জান,

কিঙ্কর সমান

কাম তার কার্য্যে রবে রত,

অর্থসম—

নিত্যধামে বহি লয়ে যাবে তারে ;

চিন্তের দমনে নিয়োগ করিবে ক্রোধে ;

লোভে কি করিবে, লোভে ফিরাইবে,

পাইতে পরম পদ ;

মোহে অনিবার, নয়নের ধার

বহিবে ঈশ্বরপদে ;

মদে মত্ত রবে ঈশ্বরসাধনে সदा ;

মাৎসর্য্যে জাড়িবে, সদা কবে

‘বলু ওরে বলু কেবা সনাতন ?’

ষড়রিপু করিয়ে মোহন

সাধিবে আপন কাজ ;

হেরি বিভু পরমহুন্দর

নখর সৌন্দর্য্য নাহি চাবে ;

মহাকামে উন্নত রহিবে

করঘোড়ে ইন্দ্ৰিয় থাকিবে সদা।

পাপ। ভাল, দেখিব কেমন

যোবনে ইন্দ্ৰিয় নাহি পুঞ্জ।

কলি। জীবন-যোবন

সনাতনে যে করে অর্পণ,

আত্মবিসর্জন প্রাণের স্রসার ব্যার,

তার সনে দ্বন্দ্ব কার সাজে ?

শিখাইতে আত্মবিসর্জন,

প্রেমের জনম,

নারায়ণ প্রেমে অবতার।

অধিকার গেল এতদিনে,

চল মিশ্রের আলয়

চ’খে দেখে ঘূচাও সংশয়,

একাধারে রাখাঙ্কুর অবনীতে।

পাপ। ভাল যদি ঈশ্বর-রূপায়,

রিপুচর পায় পরাজয়,

যুক্তি আর বিজ্ঞান সহায়ে

শাসন করিব ধরা।

কলি। ভক্তি-শ্রোতে যুক্তি ভেসে যায়,

হোর তরঙ্গনিচয়

সত্যহৃদয় বিজ্ঞান পলায় দূরে।

মদনমোহন

নাধুরী করিলে দরশন,

গলিবে প্রসূর-হৃদি তব,

পরাতব আপনি মানিবে,

এস, লহ প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

পাপ। হায় !

কব কারে মনের বেদনা ;

এবে ত্রিসংসার তব অধিকার,

তবু কি হে পীড়ন সহিতে হবে ?

চল যাই

দেখি কে জন্মিল।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাক্ষ ।

—*—

বন-পথ ।

বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তি ।

বিবেক । কহ দেবি !

আর কিবা কাজে রব ধরা-মাঝে,
কোথা পাব স্থান করিতে বিশ্রাম
হুরিতেছি দিবানিশি ।
অতি আশে প্রবেশি যে পুরে
নৈরাশ অধিক তথা ;
দ্রমিলাম কত স্থান লইতে আশ্রয়,
ভয় পেয়ে আইলাম পলায়ে সত্তর ।
হেরিলাম পর্বত-গঙ্ঘারে,
ব'সে অন্ধকারে, যোগে মগ্ন যোগিগণ ।
দূরে হতে হেরিয়ে আকার
হ'লো মনে আশার সঞ্চার ।
মনে হ'লে এখন গো হৃদয় শুকাই,
পূর্ণ কামনার মাংসখোর দাস সবে ।
গরিমা অন্তরে নরে ঘৃণা করে,
বোগবলে অষ্টসিদ্ধি চায় ;
বিনা ঈশ্বর-রূপায়
শক্তি পাবে আপন চেষ্টায় ।
হেরে সে সবারে
আইলাম পলাইয়ে দূরে,
জিজ্ঞাসহ মম সহোদরে ;
বৈরাগ্য আছিল সাথে ।

বৈরাগ্য । দেবি ! সত্য বাহা বিবেক কহিল ।

হেরিলাম দীর্ঘজটধারী
ব'সে আছে নয়ন মুদিয়ে,
কাছে গিয়ে কি দেখিহু !
পদশব্দে চাহিল নয়ন-কোণে
ভাবে মনে কেবা আসে
দিবে কি আমারে কিছু ?
অতি লোভী অগ্নে নাহি তোব,
কারে রোষ সন্তোষ কাহার প্রতি,
সদ্য তার তথনি ভ্যক্তিহু ।

বিবেক । শুন পুনঃ অদ্ভুত কথন,
কতদূর গিয়ে দেখি ব'সে একজন
চিন্তায় মগ্ন
ভ্যক্তিযে বিবর, রিপু করি জয়,

ভাবে মনে মানবের হিত ।

চিন্তা নিরন্তর কিসে স্থখী হবে নর,
কিন্তু ছায় চিত্ত তার ঘোর অন্ধকারে !

ভাবে বিজ্ঞান কেবল মানবের বল,
কতমত করিছে কোশল ;—

তড়িৎ-কিঙ্করী, সদা আজ্ঞাকারী,
দেশে দেশে বার্তা বহে তার ;

ল'য়ে বাণধান তুচ্ছ করে স্থান,
সাগর-হৃদয় দলিত করিয়ে ষায় ।

বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, নাহি অন্য জ্ঞান,
ভাবে নর ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী ;

লিখে দম্ভভরে
ঈশ-জ্ঞান অনর্থের হেতু,

মহাভয়ে দ্রুত আইহু পলাইয়ে ।

বৈরাগ্য । কেহ তত্ত্ব করিয়া আশ্রয়,
অধর্মের দিতেছে প্রশ্রয় ;

না বুঝিয়ে মর্ম, তাজে লোকধর্ম,
মগ্ন মাংস রমণী লইয়ে থেলা ।

এ হেন ধরায় কেমনে রহিতে বল ?

ভক্তি । এল আনন্দের দিন, চিন্তা কর দূর,
গোলোকবিহারী হরি, ধরায় উদয় ।

হেরি জীবের দুর্গতি,

আপনি ত্রীপতি, নবভাবে অবতার ;

একাধারে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা,

দ্রব হবে শিলা,

হরিনাম শুনি তাঁর মুখে ।

রসের তুফান বহিবে উজান,—

বাহু রাধা অস্তঃকৃত্য অপূর্ণ এ ভাব ;

হেন ভাব হয় নাই কোন যুগে ।

ধন্য ধন্য কলির মানব,—

হরিনামোৎসব—

পাইবে জলভ পদ সবে ;

শাখী পাখী প্রেম-পূর্ণ হবে,

হরিনাম, হরিনাম ধরায় !

(নেপথ্যে হরিশ্রবণ)

শুন শুন সিদ্ধনাদ জিনি কাঁপয়ে অবনী,

হরিশ্রবণ শুন রে উল্লাসে !

ধন্য ধন্য—নদীয়ায় এল গোরা !

দেখ, দেখ না বিমানে বিদ্যাধরীগণে,

আসিতেছে হরি দরশনে,

দেখ প্রেমানন্দে হইয়ে বিহ্বল

মুনি ঋষি আসিছে সকল,

হরিবোল, নাহি আর হরিবোল বিনা ;
নাচে বাহু তুলে হরি হরি বলে,
জিভুবন হরিশ্রুণ গায়, গোলোক কে চায় ।
মোরা সবে রহিব ধরায়,
সঁতারিব প্রেমের সাগরে ।
চল চল হরি ব'লে দেখি গিয়ে মদনমোহন ।

[সকলের প্রস্থান ।

(ছদ্মবেশী বিজ্ঞানচরী ও মুনিঋষিগণের প্রবেশ)

সকলে ।—

(গীত)

দেশ-মিশ্র—একতারা ।

পুরুষগণ ।—

কেশব কুক করুণা দৌনে কুঞ্জ-কাননচারী ।

স্ত্রীগণ ।—

মাধব-মনোমোহন মোহন মুরলিধারী ॥

সকলে ।—

হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার !

পুরুষগণ ।—

ব্রজ-কিশোর কালীরহর কাতর-ভয়ভঞ্জন ;

স্ত্রীগণ ।—

নয়ন বাঁকা, বাঁকা শিখিপাখা, রাধিকা-হৃদিরঞ্জন ;

পুরুষগণ ।—

গোবর্দ্ধন-ধারণ,

স্ত্রীগণ ।—

বন কুহুম-ভূষণ,

পুরুষগণ ।—

দামোদর কংস-দর্পহারী,

স্ত্রীগণ ।—

শ্রাম রাসরসবিহারী ॥

সকলে ।—

হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার !

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্গ ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

জগন্নাথ মিশ্র ও পণ্ডিত ।

মিশ্র । তুমি আশ্চর্য্য বিবরণ,

হেরিলাম গৃহিণীর অদ্ভুত বিকাশ,

অকস্মাৎ বেড়িল উজ্জল জ্যোতি ।

একদিন কহিল আমারে,

“দিবানিশি তুমি শূন্যে আনন্দের ধ্বনি,

নৃত্যগীত কঙ্কণের ঝোল,

ধীরে পশে শ্রবণে আমার ।

কভু অজানিত কুহুম-সৌরভে

দিক্ পূর্ণ হয় জ্ঞান ;

হ’লে অন্যমনা—

জ্ঞতিবাদ শ্রবণে পরশে,

যেন অহিনিশি কেবা আসে কেবা যায় ;

গর্ভে মম সন্তান-সঞ্চার,

তাই এ লক্ষণে ভয় হয় মনে

দেবলালা বুঝিতে না পারি ।”

তুমি গৃহিণীর বাণী,

অকস্মাৎ হইল শ্রবণ

অদ্ভুত স্বপনকথা ;

যামিনীর শেবে নিদ্রা-বোরে অচেতন,

হেরিলাম—

জ্যোতিরিশি অতীব উজ্জল

পশিল ছদয়ে,

দেহ মম আনন্দে পুরিল,

দেখিতে দেখিতে জ্যোতির্দেহী কল্পজন

বেড়িল আমার,

আরাগিল নৃত্য-গীত করতালি দিয়া,

কহিল সকলে—

“ভাগ্যবলে দেহে তোর

পশিলেন ভগবান,

তোমা হ’তে

তব প্রকৃতিতে করিবেন অবস্থান ।”

কহ বুধগণে

এ লক্ষণে

কিবা হয় অসুমান ?

পণ্ডিত । মীমাংসা করিতে কিছু নারি ।

অদ্ভুত লক্ষণ

হেরিলাম শিশু-কলেবরে,

উজ্জলয়ে জগন্নাথ কুমার,

বেড়িয়াছে উজ্জল কিরণ,

এই সবে শ্রামবর্ণ হ’লে সংঘটন

নারায়ণ হইত নির্ণয় ;

বর্ণ বিনা অবতার-লক্ষণ যে সব

অবয়ব সকলি প্রকাশে,

কিন্তু বর্ণে মনে জন্মিছে সংশয় ।

(মুনি, ঋষি ও বিদ্বাধরাগণের পুনঃ প্রবেশ)

(গীত)

দেশ-মিশ্র—একতারা ।

পুরুষগণ ।—

কার ভাবে গৌরবেশে জুড়ালে হে প্রাণ ।

স্ত্রীগণ ।—

প্রেম-সাগরে উঠলো তুফান,
ধাক্বে না আর কুলমান ॥

সকলে ।—

মন মজালে গৌর হে ॥

পুরুষগণ ।—

ব্রজনাথে রাখাল সেজে,
চরালে গোদান ।

স্ত্রীগণ ।—

ধ'রলে করে মোহন বাণী,
মজলো গোপীর মন ॥

পুরুষগণ ।—

ধ'রে গোবর্দ্ধন রাখলে বুদ্ধাবন ।

স্ত্রীগণ ।—

মানের দার, ধ'রে গোপীর পায়,
ভেসে গেল চাঁদবান ।

সকলে—

মন মজালে গৌর হে ॥

মিশ্র । কহ মোর কুমারে হেরিয়ে,
হরি ব'লে নৃত্য কর কি হেতু সকলে ?
একে একে অষ্ট কজা দিরেছি শমনে,
তাই শকা হয়, স্তলক্ষণ এ তনয়,
রবে কি জুড়াতে আঁখি ?

বল সত্য, বল কেন কর হরিশুণগান ?

১ম ঋষি । নববীপে নয়ন কি নাহি কার,

হেরি পূর্ণ অবতার

মনের বিকার দূর নাহি হয় কার ?

পণ্ডিত । অবতারে যে সব লক্ষণ,

অবরবে করি দরশন,

কিন্তু হেরি গউরবরণ

বিস্ময় হ'তেছে মনে—

শ্রামবর্ণ অবতার চিরদিন ।

১ম ঋষি । অদ্বৈত এ লীলা—

এক অঙ্গে রাখাশ্রাম !

পুরুষ একুতি এক দেখে রতি

জীবে গতি করিতে প্রদান,

১৪ ৩৮

বৃহৎ শক্তিতে ঈশ্বর-শক্তিতে

আহ্লাদিনী শক্তিসার,—

আহ্লাদিনী শক্তির আধার ।

গউর আকার ।

এক অঙ্গে সগুণ নিগুণ ।

১ম বিদ্বাধর । অত কেন তর্ক নিরূপণ,

হেন রূপ মদনমোহন

ত্রিভুবন কখন কি করিয়াছে দরশন ?

রূপে প্রাণ গলে—

মুগ্ধ মন আপন পাসরে,—

প্রেমের তুফান

সংসার-সাগরে খেলে,

গৌরান্দ অন্তরে, গৌরান্দ বাহিরে,

গৌরান্দ জগৎময় ।

এল শুণমণি, পবিত্র অবনী,

হরিশ্রবণি তোল সব ;

সকলে । হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ।

(গীত)

দেশ-মিশ্র—৫৭ ।

পুরুষগণ ।—

একাধারে রাখাক্ষক বিরাজে ।

স্ত্রীগণ ।—

শ্রাম সেজে কাঁদালে রাধা,
কাঁদ হে গৌর-সাজে ॥

সকলে ।—

দেখ রে প্রেমের খেলা মন আমার ।

পুরুষগণ ।—

আনন্দে ভাসলো ধরা এল গৌরচাঁদ ।

স্ত্রীগণ ।—

মন মজালে মোহন বেশে,

পাতলে প্রেমের ফাঁদ ।

পুরুষগণ ।—

হরিনার রটলো রে দেশে ।

স্ত্রীগণ ।—

প্রেম বিলাবে প্রেম-নীরে ভেসে ।

পুরুষগণ ।—

পিবে সুধা প্রাণ পরমাত্মবিরাজে ।

স্ত্রীগণ ।

দাঁড়ায়ে বাঁকা হ'রে স্বর' মাঝে ।

সকলে ;—

দেখ রে প্রেমের খেলা মন আমার ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

—*—

জগন্নাথ মিশ্রের বাটী ।

(নিমাই ও বালকগণের প্রবেশ)

১ম বালক । নিমাই লিখতে আসবে না ?

নিমাই । না ভাই, বাবা মান্না ক'রে দেছে, তোরাও যান্নি, আজ খেলা করবো ।

১ম বালক । গুরুমশাই তো মারবে ভাই ?

নিমাই । না, মারবে কেন ? ফিকির করবো এখন ।

১ম বালক । হোর বাপ ভাই তোকে লিখতে যেতে দেয় না কেন ?

নিমাই । দাদা যে সন্ন্যাসী হ'য়ে গেল, আমি কি আবার সন্ন্যাসী হ'য়ে বাব, তাই লিখতে যেতে দেয় না, আর ভাই খেলবি আর !

১ম বালক । গুরুমশাই তো ভাই মারবে না ?

নিমাই । মারবে কোথা ? পালিয়ে থাকবো এখন ।

বালকগণ । তুই ভাই তবে ফিকির করিস্ ।

নিমাই । তা করবো এখন, কৃষ্ণগীতা খেলি আর ।

(গীত)

বিভাব—একতালা ।

কাঁহা মেরা বুল্‌দাবন, কাঁহা যশোদা মায়ী ।

কাঁহা মেরা নন্দ পিতা, কাঁহা বলাই ভাই ॥

কাঁহা মেরি ধবলী শ্রামলী,

কাঁহা মেরি মোহন মুরলী,

শ্রীদাম হৃদাম রাখালগণ কাঁহা মে পাই ॥

কাঁহা মেরি যমুনাতট,

কাঁহা মেরি বংশীবট,

কাঁহা গোপনারী মেরি, কাঁহা হামারা রাই ॥

বিভাব—কাওরালা ।

রাই কাল ভালবাসে না ।

কাল মেখে বলেছিল কুঞ্জে যেন এসে না ॥

ক্লপের বড় গরব করে রাই,

বেখ'ব এবার মন যদি তার পাই,

এবার গৌর হ'য়ে

ধর'ব পারে আর ত কাল রব না ॥

বড় অভিমानी রাই,

বাণী ছেড়ে কৈদে ফিরি ভাই,

বাণীবেশে ফিরবো দেশে যেরে ত মন বসে না ॥

নিমাই । দাঁড়া দাঁড়া ভাই, ওই অতিথি আবার ভাত নিয়ে চোখ বুজে ব'সে আছে, আমি ওর এঁটো করে দিই । ছুরার এঁটো করেছি, এইবার হ'লে বার বার তিনবার হয় । (অন্নভক্ষণকরণ)

অতিথি । এ কি ! তুমি আবার উচ্ছিষ্ট করলে ?

নিমাই । কেন, তুমি যে আমার খেতে বললে ।

অতিথি । এ ত সামান্য কথা নয়, তোমার খেতে বললে !

নিমাই । না বললে তোমার ভাত খাব কেন ?

অতিথি । প্রভু ! অজ্ঞানের অপরাধ কমা করুন ! আপনি নারায়ণ বালকরূপে, আমি বৃন্দে পারিনি ।

জয় জয় জনার্দন মুকুন্দ মুরারি ।

জয় জয় শঙ্কর-গদাপদ্মধারী ॥

নম মন্ত্র-কলেবরে বেদের উদ্ধার ।

নম কৃষ্ণদেহে ধর্ম পৃথিবীর ভার ॥

নমস্তে বরাহরূপে ধরণী দলনে ।

নম নরসিংহরূপে দানব-দলনে ॥

নমস্তে বামনরূপে বলির ছলনে ।

নম ভৃগুপতিরূপে ক্ষত্রিয়শাসনে ॥

নমস্তে ধনুকধারী দর্পহারী রাম ।

নমস্তে অনন্তশক্তি হলধর নাম ॥

নম নব ঘনশ্রাম গোপিকা-মোহন ।

কল্কিরূপী নম নম স্নেহবিনাশন ॥

পুন নরদেহ ধরি,

কি ভাবে এসেছ হরি—

গৌরাজে কি লীলা অল্পম !

ভক্তের আনন্দ-মেলা,

কি ভাবে করছ খেলা,

ঘুচাও এ অজ্ঞানের ভ্রম ।

কৌমুদী ঠিকরে অঙ্গে,

বল কিবা নবরঙ্গে,

কি ভাব-ভরদ নদীয়ার ।

দেখা দেছ রূপা করি,

বন্ধন ঘুচাও হরি,

রেখ হে দলত রাঙা-পারি ।

নিমাই! চল্ তাই গলাতীরে বাই, নৈবিন্দি
কেড়ে খাই গে।

১ম বালক। না ভাই, সব মারতে আসে,
গালাগাল দেয়।

নিমাই। আমি তোদের কেড়ে দেব এখন,
চল্ না।

[নিমাই ও বালকগণের প্রস্থান।

(মিশ্রের প্রবেশ)

মিশ্র। ঠাকুর! আপনি আহার করেন নাই?
অতিথি। আমি পরিতৃপ্ত হয়েছি। মিশ্র! তুমি
বড় ভাগ্যবান, তোমার পুত্ররূপে ভগবান্ বিহার
ক'ছেন! আমি মহাপ্রসাদ ধারণ করেছি, আর
আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই। তোমার পুত্রের চরণ-
রূপার জগৎ পবিত্র হবে, তোমার অতিথি-সংকারে
চরিতার্থ হলেম। এখন এই দক্ষিণা দাও, তোমরা
স্ত্রী-পুরুষে দাঁড়াও, আমি প্রণাম ক'রে
যাই।

মিশ্র। সে কি প্রভু? আপনার অন্নব্যঞ্জন
সকলি পড়ে রয়েছে।

অতিথি। আমি মহাপ্রসাদ লয়ে যাব, দেশে
দেশে বিতরণ করব। মিশ্র! মায়ার বৃত্তে পাক
না, তোমার পুত্র কে? তোমার গৃহিণীকে ডাক,
তোমরাও সামান্য নও।

মিশ্র। গৃহিণী! গৃহিণী! দেখ, সর্বনাশ!
নিমাই অতিথির অন্ন আবার উচ্ছিষ্ট করেছে।

(শচীর প্রবেশ)

শচী। অঁ! কি সর্বনাশ! নিমাই কোথা
গেল? এই যে ঘরে বসিয়ে রেখেছিলুম। প্রভু!
অজ্ঞানের অপরাধ মার্জনা করুন।

অতিথি। শোন, আমি যখন ইষ্টদেবকে
নিবেদন ক'রে দিই, আমার বোধ হলো, তিনি
প্রসন্ন হ'য়ে অন্ন-ব্যঞ্জন ভক্ষণ করেছেন; চেয়ে
দেখি, তোমার বালক ভক্ষণ করছে। তিনবারই
এই ভাব। আবার ধ্যান ক'রে দেখি, ইষ্টদেবতা
প্রসন্ন হ'য়ে ভক্ষণ করছেন। তোমার বালকই
আমার ইষ্টদেবতা; উভয়ে আশীর্বাদ কর, ইষ্ট-
দেবতার পদে আমার মতি থাকুক। আমি বিদায়
হ'লেম; কিছু সমুচিত হও না, পরম বস্ত তোমার
গৃহে।

(গীত)

টোড়ী-ভৈরবী—একতাল।

জয় নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র, স্বয়ং জয় ভবতারণ।

অনাথত্রাণ জীবপ্রাণ ভীত-ভয়বারণ ॥

যুগে যুগে রক্ত

নব লীলা নব রক্ত,

নব তরঙ্গ নব প্রসঙ্গ, ধরাভার-ধারণ।

তাপহারী প্রেমবারি,

বিতর রাসরসবিহারী,

দীন-আশ কলুষ-নাশ, চষ্ট-ত্রাসকারণ।

[অতিথির প্রস্থান।

মিশ্র। অদ্বুত সকলি!

শচী। শুন প্রভু, বৃথিতে না পারি

কি আছে অদৃষ্টে আর!

বিশ্বরূপ গেছে ছেড়ে

নিমাইয়ের আশ। তিলমাত্র নাহি করি।

নয়ন মুদিলে শুনি

চরণে নুপুর বাজে তার,

অহিনিশি শূণ্ণে উঠে স্তম্ভবানী।

মিশ্র। আমিও বৃথিতে কিছু নারি,

নিমাই চঞ্চল অতি,

যেদিন শাসন করি,

স্বপনেতে হেরি আসে দেবগণ,

সবে করে নিবারণ

শাসন করিতে মোরে,

বলে দেবতা-মণ্ডলে

“নিত্যধন তোমার নন্দন,

জগজ্জন-তারণ-কারণ।

ধরা-মাঝে অবতার;

দেশে দেশে বিলাইবে নাম।”

সদা কাঁপে প্রাণ কি হবে কি হবে,

নিমাই কি ছেড়ে চলে যাবে!

গেছে বিশ্বরূপ,

সে অবধি আশঙ্কা অধিক বাড়ে মম।

শচী। কোথায় নিমাই?

গৃহে তারে দেখিতে না পাই,

গেছে বৃষি খেলিবারে।

মিশ্র। যাও গৃহে, খুঁজে আনি তারে।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিতায় গর্ভাক্ষ ।

গলাতীর ।

পূজার নিবিষ্ট ব্রাহ্মণগণ, লরী ও স্ত্রীগণ ।

(নিমাই ও বালকগণের প্রবেশ)

নিমাই ও বালকগণ— (গীত)

বিতায়-মিশ্র—একতারা ।

আমরা রাখাল-বালক,
মাঠে খেলু চরাই ।

কুখা পেয়েছে খেতে দে মাই ॥
নেচে নেচে খেলি গোষ্ঠে মাঠে,
বেণু বাজাই মোরা হাতে ঘাটে,
তোরা ভিক্ষা দিবি মা গো, এসেছি তাই ॥
দেনা মা, বা দিবি আর ক'রে,
আদর ক'রে দিলে মনে পরে,
দেয় ক'র না মা, মোরা খেলিতে যাই ॥

১ম স্ত্রী। এই নাও ।

নিমাই। তোর সাতটা ছেলে হবে, আর তোর
গোলাভরা ধান হবে, ছেলেরা সব টোল ক'রবে—
(অন্যের প্রতি) তুই কিছু দে না মা ।

২য় স্ত্রী। বা বা, ছষ্ট মু ক'রিস্ না, বিষ্ণুপূজার
নৈবদিক নিয়ে যাচ্ছি ।

নিমাই। দিলি নি ? তোর চারটে সন্তান হবে ।

২য় স্ত্রী। না না, গাল দিস্ না, এই নে ।

নিমাই। তোরও সাত বোটা হবে, টোল
ক'রবে। এই সব শোন, আমি বিষ্ণু, যে বা নৈবদিক
আমি, আমার লাও, আমি খেলেই পূজা হবে। এই
নে ভাই, তোরা খাবার নে ।

১ম বালক। তুই কিছু খাবি নি ভাই ?

নিমাই। তোরা খা' না, আমি আবার নেব
এখন ।

১ম ব্রাহ্মণ। বেঙ্গিক, নৈবদিক কেড়ে নিলি ?

নিমাই। তোমার বৈকুণ্ঠে বাস হবে ।

২য় ব্রাহ্মণ। বেঙ্গিক, মার খাবি ।

নিমাই। কৈ, মার না ? গলা পাবে না ।

(নৈবদিক কাড়িয়া লওন)

১ম ব্রাহ্মণ। আরে-বিষ্ণুপূজার নৈবদিক কেড়ে
নিছিলি ? সর্বনাশ হবে তোরা ।

নিমাই। হাঁ ঠাকুর ! সত্যি সর্বনাশ হবে ?

১ম ব্রাহ্মণ। এই নিলে নিলে কেড়ে নিলে ।

(নিমাই গমনোন্মত)

স্ত্রীগণ। নিমাই কিরে আর, কিরে আর ।

নিমাই। না, আমি খেলি গে ।

স্ত্রীগণ। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ।

১ম বালক। নিমাই কিরলি বে ?

নিমাই। হরিবোল, হরিবোল ।

১ম স্ত্রী। (লক্ষ্মীকে দেখাইয়া) নিমাই বল
দেখি, এর কেমন বর হবে ?

নিমাই। আমি জানি না, তুমি হরিবোল বল,
হরিবোল, হরিবোল ।

১ম স্ত্রী। এই নে না, এর নৈবদিকখানা ।

নিমাই। না, আমি ও নৈবদিক নেব না,
হরিবোল হরিবোল ।

১ম স্ত্রী। দেখ্ দেখি, কেমন মেয়েটা, বে'
করবি ?

নিমাই। তোমরা হরিবোল বলবে না, আমি
চল্লম ।

স্ত্রীগণ। হরিবোল, হরিবোল ।

১ম স্ত্রী। এই নৈবদিক নে না ।

নিমাই। না, ও হরি বলে না, আমি ও নৈবদিক
নেব না ।

১ম স্ত্রী। লক্ষ্মী! হরি বল তো ।

লক্ষ্মী। হরিবোল, হরিবোল, আমি নৈবদিক
দেব না ।

নিমাই। আমি নৈবদিক নেব না ।

১ম স্ত্রী। শোন না নিমাই, এই মেয়েটাকে
বে' করবি ?

নিমাই। আমার ও নৈবদিক দেয় না, আমি
চল্লম ।

১ম স্ত্রী। না, শোন না, আমরা হরিবোল দিই,
তুই একটা গান গা দেখি ।

নিমাই ও বালকগণ— (গীত)

বঙ্গল-মিশ্র—একতারা ।

রাধা বই আর নাইক আমার,

রাধা বলে বাজাই বাঁদী ।

মানের দায় সেজে বোঁগী,

খেঁচেছি গায় ভয়রাশি ॥

হুকে হুকে কেঁদে কেঁদে,
রাখা নাম কেঁদাই সেখে,
যে মুখে বলে রাখে,
তারে বড় ভালবাসি ॥

[নিমাই ও বালকগণের প্রস্থান ।

১ম স্ত্রী । লল্লি ! তুই চেয়ে রয়েছিস কি ? ও

তো চ'লে গেল ।

লল্লী । আমার কি ঐ বর ?

১ম স্ত্রী । হাঁ ।

লল্লী । তবে আর বে' ক'রতে কান্দব না, আমি
বরের সঙ্গে খেলা ক'রবো ।

১ম স্ত্রী । আর ও যে তোকে বে' ক'রবে না
ব'লে ?

লল্লী । না, আমি ঐ বরের সঙ্গে খেলা ক'রব ।

১ম স্ত্রী । তা কান্না কিসের—খেলা করিস্ ।

২য় স্ত্রী । আহা ! নিমাইয়ের সঙ্গে বে' হ'লে
দিশি সাজে ।

১ম স্ত্রী । তুই যে খেলা করবি বল্চিস্, গান
গাইতে পারবি ?

লল্লী । হ্যাঁ, অমনি ক'রে গান ক'রব,
নাচব ।

৩য় স্ত্রী । তোমরা চলো ? পাড়াও না,
আমিও যাই ।

(মিশ্রের প্রবেশ)

মিশ্র । কৈ, এখানেও তো নিমাই নাই ।

১ম স্ত্রী । এই যে সব নৈবিদ্বি টেবিদ্বি কেড়ে
থেকে চ'লে গেল ।

মিশ্র । অ্যা ! নৈবিদ্বি থেয়ে গেল, কোথা
গেল ছুট দেখি ।

২য় স্ত্রী । না গো, কিছু বলো না, কেড়ে কি
নিতে পারে ? আমরা দিয়েছি, তবে নিয়েছে ।

১ম ব্রাহ্মণ । মিশ্র ! তোমার ভাগ্যের কথা
আমরা কিছু ব'লতে পারি না, কোন মহাপুরুষ
তোমার সন্তানরূপে অবস্থান ক'রছেন, নির্ণয় করা
অসাধ্য । আমি বিষ্ণুকে নৈবিদ্বি নিবেদন ক'রে
দ্বিজি, নিমাই এসে কেড়ে নিয়ে গেল । আমি
ক্রুদ্ধ হয়ে ভাঙনা ক'রতে গেলেম, নিমাই পালাল,
নৃপরের ধ্বনি শুনেলম, কিন্তু পায় নৃপূর নাই ;
ভাবলেম, আমার ভ্রম হয়েছে, কিন্তু মুক্তিকার
পদক্ষেপ দেখি, ক্ষমবজ্রাঙ্কুরের চিহ্ন, আমি বিস্মিত
হয়ে রইলেম । আমি নিশ্চর বল্চি, তোমার পুত্র

সামান্য নর, হুপি শালন ক'রো না, কে সীলা-
ভূমিতে লীলা কর্তে এসেছে বলা যায় না ।

মিশ্র । আশ্চর্য্য ! বালকের স্বভাব কিছু বোঝা
যায় না, সকলেই এরূপ কথা বলে, তার কারণ
কি ? গৃহিণীও তো এইরূপ নৃপূরের ধ্বনি শুনেছিল ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

মিশ্রের বাটী ।

গণক ও শচী ।

গণক । তুমি মা বড় ভাগ্যবতী ! আমি এরূপ
অপূর্ণ লক্ষণ কোন স্ত্রীলোকের দেখি না ।

শচী । বাবা ! আমি একে একে আটটা সন্তান
থেকেছি, বড় ছেলোটা বিবাগী হয়ে গিয়েছে, ছোট
ছেলোটা পাগলের মতন বেড়িয়ে বেড়ায় । বাবা !
যদি এমন কোন উপায় ক'রতে পার, ছেলোটীর
মন স্থির হয়, তা হ'লে তোমার চরণে কেনা
হয়ে থাকি । ঠাকুর ! দেখ, ঐ পাগলের মত
আসছে ।

(নিমাইয়ের প্রবেশ)

গণক । এইট তোমার ছেলে ? কৈ দেখি হাত
দেখি । (হাত দেখিয়া) মা ! তুমি এই সন্তানটাকে
পাগল ব'লছিলে, তোমার এই সন্তানের জন্মে বংশ
পবিত্র, পৃথিবী পবিত্র ।

নিমাই । গণককার ঠাকুর ! তোমার সুলিভে
কি দেখি ?

শচী । ছিঃ বাবা ! হরন্তপনা ক'রতে আছে ?—
গণকঠাকুরকে নমস্কার কর ।

নিমাই । গণকঠাকুর ! বল দেখি, আমি আর
জন্মে কি ছিনুম ?

শচী । দেখলে বাবা ! পাগলামো দেখলে ?
গণক । না-মা ! এ পাগলামো না, আর জন্মে
তুমি গোপ ছিলে ।

নিমাই । কি পুণ্যে বামুন হলুম ?

গণক । দেখ, তোমারই কুপার আমি তোমাকে
চিনেছি, তোমারই কুপার আমার বিজ্ঞা বিকল নর ;
তোমার পাণ-পুণ্য নাই, ইচ্ছাতে হ'য়েছ ।

নিমাই। তবে আমি তোমার কুলি কেঁচু নিই,
কুলি বলতে পারলে না।

(কুলি কাড়িয়া লওন)

শচী। হতভাগা ছেলে! দেবতা বামুনমান না?
(কুলি দেওন)

নিমাই। তুমি বক্লে, তবে আমি এঁটো হাড়ী
ছোঁবো।

শচী। কি করিস, কি করিস? সর্বনাশ! সর্ব-
নাশ! যা আজ তোকে ভাত দেব না।

নিমাই। ভাত দেবে না, দেখ না ঠাকুর হ'য়ে
বসি।

(সিংহাসন হইতে বিষ্ণুকে নামাইয়া নিমাইয়ের
সিংহাসনে উপবেশন)

বোল হরিবোল, দোল্ দোল্ দোল্,

কৃষ্ণরাধার দোল,

দোল্ দোল্ দোল্ ;

দেলে শ্রাম বামে দোলে রাই।

নীলমণি আর কাঁচা সোণা,

রূপের সীমা নাই ॥

রাঙা সখী ফাগে রাঙা, রাঙা বন্দাবন।

রাঙা রাধা, রাঙা বাঁকা মদনমোহন ॥

দিকে সবাই করতালি হুচে বড় গোল।

হরিনামের ধ্বং! তোলা বোল হরিবোল ॥

শারী শুকে মুখে মুখে ক'রছে ব'সে গান।

গুণগুণিয়ে তোমরা ছোটো

পদ্মের টোটে মান ॥

পাখম ধ'রে নৃত্য করে ময়ুর ময়ুরী।

কুতূহলে হাসে ছলে ফুলের মুঞ্জরী ॥

যবুনা বার উজান ব'য়ে আনন্দে বিভোল।

গগন ভরে উঠছে কেবল হরিনামের রোল ॥

বোল হরিবোল, দোল্ দোল্ দোল্ দোল্,

কৃষ্ণরাধার দোল।

(মিশ্রের প্রবেশ)

শচী। দেখ সর্বনাশ!

উচ্চৈঃ পরশে অশুচি হইয়ে,

বিষ্ণু-সিংহাসনে

দেখ নিমাই ব'সেছে গিরে!

জাবি তাই কি হবে,—কি হবে,

গৃহবাস সকলি মজিবে,

আরে রে নিমাই,

নাথা খেয়ে করিলি কি সর্বনাশ।

মিশ্র। আরে সাবন্তু জমিলি কুলে,
শান্তি তোর দিখ বখোচিত।

[নিমাইয়ের পলায়ন]

(গন্ধারাসের প্রবেশ)

গন্ধা। মিশ্র মহাশয়!

উগ্রভাবে কোথায় গমন?

দেখিলাম নিমাই পলায়,

বাও বৃথি করিতে শাসন?

মিশ্র। মহাশয়! পুত্র বৃথি পাবও হইল,
ব'সেছিল বিষ্ণু-সিংহাসনে।

গন্ধা। বিচিত্র এ কথা নয়;

বিদ্যা-উপার্জনে

পিতা হ'য়ে কর ত্রুটিরোধ,

সঙ্গত নহে ত আচরণ;

বুদ্ধি যার বড়ই প্রবল

সেই হয় ততই চঞ্চল,

বিদ্যাজারে হয় স্থির;

অসামান্য বুদ্ধিশক্তি নিমাইয়ের তব,

অধিক কি কব,

বৎসরের পাঠ লয় একদিনে!

এ সত্যন মূৰ্খ করি রাখ ঘরে—

পিতা নহ—অরি তুমি তার।

প্রথমত আয়ুর কামনা—

কিন্তু আয়ু ভারমাত্র বিদ্যা বিনা;

কর পুত্রে আমারে অর্পণ,

পণ্ডিত নন্দন কিরাইরে দিব আমি।

মিশ্র। তব উপদেশ

গ্রহণ করিব মহাশয়।

ঈদ্র দিব যজ্ঞ-উপবীত,

পরে আজ্ঞা তব করিব পালন;

যাই,—দেখি কোথা গেল ছুঁইমতি।

গন্ধা। ধর মিশ্র আমার বচন,

নাহি কর পুত্রের শাসন;

পশুপত্তি অধিক বাহার

সেই হয় শাসন-অধীন;

উচ্চৈঃ তোমার পুত্রের,

বিশরীত কল হবে করিলে তাড়।

কে এ ব্রাহ্মণ?

গণক। গ্রহচাৰ্য্য আমি।

গন্ধা। ভাল ভাল।

পাত্র কিছু ক'রে কি অখ্যয়ন?

গণক । তানি আদি গুরু-উপদেশে ।
গজা । ভাল, বল দেখি কেবা আমি ?
গণক । গণনার নাহি প্রয়োজন,
অধ্যাপক বুঝিহি কথায় ;
কিহা ভাগ্য তব অতি বলবান,
সম্মানভাজন হবে জগৎ-মাঝারে
পাঠ দিয়ে মিশ্রের বালকে ।
নম নিবেদন শুন মিশ্র মহাশয়,
সামান্য তনয় তব নাহি কর জ্ঞান,
জড়নেত্রে ছের শিশু কুমার তোমার ।
কিন্তু জেন সার,
ভব-পারাবারে কর্ণধার অবতার !
গুরুর কৃপায়—
মিথ্যা কতু না হয় গণন ।

গজা । ভাল, ভাল !

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাক্ষ ।

কানন-পথ ।

(পাপ ও কলির প্রবেশ)

পাপ । প্রভু ! শচীর নন্দনে
অসামান্য লক্ষণ না হেরি ;
সত্য বটে সুন্দর লাগিয়া তার,
তাহে একে হবে আর,
চক্ষু যে জন রূপ তার মহা অরি ।
বাল্যকালে যেই বৃত্তি হইলে প্রবল
কালে হয় মম করতল,
সে সকল বলবান্ নেহার শিশুতে ;
দেব বিজ্ঞ নাহি মানে, সলা অনাচার ।
দেখেছ কি জালুবার তীরে
বালিকারে হেরে,
কামবৃত্তি উদ্দীপন হলো মনে ?
নাহি ভয়—
ধরাময় মম রাজ্য হইবে বিস্তার ।

কলি । অরদৃষ্টি তার,
বালকের ভাব নাহি হয় অল্পভব ;
দেখ প্রেম বিনা কিছু নাহি জানে,
প্রেমে রক্ত খেলে শিশু মিলে,

প্রেমে আচার-ব্যভাচ না করে বিচার,
শঙ্কানু আনন্দ-আগার বেহা ।
খেলিতে খেলিতে
নৈবিদ্য লইল কাড়ি,
কেবা তাহে হ'ল অসন্তোষ ?
যার মনে যেই আকিঞ্চন
প্রেমে তাড়া করে সংপূরণ ;
দেখ কর্ণ-মর্দ্য বুঝ তার
প্রেমের বিহার নাহি কোন প্রয়োজন ।
যে হেরে কুমারে
প্রেমের সাগরে ভাসে,
কারে বল কাম-উদ্দীপন ?
সেবক যেমন কাম আসি করে পূজা ।
লক্ষ্মীরূপে লক্ষ্মীদেবী আপনি ধরায়,
তাই পত্নী দরশন মিলেন কৃপায় ।
হিফুপদে গৌরী দ্রব্য করে সমর্পণ,
কৃপা করি করিয়ে গ্রহণ
বিতরণ করে অন্তর্যমণে ।
বুঝহ লক্ষণে,
প্রয়োজনহীন এ বালক ।
লোকে বুঝাবারে ধরনী-মাঝারে,
নরদেহ ধ'রে বিরাজেন ভগবান্ !
মনোবৃত্তি প্রবল সকল,
কিন্তু দেখ ইচ্ছাধীন ।

পাপ । প্রথমত ইচ্ছাধীন বৃত্তি সবাকার,
পরে হয় দুর্নিবার,
দেখ এ সংসারে রীতি—
আগে রাজা মন ;
ইন্দ্রিয়সকল প্রবল যখন
মন হয় দাস সবাকার,
অঙ্গপ্রায় বুরিয়ে বেড়ায়
ধায় যথা লয়ে যার ইন্দ্রিয় তাহার ।
কহি নিশ্চয় তোমার
অসংশয় বালকে করিব জয় ।

কলি । বুধা আশা,—
যম-জয়ী হরিনাম বদনে বাহার,
কি সাধ্য তোমার
স্পর্শ কারবারে তারে ?
শিশুরে সামান্য ভাব মনে,
হারনাম বিনা নাহি জানে,
হরি হরি বলে
হরিলীলা খেলে শিশু মিলে,

যেই হরি বলে, যেহে কোলে যায় তার,
অশান্ত হইলে,
চরি ব'লে ভুগারি বালকে ।
ভজ যথা মধুগন্ধে ধার ।
চরিত্রনি হয় হে যথার,
পুলকে বালক তথা নাচে,
কিবা শক্তি আছে বালকে করিতে ভয় ?
দেখ দিতে উপবীত
দেবগণ আসে সম্মিলিত ।

(নেপথ্যে হরিশ্চন্দ্র)

শুন শুন হরিশ্চন্দ্র মিশ্রের ভবনে,
ধরনীতে নাহিক তোমার স্থান ।
পাপ । ওই নাম সহিতে না পারি,
ওই নাম ভয় করি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

(বিবেক, বৈরাগ্য ও ভক্তির প্রবেশ)

বৈরাগ্য । দেবি ! অদ্বৈত কখন
সত্যযুগে বলির ছলন,
কলিতে বামনরূপ কিবা প্রয়োজন ?
ভক্তি । অপূর্ণ চৈতন্যলীলা,
ধরাভার করিতে হরণ
যুগে যুগে অবতার নাশরণ ।
অংশ পূর্ণ প্রয়োজন মতে ;
রূপরূপে পূর্ণ-অবতার,
তাঁহে অংশ বিরাজিত সমুদয়,
বন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ ভিন্নকায় লীলা,
নদীয়ায় এক অঙ্গে অমুরূপ তার,
রাধাকৃষ্ণে একত্রে বিহার ।
নহে ভড়-নয়ন-গোচর তাহা,
ভাবুক-জয় তন্ন তন্ন হেরে সমুদয়,
জড় আঁখি হেরে মাত্র শচীর বালক ।
কলিকালে সম প্রয়োজন,—
পাষাণদলন, ভক্ত প্রাণ-উত্তেজনা,
লীলা অন্তরে অন্তরে
বাছে তার নাহিক প্রকাশ ।
দানব-প্রকৃতিগত মন্ত অহঙ্কার
প্রেমে হবে পরাভূত ;
দেবভাব হইবে বিস্তার,
হবে নয়দেহ তাঁহে প্রেমের আগার ।
যুগে যুগে বত অবতার,
হানাদিনী প্রধানা শক্তি তার,

সেই শক্তি বিকলিত নদীয়ায় ।
যুগে যুগে নানা রূপ ধরি
যত লীলা ক'রেছেন হরি,
ভাবুক হেরিবে তাহা ।
আজি উপনয়ন তাঁহার,
ভিক্ষা করিবেন হরি,
ভক্ত তাঁহে হেরিবে বামনরূপ ।
বিবেক । কহ দেবি !

কলিযুগে কেন লীলা সমুদয় ?
ভক্তি । অল্পজীবী অল্পশক্তি কলির মানব ।
শ্রমসাধ্য সাধনে অকম,
প্রেম-বিনা গতি নাহি আর ।
স্বল্পদৃষ্টি দূর নাহি হেরে,
বর্ণমান সংশয়-সাগরে,
ভেদজ্ঞান প্রধান প্রকৃতি তার ;
লীলা যবে একত্রে হেরিবে—
ভেদজ্ঞান যাবে,
প্রেমে পাবে সনাতন ।
অন্যযুগে নীরস সাধন
নিগুণ ঈশ্বরপূজা,
কলিযুগে দীক্ষামাত্র নাম,
প্রেমামৃত পান,
হরিনাম সাধন কেবল ;
যেই নাম—সেই হরি করিতে প্রচার
নদীয়ায় প্রভু অবতার,
উন্নত হইয়ে
নাম গেয়ে ফিরিবেন দেশে দেশে ।
নিরঞ্জন হেরি বিদ্যমান,
আপামর পাষে দিব্যজ্ঞান,
এককালে হেরিবে সকল লীলা ।
হের দেব-দেবীগণে আসিছে বিমানে,
ধেরিতে বামনরূপ ।

বৈরাগ্য । দেবি ! না ঘুচে সংশয় স্তম্ভাই তোমার,
কৃষ্ণলীলা রাখাল গোপিনী ল'য়ে,
শুনিলাম একাধারে রাখাশ্রাম ;
কোথা বলরাম, ক্রীদাম, স্তম্ভাম,
কোথায় গোপিনীগণ ?

ভক্তি । হের যোগদৃষ্টিবলে
নীলাচলে ভাবে ময় অবধূত চলে ;
নিত্যানন্দ নাম—
ঐ দেখে বিরাজেন বলরাম ।
হের নদীয়ায়

তত্ত্ববুদ্ধি জ্যোতির্মান কার,
কেহ সখা, সখীভাবে কেহ ;
আত্মাসনে আত্মার বিহার,
ভাব তাহে সার,
আধার প্রভেদমাত্র তাহে ।
একমাত্র বিরাজে পুরুষ,
প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন রূপ,
ভিন্ন ভিন্ন ভাবের আধার ।
লীলার তরঙ্গ যবে বহিবে যৌবনে,
ভক্ত সনে,
দেহে নানা ভাব পাইবে বিকাশ,—
নিকাম ব্রজের সেই ভাব সমুদয় ।
বৈরাগ্য । কহ দেবি ! যুচুক সংশয়,
রাধাভাবে কেন দয়াময় ?
গোলোকে দেখি নি হেন লীলা,
পুরুষ প্রকৃতিভাবে, তত্ত্ব কিবা তার ?
ভক্তি । কৃষ্ণ-প্রেমে বৃন্দাবনে গোপনারীগণে
না করিত স্তব্ধের কামনা ;
নিকাম রাধার প্রেম,—
কিন্তু শতগুণে স্তব্ধের পথোন্নি
উৎখলিত হৃদয়ে সবার ।
ক্লাদিনী শক্তির আধার
রাধা-প্রেম, রাধা-ভাব বিনা
নাহি হয় অমুভব ।
পেতে সেই প্রেমের আত্মদ
কালচাঁদ শ্রীরামের ভাবে ।
সেই প্রেমে জগৎ মাতিবে,
প্রেমময়ী কিশোরীর প্রেম ;
গৌরাঙ্গ উদয়
বিলাহিতে সে প্রেমের কণা ।
মুক্তি তুচ্ছ করিবে মানব,
প্রেমার্গবে আমরা ভাসিব স্তব্ধে,
চল হেরি বালা-প্রেম বামনের লীলা !
(নেপথ্যে) হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ।
শুন হরিশ্রবণ উঠে পুনঃ পুনঃ ।
বিবেক । তবু মনে না যুচে সংশয়,
বাৎসল্যভাবের লীলা কোথা সমুদয় ?
ভক্তি । ভাবুক-হৃদয় হেরেছে সকল লীলা ;
মুক্তিকা-ভঙ্কণে কৃষ্ণের বদনে,
চতুর্দশ ভুবন হেরিলা নন্দরাণী ;
মুক্তিকা-ভঙ্কণে শচীর কুমার
ভুবনের সমাচার কহিল মাতারে ।

মিশ্রের পাদুকা বহিলেন ভগবান,
সবিস্ময়ে জনক-জননী
শুনিল নুপুরধ্বনি
নুপুরবিহীন পার ।
যথা গোপ-গৃহে মাখন-হরণ
যরে যরে করিয়ে ভ্রমণ,
ঋতুভ্রম্য চুরি করে হরি ।
প্রেমের কৃত্রিম কোপে ধায় প্রতিবাদী,
ধরিতে গৌরাঙ্গ-শলী,
শচীর শাসন বন্ধনের অমুরূপ ;
দম্ভের দলন দানব-নাশন
হয় নিত্য প্রেমের লীলার,
হেরে মুখ প্রেমে গলে প্রাণ,
দম্ভ আর নাহি পায় স্থান,
যার ভ্রব্য যায়, সেই পুন চায়
আসি পুন করুক হরণ ।
গোষ্ঠীলীলা শিশুসনে খেলা,
সখ্য প্রেম বিতরণ প্রেমিকের সনে,
মধুলীলা—ভাতিবে যৌবনে ।
চল চল বামন-দর্শনে,
বিলম্ব না কর আর ।

[সকলের গান ।]

পঞ্চম গর্ভাক ।

—*

মিশ্রের বাটীর অন্তঃপুর ।

(নিমাই, প্রতিবাসিনীগণ ও শচীর প্রবেশ)

নিমাই । ভিক্ষা দাও মা !
১ম প্রতি । এ স্তব্ধের দিনে
কেন কান্দ শচীদেবি ?
শচী । মাগো ! পোড়া আঁধি নিবারিতে না ।
নিমাই আমার সেজেছে সন্ন্যাসী,
তাই মা গো আঁধি-জলে ভাসি,
কত কথা পড়ে মনে না আমার,
যোগীবেশে বিষ্ণুরূপ ভিক্ষা চেয়েছিল,
আহা ! বাছা কোথা চ'লে গেল,
সেই বেশ নিমায়ের আজি হেরি !
মাণিক কান্ধন প'রে
কার পুত্র হেন রূপ ধরে,

হেরে নারি ফিরাইতে অঁখি !
 ভাবি তাই,
 এ নিধি কি নিরবধি রবে মম কোলে ?
 ১ম প্রতি। শুভদিনে চখের জল ফেল না।
 শচী। বাবা, ভিক্ষা কর।
 নিমাই। ভিক্ষা দাও মা !
 ১ম প্রতি। নিমাই ! তোর সেই ছড়া ব'লে
 ভিক্ষা কর !

(গীত)

বারে'য়া-মিশ্র—একতারা।

দে গো ভিক্ষা দে।

আমি নূতন যোগী ফিরি কেঁদে কেঁদে ॥
 ওগো ব্রজবাসী, তোদের ভালবাসি,
 ওগো তাই তো আসি, দেখ মা উপবাসী,
 দেখ মা হারে যোগী বলে 'রাখে রাখে' ॥

বেলা গেল যেতে হবে ফিরে,
 একাকী থাকি মা ঘুমুনাতীরে,
 অঁখি-নীল মিশে নীরে,

চলে ধীরে ধীরে ধারা মুহু নাড়ে ॥

(ভিক্ষা দেওন)

নিমাই। আমি ছড়া বলেম, তোমরা হরি
 হরি বল।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল হরিবোল।

নিমাই। রাখে রাখে।

(চক্ষু মুদ্রিত করণ)

শচী। ও মা ! ছেলে অমন হ'ল কেন গো ?

নিমাই, নিমাই, নিমাই !

নিমাই। কৈ মা, আমার রাখা কৈ মা ?

যোগী হ'রে তবু রাখার

পেলেম না চরণ ;—

কোথা রাই আমার,

কোথা রাই আমার,

কোথা রাই আমার, প্রাণধন !

বদন তোল দেখ লো কিশোরী

ভিক্ষা দেহ মান, ধরি পায়ের ধরি।

ওহো কি হ'ল, কি হ'ল

প্যারী কোথা গেল,

রাখে দেখা দাও, দেখা দাও,

হেরি চাঁদবদন !

না পাই নিদর্শন শূন্যমন,

দেখ করে ছনয়ন ;

কোথা রাই আমার, কোথা রাই আমার,
 কোথা রাই আমার, প্রাণধন !

শচী। ও মা ! কি সর্বনাশ হ'ল !

নিমাই। না মা, আমি ছড়া ব'লছি।

মম প্রাণেশ্বরী ব্রজেশ্বরী রাই,

লুকাল কোথায়, কোথা দেখা পাই।

মার দেখ দেখ, রাই রাখ, রাই রাখ,

কিশোরী, শিরে ধরি শ্রীচরণ।

শুভ বৃন্দাবন, শূন্য নিধুবন,

কোথা রাই আমার জীবনের জীবন ;

কোথা রাই আমার, কোথা রাই আমার,

কোথা রাই আমার, প্রাণধন !

শচী। না বাবা ! আর তোর ছড়া বলার কাজ নেই।

(মিশ্রের প্রবেশ)

মিশ্র। ও গো ! তোমরা সর, কতকগুলি বিদেশী
 ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আমার নিমাইকে আশীর্বাদ ক'রতে
 এসেছেন। আমি কোনমতে তাঁদের অমুরোধ
 এড়াতে পারি। ম না। তাঁরা সব হরিবোল দে আস-
 ছেন, দেবতার নায় রূপের স্রোতি, আমার নিম-
 ঈয়ের জন্মদিনে তাঁরা 'অমৃতগ্রহ ক'রে এসেছিলেন।

[নিমাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(হরিশ্রবণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-বেশে

দেবগণের প্রবেশ)

স্বরট-মিশ্র—একতারা।

পুরুষগণ।—

চক্ষুরিণ অঞ্জে, নম বাননরূপধারী।

স্ত্রীগণ।—

গোপীগণ-মনোমোহন, মজু-কুঞ্জচারী ॥

নিমাই।—

জয় রাখে, শ্রীরাখে !

পুরুষগণ।—

ব্রজবালকসঙ্গ, মদন-মানভঙ্গ,

স্ত্রীগণ।—

উন্মাদিনী ব্রজকামিনী, উন্মাদ তরঙ্গ।

পুরুষগণ।—

দৈত্য-হলন, নারায়ণ, স্বরগণ-ভরহারী,

স্ত্রীগণ।—

ব্রজবিহারী গোপনারী-মান-ভিখারী ॥

নিমাই।—

জয় রাখে, শ্রীরাখে !

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

অধৈতের বাটার সন্মুখ ।

(শ্রীবাস ও অধৈত)

শ্রীবাস । কেবা হরিদাস ?

অধৈত । মহাবিক্রপরাগণ যবন শরীরে ;
প্রভুর মহিমা কিবা, সীমা কত তার,
শ্রেষ্ঠ নীচ নাহিক বিচার,
ভক্তি যথ্য তথ্য বিরাজমান ।
ভক্তিপথে হরিদাস নামেতে যবন
কিনিয়াছে নারায়ণ,
অদ্বুত কখন তার আচরণ ।
নবাব শুনিল তার হরিভক্তিকথা,
বাধিয়ে আনিলা দরবারে,
মহারোষে হরিদাসে করিয়া তর্জন
কহিতে লাগিল, “এ কি আচরণ তোমার
কাফেরের ধর্ম কেন নিলি ?”
হরিদাস করিল উত্তর,
“প্রভু পরাংপর—
নানা উপায়ে করেন বিহার,
নীচের উদ্ধার হেতু আকার তাঁহার,
এক বিভূ ভিন্নমাত্র ভক্তের কারণ ।
দয়াময় যেইরূপে দেন যারে দেখা,
সেই তাঁরে পূজে সেই ভাবে ;
নাহি হিন্দু ব্লেচ্ছ যবন,
যেই পূজে সেই নিরঞ্জন,
নরদেহ সার্থক তাহার ।
মনের বিকার—উচ্চ-নীচ অভিমান ;
যেইরূপে দয়াময় ক’রেছেন দয়া,
সেইরূপে পূজা করি তাঁর ।”

শ্রীবাস । সাধু সাধু,

কে বুঝিবে প্রভুর করুণা !

অধৈত । সার কথা মৃত নাহি শুনে ;

কাজীর মন্ত্রণা শুনে

আজ্ঞা দিলা অহুচরে,

বাজারে বাজারে কর প্রহার নকরে ;

তাহে যদি রহে এর প্রাণ

তবে ত জানিব ওর হরি ।

হুই দূতগণ করিয়ে বন্দন

প্রহার করিল কত ;

হরিদাস প্রভুপদে আশ

নাহি গণে যতেক তাড়না

মনে মান করিল কামনা,

দয়াময়, অজ্ঞান এ অহুচরগণ

তাই মোরে করিছে পীড়ন,

অপরাধ মার্জনা করিহ সবাকার ।

শ্রীবাস । বৈষ্ণবের চূড়ামণি, যবন সে নই

এবমিধ সাধুর রূপায়,

কলিযুগে তরিবে মানব ।

শুনি কিবা হলো অতঃপর ।

অধৈত । হরিপদে মতি গতি যার

কি করিবে যবন তাহার,

পুষ্প-বরিষণ সম সহিল প্রহার ;

চমৎকার নবাব মানিল,

পদে ধ’য়ে মিনতি করিল ।

মিষ্টভাবে হরিদাস ভূষিল সবারে ।

শ্রীবাস । হায় ! কত পুণাকলে

হেন ভক্তি মিলে !

অধৈত । শুনি, সেই সাধুভক্ত আসিবে হেথায়,

অমুগ্রহে তাঁর

ভক্তিবৃদ্ধি হবে মো-সবার ;

ছিল কলুষিত বেশা একজন,

হরিদাসে করি দরশন,

দিব্যজ্ঞান জন্মিল তাহার,

এও এক অদ্বুত কখন ।

শ্রীবাস । কিবা এর বিবরণ ?

অধৈত । কোন’ মূঢ়জন

হরিদাসে করিতে ছলন,

কুটীরে তাঁহার

পাঠাইয়ে দিলা বারনারী ।

হরিদাস জিজ্ঞাসিল—প্রয়োজন ;

পাপ অভিশ্রায় বেজ্ঞা করিল প্রচার ।

বৈষ্ণবের নাহি কোন মনের বিকার,

কহিল তাহারে—‘ব’স ভূমি,

করি জপ সমাপন’ ।

হরিধানে হলো নিশা-অবসান ।

পরদিন আসিতে বলিল তারে,

সে রাত্রিও গেল সেইরূপে,

পররাজও সেরূপে কাটিল ;

বায়ালনা আশ্রয় মানিল,
পদতলে হইল লুপ্তি;
হরিমন্ত্র দিল হরিদাস,
পাপক্ষর হলো তার।
এবে বেড়া পরম-বৈষ্ণবী,
হ'য়ে সর্বভাগী হরি-পদ-অমুরাগী,
দিবানিশি করে সে সাধন।

শ্রীবাস। দেখে লোহ হইল কাঞ্চন
অস্বাস্তমণির পরশে!
কতদিনে আসিবে সে মহাজন?
অবৈত। কতদিন না ভানি নিশ্চয়,
ভনি শীঘ্র আসিবেন নদীয়ায়।

(প্রতিবাসীর প্রবেশ)

প্রতি। বলি হাঁ হে, তোমরা কাউকে ঘুমতে
দেবে না? যদি পাচজন মিলেছে তো শেষালের
মত ডাক তুলেছ। চিকুড়ি না করলে কি তোমার
হরি ভক্ত পায় না? এই যে তুমি জুটেছ, দেশটা
মজালে আর কি! ভাল মাহুষের ছেলে, কাজ গেল,
কর্ম গেল, গাধার ডাক ডাক্তে দলে নিয়ে নিরেছ
আর কি।

মুকুন্দ। কেন মশাই! আমরা কেবল হরিগুণ
গান করি বই তো না?

প্রতি। হরিগুণ গান কর তো গাধার মত
চোঁচাও কেন?

শ্রীবাস। সংকীর্তন কর।

প্রতি। কেন, মনে মনে হরিনাম করলে হয় না?
তোমরা যে সব নূতন শাস্ত্র ক'রে তুলেছে! এত
বদ্বিত্যাতী ক'রলে লোক টেক্তে পারবে কেন?
তোমাদের দৌরাভিতে কি রাতদিন লোক ঘুমবে
না? আর কীর্তনের তো মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে
পারিনা, “প্রাণনাথ হে, প্রাণনাথ হে” ও তো টপ্পা-
বাজি। অমন চোঁচামেচি করলে কিন্তু ভাল হবে না
বাপ! মাহুষ সমস্ত দিন খেটে খুটে একটু আলিঙ্গি
রাখবে—না অমনি ডাকাঁত পড়া চীৎকার
তুলে!

মুকুন্দ—

(গীত)

টোড়ী-ভৈরবী—একতালা।

আর ঘুম'ও না মন।
মায়া-ঘোরে কতদিন হবে অচেতন ॥

কে তুমি কি হেতু এলে,
আপনারে ভুলে গেলে,
চাহ রে নয়ন মেলে, তাজ কু-বশন ॥
রয়েছ অনিতা ধ্যানে,
নিত্যানন্দে হের প্রাণে,
তমো পরিহরি হের তরুণ তপন ॥

প্রতি। বলি তোমরা নেহাত বেহারা। বলি,
বৈষ্ণব হ'লে কি জেগে ঘুমায়? ‘ঘুমও না মন,
ঘুমও না মন’ ক'রচ। আমি তোমাদের পরিকার
বল্চি বাপু, নদের ও সব হবে না।

শ্রীবাস। কি বলেন, নদে হরিনামের স্থান,
নদের হবে না তো কোথায় হবে?

প্রতি। আচ্ছা, আমি দেখে নিচ্ছি, গ্রামের
পাঁচ জনের কাছে যাই; বলি গে, বে, গাধার ডাক
ডাকবেই ডাকবে, তোমরা থাকতে পার থাক।

[প্রতিবাসীর প্রস্থান।

শ্রীবাস। দীননাথ!

কতদিনে হরিভক্তি উদয় হইবে,
হরিনামে মাতিবে নদীয়াবাসী!

সবে মিলে হরিগুণ গাবে,

পশু পক্ষী পতঙ্গ তরিবে,

পুলকে উঠিবে হরিশবনি!

হরিপ্রেম-প্রবাহ বহিবে,

গোলক অবনী হবে,

প্রস্তরে বহিবে প্রেম নীর।

অবৈত। দিব্যচক্ষে করি দরশন,

নাহি বহদিন আর—

ভাবে হরিনাম জয়ার প্রচার হবে।

মত্ত হ'য়ে হরিগুণ গেয়ে

ভুঞ্জিবে দিবস-নিশি।

বৈষ্ণবের কিবা আছে ভয়,

প্রাণ হরিময়,

হরিশবনি কর প্রাণভরে।

সকলে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

নেপথ্যে। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল।

অবৈত। আহা!

কে বিদেশী, হুমধুর স্বরে

হরিনাম করে প্রাণ ভরে!

বৈষ্ণবের প্রায়, জ্যোতির্পর কার!

হবে কোন মহাজন।

(হরিনামের প্রবেশ)

হরি । মহাশয় ! আইলাম হরিনাম শুনে,
হরিতত্ত্বগণে করিবারে দরশন ;
আজি মম সফল জীবন,
সাধুসঙ্গ হলো লাভ ।
কহ কৃষ্ণকথা,
তৃপ্ত কর মনের পিপাসা,
হরিনাম নাম মম ।

সকলে । হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ।
অবৈত । পবিত্র নদীয়া-পুরী !
এই সেই মহাজন ভক্তির আধার ।
যদি মম ধামে হইলেন অধিষ্ঠান,
হরিগুণ শুনি তব মুখে ।

হরিনাম । ভক্ত-সহবাসে
পবিত্র হইব—অভিলাষ ।
অবৈত । ভাগ্য মো-সবার,
যাবে দিন বৈষ্ণব সেবার ।
হরিনাম । আছে এক বাসনা আমার,
নবদ্বীপে হরিনাম হইবে প্রচার,
বুঝিয়াছি অন্তরে অন্তরে ।
প্রচারক ল'য়েছে জনম,
আসিয়াছি তাঁর দরশনে ।

শ্রীবাস । মহাশয়, কেবা প্রচারক—
কতদিনে হরিনাম হইবে কীর্তন ?
মহোৎসবে মিলিয়ে বৈষ্ণব
মহানন্দে হরিনাম-রব
তুলিবে গগনপথে ।

হরিনাম । শুন বিবরণ,
কালি সন্ধ্যাকালে বলিলাম ধ্যানে,
মানস নয়নে—
হোরিলাম অপরূপ মূর্তি—
দিবা জ্যোতিপূর্ণ সে পুরুষ,
যেন স্নগদধর ভাসে সন্ধ্যায় আমার,
নদীয়ার আসিবারে দিলা উপদেশ,
কহিলেন—‘নরদেহ করেছে ধারণ
হরিনাম বিস্তরণ হেতু,
কিন্তু কালপূর্ণ হর নি এখন’ ;
চারিদিক্ হতে যবে আসিবে বৈষ্ণব,
নদীয়ার একত্রে মিলিবে,
নামোৎসব হবে সেই কালে’ ।

অবৈত । বলিয়াছি, বলিয়াছি, তোমা সবে
কৃষ্ণচন্দ্র আপনি আসিবে,

হরি নামে হবে ধরা মাতোয়ারা,
শুনহ প্রমাণ তার মহাজনমুখে ।
কিবা ভয় আর,
আর না মানিব মানা,
এস প্রাণতরে করি হরিক্ষনি ।
সকলে । হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ।
২য় প্রতি । প্রভু, সংশয়সাগরে
আলোড়িত মন মম,
নিবেদন পদে—
ভক্তির এসঙ্গ কিছু করিব শ্রবণ ।
হেরি মহাশয় মহাজ্ঞানী,
বলুন আমার
জ্ঞান বিনা ভক্তি কোথা পায় স্থান !

হরিনাম । ভক্তিতত্ত্ব রূপায় স্মৃধাও,
শুন কহি সাধামত ।
কষ্টসাধ্য জ্ঞান উপার্জন,
নিরস সাধন মদন-দহন করি ।
কিন্তু ভক্তি অন্তরের ধন ;
নাহি হেন দীন, নাহি শক্তিদীন
ভক্তির যে নহে অধিকারী ।
রসে দিবানিশি ভাসে
এ সাধন মদনমোহন করি,
রূপ আজ্ঞাকারী
প্রয়োজনবিহীন কামনা,
নব ভাবে নিত্য উত্তেজনা
অনন্ত অনন্ত নবভাব
মানবের পরম বৈভব,
ভোগ মোক্ষ, পদানন্ত,
সীমালু ভক্তির মহিমা ।

২য় প্রতি । জ্ঞান বিনা ভক্তি হৃদে
কেমনে জন্মিবে,
জ্ঞানে করি বস্তুর বিচার,
ভক্তি সার জানেই বুঝিব,
জ্ঞান বিনা ভাল মন্দ বিচার কে করে ?
হরি । ভক্তির মাধ্যম্য অতি অদ্ভুত ভূবনে,
ভাল মন্দ নাহিক বিচার ইথে,
যথা প্রাণ চায়, প্রাণ তথা ধায়—
হেতু বস্ত্র না করে বিচার ।
আকবিত প্রাণ নাহি হিতাহিত জ্ঞান,
শুভাশুভ নাহি প্রয়োজন,
ভক্তিই জীবন—ভক্তিই ভক্তির হেতু ।
৩য় প্রতি । সঙ্গত এ নর,

যথা প্রাণ ধায়—

তথা যদি করিব গমন,
বৃদ্ধিহীন সব অকারণ,

কেমনে বা হবে রিপূর দমন ?

হরিন্দাস । শুভাশুভ যে করে বিচার,

বৃদ্ধিহীন প্রয়োজন তার,
ইন্দ্রিয়দমনে সেই হয় যত্নশীল;

কিন্তু যেই আকাঙ্ক্ষাবিহীন
কোন শক্তি তার প্রয়োজন ?

ভেবে নেথ মনে,

ব্রহ্মাবনে গোপনারীগণে

অহেতু বাহিত কৃষ্ণে করিতে দর্শন,

কলঙ্ক রটিল, তাহা না মানিল,

কৃষ্ণ বিনা দিবানিশি করিল রোদন,

তবু কোথা কৃষ্ণধন, কোথা কৃষ্ণধন,

দিবানিশি বলিল বদনে ।

কৃষ্ণধন সার,

হিতাহিত নাহিক বিচার,

জ্ঞানহীন গোপাঙ্গনা অবশ্য কহিব ;

বিনা বস্তুর বিচার

ভক্তিবাদ করেছিল অনায়াসে ।

২য় প্রতি । দেব ! ক্ষমুন আবার,

ব্রজাঙ্গনাগণে

সুখী হ'ত কৃষ্ণ দরশনে

তাই কৃষ্ণে করিত কামনা ।

হরিন্দাস । ব্রজাঙ্গনাগণে

কৃষ্ণ দরশনে অবশ্য হইত সুখী,

বিরহে বেদনা হ'ত প্রাণে,

তথাপিও দুঃখ বিরহ

হৃদিমাঝে দেছে স্থান ;

জ্ঞান অবশ্যই কর,

যাহে হৃৎ হই, কর তাহে পরিত্যাগ ।

কিন্তু ব্রজে হের ভাব

নিত্য নব-রাগ, সুখ দুঃখ নাহিক বিচার,

সুখে হৃৎ কৃষ্ণময় প্রাণ,

সুখে হৃৎ কৃষ্ণগুণগান,

প্রাণ অমৃগামী

অন্ত যুক্তি গোপী না মানিত ।

শ্রীবাস । মিথ্যা কেন করিবে বিচার,

এস সংকীর্ণ করিব সকলে ।

২য় প্রতি । আজি মম নূতন জীবন,

হরিবোল, হরিবোল ।

অদ্বৈত । এস প্রভু বাটার ভিতর,

কলঙ্ক করে সংকীর্ণ,

নহে পাবণ করিবে জাগ্রতন ।

[সকলের প্রস্থান ।

(জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ)

জগাই । আজ তোরে আমি দিবি করে বল্‌চি,
এক এক শালাকে ধ'ব, আর এক এক পাত্র গালে
ঢেলে দেব ।

মাধাই । আর আমি একখানা পাঠার হাড়ভাঙে
দেব । শালারা ভোর দিন মালপো হুঁস্ছে, আর
চেলাছে ।

জগাই । চেলায় কেন জানিস ? খিদে বাগিয়ে
নিচে ; ব্যাটার হাড়িকাঠ দেখলে চোখে হাত দেয়,
আর কপালের উপর হাড়িকাঠ আঁকে ।

মাধাই । তুইও যেমন, শালাদের সব ভণ্ডামী ;
তুই বলছিস্ মদ দিবি, লুকিয়ে শালারা সের সের
মদ খায় । বেটারা বদমাইসের জাস্ত, এমন বিপরীত
গানও শুনিনি ।

জগাই । আমি বলি এক এক শালাকে ধরি আর
কামড়ে চাট করি । ওই নিমাই পণ্ডিতটার কি
ঠাওরালি, ওকে দলে নিতে পারবি ? ব্যাটা ত
বৈষ্ণবের সঙ্গে লাগতো, কিন্তু মদে বড় এগোয় না ।

মাধাই । ভয় ভাঙেনি,—এই রে শালারা দোর
দিয়েছে, মদ দে ।

জগাই । গিলি আর পাব কোথা ?

মাধাই । তবে তুই কি ভণ্ডামা করতে এলি ?
চল মদ নিয়ে আসি—দোরে বমি ক'রে দে যাব ।

(নেপথ্যে খেলার শব্দ)

এই রে শালারা সুক ক'রেছে, দাঁড়া মদ নিয়ে
আসি, আজ দোর ভেঙে ঢুকবো । শুনিচি বেটারা
ভোর দিন চাঁৎকার করছে, সেই সকালে আরম্ভ
করেছে, আর এই ভোর ফের হয় । গোটা দুই কলসী
তুলে আনিগে চল, আজ শালাদের ধর টিকি, মার
কিল ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাক ।

প্রাঙ্গণ ।

মালিনী আসীন ।

(নিমাইয়ের প্রবেশ)

নিমাই- কি মালিনী ! এখানে ব'সে রয়েছ কেন ?

মালিনী । দেখ, আমি একছড়া মালা গায়ে এনেছি । সকলে তোমায় চন্দন মাখিয়ে দেয়, মালা পরিয়ে দেয়, আমার সাধ হয়েছে, তোমায় এই মালা-ছড়াটা পরাই । আমি বড় সাধ ক'রে গায়েছি, তুমি পরবে ?

নিমাই । দাও । (মালা পরাইয়া দেওন) কি দেখেছ মালিনী ?

মালিনী । কি দেখি ! কি দেখি ! তোমায় দেখছি । আহা ! এমন ত আমি কখন দেখিনি ! আহা, কি রূপ ! আমি কত কোটি-জন্ম পুণ্য ক'রেছিলুম, আমার প্রাণ ভরে গেল । আহা ! কি মধুর বংশীধ্বনি । প্রভু ! আবার বাজাও, মরি মরি, প্রাণ ভরে গেল !

(শচী ও প্রতিবাসিনীর প্রবেশ)

শচী । ও মা, এ কি ! নিমাই,—বাবা !

নিমাই । শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী,
ব্রাহ্ম জীব নেহার মুরারি,
হের করষোড়ে
ব্রহ্মা আদি করে স্তব ।
যুগে যুগে হই অবতার দানবসংহার হেতু,
সৃষ্টি স্থিতি লয় আমাতেই হয়,
পূর্ণ আমি সর্ব্বঘটে বিদ্যমান ।

শচী । নিমাই নিমাই, বাবা এ কি ?

নিমাই । দেখ, দেখ খোলহ নয়ন,
লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড করহ দর্শন,
কেবা পিতা-মাতা কেবা পুত্র-ভ্রাতা,
বহুরূপে আমিই সংসারে ।

শচী । সর্ব্বনাশ ! কি হলো আমার !

নিমাই, নিমাই ! স্থির হও বাগধন !

নিমাই । কেবা তুমি, কে তব নিমাই !

একা আমি অত আর নাই,

বহুরূপা প্রকৃতি নর্তকী ।

শচী । ও মা, কি হলো আমার !

ডাকিনী কি পশিল নিমারে ?

কিবা বায়ু রোগ হ'লো,

এ কি-মোর বিড়ম্বনা !

নিমাই । অনন্তশযায় মগ্ন একাধ্ব-মাথে,

যোগমায় বলে পদসেবা ছলে

ব'সে লক্ষ্মী পদজলে ;

কে করে নির্ণয় সৃষ্টি স্থিতি লয়,

কোটি কোটি হইতেছে মুহূর্ত্তেকে ;

মায়ায় স্বপ্নন, মায়ায় পালন,

মা'য় নিধন পুনঃ ।

এক—বহু মায়া আবরণে ;

যুগে যুগে পল মায়ায় সকল,

মায়াবলে স্থান নিরূপণ,

ব্রাহ্মরূপা মায়ায় প্রভেদজ্ঞান ।

(প্রতিবাসিনীর প্রবেশ)

প্রতি । দেবি ! কি হয়েছে পুত্রের তোমার ?

শচী । না জানি কি হ'লো, বাছা ঘরে এলো,

কিবা বলে বুঝিতে না পারি ।

কহে “একমাত্র আমি নিরঞ্জন,

একা আমি কিছু নাহি আর—

মায়াবশে ভেদজ্ঞান ।”

নিমাই । বাসনায় জগৎ-স্বপ্নন,

কর জীব বাসনা বর্জন,

নিভাধন পাবে অনাস্রাসে ;

বাসনায় মনের জনম,

মন সৃষ্টি করে এ শরীর ।

অনন্ত বাসনা উঠে তার,

ভাসে মন বাসনাসাগরে ;

মোহ-অন্ধকারে আপনা পাসরে,

শিব ভুলি হয় জীব ।

আমি আমি—জন্মে মহাপ্রম,

সুখ-আশে ভুখে নিমগন,

গতাগতি ভুগতি অপার,

অহঙ্কার তবু নাহি যায়,

জন্ম মৃত্যু সহে অনিবার,

নিস্তারের না ভাবে উপায় ।

জীবে কৃপা করি, আসিয়াছি নয়দেহ ধরি,

হরিনামে হরিব জীবের মোহ ;

তাপিত যে জন লহ রে শরণ

বন্ধন বুচিবে তোর ।

শচী । দেখ সর্বনাশ !

শুন শুন পুত্রের বচন ।

নিমাই । বাজারে বাশরা কুন্দাবনে কিরি,

গোপাল গোপীর প্রেমদার ;

যেবা প্রেম চার বিটাই তাহার,

দূরে যায় সংসারবাসনা তার,

অনিবার বহে প্রেমধার,

আয় দিব কে আছ পিপাসী ।

প্রতি । শচীদেবি, করি নিবেদন ।

পূর্বকথা করহ স্মরণ,

বাল্যকালে রোদন করিত পুত্র তন,

শান্ত হতো হরিনামে ;

হরিনামে হবে রোগ উপশম,

এস সবে করি হারধ্বনি ।

সকলে । হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ।

নিমাই । উচ্চশব্দ কর হরিনাম,

নাম বিনা নাহি আর,

নামে শিদ্ধ সর্বকাম,

নাম উচ্চ, উচ্চ নাহি নাম হ'তে—

গাও হরিনাম, জপ হরিনাম,

নামে মোক্ষ—সংশয় নাহিক তার ।

যেই নাম গায়,

তার আমি প্রসন্ন সর্বদা !

সকলে । হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ।

শচী । নিমাই, নিমাই, কেন হলি রে এমন,

বাপধন ! অন্ধের নয়ন তুই,

দেখ হুঃখিনী জননী তোর করিছে রোদন ।

নিমাই । মা ! মা ! কেন এত লোকসমাগম ?

শচী । নিমাই ! নিমাই !

কে তোরে কি করেছিল বল,

কেন তোয় হলো ভাবান্তর ?

নিমাই । ভাবান্তর কি বা মাতা ?

শচী । বাপধন অকলের নিধি !

কেন কর অভাগীর সর্বনাশ ?

আয় বাছা !

গেল দিন, কর নি ভোজন ।

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় পর্ভাক ।

রাজপথ ।

(জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ)

জগাই । দেখ, ভাই, ব্যাটারের টাকিতে

চালতা বেঁধে তাড়া দেব ।

মাধাই । আমি ধরতে পারলেই শালাদে ।

তিলক চেটে নেব ; গোঁপ কামিয়ে শালারা সব নধা

হয়, কোন শালা রন্ধে, কোন শালা ললিতে,—

নন্দ্যের ব্যাটার আর গলার দড়ী জোটেনি ।

জগাই । তুই নিমাই পণ্ডিতের বেঁতে গিয়ে-
ছিল ?

মাধাই । পাটার রে ! গাছটা নেই, গিয়ে কি
করবো ? আমি কলসী ক'রে পাটার রক্ত ধ'রে

রেখেছি, অধৈতের বাড়ীর দোরগোড়ার ঢেলে দেব ।

দেখ, ব্যাটা গলা থেকে এসে পালে মিশে গেছে

আগে নিমাই পণ্ডিতটাকে দেখলে শালায়

পালাতো । কি বাবা নেড়ানেড়ীর হেঙ্গাম নদে ।

এল ?

জগাই । নিমাইটাকে দলে নিতে পারিস ?

ওটা খুব জাঁহাজ আছে ।

মাধাই । একদিন ছটাকখানেক মদ, আর

একখানা পাটার মিটুলি দিতে পারিস ? নিমাই-

টাকে পেলে ব্যাটারের ঘরে ঘরে তাড়া করি, বলি

তর্ক কর ।

জগাই । ওর বাপ ব্যাটা ঢের বিষয় রেখে

গেছে, দু-হুতো বেঁতে দুহাতে খরচ করেছে, এখনো

বোধ করি, পোতা টাকা আছে । দেখ, বাড়ীতে

যেন সদা ব্রত, যে ব্যাটা দায় হেউ ডেউ খেয়ে এসে ।

বামুন-বৈষ্ণব হ'ল তো সিকিটে আত্মলিটে দক্ষিণাও

মেরে দিলে ।

মাধাই । চল না, একদিন রাত্রিতে গিয়ে

পড়ি ।

জগাই । না রে, দলে নিয়ে নে—সব রকমই

চলবে । ব্যাটা এখন খুব পণ্ডিত হ'য়েছে, এক ব্যাট

দিখিজরী এসেছিল, দু-কথায় ধ' বানিয়ে দিলে ।

দেখ, এক বোটা সন্ন্যাসী আসছে, ব্যাটার ঠেঁদে

ঝুলি কেড়ে নেওয়া বাক, বুঝি নিমাই পণ্ডিতের

বাড়ী থেকে আসছে ।

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী। জয় হোক—জয় হোক—বহুকাল
এমন চবাচুয়া আহার হয় নি।

মাধাই। সন্ন্যাসী ঠাকুর! প্রণাম, আমার পেটে
শূলবাথা আছে, ভাল ক'রে দিতে পার?

সন্ন্যাসী। না বাবা! আমি ভিকিরি, আমি
কি ওষুধ জানি?

মাধাই। না না, জান বই কি।

সন্ন্যাসী। না বাবা! আমার ছেড়ে দাও, আমি
যাই, ওষুধপত্র কিছুই জানি না।

মাধাই। তা এক ছিলিম গাঁজা টেনে যাও।

সন্ন্যাসী। না বাবা! আমি গাঁজা খাব না।

মাধাই। থাকে বই কি, বসো না!—জগা, গাঁজা
সাজ তো।

জগাই। এই যে টিপ তোরেরি।

মাধাই। রসো ঠাকুর বসো, কলী রাখ, বেশ
ভাল ক'রে বসো।

[জগাইয়ের কুলী লইয়া প্রস্থান।]

সন্ন্যাসী। ও কি! কুলী নিয়ে যাও কোথা?

মাধাই। এই তোমার বাসায় রাখতে চল্লো
আর কি।

সন্ন্যাসী। দোহাই বাবা! আমার কুলী দাও।

মাধাই। শালা আমি নিয়েছি—তবে রে
শালা—

সন্ন্যাসী। দোহাই বাবা! আমি বড় গরিব
বাবা।

মাধাই। মার শালাকে।

সন্ন্যাসী। বাবা রে, বাবা রে!

[সন্ন্যাসীর প্রস্থান।]

(জগাই ও মাধাইয়ের পুনঃ প্রবেশ)

মাধাই। জগা! কুলীটে কোথায় রাখলি?

জগাই। আতুলিতে বার ক'রে নে কেলে
দিয়েছি আর কি। দাঁড়া, আজ সব শালা, নিমাই
পণ্ডিতের বাড়ী গিয়েছে, এই পথ দেখিয়ে যাবে।

মাধাই। শালাদের যে ধরতে পারিনি, ধরতে
পারলে বুঝি। জগা! তুই কাল কোথা ছিলি?
আমি একটা গরনাগাঁট শুকু ছুড়ী ধ'রেছিলুম, বড়
মাতাল ছিলাম, হাত ছাড়িয়ে পালালো।

জগাই। আমিও মাতো গিয়েছিলুম, হ'শালাকে
ধরলুম, কিন্তু কিছু আদার হলো না।

মাধাই। নিধিরাম বাড়ি য়োর ছেলে ব্যাটাকে
ধরতে পারিনি! তা হ'লে দিনকতক স্থবির
হতো!

জগাই। না সে ব্যাটা মেহাত বেল্লিক, সে
ছোড়া নিমাই পণ্ডিতের টোলে গেল।

মাধাই। মদ খেয়ে আমোদ করা কি যে সে
ব্যাটার কাজ?

জগাই। সাক্ষি কি।

মাধাই। দ্যাখ্ জগা, গাছে উঠি আর।

জগাই। কেন রে, তুই বাদর না কি? গাছে
উঠবি কেন?

মাধাই। আমরা রাত্তার দাঁড়িয়ে থাকলে
দেখতে পাবে, এদিক দিয়ে কেউ যাবে না।

জগাই। না না, এই আড়ালে দাঁড়াই আর
আমার পা টল্ছে, গাছে উঠতে পারবো না।

মাধাই। কে হ'—ব্যাটা আসছে, দেখ্ টিকিদাস
ভট্টাচার্য।

জগাই। ও ব্যাটাদের নিয়ে খানিক রঙ করা
যাবে এখন।

(দুইজন ভট্টাচার্যের প্রবেশ)

১ম ভট্টা। ওহে! নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী
কোথা বলতে পার?

জগাই। নিমাই পণ্ডিত?

১ম ভট্টা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই নবদ্বীপের বড় পণ্ডিত
যে।

জগাই। সে যে আজ হ'দিন মারা গিয়েছে।
আহা! বড় পণ্ডিতই ছিল বটে, অরবিগার হলো,
আর নাই।

১ম ভট্টা। সে কি?

জগাই। আর সে কি।

২য় ভট্টা। না, ও মিছে কথা, দেখতে পাচ্ছ
না, ব্যঙ্গ করচে, ওরা বেল্লিক।

জগাই। ভট্টাচার্য 'বেল্লিক' বললে একপাত্র মদ
খেয়ে যেতে হবে। মেধো! সেত এক পাত্র মদ।

[ইত্যবসরে মাধাইয়ের ভট্টাচার্যদের টিকিয়ার
পরস্পর বন্ধন।]

মাধাই। ভট্টাচার্য, খাও।

১ম ভট্টা। আরে রাম রাম!

২য় ভট্টা। আরে চৈতন বেধেছে।

জগাই। আরে ধ'র শালাকে।

১ম ভট্টা। আরে গিছি, গিছি, গিছি—

ভট্টাচার্য এদিকে, ভট্টাচার্য এদিকে।

মাথাই। বাবি কোথা শালা, মদ খেয়ে বা।
 ২য় ভাই। আরে র, আরে র।
 জগাই। ধন ধন ধন।

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

—*—

মিশ্রের বাটা ।

(শচী ও জীবাস)

শচী। শুনহ বৈষ্ণব-চুড়ামণি,
 মম সম নাহিক ডাংখিনী,
 জন্ম গেল কাদিতে কাদিতে !
 বিশ্বরূপ ছেড়ে চ'লে গেছে,
 সে শেল রয়েছে—
 পতি-শোকে সদা দহে প্রাণ !
 রূপ-গুণ-যুতা
 বধুমাতা অনিলাম ঘরে,
 যমে নিল হ'রে,
 সে শোক ভুলিতে নারি।
 মন্ত্রণা করিয়ে পুন বধু অনিলাম গৃহে,
 রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী,
 নাহি জানি কি দুর্গতি হবে তার !
 গিরেছিল গরাধামে নিমাই আমার,
 না জানি কি বিষম বিকার
 উঠিল অন্তরে তার !
 সদা মোনে রয় কথা নাহি কয়,
 কভু হাসে কভু কাঁদে পাগলের প্রায় ;
 রজনীতে আচাষিতে করে গো চীৎকার,
 “কোথা কুক, কোথা বাপ আমার !”
 শতধার নেত্রদ্বয়ে বহে,
 কভু মুছা হ'য়ে লুটে ভূমিতলে,
 সবে বলে বায়ুগুস্ত কুমার আমার ;
 যেবা হয় কর ওড়িকার।
 প্রাণ আমায় বুঝাইতে নারি,
 বুঝি ডাকিনী যোগিনী লজ্জিল বাছার,
 কি উপায় করিব না জানি।
 জীবাস। নাহি ভাব শচী ঠাকুরাণি।
 যে বিকা। পুস্ত্রের তোমার,
 ব্রহ্মা শি। গদা রাহে তাহা ;

কুক নাম যুখে সলা বার
 রোগ কোথা তার,
 কেন বুঝা বিপদ আলঙ্কার কয় ?
 পুস্ত্র তব মলা গুণবান,
 কুমার প্রাণ,
 তুমি পুণ্যবতী,—
 তাই সতী হেন পুস্ত্রের ধরেছ জঠরে।
 ভক্তিরসে দিবানিশি ভাসে,
 হাসে কাঁদে সে কারণ,
 তাজ শোক মন—
 কুমারন পাবে তুমি তনয়ের গুণে।
 বায়ুরোগ বলে যত জ্ঞানহীন জনে,
 নাহি কর ভয়, রহ অসংশয়,
 সকলি হইবে শুভ কুমার প্রসাদে,
 সার্থক জীবন যার হরিভক্তি আছে।

শচী। যে অবধি গেছে বিশ্বরূপ,
 প্রাণ মম কাঁপে নিরন্তর,
 পাছে হয় নিমাই সন্ন্যাসী !
 তাই ভরা ক'রে দিলাম বিবাহ পুনঃ,
 কিন্তু যে আচার বধুর সহিত
 দেখে মম কাঁপে বুক !
 ছিল ভাল,
 যতদিন গরাধামে না যাইল।
 এবে যদি বধুমাতা বসে কাছে,
 কভু মোনে রয়, কভু বা তর্জন করে,
 ভরে যায় পলায়ে বালিকা।
 লয়ে পরের বাছার ঠেকিয়াছি দার !
 আহা অবোধ বালিকা কাঁদে দিবানিশি।
 অভাগীর না জানি কি দশা হবে।
 কহ তুমি বুঝাইয়ে নিমা'য়ে আমার,
 গৃহধর্মের দেয় মন,
 শুন শুন বৈষ্ণব স্তবন,
 আধার-সংসারে দীপ নিমাই আমার !
 জীবাস। ঠাকুরাণি ! আমি কি বুঝা,
 পুস্ত্র তব নহে সাধারণ,
 হরি-সকীর্্তন হেতু জনম তাহার।
 ভাগ্যবতী বধুমাতা তব,
 হেন পতি কার ভাগ্যে ঘটে আর,
 প্রসাদে যাহার—
 ভবভার হইবে খণ্ডন,
 ভুবনপাবন নন্দন তোমার জেন সার
 শচী। আহা ! দেখ দেখ পাগলের প্রায়,

আঁখি-নোরে কুক ভেসে যায়,
বল বল এ জীব কেমনে বাবে ?
শ্রীবাস । ভাবে ভাব বাড়িবে নতন,
নব আকর্ষণ—
কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট পরাণ ;
ঠাকুরাণি ! চিত্তা কর দূর ।

(নিমাইয়ের প্রবেশ)

নিমাই । ধন্ত তুমি বন্ত গো জননি !
বৈষ্ণবের পদার্পণ তব পুরে ।
কই প্রভু !
কই মম কৃষ্ণভক্তি হলো ।
অথম জনম বুধা কেটে গেল !
বল প্রভু,
কৃষ্ণ কই, কোথা কৃষ্ণ পাব ?
দেহ পদখুলি বনমানী যেন পাই ।
তুমি ভক্ত সাধুজন,
করি তব চরণবন্দন,
কৃষ্ণধন পাই যেন তব আশীর্বাদে ।
নাহি অন্য আশ,
যেন হই বৈষ্ণবের দাস,
অনারাসে তাহে পাব গোলোকবিহারী ।
হায় কোথা গেল হরি,
হরি, হরি, কোথা তুমি দয়াময় !

(মুচ্ছা)

শচী । ওগো, কি হলো, কি হলো ?
শ্রীবাস । নাহি ভয়, কর হরিশ্রবণি ।
উভয়ে । হরিবোল,—
নিমাই । আহা কিবা হৃদয়ময় নাম !
নাম বিনা কিছু নাহি আর,
নামের মহিমা ব্রহ্মা শিব দিতে নারে সীমা,
নাম সম ব্রহ্মাণ্ডে নাহিক আর ।
গাও হরি নাম,
ধরাধর শ্রেষ্ঠ হবে গোলোক হইতে ।
ধন্য ধন্য ধন্য এ মানব দেহ,
যাহে রূপা করি ভবের কাঙারী,
দিব্যাঙ্কন হরিনাম বলিতে শক্তি ;
ধন্য এ রসনা যাহে হরিনাম করি গান !
ধন্য বহুমুখী,
হরিভক্তি প্রচার যথায় ।
হরিবোল, হরিবোল !!

(পদাধীনের প্রবেশ)

গঙ্গা । ভাল হলো শচীশ্রবণ রয়েছেন ।
বলি নিমাই, তোমার কি এই নিমিত্ত অধ্যয়ন
করিরেছিনু ? শ্রীবাসঠাকুর ! আমরাজ ব্রাহ্মণ,
বিকপজা ক'রে থাকি, কিন্তু আপনারা মিলে
দেখছি, এই সংসারটা হারখার করলেন । আঁহা !
স্বর্গীয় মিশ্র নিমাইকে আমার হাতে হাতে সঁপে
দিরেছিলেন ।

শ্রীবাস । পণ্ডিতমহাশয় ! আমার অপরাধ কি ?
কৃষ্ণ রূপা করছেন, আমি কি কবো ?

গঙ্গা । হ্যা, হ্যা, ও কথা আপনি অসীটানকে
বোঝাবেন । বেগবান্ হৃদয় যে দিকে লওয়াবেন,
সেই দিকেই যাবে । ওহে নিমাই ! তোমার ত
শাস্ত্রজ্ঞান হয়েছে,—তুমি আমার সহিত তর্ক কর,
সংসার অপেক্ষা কোন ধর্ম প্রধান, আমার বোঝাও ।
তুমি গৃহী, গৃহীর মত আচার না ক'রে অন্য আচার
কেন কর ?

নিমাই । প্রভু ! কোন হেতু কিছু নাহি জানি,

প্রাণ টানে ।ক করি কি করি ।

ভাবি কুলে রই,—

কুলে আর রহিতে না পারি,

প্রাণ ধার বুঝলে না ফেরে,

সদা চার কাঁপ দিতে অকূল পাথারে !

মন প্রাণ মজেছে আমার,

বল কিবা করিব বিচার,

কৃষ্ণ সার,

কৃষ্ণ বিনা কিছু নাহি চাহি আর,

কোথা কৃষ্ণ বল গো আমার,

জ'লে মরি আর তাঁর বিরহ সহিতে নারি !

হায় কোথা তুমি হরি, লুকাইলে মন প্রাণ হরি,

প্রাণ যায় দেখা দাও ।

গঙ্গা । শ্রীবাস ঠাকুর ! যদি অনুরোধ ক'রে
আপনি একটু অন্তর হন, আমি আমার
শিষ্যের সহিত দুটো কথা কই ।

শ্রীবাস । যে আজ্ঞে । (নিমাইয়ের প্রতি)
সন্ধ্যার সময় দেখা হবে, তুমি তোমার অধ্যাপকের
সহিত কথা কও ।

নিমাই । প্রভু ! আছে মম বিশেষ ব্যস্ততা,

রূপা ক'রে রাখিবেন পার,

পাই যেন দরশন ।

[শ্রীবাসের প্রস্থান ।

গিরিশ-প্রবালী ।

গলা। ভাল নিমাই! বার প্রতি প্রাণ ধায়,
তার পূজা কর, কিন্তু জীবিকাও তো চাই। সামান্য
পুণ্যে অধ্যাপকের কার্যপ্রাপ্তি হয় না; তুমি সর-
স্বতীর-রূপায় সে পথ-পেয়ে কেন অন্ধান কর?

নিমাই। দেব! যথার্থকি শিবাদিগের নিকট
শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করি, তাদের মন তৃপ্ত হয় না, এই
নিমিত্ত তাঁদের বলেছি, প্রানান্তরে অধ্যয়ন কর গে।

গলা। কিরূপ যথার্থকি ব্যাখ্যা কর? ন্যায়,
ব্যাকরণ, অলঙ্কার সকলই তোমার কৃষ্ণ। ধাতু
জিজ্ঞাসা করলে বল 'কৃষ্ণের ধাতু'—সকল কথান্তেই
কৃষ্ণ। এতে শিবাদিগের মন কিরূপে তৃপ্ত হবে?

নিমাই। প্রভু!

শাস্ত্র-মর্থ এইমাত্র বুঝিয়াছি সার,
কৃষ্ণের সংসার,
কৃষ্ণ ন্যায়, কৃষ্ণ অলঙ্কার,
কৃষ্ণ বিনা ধাতু আর কার,—
কৃষ্ণের রূপায় জীবের চেতন
কৃষ্ণ বিনা সব অচেতন,
সার মর্থ শাস্ত্রের এ জ্ঞানি।

গলা। না না, ও ত উন্নততা, ও ত প্রলাপ।
সঙ্গত কথা কও, গয়াধাম হ'তে এসে তোমার
মস্তিষ্ক চঞ্চল হয়েছে। জিজ্ঞাসা করি, তোমার এ উপ-
দেশ কে দিলে? তোমার মা ঠাকুরণ, তোমার স্ত্রী,
তাঁদের আর কে আছে? তোমার মুখ চেয়ে তাঁরা
আছেন, তাঁদের ভরণপোষণের ভার কি তোমার
নর?

নিমাই। প্রভু!

কেবা আমি ভার কিবা মম,
সর্বশক্তি বিখের আধার,
কৃষ্ণ বিনা ভার আর কার?
প্রস্তর-মাঝারে
কীটগুণে কে করে পালন?
আমি কেবা কি করিতে পারি,
করি যেবা করান ঘরারি,
সকলের অধিকারী কৃষ্ণধন,
দয়াময় ভুবনপালন,
সম রূপা সবারে তাঁহার।
জলাবিশ প্রায় ফুটেছি ধরায়,
বল দেব আমি কি করিব?

গলা। যথার্থই কৃষ্ণের সংসার,
পালনের ভার সত্য তাঁর;
কিন্তু নিমিত্ত বিহনে

কার্যক্ষেত্রে কার্য নাহি হয়।

যথা স্বর্ঘ্য করিয়ে বেটন

ভ্রমে গ্রহগণ,—

তেমতি সংসারে একে লক্ষ্য ক'রে

রহে বত পরিজন।

কার্য-ক্ষেত্রে কার্য বিনা কেবা রয়,

কার্য বিনা জ্ঞান লাভ নাহি হয়।

কার্যই মুক্তির হেতু,

শাস্ত্রমর্থ এই সার;

কিবা কোথা দেখিলে নূতন

যাহে শাস্ত্রমর্থ কর হেলা?

নিমাই। ক্ষমা কর দেব!

একমাত্র নিমিত্ত জগতে।

দেখিয়াছি গয়াধামে

বিষ্ণু-পদ করি প্রদক্ষিণ,

বুঝিয়াছি আমি অতি দীন,

কার্য কিবা সে তো সেই হরি!

হরি ব্রহ্মময় নাহিক সংশয়,

প্রত্যক্ষ এ কথা,—

নহে যুক্তি অসম্মান।

জীবের দয়া অপার বাঁহার,

খণ্ডাইতে ভীম ভবভার,

পাদপদ্ম বীর বিরাজিত গয়াধামে,

দুর্দ্দেব আমার হেন পদে নাহি রুচি

গয়াধামে হেরিলাম বিদ্যমান,

বিষ্ণুপদ-পঙ্কজে করিতে মধুপান

ভ্রমে কত কোটি অশরীরী প্রাণী।

কত ব্রহ্মা শিব নাহি জানি,

সবে হরিময় হরিশূণ কর;

আমি ভাগ্যহীন,

নাহি চিনিলাম হরি।

হরি বল দিন গেল,

কুতূহলে নাচ হরি ব'লে,

নাতো হরিপ্রেমে মোক্ষ তৈল পায়,

অকূল সাগরে কার্য দেহ বিসর্জন,

গাও হরিনাম, হরি বিনা নাহি আর,

কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ দেহ প্রাণ,

কর কৃষ্ণনাম,

হরি বল, গাও সে অভয় নাম।

গলা। হরি বল,

ওরে দেয়ে মোরে,

কোথা পেলি হরি প্রেম?

উভয়ে । হরিবোল, হরিবোল ।

গলা । ভাগ্য মানি শটীঠাকুরাণী,

পুত্র নহে সাক্ষাৎ দুরারি,

হরি বল' দিন গেল বয়ে ।

হে নিমাই ।

শাস্ত্রমর্থ তুমিই বুঝেছ সার,

আর ভব লল না ছাড়িব,

না করিব কার্যের গরিমা ।

নিমাই । এস প্রভু ।

কৃপা করি মম গৃহে করহ ভোজন ।

মাতঃ ।

শুধুসেবা সাধ মম, কর আয়োজন ।

সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

— — —

পথ ।

নিমাই ।

লুম রিশ—একতারা ।

হারে রে রে রে, ওঠ রে কানাই,

বেলা হ'লো চল, চল গোষ্ঠে বাই,

আর রে কাহ্ন আর ।

ওঠ রে গোপাল, দাঁড়ায়ে রাখাল,

পথপানে সবে চায় ॥

বেলা হ'লো চল গোষ্ঠে খেলা করি,

কনকতলার বাজাবি বাশরী,

দাঁড়ায়ে পায় পায় ।

বনকুল তুলে সাজাব তোরে,

আর আর কাহ্ন ওঠ রে ওঠ রে,

বাকুল খেল, নাহি শুনে বেণু,

কাননে নাহি যায় ।

শুন হাথারবে

তোরে ডাকে খেল বনে যেতে নাহি চায় ॥

(প্রতিবাদীদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম প্রতি । বাবা এক পাগল রকম নাই, সাত

পাগলের বেলা । বলি, ওহে হারে রে রে রে,

তোমার আকার কি চঃ ?

নিমাই । আমি তিথারী ।

১প্রতি । তিকিরি তিকা কর, অমন "হারে রে"

কহু কেন ?

নিমাই ।

(গীত)

ভৈরবী মিশ্র—একতারা ।

আমি প্রেমের তিথারী,

কে প্রেম বিলাস এ নদীয়ার ।

কে প্রেমের মাতাল,

কে প্রেম ঢেলে দেয়,

যে বত চায় তত পায় ॥

প্রাণে প্রাণে শুনে কথা,

তাই তো আমি এলোম হেথা ;

আমি দেশে দেশে, বেড়াই ভেসে,

ঠেকে গোছ প্রেমের দায় ॥

১ম প্রতি । ভাকামো করতে আর বারগা

পাওনি ? ভাক্য বাটা ! চোর না হ'য়ে আর বার

না ।

২য় প্রতি । না হে না, একজন অবধূত দেখতে

পাচ্ছ না ?

১ম প্রতি । আরে দূর, ও বাটার চোরের

ইষ্ট ।

(নিমাইয়ের প্রবেশ)

নিমাই । সার্থক জীবন,

সত্য মম কলেছে স্বপন,

লুকাইলে স্বপ্নে দেখা দিয়ে ;

দাদা ! দাদা ! আর কি পলাতে পার ?

নিমাই । পলাব কোথায় ?

চিরদিন রেখে মোরে পায় ;

দাদা ব'লে করেছ আদর,

দেখ যেন করো না হে পর,

চিরপ্রিত আমি তব ।

নিমাই । তুমি সর্ব-ভুত-দাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,

তোমার কৃপার হরিগুণ গাব নদীয়ার,

হরিতিকি মেগে লব তব পায়,

কৃপা করি তিকা কর মম পুরে,

একজ্ঞে করিব সর্কার্তন ।

নিমাই । সার্থক জীবন পাইলাম তব দরশন,

পদে তব চিরদিন তিকা আছে মম ।

[নিমাই ও নিমাইয়ের প্রস্থান ।

২য় প্রতি। হাঁ, দেখ নিমাই পণ্ডিতটে ভারী বিগড়ল। গয়া থেকে এসে, টোল কোল তো সব ছেড়ে দিলে, তার পর দিনকতক করলে কি, বাবুন বৈষ্ণব সব গজাঙ্গানে বার, ও চাকরের মতন কাকুর কাপড় নিয়ে, কাকুর কুশাসন ব'য়ে, কাকুর নৈবিড়ি মাথায় ক'রে সঙ্গে বার আর বলে, "আলীকাদ করুন, আমার বিষ্ণুভক্তি হোক।" আর এখন ধরেছ ডেউ ডেউ কারা।

১ম প্রতি। তাই তো হে, আগে আগে বৈষ্ণব বৈরিগী দেখলে ভাড়া করতো, এখন পালে মিলে গেল। ব্যাটার একদিন জগা-মাথার পাল্লার পড়ে।

২য় প্রতি। তাই তো হে, নিমাই পণ্ডিত খেপে গেল, ভারী অধ্যাপক হ'রে উঠেছিল। যদি টোলটা এতদিন রাখতো, আর কোন অধ্যাপক ছাত্র পেতো না। ওহে, জগা মাথা এই দিকে আসছে! আহা! একটু আগে এসে হতো ভাল, সরে পড়ি, আবার ব্যাটার হ্যাঙ্গাম করবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জগাই ও মাথাইয়ের প্রবেশ।)

মাথাই। তুই অতো মালপো পেলি কোথা?—

জগাই। তোরে তো বল্লম, হাঁড়া চুরি করেছিলুম।

মাথাই। তাই বলচি, হাঁড়া চুরি ক'রলি কি ক'রে বল দেখি?

জগাই। নাকে হাড়িকাঠ কেটে গিয়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকলুম আর কি, দোর থেকে বেরিয়ে আনছি, তু'ব্যাটা বৈরাগী ব'ললে, "কোথা যাও"? আমি হাঁ ক'রে বল্লম কামড়াব। আর তু'থানা থানা?

মাথাই। না তাই আর চলে না।

জগাই। আমারও আর চলে না।

মাথাই। ব্যাটার মদ নিজ্জসই খায়, বড় মোলাম বানার, ঠিক বেন পাঠার মাস।

জগাই। মেধো আয়! খিদে করি।

মাথাই। কি করে রে?

জগাই। ব্যাটারের মতন নাচি আর, এক এক ঘোটা নাচে আর দিক্তখানেক খায়; আচ্ছা মেধো, কিছু বুঝতে পারিস? বেটারা সখী হয় কি? আমি মনে করতুম, ধোনা অধিকারীর মতন সখী সাজে, তা না, ব্যাটার চৈতন চুটাক উড়িয়ে দিচ্ছেই সখী!

মাথাই। আচ্ছা, ব্যাটার কি নেশা করে?

জগাই। ঐ মালপোর নেশা।

মাথাই। আচ্ছা, এখন মালপো আন'ছিলি,—খানিক গরম মসলা ছেঁড়ে দিতে পারলিনি কেন?

জগাই। তুই ভাল মনে করেছিলি, আমি ঐক শালাকে গরম মসলা মর্ষিধরে কামড়াব।

মাথাই। ওরে ভাল কথা মনে পড়েছে, নিমাই পণ্ডিতটে খেপে গিয়েছে, বাড়ী থাকে না, এই তাকে লুঠ করি আর?

জগাই। না তাই, আমি দু'দিন ৩২ পেতে ছিলুম, বেটার বাড়ীর চার পাশে ভারী সাপ। তু'দিনেই সাপে খেতে খেতে বেঁচে গেছি।

মাথাই। আঃ! তো শালায় বেন ননীচোরার শরীর হয়েছিল, সাপে খাবে;—

জগাই। তাইকে শালা বলতে আছে রে শালা?

মাথাই। বলি একশবার, তোর আক্কেলকে বলি, এমন হুবিধে, যাবিনি চুরি করতে?

জগাই। না রে—আমায় দু'দিনই কেউটের তড়া করেছে।

মাথাই। তবে রাতটে কি করবি?

জগাই। চ-না, বৈরিগীদের দোরে পাটার নাড়ী কেলে দে আসি।

মাথাই। গোবর হার দিয়ে দেখেছি, ব্যাটার ছোঁয়।

জগাই। ব্যাটারের বাড়ীর ভেতর কেলুতে পারিস?

মাথাই। চল বাঁশে ক'রে দেখি গে!

জগাই। আর এক মজা করবি, আজ ভূত হবি?

মাথাই। তাই চল, এক কলসী মদ নিয়ে শ্রশানের দিকে যাও।

জগাই। তুই মদ আন গে, আমি নেড়ে পাড়া থেকে একটা পাটা চুরি ক'রে নিয়ে যাই।

(জগাইয়ের নৃত্য)

মাথাই। জগা, তুই নাচ চিন্স কেন?

জগাই। বৈরাগী হব, ব্যাটার কিস্ত তাই বেড়ে গার "হরি হে দেখা দাও!" মেধো! আমার তেলক কেটে দিতে পারিস? "প্রেমসে কহো ভগী মরারানী! হরি হে দেখা দাও!"

মাথাই। আচ্ছা, "হরে" কে সে শালা, জগা জানিস? আমি হ'লে ব'লতেম, "ধরে যে আও শালাকে"। আমার বোম হয়, এক শালা মালপো-গুয়ালা, খিদে পেলেই ডাকে। আচ্ছা জগা! তুই যে মালপো চুরি করতে গেলি, তাখটা কি বুঝলি?

জগাই। চিলে খিদে বাগিয়ে দেই, তুই দেখলি

চেতন্ত-লীলা ।

তো চারখানা খেজেই কুপোকাং ; রাধা বলে, আর
এক এক খাটা বিশখানা ঠাঠর ।

রাধাই । এক শালিকে একদিন তো বাগে
পেলুম না ।

জগাই । তুই শালা বে মাতাল হ'য়ে ভেঁ হরে
খাকিস্ ।

মাধাই । দেখ, মাতাল বলিস্ তো ভাল হবে
না, কোন দিন মাতাল দেখেছিস্ ? তুই যেমন
ছটাকে মাতাল, আমি হু'সের খেয়ে সানসা আহি,
এখন চলেছিস্ কোথায় ?

জগাই । চল না কেতন শোনা যাক্ গে, ব্যাটারা
বেড়ে বাজার, "চাকুম চুকুম ভুশ্ ভুশ্ ভুশ্ ।"

মাধাই । তুই বড় গান শোন্বে ওয়ালা !

জগাই । ওরে বেশ এক রকম রাধে রাধে বলে,
আমার ভাই রাধী নাপত্তিনীকে মনে পড়ে ।

মাধাই । তুই দেখছি বৈরাগী হবি ।

জগাই । তোর চোদ্দ হু'গুণে বায়ার পুরুষ
বৈরাগী হোগ ।

মাধাই । ভয়ের চোদ পুরুষ তোলে শালা ?

জগাই । নে, রাগ করিস্ নি, মিটি করে
বলুম, মদ দেব তোর গাল ভরে । আর ছুটে আর
হী ক'রে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ গর্ভাক্ষ ।

—•—

শ্রীবাসের বাটা ।

(নিমাই ও ধ্যানমগ্ন শ্রীবাস)

নিমাই । কার ধ্যান করিস্ শ্রীবাস,

পূর্ণ তোর আশ—

দেখ মম বিকাশ ধরনীধামে ।

গোলোকে তাম্বিরে

আসিয়াছি দেখা দিতে তোরে ;

কৃষ্ণ ব'লে বতই কেঁদেছে,

কৃষ্ণ নাম দ্বতই গেরেছ,

সে সকল পূর্ণ এক দিনে ।

বত বন যার অধরেণে,

চেরে দেখ রে নয়নে

ইষ্টদেবে কর দরশন ।

শ্রীবাস । আরে আরে কে তুই বরর,

পূজায় ব্যাঘাত কর ?

(চকু উন্মিলন করিয়া)

প্রভু ! অধমেরে এত বিড়ম্বনা !

জয় জয় বড়-ভুজধারী

রূপ অমুগম—হই করে ধর ধরুর্কাণ,

দশদুর্গ দর্প চূর্ণ যার !

আহা মরি মরি গোপীমনোহারী,

হই করে ধ'রেছ বাশরী,

কি হেরি—কি হেরি—

হই করে নও কমণ্ডলু—

রূপ হেরি পরাণ জুড়ায়,

তুলনার তুমি তুলনা !

গোরাঙ্গহৃদর গোলোক-ঈশ্বর,

ভক্তপূর্ণ আশ তাবের প্রকাশ,

ধন্য-মাতো হ'লো এতদিনে,

রূপা করি কর চিরদাস পদে ।

(নিতাই, হরিদাস, অদ্বৈত ও ভক্তগণের প্রবেশ)

নিমাই । আর ভাই আর রে নিতাই,

অনন্ত অখণ্ড তোর লীলা,

আজি ভক্তের এ মেলা

পুরাইব সবার কামনা ।

আর হরিদাস—

মোর পদে তোর চির আশ,

তুমি মোর দেহ হ'তে প্রিয়,

আর করি আলিঙ্গন ।

হরিদাস । দেহ শিরে শ্রীচরণ—

মরি কিবা ত্রিভঙ্গিম ঠাম

বাসরী বয়ান,

ব্রজবালা-জয়বিলাস !

ধন্য আমি, ধন্য তব মহিমা প্রকাশ,

সার্থক ববনদেহ ।

নিমাই । আর শ্রীশ্র আয়, অদ্বৈত কোথায়,

আরে আরে—

তোর ভরে গোলোকে রহিতে নারি,

তোর দায় লক্ষ্মীসনে এসেছি ধরায় ।

অদ্বৈত । চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপাখাধার,

গোলোকবিহারী জয় জয় নিরঞ্জন,

জয় জয় ভক্তের জীবন,

জিতুবন পাবন চরণরঞ্জে !
 জয় বিশ্বপতি, অগতির গতি,
 রহে যেন মতি রাজ্য পদে ।
 নিমাই । আর ভক্তবৃন্দ, কর রে আনন্দ,
 সবে মিলি করিব রে পাশগুদলন ।
 করিবারে জীবের উদ্ধার,
 দেখ পুনঃ বহি দেহভার ;
 জীবের দুর্গতি আমি দেখিতে না পারি,
 দেখ তাই এসেছে নিতাই,
 তাই আমি আপনি এসেছি ।
 কই কৃষ্ণ কই,
 কোথা গেল কৃষ্ণ প্রাণধন !

নিমাই । হা কৃষ্ণ ! কোথা কৃষ্ণধন ?
 সকলে । (গীত)

সিদ্ধাধা খাষাভ—চিমে ভেঙালা ।
 এল কৃষ্ণ এল ওই বাজে লো বাঁশরী ।
 হুখে শুক শারী, মুখমুখি করি,
 হের নৃত্য করে ময়ূর-ময়ূরী ॥
 মত ভুজ ধায়, হুখে পিক গায়,
 হের কৃষ্ণবন হুখে ভেঙ্গে যায় ;
 রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী,
 বাঁশী ডাকে তোরে উঠ লো কিশোরী ॥

(মুচ্ছা)

নিতাই । ধন্য কলিকাল, ধন্য কলির মানব,
 কোন যুগ কে দেখেছে হেন লীলা ?
 কিশোরীর প্রেমে,
 ভ্রমে ভবে ব্রজরাজ,
 এলো গোরা হরিনামে মাতে ধরা ।
 সকলে । হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ।
 নিমাই । কে রে হরি ব'লে পরাণ জুড়ালে !
 দেহ পদধূলি
 সকলে এ অভাগার শিরে ।
 ওহে বৈষ্ণবমণ্ডল,
 ভক্তিতে বেঁধেছ হরি,
 আমি দীন
 হরিধন দেহ কৃপা করি !
 আরে শঠ কপট কানাই,
 ডুলাইতে চাও,
 আর কেবা ভোলে তোর ছলে ।

নিমাই । (গীত)

হুরটমিশ্র—একতালা ।

কই কৃষ্ণ এল কুঞ্জে প্রাণ সহ ।
 দে রে কৃষ্ণ দে, কৃষ্ণে এনে দে,
 রাধা জানে কিগো কৃষ্ণ বই ॥
 হি ছি ক'রে মান সখি মন্দি মন্দি,
 এল, কোথা গেল, এনে দে লো হরি,
 আমার কালাচাঁদ, প্রাণের প্রাণের সাথ,
 নই কি জান না, কৃষ্ণ আন না,
 ব'লো ব'লো ত্যজ, রাধা প্রাণে মরে,
 কালা বিনা রইতে পারি কই ॥

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

রাজপথ ।

(প্রতিবাসীঘর)

১ম প্রতি । নেড়া-নেড়ীর কীর্তিতে দেশটা
 উচ্ছন্ন গেল, নিমাইপণ্ডিতে জুটে একাকার ক'রে
 তুললে ! বেটারদের স্নাত নাই, ধর্ম নাই, মুসলমানের
 সঙ্গে ব'সে খায়, বাঘনের ছেলে মুসলমানের পাঁচ
 ধূলা নেয় ! আর ব্যাটারের যে দাঁতকপাটি, বাছে
 বাছে চিপ্ ক'রে পড়লো যেতে দিনে ঘুমোবার
 ঘো নাই, এ ডাকাতে কীর্তি নিয়ে কি করা যায় ?

২য় প্রতি । বলি কাজীকে ভোলালে কি ক'রে ?
 সে দিনে তো কাজী খুব সরগরম হুকুম দিয়ে গেলেন
 যে, নগরকেস্তন করলেই ধ'রে নিয়ে যাবেন ।

১ম প্রতি । সেজেগুজে গিয়ে গাঁ গাঁ শব্দে
 পড়লো ।

২য় প্রতি । বেড়ে গানটা ধরেছিল, “তুয়া চরণ
 মন লাগুরে সারঙ্গ ধর ।”

১ম প্রতি । বলি, ভূমিও বৈরাগী হবে নাকি ?
 তোমারও যে ভাব লাগে দেখি ।

২য় প্রতি । স্নাত দিন চেনার এই ধারানি, তা
 নইলে এক একটা গান ধরে বন্দ নয় ।

১ম প্রতি । বন্দ না ব'লে কি স্নাত দিন ? সে

দিন বড় রঙ হ'তে হ'তে সরে গেছে । ঐ যে অব-
ধূত ছোঁড়া—বিনি বীর বলাই, সে আর বুড়ো এক
কমটা নেড়ে আছে, বাপের নাম পানাতলা, ছেলের
নাম কেকবিলেস ।

২য় প্রতি । কে, ঐ হরিদাস ?

১ম প্রতি । কে জানে ব্যাটার কি নাম, ওই হু'
ব্যাটাতে জগা মাথার কাছে গিরে প'ড়েছিল ।

২য় প্রতি । লতি নাকি, তার পর, তার পর ?

১ম প্রতি । তারা ধু ধু ক'রে তাড়া করলে
আর কি ?

২য় প্রতি । আর ও ব্যাটার কি ক'রলে ?

১ম প্রতি । সে বড় শক্ত পালা, মার দোড়
আর কি ?

[নেপথ্যে ভেরিধ্বনি ।

ঐ যে ব্যাটারা আসছে, গ্রামশুদ্ধ মাতিরেছে,
ব্যাটারের একঘরে করবারও বো নাই, ওই নিতা-
ইটা আর হরিদাসটা ঘরে ঘরে গিরে উজায় ।

২য় প্রতি । আচ্ছা, নিমাই যাত্রা ছেড়ে দিলে
কেন ? সে বেশ ছিল, রাখিকা সেজে গাইতো,
বেশ গাইতো ।

১ম প্রতি । হ্যাঁ, সে গৌক দুড়িরে মান করবার
ধুম কি ! আজ শালারা যদি আমাদের পাড়ার বার
তো ঢিল খেয়ে আসবে, সব ছেলেগুলোকে
শিথিরে দিচ্ছে ।

২য় প্রতি । ও ব্যাটারা বাছ জানে, ঢিল আর
মারতে হর না, ও ছেলে ব্যাটারিও হাততালি
দিয়ে নাচবে এখন ।

১ম প্রতি । আমি আজ আপনি ইট মারবো
চল ।

২য় প্রতি । বলি একবারে অত রাগ কেন,
দাঁড়াও না, দান করবে না ?

১ম প্রতি । আরে দূর, দিক্ করলে, ব্যাটারা
টোকাচ্ছে দেখছ ।

২য় প্রতি । একটা গান শোন ।

১ম প্রতি । আর তুমি শোন তাই, আমি চলেম ।

[১ম প্রতিবাসীর প্রস্থান ।

২য় প্রতি । আহা ! বেশ গাছে ।

(গান করিতে করিতে নিমাই, নিতাই ইত্যাদি ও

বৈকুণ্ঠেশ্বর প্রবেশ)

সকলে ।—

(গীত)

বাঁধাজমিগ্র—বং ।

বাঁকা হ'য়ে দেখা দিবে কোথা লুকালে,

প্রাণ মন কেন মজালে ।

সাথে কি কাননে মাসি,

কেন হে বাঁজালে বাঁশী,

ছলে ভুলাইয়ে প্রাণ অকূল-মাঝে তাসালে ।

নিমাই । তোমরা আতকে কোন্ দিকে নাম
বিলুতে বাবে ?

হরিদাস । (স্বগত) দাঁড়াও, প্রভুকে একটু
রাগাই ! (প্রকাশ্যে) আমি বুড়ো মাছুষ, আমি
তো অবধূত ছোঁড়ার সঙ্গে বাব না ।

নিতাই । বাবি নি ? আমার কাঁধে ক'রে নিয়ে
বেতে হবে । বাবিনি যদি তো, আমার নাম গেয়ে
মজালি কেন ? আর ।

হরিদাস । প্রভু ! এ পাগলার সঙ্গে আমার
দিলেন, আমার প্রাণ বাঁচান তার, গঙ্গার লাকিরে
কুমার ধ্বংসে যার, সেদিন ছ'টো মাতাল খেপালে ।

নিমাই । হরিদাস ! তুমি যে আমার খেপালে,
তোমার চেয়ে আর পাগল কে ?

নিতাই । প্রভু ! কল্যায় ! তোমার মহাশ্মা
বুঝ'বো, যদি সেই মাতাল হু'জনকে উদ্ধার কর,
তবেই তোমার মহাশ্মা । প্রভু, তারা অতি দীন,
অন্ধরূপে পতিত । আহা ! তারা হরিনাম শুনে
মারতে আসে, তাদের দশা কি হবে ?

নিমাই । নিতাই ! তুমি যারে উদ্ধার করবে
ভাবছ, তা অপেক্ষা ভাগ্যবান কে আছে ? তোমার
প্রেমে কীট-পতঙ্গ উদ্ধার হবে ।

নিতাই । না ঠাকুর ! ভাঁড়ালে হবে না, জগাই
মাধাইয়ের মত পাণী নেই ; তাদের উদ্ধার কর্ত্তে
হবে, যে হরি বলে, সে তো আপনার গুণে ভরবে ।
প্রভু ! এই দীন মাতালদের নিজগুণে তরাও ।

নিমাই । নিতাই ! তোমার মনকাম হরি অব-
শুই সিদ্ধ করবেন । জগাই মাধাই ধড় !—বাকে
তুমি প্রেমদান করছ । কে কোন্ দিকে বাবে,
চল ঘরে ঘরে নাম বিদুই । কুক মাতা, কুক পিতা,
কুকধন প্রাণ ।

সকলে । কুক মাতা, কুক পিতা, কুকধন প্রাণ ।

[নিতাই ও নিমাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

গিরিশ-প্রহাৰণী ।

নিমাই । নিতাই ! বাবে না ?

নিতাই । আমি আজ মাতাল নিয়ে মদ খাব ।

নিমাই । তোমার মাতালদের খাইয়ে যদি থাকে, আমার একটু দিও ।

[নিতাই ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

নিতাই । (গীত)

তৈয়ে' । মিশ্র—একতাল ।

কিশোরীর প্রেম নিাব আর,

প্রেমের জ্বার ব'রে বার ।

বইছে রে প্রেম শতধারে,

যে যত চার তত পার ।

প্রেমের কিশোরী,

প্রেম বিলার সাধ করি,

রাখার প্রেমে বল রে হরি ;

প্রেমে প্রাণ মত্ত ক'রে

প্রেম-তরঙ্গে প্রাণ নাচার ;

রাখার প্রেমে হরি বলি আর ।

(জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ)

জগাই । কে রে—কে রে—কে রে ব্যাটারাই-
কিশোরী ?

নিতাই । বাবা ! আমি অবদুত ।

মাধাই । এই দিকে আর শালা, আমি তোরা
বমের দূত । হ' । আজ আর যাও কোথা শালা ?
সে দিন কড় পালিয়েছিলি, বল শালা, তুই সবী না
বুঝে ?

নিতাই । তুমি যে হও, একবার হরি বল ।

মাধাই । শালা আবার আজ !

(কলসীর কাণা ছুঁড়িয়া প্রহার)

নিতাই । শুভ্র ! অধমদের দয়া করো ।

মাধাই । আবার শালা,—

জগাই । কেন বল দেখি তুই ওকে মারবি ?

মাধাই । মারবো, তুই কি রাখবি ?

জগাই । কখনই মারতে দেব না ।

নিতাই । (গীত)

তৈয়ে' । মিশ্র—একতাল ।

প্রাণ ভ'রে আর হরি বলি,

নেচে আর জগাই মাধাই,

মেয়েছ বেশ কবেছ, হারি ব'নে নাট তাই ।

বল রে হরিবোল,

শ্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল,

তোল রে তোলা, হরিনামের রোল ;

পাওনি প্রেমের স্বাদ,

ওরে হরি বলে কাঁদ,

হেরবি জ্বরচাঁদ ;

ওরে প্রেমে তোদের নাম বিলাব,

প্রেমে নিতাই ডাকে তাই ।

জগাই । মেথো ! হরি বল, নইলে তোরা সৰ্ক-
নাশ হবে ।

মাধাই । রেখে দে তোরা সৰ্কনাশ, তুই হরি
বল । আচ্ছা, বাবাজী মারবো না, আবার গাও ।

নিতাই । (গীত)

মঙ্গল-মিশ্র—একতাল ।

এমন সাধের হরিনাম হরি বল না ।

সাধের পশে কিন্‌বি হরি,

সাধ কেন তোরা হ'লো না ।

পাণী তপ্পী নাইক রে বিচার,

হরি ডাকলে পরে তার,

করুণার তুলনা নাই আর ;

নামে হও মাতোয়ারা, মিছে মনে ভুল' না ।

(নিমাইয়ের প্রবেশ)

নিমাই । এ কি নিতাই, কে তোমার এ দশা
ক'রলে ? কোন নরাদম সৰ্কনাশ ক'রলে ?

নিতাই । তাজ ক্রোধ—ব্যথা লাগে নাই ;

ভিক্ষা চাই তোমার চরণে,

কৃপা কর জ্ঞানহীন দীন হুই জনে ।

হুটী ভাই জগাই মাধাই,

মোহবোরে কেরে অন্ধকারে,

প্রেমদান কর হে দৌহারে,

তোমা বিনা—পাতকীরে কেবা রাখে পার ?

মজে ঘোর দার ;

হ'লে তব যোব,

কোন কাণে নিস্তার না পাবে

কলঙ্ক পড়িবে তব দয়াময় নামে ।

মাধাই মারিল, জগাই বারিল,

দেখ দৌহে ভরে অভিসড়,

শ্রুত ! হৃৎকর করছ মত্তর দন !

নিমাই । আর যে জগাই,

তুমি কিনেছ আমার,
নিভায়েরে রক্ষা করে;
আর আমি সহ আলিঙ্গন,
রুদ্ধ জোরে করিবেন রূপা ।

জগাই । প্রভু ! দয়া কর—
দয়া কর আমি নিরাধম !
নিমাই । তুমি মম প্রাণের দোসর,
হরিমর হবে তব প্রাণ,
পাবে পরিভ্রাণ কর হরিগুণগান ।
জগাই । হরি দয়া কর, হরি দয়া কর !

ওরে মেথো ! পায় ধর ।
মাধাই । প্রভু ! আমার কি হবে ?

প্রভু আমার কি হবে ?
নিমাই । যার কাছে অপরাধী তুমি,
তার ক্ষমা বিনা তব নাহিক নিস্তার ;
মহাজনে ক'রেছ আঘাত,
শত বজ্রাঘাতে নাহি হবে প্রতিশোধ,
উপায় কেবল তাঁর পায় ।

মাধাই । প্রভু ! দয়া কর,
আমি অধম রক্ষা কর !
নিতাই । হরিনামগুণে যদি পুণ্য থাকে মোর,
তোরে আমি করি সমর্পণ ।
ধর নতন জীবন,—
আরে যে মাধাই তোর প্রেম চাই,
হরি ব'লে প্রেম দে আমার ।

সকলে । হরবোল, ঘোরিহল, হরিবোল !
মাধাই । ওরে জগাই ! আমি কোন নরকে ঠাই
পাব ? এমন দয়াল ঠাকুরকে মেরেছি, আমি পাষণ,
আমার কি পরিভ্রাণ হবে ? আমার মহাপাপ কি
নষ্ট হবে ? আমার অন্তরে আগুন জ'লছে । প্রভু !
আমি জানি না, আমি অজ্ঞান, আমার পরিভ্রাণ
কর ।

নিতাই । মাধাই ! তোর ভয় নাই, যে হরি বলে,
তার কোটি জন্মের পাপ যায় । আমি তোরে
আমায় পুণ্য দিয়েছি, তোর আর পাপ নেই ।
মাধাই । আহা, প্রভু ! তুমি যেমন দয়াল, আমি
ভেমনি পাতকী, এ মহাপাতকী কি উদ্ধার
আছে ?

জগাই । প্রভু ! তোমার পাদ-পদ্ম আমি কখনও
ছাড়ব না, আমরা দু'জাই মহাপাতকী, আমাদের
উপায় কর্তে হবে, আমরা অপেশ দোষের আকর,
আমরা বৈষ্ণব-হিংস্রক, প্রভু ! আমাদের পায়ে রাখ ।

মাধাই । হায় ! আমরা অতি দীন, মানবদেহে
শূন্য অপেক্ষা হীন । প্রভু ! একবার পাদ-পদ্ম
বকে দাও, আমার প্রাণ দীপ্ত কর ।
নিমাই । আরে আরে জগাই মাধাই,

হরিনাম বল, হরি দিনা নাই,
হরি বল, পাপ হবে ক্ষম,
হরি নামে পাপ ভঙ্গ হয়,
তুলা বধা অনল-পরশে ;
কি কব রে হরির দয়ার কথা,
দীন-বন্ধু করুণা-সাগর,
ভবে যেই ভয় পায়
আদরে তাহারে দেন কোল,
নাম নিলে—
ভবসিদ্ধ গোধূর সমান ভরি,
প্রাণ ভ'রে হরি বল ছুটি ভাই,
আর পাপ নাই,
হরি বল সিদ্ধ হবে তাপিত অন্তর ;
নামে স্নান করে,
প্রাণে তাপ হয়ে,
অতুল হরির নাম,
হরি বলে ডাক রে অভয়ে ।

মাধাই । হরিবোল, হরিবোল ! হরি ! বিপদস্ত জন
হরি ! পতিতকে পদে স্থান দাও, হরি ! তোমার
দয়াময় নাম সার্থক কর ।

জগাই । হরি ! যেমন তোমার নামের গুণ—
আমরা ভেমনি পাণী । পতিতপাবন ! আমাদের
তুল্য আর পতিত নাই । প্রভু ! যদি দয়া ক'রে দিলে
নাম,

দেহ চীচরণে স্থান,
অজ্ঞা কর দাপ হ'রে করি সেবা ।
আর গৃহে নাহি ধাব, পলাশ্রয়ে সন্নি রব ।

নিমাই । শুন জগাই মাধাই,
আর ভয় নাই—
পদচ্ছায়া দিয়েছেন হরি,
কর দৌড়ে নাম-সংকীৰ্ত্তন ।

ভবের বন্ধন—
খ'সে যাবে অনারাসে,
হৃদাকাশে হইবে চৈতন্যোদয়,
না কর সংশয় অন্তর হরির নাম,
আজি হ'তে সাক্ষাৎ নীচিবি দু'জনে ;
বাও সবে নগর-ভ্রমণে,
রব আমি নিতাইয়ের সনে ।

সকলে ।

(গীত)

কাকি-বীরোয়া—একতালা ।

অপার হরিনামের মহিমা ।

প্রাণ কর শীতল, বোল হরিবোলে,

যুচবে মনের কালিমা ॥

হরি নামের রসে পাষণ গলে,

আয় ডাকি আয় হরিবোলে,

হরি ব'লে ভবে বাই চ'লে—

হরি হৃদয়-মাবে উদয় হবে,

হরি-প্রেমের নাই সীমা ।

[বৈষ্ণবগণের গান করিতে করিতে প্রস্থান ।

নিমাই । ধর ধর নিতাই আমারে,

প্রাণ যে করে কি কব তোমারে আর,

হস্তর এ ভব-পারাবার,

কিসে জীব হইবে নিস্তার,

প্রাণ মম হতেছে ব্যাকুল,

তুমি ধন্ত, ধন্ত তব প্রেম !

তব প্রেমে অধম তরিল,

আমি আর গৃহে নাহি রব,

সন্ন্যাস লইব—

হরিনাম দেশে দেশে দিব,

জীবের দুর্গতি সহিতে না পারি ।

মিলে হু'টা ভাই দেশে দেশে,

হরিনাম চল রে বিলাই ;

হরিনামে পাতকী তরিবে,

ভবে আনন্দ উঠিবে,

সম্ভাপ রবে না এ সংসারে ।

হরিপ্রেম হইব সন্ন্যাসী,

আর কেন রব গৃহবাসী,

পিপাসীরে ঢেলে দিব প্রেমবারি,

কীদে প্রাণ জীবের বিবাদে,

ধর ধর নিতাই আমার ;

হরি-প্রেমে সঁপিরাছি প্রাণ,

নরীয়ার কার্য সমাধান,

চল বাই মিছে কেন দেয়ী করি ।

নিতাই । ভবভার করিতে খণ্ডন

প্রভু ওব ধরার জনম,

তব প্রেমে জাসিবে সংসার,

জীমূলা হইল অন্তর,

কর কর গৌরদেবের কর,

পাশবিমোচন—

হরি সঙ্কীর্তন রটিল ভুবনময় ।

নিমাই । এস হে নিতাই—

আজি আমি বিদায় লইব ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—*—

মিশ্রের বাটার অন্তঃপুর ।

শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়া ।

বিষ্ণুপ্রিয়া । মা ! আমার দক্ষিণ চক্কু নাচে কেন ? আমার প্রাণ কেমন কচে । মা গো, প্রভু কোথায় গেলেন ? ও মা, কেন এত প্রাণ আমার ব্যাকুল হলো ? মা গো ! আমার ধর ।

শচী । মা, ভয় কি মা ! নিমাই আমার এখন বাড়ী আসবে ।

বিষ্ণুপ্রিয়া । মা, আমার প্রাণ স্থির হয় না, মনে হয় যেন আমি আর দেখতে পাব না । মা গো ! সকলি অন্ধকার দেখছি, এ কি ! আমার কি হ'লো ?

শচী । বিধাতা ! তোমার মনে কি আছে জানি না ! বো-মা অমন কেন হ'ল, আবার কি কপাল ভাঙলো ? বো-মা ! গৃহকাজে যাও, ঐ যে আমার নিমাই ঘরে আসছে । ছি মা ! অমঙ্গল ভাবনা কর্তে আছে ?

বিষ্ণুপ্রিয়া । মা ! আমার প্রাণ কিছুতেই বোকে না । মা গো ! আমি অভাগিনী, আমার গুণ-মণি কি আমার হবে ? সদাই ভয় হয়, কি জানি মা, যদি শ্রীচরণ হারাই ।

শচী । যাও মা ! গৃহকাজে যাও, অর-ব্যঞ্জন প্রস্তুত কর গে ।

বিষ্ণুপ্রিয়া । বাই মা, একবার দেখে বাই ।

শচী । দেখতে পাচ্চ না, ঐ যে নিমাই আসছে, কাকে যাও ।

বিষ্ণুপ্রিয়া । বাই মা, আমার ঘন আমি পাব তো ?

[বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান ।

শচী । হায় ! অনুষ্ঠে কি আছে, বলতে পারিনি । ঐদমা ভা আমার অতি ধীর ;—সহসা অত চকলা

হ'ল কেন ? হরি ! অভাগিনীর ভাগ্যে কত দুঃখ
লিপেছ ?

(নিমাইয়ের প্রবেশ)

নিমাই । মাতা ! শুন মন দিয়া,
বিদরে গো হিয়া জীবের দুর্গতি হেরি,
ঘরে আর রহিতে না পারি,
বাব মা গো বলাইতে নাম,
যেন পুরে মনস্কাম,
কর মাতা আশীর্বাদ,
প্রাতে বাব গৃহ পরিহারি ।
শচী । নিমাই ! নিমাই ! কি বলিস ?
কোথা যাবি কে আছে আমার !
নিমাই । মা গো ! হরি-প্রেমে হইব সম্যাসী ।
শচী । আরে আরে কেন বধ জনীনরে !

(মুচ্ছা)

নিমাই । মা, মা ! উঠ মা আমার,
উচ্চ কার্যে নাহি কর' প্রতিরোধ,
উঠ গো জননি—
মায়াবশে দেবকার্যে নাহি দেহ বাধা ।
শচী । নিমাই নিমাই, বাপ আমার,
ওরে আমার কি হলো,
বাছা ! তোরে আমি ছেড়ে নাহি দেব,
বাস্ যদি মাতৃস্বাতী হ'বি ।
নিমাই । মাতা ! সখর জনন,
দেবকার্যে কি হেতু নিধেব কর ;
অন্ত অনা জন—
নানা দেশ করিয়ে ভ্রমণ,
আনে নানা রত্নধন,
কৃষ্ণধন আমি এনে দিব,
তবে কেন কর মা রোদন ?
সামান্য রতনহেতু গেলে মা সন্তান
হাস্তমুখে জননী বিদায় দেয়,
কৃষ্ণপ্রেম অদেষণে করিব গমন,
কি হেতু মা কর নিরাবণ ?
বুঝ মনে জননি আমার,
দেবকার্যে বহি দেহভার,
অকল্যাণ হর মাতা সে কার্য হেলনে ।
শচী । আরে রে নিমাই !
কি নিরে সংসারে র'ব বল ?
আছে মম একটা বন্ধন,
কেন তাহা করিবে ছেদন,

তোমা বিনা গৃহে মম অরণ্য সমান,
আশানে কেনমে রব একা ?
আরে রে নিমাই, নিমাই আমার,
বজ্রাবাত করো না হৃদয়ে,
এই হেতু কঠরে ধরেছি তোমায় ।
নিমাই । কৃষ্ণ ব'লে কাঁদ মা জননি !
কঁদ না নিমাই ব'লে,
কৃষ্ণ ব'লে কাঁদিলে সকলি পাবে,
কাঁদিলে নিমাই ব'লে নিমাই হারাণে,
কৃষ্ণ নাহি পাবে,
কঁদ না মা মায়া কর দূর—
জেন' মাতা কৃষ্ণ মাত্র সার,
কেবা আর কার—
কতবার পুত্রহারা হয়েছ জননি !
বার বার যতই কাঁদিবে,
মোহে মাতা ততই মজিবে,
ততই মা বাড়িবে রোদন,
কাঁদ কৃষ্ণ ব'লে আর না কাঁদিতে হবে ।
ধন্য তুমি জননি আমার,
পুত্র তব হরিনাম বিলাইবে
ভবে কেবা কবে হেন গৌরবিগী,
পিতৃদেবগণ—
আছিলেন বিষ্ণুপরায়ণ সবে,
সেই পুণ্যে বিষ্ণুর সেবক তব স্নাত,
বিষ্ণুর প্রসাদে নাম করিব প্রচার
হরিনামে নাচিবে সংসার হেন কার্যাতার—
পুত্রেরে কি দিতে নার ?
পশু-মন করিয়া ছেদন
সনাতন করিব মা অদেষণ ;
ধ'রে মানব-জীবন,
পশু হ'রে কেন রব ?
ব্রহ্মার ছলভবের বৈভব
শ্রীপদপল্লব এনে দিব তোরে,
তবে কেন কর মা রোদন ?
যেই লয় কৃষ্ণপদছায়া,
তার তরে কেন কর মায়া,
অতুল সম্পদ—
করি মাতা কৃষ্ণপদ আকিঞ্চন,
মায়াবশে নাহি কর নিবারণ ।
শচী । আরে রে নিমাই,
ভোর মুখপানে চাই,
তাই প্রাণ আছে কেহে ।

দেবকাঁচো বাঁছা তুই বাবি,

আমি রে অভাগী,—

কাদিতে জনম গেল।

নিমাই । মাতঃ ! বে করে রোমন,

ধন্থ সেই জন,

নারায়ণ শ্রীচরণ দেন তাঁরে ।

শচী । আহা !

বধুমাতা, সত্য তুমি অভাগিনী,

সত্য বজ্রাঘাত শিরে ।

নিমাই । মাতা রহিলাম হেথা

করিলে সন্ধ্যাস-ব্রত,

প্রাতে যাব গৃহত্যাগ করি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

—*—

শ্রীবাসের বাটা ।

(অর্ধেত, শ্রীবাস, অগাই ও মাধাই ।

অর্ধেত । আরে আরে কি শুনি কি শুনি,

গৌর গুণমণি,—ছেড়ে যাবে মো সবারে ।

অকস্মাৎ এ কি বজ্রাঘাত,

প্রাণহারা কেমনে রহিব ?—

শ্রীবাস । চল ভাই !

সবে মিলি করি নিবারণ,

জীবনের জীবন গউরধন,

না দেখে কেমনে রব ?

অগাই । আরে রে মাধাই,

প্রভুর চরণ দেখিতে না পাব ভাই ।

মাধাই । মম সম পাবও দুর্জন,

যেই স্থানে ধরে রে জীবন,

গৌরচন্দ্র সেথায় কি রয় ?

কি উপায় হবে,

শ্রীচরণে কে আর রাখিবে ?

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

হরিদাস । নিত্যানন্দ !

বল, কি হলো, কি হলো,

পদে কি হেরেছি অপরাধী,

তাই প্রভু ছেড়ে যাবে ?

চল সবে কেঁদে গিয়ে ধরি পার ।

হরি হরি দীননাথ,

কর দয়া দীনজনে !

চল যাই ধরি গিয়ে প্রভুর চরণে ।

(নিমাই ও শচীর প্রবেশ)

সকলে । প্রভু ! প্রভু !

কোথা যাবে নদীয়া তাজিরে ?

হরিদাস । প্রভু !

কভু যেতে তো দেবো না,

বৃন্দাবনে—

রথচক্র ধ'রেছিল গোপীগণে,

আজি সবে রাখিব তোমারে ধ'রে ;

ওহো !

কেবা রহে প্রাণ দিগে বিসর্জন ?

নিমাই । শুন শুন হরিভক্তগণ,

করোছ মনন,

হরিনাম বিলাইব দেশে দেশে,

ভবে এসে ভাসে জীব অকুল-পাথারে,

দিব সবে হরি-পদতরী

মানবের দুর্গতি দেখিতে নারি,

কর সবে হরিগুণগান

কান্দাইও না আর,

কোল দাও, প্রকল্পবদনে সবে,

কর আশীর্বাদ

আশা পূর্ণ হয় মোর ;

এস এস হে নিতাই,

হরি ব'লে চ'লে যাই গৃহ তাজি ।

সকলে । হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ।

শচী । ওরে আমার নিমাই সন্ন্যাসী হলো ।

(মুচ্ছ)

নিতাই । দেখ ভাই জননী লুটায় ভূমে ।

নিমাই । অবস্থ

কেন হে ভূলাও মোরে ?

নিতাই । উঠ মা আমার !

মায় কর পরিহার ;

কাদ কৃষ্ণ ব'লে—

কাদিলে নিমাই পাবে ।

নিমাই । মাতঃ ! বাঁধ প্রাণ,

সত্য করি কহি তব স্থান,
পুনঃ দ্বন্দ্ব দেখা পাবে ।
শচী ! হরি হরি !
বিপদে কাঙারী,
অভাগীয়ে কৃপা কর ।
নিমাই । সবে মিলি কর হরিধ্বনি,
তুনি আমি প্রাণ ভ'রে ।
সকলে । হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ।

ধাধাজ-মিশ্র—একভাণা ।
হরি মন মজ'রে লুক'লে কোথায় ?
আমি ভবে একা, দাও হে দেখা,
প্রাণসখা রাখ পায় ॥
কালশী বাজালে বাঁশী,
ছিলাম গৃহবাসী, করলে উদাসী,
কুল ত্যজে হে অকূলে আসি ;
জুহুবিহারী কোথায় হরি,
পিপাসী প্রাণ তোমার চায় ॥

দ্বন্দ্বিকা-পতন ।

মায়া তরু ।

(নাট্য-শীতি)

(১৮৮১ খৃষ্টাব্দে আশাশুভল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষগণ

চিত্রভাসু	গজবর্জরাজ ।
স্বরত	ঐ দৌহিত্র ।
মদনক, হারীত ও মার্কণ্ড	স্বরতের সখীগণ ।
পঞ্চ রাগ					

স্ত্রীগণ

উদাসিনী	গজবর্জরাজার কন্যা ।
ফুল-হাসি ও ফুল-বালা	বনদেবীদ্বয় ।
সখীগণ					

প্রথম দৃশ্য ।

পর্বত-প্রদেশ ।

ফুল-হাসি শিলোপরি উপবিষ্টা ।

(গীত)

পাহাড়ী-পিলু—ধেমটা ।

না জানি সাধের প্রাণে,

কোন প্রাণে প্রাণ পরায় ফাঁসি ।

আমি ত প্রাণ দেবো না, প্রাণ নেবো না,

আপন প্রাণে ভালবাসি ॥

চপলা করে খেলা, ধ'রে গলা,

কেড়াই সদাই অভিলাষী,

ভায়া ফুলে, পদ্ব চুলে,

কন্বো চুরি চাঁদের হাসি ॥

—এমন সুন্দর স্বভাবের শোভা ছেড়ে পুরুষের দাসী হয় ? আমি এই মন্দির-সম্মুখে শপথ করছি, আমি কখন দাসী হব না । এই তো চারি দিকে নীল, অনন্ত নীল, এতে কি প্রাণ ভরে না ? এই তো চাঁদ, পাতার চাঁদ, ফুলে চাঁদ, জলে চাঁদ, চারিদিকেই চাঁদের সৌন্দর্য—তবে আর কি চাই ? যেন মনে হয়, বিহ্বল ধরে সাদা মেঘগুলির গায় হাত বুলাতে বুলাতে কত দূর, কত দূর চ'লে যাই । ফুলের মধু চুরি ক'রে যেমন পবন পালার, অমনি অঁচল পেতে তাকে ধরি, আবার ছেড়ে দিই, পালিয়ে যায়, অঁচলখানা নিয়ে পালায়, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাই । কখনো এলোচুলে অঁচল হুলিয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে চ'লে বেড়াই । আমার আমি, আর কে আমার ? এমন স্বাধীন হৃথ বে বাঁধা রাখে, সে আপন প্রাণের মান রাখে না ।

(নিয়ে স্বরত, মার্কণ্ড, দমনক ও হারীতের প্রবেশ)

(গীত)

রাগিনী কোলার,— ভাল ফেরত।

সকলে— রমিত বিপিনমাঝে
মাত রে আমোদে মন।

জানা রে জানা রে প্রাণ তোর কিবা প্রয়োজন ॥

স্বরত— হুনীল গগনপানে,
চাহিলে উষাও প্রাণে,
কি দেখি কি দেখি যেন হারিয়েছি কি রতন।

সকলে— রমিত বিপিন মাঝে ইত্যাদি—

হারীত— ফুল ফুল অভিলাষে,
দলে দলে অলি আসে,

সে শুকন, সে চুষন হেরি ঝরে দ্বন্দ্বন।

সকলে— রমিত বিপিন মাঝে ইত্যাদি—

দম— হুনীল-অম্বর-শিরে, হুনীল অম্বর-নীরে,
ক্রামল নবীন দল তরু হুনীল ভূষণ,
নীরবে কি গায় সব ভরিরে ভুবন।

সকলে— রমিত বিপিন মাঝে ইত্যাদি—

খাখাজ।

মার্কণ্ড— নবীন নবীন বাস,
খেয়ে গাভী হাঁস ফাঁস,
চলে যাই দেখি তাই ভাবি কতকণ,
কোনার।

ঘুম এলে, ঘাই ভুলে অমন শরন ॥

[শরন।

সু-হাসি হাস হাস! এও শোনার কথা!
(স্বরতকে দেখিয়া) মরি মরি! এও কি দেখবার
জিনিস? না কোথাও যাই,—না, একটু দাঁড়িয়ে
যাই।

স্বরত। দেখ তাই, আজ আমরা কত দূরবনে
এসেছি, হেথা আজ ত্রিলোক এসে আমাদের
বিষ কর্তে পাকবে না, আমরা প্রাণ ভরে প্রাণের
কথা গাইতে পারবো। তাই দমনক! বল দেখি,
সুন্দর কি?

দম। তাই! সুন্দর প্রাণে যে দিকে চাই,
সকলই সুন্দর। বত চাই তত পাই, কিন্তু আবার
পাই পাই যেন পাই না।

হারীত। আমি বলি তাই, কান্নাই সুন্দর, ফুল
দেখে বধন কাঁদি, আমরা প্রাণ বড় ঠাণ্ডা হয়।

স্বরত। মার্কণ্ড কি বল?—ঘুমলে না কি?

মার্কণ্ড। ঘুমবে কেন? পড়ে পড়ে শুনাছি।

তোমার সৌন্দর্য্য তো কোন পুরুষে সেরেমান্ন
দেখি নি।—স্বর দেখেছি, পাখী দেখেছি, গরু
দেখেছি, আর সেই বুটেকুড়ুনী বুড়ী দেখেছি,
তুমি রাগাই কর আর যাই কর, তার কথাগুলি বড়
মিষ্টি।

স্বরত। মার্কণ্ড! পরিচয় রাখ, নবীন দুর্গা-
দলের উপর যে গাভী ভ্রমণ করে, দেখতে সুন্দর,
তার সন্দেহ নাই, কিন্তু আর কিছু কি সুন্দর দেখ
নি?

মার্কণ্ড। আমি ছাই কি আর বলতে এলেম,
তাই তো সেই বুড়ীর কথা তুলেছি।

স্বরত। ছি ছি মার্কণ্ড! তুমি কি মলয়-
মাক্তের সঙ্গীত শোন নাই? তুমি পাণ্ডিত্য
বুড়ীর কথা নিয়ে এলে?

মার্কণ্ড। ভাল, সে বুড়ী ভাল না লাগে, সে
আমার আছে, তোমার কি?

দম। না তাই! তোমার আর কথায় কাজ
নাই, তুমি যেমন ছিলে, তেমন থাক, আমরা
হুঁটো কথা কই।

মার্কণ্ড। আঃ! এমন কি বুড়ী, ওঁদের আর
কিছুতেই মন উঠে না।

স্বরত। তাই! ও কথা পরিত্যাগ কর।

মার্কণ্ড। রোজ রোজ কিছু বলি না, মনের রাগ
মনে মেরে পড়ে ঘুমুই। বাতাস সৌ ক'রে চলে
গেল, বল বাপু যে তিন ক্রোশ রাস্তা ভেঙ্গে
এলুম, গায় ঘাম ম'লো; তা নয়, কেউ ব'লে
উঠলেন, কেমন গান ক'রে গেল, কেউ বললেন,
খেলা করছে, বা নয় তাই সকলে বলতে আরম্ভ
করলেন। একটা ফুল ফুটেছে, তুলতে গেলেম,
বললেন, “তুল না, তুল না, বাথা পাবে!” যা থাকে
কপালে, বাতাস তেঁা করে গেল বদবো, ফুলও
ছিড়বো; আর এক দৌড়ে চললুম, সে মাগীর
কথা শুনিগে। আহা! সে কেমন বলে ‘কে গা
তুমি?’ আর এঁরা হ'লে বলতেন, “মার্কণ্ড ঘুমুছে?
ঐ বলবুল ডা হুছে শোন”। গান শুনতে ইচ্ছে হয়,
আপনারা গাও; হুটো কড়ি-মাধ্যম লাগাও; ক'রে
তুলছেন সৃষ্টিগুরু গাইয়ে, পাড়া গাইয়ে, লতা
গাইয়ে, জল গাইয়ে, হওরা গাইয়ে—সৃষ্টিগুরু গাইয়ে
হ'লে আমরা দাঁড়ই কোথা?

হারীত। মার্কণ্ড! তোমার সেই বুড়ীর কাছে
যাও।

মার্কণ্ড। না তাই হুত, রাগ ক'র না।

হুত। দেখ ভাই! জীলোকের কথা তুমি উপহাসেও মুখে এনে না; মাতামহ বলেন, জীলোকের এই মত যে, এমন কুৎসিত বস্তু আর নাই, স্বর্গ আর নরকে প্রভেদ কি? যেখানে সুন্দর বস্তু, সেই স্বর্গ, যেখানে কুৎসিত বস্তু, সেই নরক। এত সুন্দর থাকতে, তুমি সেই কুৎসিত কথা মনে কর কেন?

মার্কণ্ড। (স্বগত) কে জানে বাবা কেমন আকরে টানে।

কু-হাসি। (স্বগত) কি, এত বড় স্পর্ধা! জগতে সকলেই সুন্দর, কেবল নারীই কুৎসিত! ভাল, আমি দেখবো! এও এক সুন্দর খেলা, এখন যাব না, আর কি বলে শুনি। কিন্তু পুরুষও নিতান্ত কুৎসিত নয়, ভালই ত, সুন্দর ন'রেই আমার খেলা। যেমন মেঘের সঙ্গে খেলা ভাল না লাগলে কুলের সঙ্গে এসে খেলি; এ খেলা না ভাল লাগে, আবার চাঁদের সঙ্গে খেলবো, আর এ খেলার পানে কিরেও চাব না। আজ চাঁদের সঙ্গে খেলবো না—কি খেলবো তাই ভাবি আর ওরা কি বলে, তাই শুনি।

হুত। (দেবমন্দির-সম্মুখীন হইয়া) দেখ দেখ, কি অপূৰ্ণ দেবীমূর্তি! এস ভাই, আমরা পবিত্রমনে দেবীর পূজা করি।

কু-হাসি। আমার দেখতে পেয়েছে কি? কে জানে! পুরুষকে দেখা দিলেও স্বাধীনতার কতক কমে।

(হুত, মদনক প্রভৃতি সকলের গীত)

খাছাজ—একতালা।

ঘোররূপা ঘনবরণা, শবাসনা দিক্‌বসনা,
নগনা মগনা, কধির-দশনা ত্রিনয়না তারা
তার দীনজনে।

মুক্ত কেনী শিশু শলী শিরে,
ভৈরবী ভীমা দম্বজ-কধিরে,
তপন-কিরণ, চরণ-শোভন,
অট্টহাসি দামিনী-দমন,
পলকে পলকে অনল ঝলকে,
নৃত্য তাণ্ডেই ডাকিনী সনে।

(চিত্রভাষ্য প্রবেশ)

চিত্র। হা হতভাগিনি! তুই আমার কথা হ'র অমর্য বিবৰ্জন দিয়ে, সামান্ত মনুষ্যের দাসী হলি! চন্দ্রশেখর রাজাই হউক আর বাই হউক, মনুষ্য বই তো আর গরুর নয়। তোর এই মহাপাপের মুহুর্তেও প্রারম্ভিত হয় নাই। তুই আমার সন্তান হ'রে যেমন আমার হৃদয় দখল করেছিল, তোর পুত্র তাকে তোর হেয় জাতিতে আজীবন ঘৃণা করবে, এই তোর শাস্তি। চিত্রভাষ্য জীবিত থাকতে হুত কথাটো কোন নারীর সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ করবে না। মা করাল-বদনে! আমি অবশ্যই তোমার চরণে সহস্র অপরাধে অপরাধী, নচেৎ আমার সন্তানের মন সামান্য নয় কিরূপে হরণ করবে? এই শেল চিরদিনের জন্য কেন আমা-বুকে বদ্ধ হবে। হায় হায়! সে অভাগিনীকে আর জীবিতা দেখ্‌লেন না। হুত! আমার হুত! হা ধিক্‌ মনুষ্যসন্তান!

কু-হাসি। আমার মন থেকে একটা বোঝা নেবে গেল। জীলোকের প্রতি বিরাগ, শিক্ষিত বিরাগ,—স্বভাবজাত নয়, দেখ্‌বো কেমন শিথিরে এ বিরাগ রাখতে পারে?

চিত্র। মদনক, হারীত, মার্কণ্ড, এরা মনুষ্য-সন্তান বটে, কিন্তু এদের আমি শিশুকাল হ'তে লালনপালন ক'রে জীলোকের প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণা জন্মে দিছি, এমন কি, তারা জীলোকের মুখ পর্যন্ত দেখে না। করালবদনে! এই আমার প্রতিহিংসা, এই আমার তৃপ্তি,—এই আমার জীবনের সুখ। এই আক্ষেপ, সে রাকসী জীবিতা নাই। তার প্রতি তার পুত্রের ঘৃণা তাকে দেখাতে পালেন না।

কু-হাসি। আবার আক্ষেপ সে জীবিতা নাই, তার পুত্রের নারীর প্রতি কিরূপ অনুরাগ জন্মায়, তা দেখাচ্ছি পালেন না। দেখি বিরাগি! তোমার উপদেশ আর আমার খেলা। তারা কি আর এমিকে আসবে? এ বড় সুন্দর খেলা। মা করাল-বদনে! আমিও তোমায় প্রণাম করি, যেন মা এ খেলা খেলাই থাকে, খেলতে খেলতে আবার যেন চাঁদে গিয়ে খেলাই। কিন্তু আজ সে খেলা ভাল লাগবে না।

চিত্র। মা জগদম্বে! তাপিত হৃদয় শীতল কর' মা! হায়! মনের জ্বালা জুড়াবার জন্য কুরুণে এ কাননবাসী হয়েছিলেম, তা না হ'লে চন্দ্রশেখর

কিন্নপে আবার কন্যার সাক্ষাৎ পেতো। মা গো,
এ অভাগাকে তুলো না।

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

পর্কত-প্রবেশ, জলপ্রপাত ।

(ফুল-ধূলার প্রবেশ)

(গীত)

ভীম-পলানি—মধ্যমান ।

ফু-ধলা — নিখর শীতল, শীতল ফুলদল,
শীতল চন্দ্রমা-হাসি ।

কিন্নপ মাথিয়ে, ফুল-দলে ঢাকিয়ে,
দীর সমীরে ভাসি ॥

বুড় চিহ্নর, বৃদ্ধ সমীর,
হেলা দোলা, নয়ন-বিভোলা,
চাঁদ পানে চাই, চাঁদ পানে ধাই,
চাঁদ ঢালে স্থখরাশি ॥

ক'দিন হাসির গলা ধ'রে বেড়াইনি, সে একলা
বেড়াতে ভালবাসে, ক'দিন যেন একলা বেড়ান
বেড়েচে ।

(সুরভাদির প্রবেশ)

(গীত)

ত্ৰী—রাঁপতাল ।

সুরভ । পবিত্র সঙ্গীত-রসে মাতাও হৃদয় ।

পরাণ ভরিয়ে, ভুবন পুরিয়ে,
সুর-ব্রহ্মপদে সুর হও গিয়া লয় ॥

জল ফুল সমীরণ, তপন গগন যন,
ঐক্যতান ভোল তান ঢালিয়ে পরাণ ।
ব্যাপিরা অনন্ত স্থান অনন্ত সময় ॥

ফু-ধলা । আহা ! এ কে গান গায় ? আহা !

কে এ ?—আমার সঙ্গে বেড়ায় না ? ও যদি বেড়ায় ;
আমি ওর সঙ্গে কতদূর যাই । ও যদি হাত পাতে,
আমি ওর হাতে মাথা রেখে বাতাসের উপর শুয়ে
আমিও গাই, আর এক একবার ওর মুখপানে
চাই ।

(সীত)

পরাণ—একতাল ।

দম ।

সিঁথ সীত লোহিত হরিত
মেঘ-মালা গগন ভূষিত,
স্বর্ণ-কিন্নপ লোহিত তপন,
নাবিল নাবিল ভূবিল দ্রাগরে ।
পরিয়া লভিকা কুহুম-মালা,
সমীরে ডাকিয়ে করিছে খেলা,
রহিয়ে রহিয়ে শ্রাণ মোহিয়ে,
নবীন পাতা স্বভাব গাঁথা,
তর তর তর ঝর ঝর ঝর,
গাইছে শুন মধুর স্বরে ॥

ফু-ধলা । এও সুন্দর গায়, এও সুন্দর ! কিন্তু
যেমন চাঁদ সুন্দর আর তারা সুন্দর ; যেমন পর্কত
সুন্দর, আর তরু সুন্দর ; যেমন পরাণ সুন্দর আর
শেফালি সুন্দর ; এক জনের সৌন্দর্য্য ধরে না,
অসীম ! আর এরা আপনা আপনি সুন্দর ।

সুরভ । স্বভাবের শোভা ত ভাই প্রাণ ভ'রে
দেখি, আর কি দেখতে চাই ভাই ?

(ফুলহাসির প্রবেশ)

ফু-হাসি । আমিও তাই চিরদিন মনে কর্তেম,
কি দেখতে চাই ? এই যে ধূলা দাঁড়িয়ে রয়েছে ।
দেখ, ও বুঝি যা দেখতে চায়, তাই দেখছে ।
চিহ্নভান্ন বলছিল, কুঞ্জে এ কাননে এসেছি,
আমি বুঝেছি, কণ কু নয়, এ কানন কু । দিন দিন
যে আমার খেলা প্রাণের খেলা হ'ল, কিন্তু আমি
জগদম্বার কাছে শপথ ক'রেছি, স্বাধীনতা হারাবো
না । কি জানি, নারীর কি স্বাধীনতাই সুখ ! আহা !
লতাটা কেমন ভাল ভরে দিয়ে ব'য়েছে ! ডালটা
না থাকলে অমন আনন্দে হুলতো না ।

সুরভ । তাই দমনক ! তুমি আমার কথার
উত্তর দিলে না ?

দম । ভাই ! উত্তর আমিও খুজছি, পাই না ।

সুরভ । তাই ! আজ আমাদের এ বিবাদের
ভাব কেন ?

হারীত । ভাই ! প্রাণ তো সকলি চার, আবার
কিছুই যেন চায় না, দেখ, মার্কণ্ডে বিষণ্ণভাবে
ব'সে আছে ।

মার্কণ্ড । মার্কণ্ড মার্কণ্ড ক'ছে, আমি বার কি
ভাববো, তাই ভাবছি ।

কু-ধলা ! ভাল, আমি কেন দেখা দিই না, ওদের সঙ্গে কথা কই । (প্রকাশ্যে) তোমরা কে বনে ব'সে গুন করছো ?

মার্কণ্ড । আহা, মধু চলে দিলে গো ! আমরা কে বলবো এখন, তুমি অমনি ক'রে জিজ্ঞাসা কর, ধানিক জিজ্ঞাসা করো ।

সুরত । ভাই, এ বনে কোন রাকসী এসেছে । যে স্থলে চূর্ণন, সে স্থল ত্যাগ করবে । চল, আমরা এখান হ'তে বাই । (স্বগত) এ কি ! মারা প্রভাবে এদের স্বর এত মধুর !

হারীত । এস মার্কণ্ড !

মার্কণ্ড । বাবা রে ! এদের একটু দয়াও নাই, ধর্মও নাই ; মনকে বোঝাই পবন স্তম্বর, পাহাড় স্তম্বর, জল স্তম্বর, আর ঐ যে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমরা কে' স্থম্বর নয় । আরে এ যে চাক্ষুষ, ভবু বলবে নয়—নয় তো নয় ! বাপু তাদের সঙ্গেই বাছি । (কুলধলার প্রতি) দেখ, আমরা যেতে যেতে তুমি আর গোটাকতক কথা কও না !

[প্রস্থান ।

কু-হাসি ! এত স্পর্ধা—তবু কেন আমার মনে আনন্দ হলো ?

কু-ধলা । অদৃষ্টে এও ছিল । বারে স্তম্বর ভেবে নিকটে গেলেম, পে রাকসী ব'লে চলে গেল !

কু-হাসি । (অগ্রসর হইয়া) ধলা ! তুমি একলা দাঁড়িয়ে র'রছে ?

কু-ধলা । কি অসার মন ! আমার যে যুগা করে, তার অনুসরণ কর্তে ইচ্ছা করছে !

কু-হাসি । (স্বগত) এরও খেলা ভারি বোধ হচ্ছে । (প্রকাশ্যে) ভাই, তুমি আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না, কি ভাবচ ?

কু-ধলা । ভাই হাসি ! তুমি সত্য বল, একলা বেড়াও কি দেখে ? আমিও এবার একলা বেড়াব ।

কু-হাসি । না না, চল, খেলি গে !

কু-ধলা ! না হাসি । আমার খেলার দিন আজ ফুরাল ।

[প্রস্থান ।

কু-হাসি । আমার সমুচিত শাস্তি হয়েছে । দাসী হব না শপথ করেছি, কিন্তু প্রাণ দাসী হ'তে লাগারিড ।

(গীত)

প্রাণ বাঁধিতে কিরাতে নারি ;
মনের অনল মনে নিবারি !

পারি কি না পারি, হারি হারি হারি,
যিক জনর যিক বারী,
আমারি প্রাণ নহে আমারি ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

পর্কতপ্রবেশ ।

(চিত্রভায়র প্রবেশ)

চিত্র । আহা ! আমি ক'দিন হ'তে স্বপ্ন দেখছি, যেন আমার পদতলে ব'সে আমার অভাগিনী কত্না রোদন ক'রে বলছে, "পিতঃ ! কমা কর ।" মা করুণাময়ি ! যদি তোমার করুণায় সে অভাগিনী জীবিতা হয়, আমি তারে কমা করি । মা গো ! অভাগার অসম্ভব আশা কি পূর্ণ হবে ?

(উদাসিনীর প্রবেশ)

উদা । (চরণ ধরিয়া) পিতঃ ! তবে কমা করুন ।

চিত্র । এ কি ! এখনো কি আমি নিদ্রিত ?

উদা । পিতঃ ! নিদ্রা নয়, সত্যই অভাগিনী জীবিতা । আমি এই পর্কতগুহায় বাস করেছিলেম, যখন আপনি বাহিরে যেতেন, আমি সুরতকে কোলে ক'রে কাঁদতাম । সুরতের জ্ঞান হ'লে কত চেষ্টা ক'রেছি যে, সুরতকে গুহার ল'য়ে বাই, কিন্তু সুরত তোমার উপদেশানুসারে নারীর মুখ দেখে না ব'লে আমার মুখাবলোকন করতো না । মার্কণ্ড সুরতের সাথী, সুরতাং আমারও সন্তান-ভূত্যা, আমি রত দিন তারে আদর ক'রে তৃপ্ত হয়েছি, সেও আমার দেখলে বুড়ী বুড়ী ক'রে আমার কাছে আসে ।

চিত্র । তোমার স্বামীর গৃহ তুমি ত্যাগ ক'রে এলে কেন ?

উদা । আমার স্বামী লোকনিলায় ভরে আমার পুত্রকে পুত্র ব'লে গ্রহণ করবেন না, এই অভিমানে তাঁর কাছ হ'তে চ'লে এসেছিলাম ।

চিত্র । সম্ভোজাত শিশু আমার শয্যার কিরণে এল ?

উদা । আবিই রেখে এসেছিলেম । আর পত্র লিখে সুরতকে তার পরিচয় দিয়েছিলেম ।

চিত্র। সে পত্র আমি পেরেছিলাম, তুমি ম'রেছ,
এ মিথ্যা কথা লিখে কেন ?

উদা। আমি মরণ সংকল্প ক'রে তিনদিন এই
- দেবীর নিকট উপবাসী ছিলাম, কিন্তু কে যেন
বলে, "তোমার মৃত্যু নাই, কেন অকারণ আত্মকে
ক্লেশ দিস? কিছুদিন অপেক্ষা কর, সকলই হবে।"

চিত্র। বৎসে! তোমার কতদিন দেখিনি!

উদা। পিতা! চলুন, বিশেষ কথা আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।]

ফু-হাসি। মা গো! তোমার মনে কি এই
মা যে, দিবানিশি আমি অন্তর্দাহে দগ্ধ হব?
ইহকালে কি শীতল হব না? ইচ্ছামরি! তোমার
ইচ্ছা কে খণ্ডন করবে? কিন্তু তথাপি আমি শপথ
বিশ্বস্ত হব না,—আপনার ভগ্নীর পথের কণ্টক হব
না।—স্বরত যদি যুগা ক'রে মুখ ফেরায়, সহস্র
বৎসরের আদরেও ভুলবো না। কি! দাসী হব?—
কখন না;—অস্তরের জ্বালায় অস্তর জলে জলুক,
কেউ দেখতে পাবে না। মুখে হাসবো, মন কাঁদে
কাঁদুক, তবু মনে জানবো, আমি স্বাধীন। এই
হ্যা! আসুচে, আমি একটু অন্তরালে দাঁড়াই।

(অন্তরালে গমন)

(ফুল-ধূলার প্রবেশ)

ফু-ধূ। কৈ, সে যোগিনী যে বলেছিল, আজ
আমি দেবীপূজা করলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ
হবে, তাকে তো হেথা দেখতে পাচ্চি না? দেখি,
কোথায় গেল।

[প্রস্থান।]

ফু-হাসি। (অগ্রসর হইয়া) এল আর চ'লে
গেল কেন? কোথায় গেল দেখি।

[প্রস্থান।]

(উদাসিনীর প্রবেশ)

উদা। দেখি, কতদূর কৃতকার্য হই, প্রতিমার
পশ্চাতে দাঁড়াই।

[প্রস্থান।]

(ফুল-ধূলার প্রবেশ)

ফু-ধূ। আমি মিথ্যা কেন সে যোগীর অমু-
সরণে সময় অতিবাহিত করি? মা ভৈরবি!
ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

উদা। (মন্দিরান্তর হইতে) বৎসে! প্রণাম
কর, কুণ্ডলিত জল মন্তকে লাগ, তা হ'লে মনোবাঞ্ছা
পূর্ণ হবে।

ফু-ধূ।। সত্যই কি দেবী কথা কইলেন?
করুণামরি! আবার বল? কৈ, আর জো কিছু ভাবি
না,—ভাল, দেবীর আদেশ পালন করি। (তথা-
করণ ও ব্রহ্মাবেশে পরিণত) (জলে মুখ দেখিয়া)
মা ব্রহ্মমরি! এই কি তোমার মনে ছিল? অগতে
আমার যুগার ভঞ্জন করলে? মা গো! তুমিও
রমণী। রমণীর রূপই সর্বত্র, তা কি তুমি জান না?

উদা। (মন্দিরান্তর হইতে) বৎসে! দেব-
বাক্যে বিশ্বাসভারা হ'লো না।

ফু-ধূ।। ইচ্ছামরি! তোমার ইচ্ছাই হবে,
আমার আক্ষেপ বুখা।

(মার্কণ্ড ও হারীতের প্রবেশ)

মার্কণ্ড। তাই। সে বুড়ী ব'লেছে, দেবীর
কাছে এলেই সুরতের মন ফিরবে।

হারীত। তার মন ফেরা'বার জন্ত তোমার
এত কেন?

মার্কণ্ড। এ কি কথা হ'লো? মেরেমাছুষের
মুখ দেখবে না, আমি যে আর পারি না।

হারীত। না পার, বে' কর গে।

মার্কণ্ড। সুরত রাগ করে যে, নৈলে কি ছাড়-
তেম? আমি সুরতের রাগ সহ্যেতে পারি না।
আহা! দেখ, দেখ, কি রূপ-লাবণ্য দেখ।

হারীত। আরে আ লো! ও যে বুড়ো ডাইনী
রে! ওর আবার রূপ-লাবণ্য কি?

মার্কণ্ড। তুমি ডাইনী ফাইনী বলো না বাবা,
আত্মবিচ্ছেদ হবে।

হারীত। আরে! চোখ চেয়ে দেখ, না, কারে
বলছি সুনন্দ?

মার্কণ্ড। মাইরি! রসের কথা দেখ। ওকে
সুনন্দ না ব'লে কেলে ভোমরাকে সুনন্দ বলবে।

ফু-ধূ।। হায়! এরা আমার বিজ্ঞপ ক'রে।
আমি এখন দেবী-সমক্ষে প্রাণভ্যাগ করছি।

(মন্দিরমধ্যে প্রবেশ ও ধারকৃত করণ)

মার্কণ্ড। ঐ বা, দোর মিলে। বলি দেখ দেখি,
এতে কি বলতে ইচ্ছে করে? আমি তো গিয়ে
দোর খুলে চুকি। (দ্বারে আঁঘাত) ঐ বা, দোরে
খিল দেছে—ওগো! আমি তোমার দেখবো - ১,
দোর খোল।

হারীত। ডাইনী ব'লে ডাক না, নইলে উত্তর
দেবে কেন?

মার্কণ্ড । হিঁ। তোমার প্রাণে একটু দরদ
নেই। আমার এরিকে প্রাণ ক'ছে তুলরাম
খেলারাম, উনি বলছেন ডাইনী! ওগো।
দোর খোল, আমি কালী-পূজা করবো। মাইরি।
আঃ হিঁ। দোর দিয়ে রাত দিন তামাসা ভাল
লাগে না খোল না হে। না। বাবা,
মোলায়েম প্রাণ না; নাও, ঢের ঢের সাদা চুল
দেখেছি, সাদা চুল ব'লে অত শুভর, অমন রূপুলি
চুল কি আর কারো নাই?—ও ভাই হারীত! তুই
ডাক না দাদা—একটা বন্ধু-মামুষ কেরে পড়েছি,
একটু উপকার কর ভাই।

হারীত। ডাইনী! দোর খোল—

মার্কণ্ড। হিঁ। তুমি বড় চটানে লোক—চেষ্টা
ছেড়ে একটু মোলাম ডাক না!

হারীত। তুমি এক কাজ কর, একটা গান
গাও, তা হ'লেই দোর খুলবে।

মার্কণ্ড। বেশ বলেছ।

(গীত)

সিদ্ধ-খাম্বাজ—থেমটা!

প্রাণ জলে সথা রে, সে মুখখানি মনে হ'লে।

মনটা করে আঁদাড় পাঁদাড়,

তোলাই তারে কি ছলে ॥

সাদা সাদা চুলগুলি, গাণ্ডেতে পড়েছে ঝুলি,

কপালে পরেছে কলি, চক্ষু-ভুটা ঢল ঢলে ॥

ওরে দুপালটা গাইলেম, তবু দোর খোলে না।

হারীত। তুমি ভাই এক কাজ করতে পার?

মার্কণ্ড। রসো, তুই একটু দাঁড়াস ভাই!

আমার সেই রাগরক্তের মূর্তি দেখাই। ঐ মাঠে

আমার রাগেরা গরু চরাচ্ছে, ডেকে আনিছি,

স্বরতকে দেখাব ব'লে তাদের সাজিয়ে রেখেছি।

[প্রস্থান।

হারীত। দেখি কি তামাসা করে।

[প্রস্থান।

(উদাসিনী ও ফুল-ধূলার পুনঃ প্রবেশ)

উদা। বৎসে। আমি যেমন যেমন বলছি,
তোমার সখিগণকে ল'য়ে তজ্জপ কর, অবশ্যই
তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

ফুল-ধূলা। আমার সখীরা সম্মত হবে?

উদা। এই চরণামৃত পান ক'লে অবশ্যই হবে।

[উদাসিনীর মন্দিরমধ্যে প্রস্থান।

[ফুল-ধূলার প্রস্থান।

(হরত, মার্কণ্ড, হারীত ও পঞ্চরাসের প্রবেশ)

শ্রী। আমার বিবম কান্দন বুকের শ্রী,

মাইরি লবাই দেখে নে।

আমার মাথার ছিঁরি গোবরাসিরি,

আমি কোঁড় দিই টেনে ॥

রস। র, র, র, শাস্তমূর্ত্তি দেখাই র, আমার।

এমন খোদন খানন বদনখানি, বল দেখি কার ॥

আবার পেছনেতে আসতেছে বে

বাবা সে আমার ॥

ভের। ধপাধপ্ তিনটা নয়ন উকটকে।

আমি এলেম হেথা ভাল চুকে ॥

আবার এক পাশেতে বাপটি মেরে,

নিশি ভোর, ঘুমের ঘোরের নামস্বরে উঠি ডেকে ॥

দীপ। দপ্ দপ্ জলছে আগুন, ধু ধু ধু।

মেঘ। গড়্ গড়্ কু, কু, কু।

দীপ। চোপ চোপ সামলে থাকিস, আবার ধু ধু।

মেঘ। গড়্ গড়্ উড়্ বি কোথা, আবার কু কু ॥

দীপ। ধু ধু ধু।

মেঘ। কু কু কু।

দীপ। (চড় মারিয়া) দপ্ দপ্ এবার শালা।

মেঘ। (কিল মারিয়া) গড়্ গড়্ ছুটে পালা ॥

সকলে। রাগরক্তে মোরা বস কাটাই।

স্বরের স্বর, স্বরের ঠাকুর,

জনে জনে মোরা স্বরের কানাই ॥

নাচি গাই, আর কেন চাই,

পালাই পালাই, অমুমতি হয় বিদায় চাই ॥

[রাগগণের প্রস্থান।

(গীত)

বেহাগ—থেমটা।

হরত।—প্রাণ ভ'রে প্রাণ শোভা হেরে,

তবু কেন সাধ মেটে না।

প্রাণ কি ভালবাসে, কিসের আশে,

কি বেন প্রাণ আর পাবে না ॥

না জানি কণে কণে,

কত সাধ উঠে মনে,

বলি বলি কারু মনে,

সদাই প্রাণে হয় বাসনা ॥

কেরে প্রাণ ছাড়া-পথে,

কে বেন কোথা হ'তে,

মধুর হাসে, মধুর ভাবে, হাসে ভাবে

আর ভাবে না ॥

চল জাই সেবীপূজা করি। এ কি! মন্দিরের কপাট
বন্ধ কসলে কে?

উদা। (মন্দিরভ্যন্তর হইতে) যদি ভয় হ'তে
ইচ্ছা না থাকে, যারে আশাত ক'রে যোগিনীর
দ্যান ভঙ্গ ক'রো না।

সুরত। এ কে কথা কয়?

হারীত। একটা বৃদ্ধা জীলোক।

সুরত। তিনিই বা হন। মাতামহ ব'লেছেন
যে, এই মন্দিরে একজন যোগিনী এসেছেন, তিনি
অতিপবিত্রা, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়ার পোষ নাই।
মা গো! এ দীন সন্তানকে একবার দেখা দিন,
আপনার দর্শনে পবিত্র হই।

উদা। বৎস! অপেক্ষা কর।

মার্কণ্ড। এইবার বাবা যার কোথা!—দোর
খুল্বে আর ধোরব অঁচল টেনে, ভয় হই হব।

(উদাসিনীর প্রবেশ)

ও বাবা! এ কি! এ যে সেই বুড়ীর মতন! আঃ
ছি ছি ছি! এর জন্যে এত রাগ-রন্ধ দেখান।

উদা। (সুরতকে) বৎস! কি চাও?

সুরত। মা! কি চাই তা জানি না, কি চাই
তা জানতে চাই।

উদা। ভাল, এই চরণামৃত পান কর।

দম। মা! আমারও একটু দিন।

হারীত। আমারও একটু।

মার্কণ্ড। আমারও ফোঁটা চাই।

উদা। যে যে এই চরণামৃত পান কল্লে,
সকলেরই মনের অভাব পূর্ণ হবে।

মার্কণ্ড। এমন নইলে চরণামৃত! যেই দেখ'বো,
অমনি তেড়ে গিরে ধ'বো, কি রুল হারীত?

সুরত। আহা! আমার প্রাণ মাধুরী-লহরে
আন্দোলিত! মরি! মরি! এ মধুর সঙ্গীত কোথা
হ'তে হয়! আহা! এমন সুন্দর তরু তো কখন
দেখি নাই।

(ব্রহ্মভ্যন্তর হইতে গীত)

(ঝিঁঝিট-ধাধাক—কাণ্ডালী)

হাসে শশধর মধুরামিনী।
শীতল সিত করে রক্ত মেদিনী।
ভান্নাঙ্গল জাগে, শ্রেম অহুরাগে,
ধূমে ঢল ঢল-নরনা ভামিনী।

মল্লর বিহরে, কলিক! শিহরে,
পয়-পরশনে কুনারী কামিনী॥

ধূলর নীরদ, চলে ধীরদ,
মরি কীধ তরু না হেরি দামিনী॥

সুরত। আহা! এ কি মারা-তরু?

আর তরুবার তোরে করি আলিঙ্গন।

(ফুল-ধলার তরু হইতে নির্গমন)

ফুল-ধলা। রেখ রেখ পদে তব নিলাম শরণ॥

ভৈরবী—চুংরি।

সুরত। রবি শশী তারা দামিনী হাসি,
নব তরুবারি কুহুম-রাশি,

হেরি দিবানিধি প্রাণ উদাসী,

রঞ্জিত পাখা চাহি তো প্রাণ।

না জেনে মজিত, না জেনে পুঞ্জিত,

না দেখে হৃদয়ে দিয়েছি স্থান।

সে মাধ পুরিল, প্রাণ ভরিল,

কর গো কাতরে করুণা দান॥

দম। আলিঙ্গন করি তরু নবীন পল্লব।

(একজন জীলোকের তরু হইতে প্রকাশ)

স্ত্রী। এস হে হৃদয়ে এস হৃদয়বল্লভ॥

হারীত। আর তরু করি তোরে আলিঙ্গন দান।

(দ্বিতীয় জীলোকের প্রকাশ)

দ্বি-স্ত্রী। স'পিছে অধীনী পদে কুল শীল মান॥

মার্কণ্ড। আর রে অটবী তোরে ধরি এঁটে সেঁটে।

(তৃতীয় প্রকাশ)

তৃ-স্ত্রী। এই যে এলাম নাথ আমি শৃ'ড়ি ফেটে॥

মার্কণ্ড। আরে র; সে যে ছিল লম্বা চোড়া,

এ যে বেঁটে সেঁটে; বাই হ'ক, এ তো আমার হলো
একচেটে।

সকলে।

(গীত)

ঝিঁঝিট—ধেমটা।

হাস রে যামিনী হাস, প্রাণের হাসি রে।

আজ পেরেছি তারে, যারে ভালবাসি রে॥

বুকে হাস কুহুম-কলি, মন বুকেছি ধুলে বলি,

প্রাণ বয়ে যায় সুধার রাশি, সুধার রাশি রে॥

ফুল-হাসি। হা! একদিনের বেলা আমার

একদিনে ফুরাল!

বিশ্বমঙ্গল ঠাকুর

(১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ফাঁর থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

পুরুষ ।

বিশ্বমঙ্গল	---	---	ধনী ব্রাহ্মণ বুঝক ।
সাধক	---	---	ভণ্ড সাধু ।
ভিক্ষুক ।			
সোমগিরি	---	---	সন্ন্যাসী ।
বণিক্ ।			
রাখালবালক	ছদ্মবেশী ব্রীকক ।
পুরোহিত, ভৃত্য, দেওয়ান, শিষ্যগণ, টহলদারগণ, দারোগা, চৌকীদারগণ ইত্যাদি ।			

স্ত্রী ।

চিত্তামণি	বারানন্দনা ।
ধাক	চিত্তামণির বাটীর ভাড়টিয়া ।
পাপলিনী ।			
অহল্যা	বণিকের স্ত্রী ।
মঙ্গলা দাসী ও অনেক স্ত্রীলোক ।			

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

পথ ।

(বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ)

বিব। আমি দেখে নোবো, দেখে নোবো, দেখে
নাবো। এত বড় আশ্পর্দা, এক দণ্ড বিলম্ব হয়েছে
লৈ ছপুর রাত অবধি দোর খুলে দিলে না! এর
গতপর্বা ছিল, এর তাতপর্বা ছিল। দ্যাখ, সমস্ত
রাত জেগে আমি ব'সেছিলুম, একবার একটা
মিষ্টি কথা কৈলে না,—পেছন ফিরে শুয়ে রইল।
আমি যদি বিল্বমঙ্গল হই, আর তার মুখদর্শন
কচ্চিনি। যেমন না ব'লে চলে এসেছি, তেমনি বাস
—আজ থেকে খতম। যদি কখন দেখা হয়, ছ'টো
কথা শুনিবে নোবো; কড়া নয়—মিষ্টি।—না ব'লে
আসাটা ভাল হয়নি; মিষ্টিমুখে বিদায় নিয়ে
এলেই হ'ত; বরষেই হ'ত “ভাই, তোমারও পোবা
না, আমারও পোবা না; আজ থেকে খতম—
বাস্।” যখন এসেছি, তখন আর বাচ্চি না।

(গান করিতে করিতে জনৈক ভিক্কুরের প্রবেশ)

বি বিট—আজ্ঞাখেমটা ।

ওঠা নাবা প্রেমের তুকানে ।

কি জানে প্রাণ বায় রে ভেসে, কোথায় নে বায়,
কে জানে ?

কোথাও বিবর বুঝ পাক,

চুম্বন ধরে হাঁপিয়ে ওঠে,

ছলিরা দেখে কাঁক;

কোথাও তরুতরে ধায়, ভাসিয়ে নে বায়,

টান পড়েছে কি জানে ॥

বিব। ডঃ! প্রাণের টানই বটে, বাবা!

ভিক্কুর। মশাই, কিছু দিন না।

বিব। যা যা—সেক্ করিসনি।—কি রে কি ?

গানটা কি “টেনে টেনে ?”

ভিক্কুর। আর মশাই—পেটে টান পড়েছে।

বিব। বলি—শোন শোন; আমার গানটা
লিখে দেত !

ভিক্কুর। না মশাই, পাঁচ বাড়ী সেখে বেড়াতে
হবে।

বিব। দাঁড়ানা ব্যাটা, তোকে ভিক্কা দোব
এখন।

ভিক্কুর। না ঠাকুর, তোমার ভিক্কার কাজ নি,
তোমার মিষ্টি মুখেই খুসী আছি।

বিব। না না, কিছু মনে ক'র না; গানটা
লিখে দাও; আমি একটা টাকা দোব এখন।

ভিক্কুর। সত্যি ? মাইরি ?

বিব। এই নাও, এই নাও । (টাকা দিতে
উদ্যত)

ভিক্কুর। অ্যা ? ফাঁড়ীদার খরিয়ে দেবে না
ত বাবা ?

বিব। না না, লিখে দাও।

ভিক্কুর। এ বাবা, আমার চোরাই গান
নয় বাবা, রীতিমত শাক্‌রিদি করে শেখা বাবা!

বিব। আচ্ছা; কি গান বল ?

ভিক্কুর। (হুস করিয়া) ওঠা নাবা প্রেমের
তুকানে—

বিব। নে নে, হুস রাখ, গানটা বল; এই
করলা দে আমি লিখচি।

ভিক্কুর। ওঠা নাবা প্রেমের তুকানে।

বিব। ইন্। শিরীতের বেকার দৌড়, ওঠ
বোস করাজে;—তার পর ?

ভিক্কুর। জানে প্রাণ বায় রে ভেসে; কোথায়
নে বায়, কে জানে ?

বিষ। আজ্ঞা, এ পিরীতের ব্যাপারটা কি বলতে পারিস্? কি বলিস্, আঁ?।

ভিক্ষুক। (স্বগত) এ শালা পাগল না কি?

বিষ। তুই বোলতে পারিনি? গলার গামছা দিয়ে টানে। আমি আর ভুল্‌চিনি, বল্‌ বল্‌।

ভিক্ষুক। কোথাও বিষম ঘুরণ পাক, চুবন খেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে, তনিয়া ডাখে ফাঁক।

বিষ। পাক ব'লে পাক? দে চড়কীর পাক! তার পর, তার পর?

ভিক্ষুক। কোথাও তরতরে ধার, ভাসিয়ে নে যার, টান পড়েছে কি টানে!—এই ত গান হ'ল; কৈ মশাই, দাও?

বিষ। দাঁড়া বাবা, আমি গানটা পড়ে নিই। শোন, হয়েছে কি? কি? ওঠ বোস ক'রে প্রেমের—

ভিক্ষুক। আজ্ঞে হ্যাঁ; দিন?

বিষ। গলার গামছা দে নে যার টেনে।

ভিক্ষুক। আজ্ঞে হ্যাঁ; দিন না?

বিষ। দে চড়কীর পাক;—উঁহঁ গানটা ঠিক হচ্ছে না।

ভিক্ষুক। আজ্ঞে ওই?

বিষ। হ্যাঁ রে, তুই কখন পিরীতের টানে পড়েছিস্?

ভিক্ষুক। আজ্ঞে, ও সব আমার নাই; আপনি যে শুনেছেন, হাতটান,—সে গেরোর করে হয়েছিল; সেই অবধি নেশাটা ভাঙটা কদাচ কখন করি, পেলুম, কল্পম—নৈলে নয়।

বিষ। আজ্ঞা, তুই একটা কাজ কতে পারবি?

ভিক্ষুক। আজ্ঞে, আমার দিন; আমি কাজ পারব না; আমি এমন ভিক্ষা ক'রে খাই।

বিষ। এই নে (টাকা দেওন)। শোন না, আরও টাকা পাবি—একটা কাজ কর না। (স্বগত) দাঁড়াও, এই বাটাকে দে সন্ধান নিই; বেটার মন একটু ধুক পুক কতেই হবে; ব'লে পাঠাই, “মনে করেছ সে আবার আসবে, সে দফার কচু।” (প্রকাশ্যে) শোন বলি;—ঐ বাড়ীতে যা; চিন্তামণি ব'লে একটা আছে; সে কি কচে দেখে আর; আর বলিস্, “বাহা, মনে করেছ সে আসবে; সে আর আসচে না।”

ভিক্ষুক। আজ্ঞে, কোন বাড়ী?

বিষ। ওই—ঐ বাড়ী। দেখতে এমন কি?

চিন্তে হুঁড়ীপানা; তবে আমার নব্বয়ে পড়েছিল, তাই। আর ঐ গানটা শুনিবে আসিস্।

ভিক্ষুক। কি বল্‌? বে মশাই আসচে?

বিষ। না না, বল্‌বি যে, শর্খা আর বাকেন না।

ভিক্ষুক। বুঝেছি, বুঝেছি! আমি জানি। যেমোল চক্রবর্তী আমার পাঠাত—রাগটাগ হ'লে পাঠাত।

বিষ। আমি ঐ বটগাছের তলায় ব'সে আছি; সব খবর খুঁটিয়ে আন্‌বি;—কি কচে, কে আছে, সব; খবরদার, গানটা লিখে দিস্‌নি।

ভিক্ষুক। হ্যাঁ, তা কি দিই? আমি এ কাজ জানি।

বিষ। ডাখ্‌ ডাখ্‌ ডাখ্‌—ওই যে মাগী আসচে ঐ মিলেটার সঙ্গে, ওইটে চিন্তামণির বাড়ী থাকে, দাসীর মতন। ওর কাছে আগে খবর নে; আমার কথা জিজ্ঞেস করে ত কিছু বলিস্‌নি। আমি ঐ বটতলায় আছি।

[প্রস্থান]

ভিক্ষুক। বাবা, কাজ কতে কি নারাজ! এমন মনের মতন কাজ হয় ত করি। (অন্তরালে অবস্থান)

(সাধক ও থাকর প্রবেশ)

সাধক। ডাখ থাক, প্রেমের কথা যদি কেউ অমুখাবন কতে পারে, সে কেবল তোমার আমি দেখছি। এ কি যে সে প্রেম? রাধাকৃষ্ণের প্রেম। থাক। আমি প্রেমের কি জানি বল; তবে এই জানি যে, মনের মানুষ পেলুম না।

সাধক। মনের মানুষ কি পাবে? ক'রে নিকে হবে। মানুষ সবই মনের মতন; বলেছে, “পুরুষ পরেশ।” তবে গোপন রাখা চাই। প্রেমের খেলা!—ডাখ, রাধিকা মামী; রুক—ভাগিনা; রাগলীলা তাই মত গোপন। তুমি যে বড় ব্যস্ত রয়েছ, নৈলে প্রেমের কথা আরও হুটো শোনাতুম। আমার মনের বড় সাধ, তোমার মনও পথ থেকে সংপথে নিয়ে আসি।

থাক। তা আসবেন একবার অল্পগ্রহ ক'রে বিকেল বেলা। আমিও শুনতে বড় ভালবাসি; তবে কি জান, পেটের আগা বড় আগা—ও মা, কৈ?

সাধক। কি কৈ?

থাক। এই বাড়ীওলা মেসোকে ডাকতে এসেছি। বাড়ীউলী মালীর সঙ্গে বগড়া করে মিলে এইখানে বসেছিল।

মাথক। আমি এখন আসি। সন্ধ্যার পর আসিব; বেন বড় গোল থাকে না; আমি তিনটা টোকা দিয়ে ডাকব। পল্লীটে বড় খারাপ; কেউ যদি জাখে।

থাক। তা আসবেন, তুলবেন না।

[সাধকের প্রস্থান।]

(ভিক্কুরের প্রবেশ)

ভিক্কুর। ও গো, তোমাদের বাড়ীতে আমি বাব।

থাক। তুই কে রে?

ভিক্কুর। কে রে এখন বলচিনি; চল, শীগ-গির শীগগির বাড়ী নিয়ে চল।

থাক। মর মুখপোড়া, তোর মুখে ছুড়ো জেলে মিই।

ভিক্কুর। তা নাও না, আমার চোদ পুরুষের মুখে লাগে না; কিন্তু আমি ভোলবার নর;—চল, এখন তোমার সঙ্গে যাই।

থাক। আ ম'ল; মড়া পাগল না কি?

ভিক্কুর। নাও নাও, সেসি হয়ে যাচ্ছে; আবার আমার খবর দিতে হবে; তিনি বার গাছতলার দাঁড়িয়ে আছেন।

থাক। কে কে? বল ত, বাড়ীওলা মেসো? কোথা গেল রে?

ভিক্কুর। ছ', এখানে ভাঙি। চল, আগে বাড়ী চল।

থাক। আ মর মিলে, জাকরা করিস না কি?

ভিক্কুর। জাকরা কেন? আমার কথা আছে; আমি তোমাদের বাড়ী গিয়ে বলব।

থাক। বল না, বল না; এইখানে একটা বাস-নের ছেলের সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে?

ভিক্কুর। দেখা হ'য়ে থাকে—হয়েছে; না হ'য়ে থাকে—না হয়েছে। বাড়ী চল, টেরটা পাবে। আমি কি বার তার কাছে বলি?

থাক। মিলে বুঝি খবর জানে।—(অদূরে চিন্তামণিকে দেখিয়া) এই মাথ, মালীর আর বাপু তর নাই, আশা ই আসছে। আমি কি আর খুঁজতে করব কভি?

ভিক্কুর। ওই ত চিন্তে চিন্তে গড়ন; এ

বেটাও মালী বলচে। পেটের কষ্ট শীগগির বাঁচ কভিনে, একটু দেখি।

(চিন্তামণির প্রবেশ)

থাক। বলি, ই্যা গা মালী, তোমার একটু তর সর না? বাড়ী থেকে করুকরিয়ে বেরিয়ে এসে। লোকে কি বলবে বল ত?

চিন্তা। আর বলুক গে, বাছা; আমার আর সর না। ডুবটা দিয়ে আসি।

থাক। বলি, কৈ? এখানে ত দেখতে পেলুম না। বাছা, পরের ছেলে, ছোটো মিষ্টি না বলে থাকবে কেন?

চিন্তা। আমি আর কি বলছি? তুই বাড়ী ছিলিনি; আমি খেতে বসেছিলুম, তাই দোর খুলতে দেরি। এই সমস্ত রাত গজগজানি।—ভাল ক'রে কথা কবে না। ঘুমতে দেবে না। ভোর বেলা দেখি ডাকছে, আমি আর সাড়া দিলাম না। এই টরটরিয়ে একেবারে সিঁড়িতে! আমার বাছা, রাগ হয়ে গ্যাল, জ্বাং তিনবার কিরে এল, আর কথা কৈলুম না।

ভিক্কুর। বলি, ই্যা গা, শোন শোন; ওই ঠাকুরটী যে এখানে বসেছিল?

থাক। কি তা?

ভিক্কুর। (চিন্তামণির প্রতি) শোন;—(থাকর প্রতি) তোমার না;—(চিন্তামণির প্রতি) তুমি শোন; মনে করছে বাছা, যে, সে আসবে, সে আর আসচে না।

চিন্তা। সে কোথা গেল?

ভিক্কুর। চল, আগে তোমার বাড়ী বাই; কি কচ্ছ দেখব; কি দে ভাত খাচ্ছ দেখব; কি বলচ শুনব; তবে বটতলার গে খবর দোব। সে গিয়েছে নদীপার চলে।

(বিষমঙ্গলের প্রবেশ ও বোপের মধো

গুড়ি মারিয়া অবস্থান)

চিন্তা। ও লো থাকি, জাখ, পেছনের ওই বোপের ভিতর এসে মড়া লুককে।

(অঙ্গভঙ্গ্য করিয়া ভিক্কুরের গীত)

সিন্ধু-মিশ্র—খেমটা।

বসেছিল বধু হৈসেলের কোণে।

যয়ে না কুটে, খাম্কা উঠে,

হামা নিয়ে গিয়ে সেখুল বনে।

সাঁকে লকালে, কেরে চলে চলে,

আহা। পগার পারে বধু বেত এগোনে।

বিষ । ‘কখনও’ দ্যাখ, বেটার মনে একটুও হুংখ নাই,—হাসিছে । (প্রকাশে) দ্যাখ, আমি এ পারে কাঠ কিন্তে এসেছিলুম; দেখা হ’ল ত একটা কথা ব’লে বাই; ‘বত হাসি, বত কারা, বলে গেছে রাসদারা ।’

চিন্তা । কেন রে মড়া, কাঠ কিন্তে কেন ?
তোর চিন্তা সাজাবি না কি ?

বিষ । দ্যাখ, একটা কথা বলি; মনে করবে-
ছিলুম যে, তুমি ভদর, তা নয়, তুমি ভারি ছোট
লোক ।

চিন্তা । আর তুমি খুব ভদর লোক;—আচ-
রণেই বোঝা গিয়েছে ।

থাক । দেখ বাড়ীওয়াল মেসো, তুমি যদি মালুম
হও ত ও ছোট লোক বেটার কথার উত্তর দিও
না । হ্যা দ্যাখ মাসী, মাসী হও আর যা হও, বাছা,
তোমার বড় আশুগা মুখ ।

বিষ । দ্যাখ থাক, আমি আর আসছিনি;
তবে মনের হুংখ একদিন তোমার কাছে গোটা
কতক ব’লে যাব । আমরা বাবা যত্নের পায়রা,
যেখানে বড় পাব, সেখানে যাব ।

চিন্তা । কেন, তোমার কি বলেছি ? থাক বাড়ী
ছিল না, আমি খেতে বসেছিলুম; তাইতে দোর
খুলতে দেরি হ’ল । তোমার আর সমস্ত রাস্তির
রাগ পড়লো না । তা, ভাই, যেখানে বড় পাবে,
যাবে বৈ কি । আমি কিন্তু তোমার বলেছিলুম;
গোড়ার কথা মনে ক’রে দেখ ।

থাক । দ্যাখ মেসো, আমি কিন্তু একটা কথা
বলি, তোমার বাপু আর ভাল দেখায় না; মেয়ে-
মালুমটা এখন রাস্তা পর্যন্ত এসেছে ।

চিন্তা । পোড়া কপাল ! আমি নাইতে এসেছি ।
তুই বলিস্ থাকি, আচরণ দেখলি ! সকাল থেকে
এখানে ব’সে আছে, আমি ভেবে মরি, কোথা
গেল, কোথা গেল, তা একবার দেখাটা
দিলে না ।

থাক । এটা মেসো তোমার অজ্ঞায় হয়েছে;
মেয়েমালুমটা ভেবে সারা হয়; বলে, “দশহাত
কাপড়ে মেরে নেংটো ।”

বিষ । দ্যাখ চিন্তামণি, মনে বড় হুংখ রৈল ।

চিন্তা । থাকে থাক; রাগ করিস্ নি, চল
বাড়ী চল ।

বিষ । না, আমার আজ বাপের শ্রাদ্ধ; বেলা
হয়ে গিয়েছে ।

চিন্তা । হ্যা হ্যা, তবে জার দেরি করিস্ নি,
যা । বলে যা, রাগ নেই ?

বিষ । না, রাগ কিসের ?

চিন্তা । দ্যাখ বেলা হ’ল, বল রাগ নেই, নৈলে
ছেড়ে দোব না ।

বিষ । না ।

চিন্তা । তা চল, আমিও নাইতে বাই, তুইও
পারে যা । সন্ধ্যাবেলা আসবি ত ? না, আজ আবার
বুঝি নদী পেরুতে নেই ?

বিষ । না, আজ আর আসছি নি, নদী পেরুতে
নেই ত আসব কেমন ক’রে ?

চিন্তা । তা না আসিস্, কাল সকালবেলা এক-
বার আসিস্; মাথা খাস্ ।

বিষ । সকালে কি আসা হয় ?

চিন্তা । দেখছিল লা থাকি, তোর ভুললোক !
আজ যাবেন, সমস্ত রাস্তির দেখা পাব না, কাল
সকালে আসতে বলচি; বলে, সকালে কি আসা
হয় ?—আর ও’র শরীরে রাগ নেই ! রাগ নেই বটে
আমাদের শরীরে; এখন বা হয় ব’লে কেমন ।

বিষ । সকালে কি ক’রে আসি ? এ কি রাগের
কথা ? কাজ-কর্ম নেই ?

চিন্তা । দ্যাখ, মাথা খাস্, সকালে আসিস্ ।

বিষ । তা দেখি ।

চিন্তা । দেখি নয়; ছপূর বেলায় তা নৈলে
তোর বাড়ীতে গে হাজির হ’ব ।

বিষ । ঠিক কি ক’রে বলব ?

ভিক্ষুক । হ্যা ঠাকুর, আমার যে কি দেবে
বলেছিলে ।

বিষ । যা যা !—

[বিষমঙ্গল ও পঞ্চ ভিক্ষুকের প্রস্থান ।

থাক । বুঝি এখনও রাগ পড়েনি । বাড়ী নে
গেলে না কেন ?

চিন্তা । না; করুক গে—বাপের শ্রাদ্ধ করুক
গে । বাড়ী নিয়ে গেলে কি আর বেত ? আর
বাছা, একটা রাত জুড়ুই । বেন করেনথানা ! কাছ
থেকে নড়তে দেবে না; সমস্ত রাতটে ত্যান্ ত্যান্ !
—মাথা-মুণ্ড নেই;—খালি, “ভালবাসি, ভালবাসি,
ভালবাসি !” আরে ছাই, ভালবাসিস্ ত আমার কি
মাথা কিনেছিস্ ? ভই জাখ, আবার আসচে !

(বিষমঙ্গলের পুনঃ প্রবেশ)

বিষ । দ্যাখ, আজ রাস্তিরে আমি আর আসতে

পারব না; আমার কাপড় ক'খানা শুষ্কিয়ে রেখো।

চিন্তা। তুলি, তুলি! আমি কি কাপড় মাঠে কেলে রাখি?

বিব। তাই বলছি। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন) আর, ঐ টিমে পাখীটাকে ছুটি ছোলা দিও। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন) আর, এক দিকে একটু জল।

চিন্তা। না, দেব না, বাড়টা মুচড়ে মেরে রাখব।

বিব। তা তুমি পার; তাই বলছি। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন) আর যদি শীস্ দেয় ত দিতে বল।

চিন্তা। বলি, যাও না; কখন শ্রদ্ধ করবে? কখন খাওয়া দাওয়া করবে? বেলা কি আর হয় না?

বিব। যাচ্ছি। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন) আর ঐ মেড়াটাকে ছুটি দানা দিও। (প্রস্থান করিতে করিতে প্রত্যাবর্তন) আর শিং যবে ত বাগন ক'র না। আমি চলুম।

চিন্তা। দাঁড়াও না; আমিও নদীতে যাব। কাল সকালে আসবে ত?

বিব। দেখি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

(ভিক্কু ও সাধকের প্রবেশ)

ভিক্কু। বলি, মশাই ত গোয়েন্দা নন?

সাধক। শিব, শিব, শিব! আমার পরিচয় তোমায় দিচ্ছি—শোন। আমি নবাব সরকারে চাকরী কন্তেম, আমার নাম রামকুমার সান্নালা। কলির লোক জানি ত? যে ধর্ম-ভীত হয়, তারই বিপদ। আমার নামে তহবিল তছরপের দাবী এল, এতেই সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মে; কাশীধামে গমন কন্তেম, তথার ভাগ্যক্রমে আমার গুরুদর্শন পেলেম—একজন সিদ্ধ ব্যক্তি, তিনি বার বৎসর পুণ্ড্রের মতন আমার উপদেশ দেন।

ভিক্কু। ইয়া গা, তা তবিল ভেঙেছিলে, ক'ড়িদার ধরে না?

সাধক। শিব, শিব, শিব। আমি তহবিল ভাঙব কেন? দুর্ভাগ্যের। এইটে রটিয়েছিল।

ভিক্কু। বলি—যা হ'ক, ক'ড়িদার কিছু বলে নি?

সাধক। বতো ধর্মন্ততো জন্মঃ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় ব্যাঘাত হয় নি।

ভিক্কু। তোমার ভারি কপাল। আমি পাই-থানায় লুকিয়ে ছিলুম, আমার টেনে বার করে।

সাধক। তার পর শোন!—এই যোগশাস্ত্র, ধর্ম-শাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, এই সকল গুরুদেব কৃপায় শিক্ষা কন্তুম। এখন জগতের হিত যাতে হয়, তাই কন্তে হবে, তাই ভাবছি—তোমায় আমি চেলা করবো। তুমিও দেখছি একজন ত্যাগী পুরুষ, তাই তোমার পরিচয় চাচ্ছি।

ভিক্কু। না, তুমি গোয়েন্দা নও। কি জান, সকলের বরাং সমান নয়!—আমার ছেলে-বেলায় নেশাটা ভাঙটা কন্তে শিখে একটু হাতটান হ'য়ে পড়ল, একটা বাধা হ'ক। সরিয়ে পঁচিশ কোড়া খাই, আর বানি টানি একমাস। আমিও কাশী গিয়েছিলুম। তোমার মতন একটা মোহন্তও পেয়ে-ছিলুম। তার জটার ভেতর একখানা সোণার বাট ছিল; যেদিন জটা ব'সে ট'সে দিতে বলত, সেদিন বার ক'রে রাখত। গাঁজা-টাঙা চলত মন্দ নয়, কিন্তু লোভ সংবরণ হ'ল না—বাটখানা নিয়ে স'লুম।

সাধক। আহা!—তুমিই আমার চেলা হবার যোগ্য।

ভিক্কু। তা কাজ তোমার মা-বাপের আশীর্বাদে সকল জানি। কিন্তু একটা পোঁচ আছে—আমার নামে একখানা পরওয়ানা আছে, শান্তিপুর থেকে একটা সোণার বাটী সরাই।

সাধক। তার উপায় হবে, তোমার জটা ক'রে দিব, গেরুয়া প'রে থাকবে, ছাই মেখে থাকবে।

ভিক্কু। বলি, সে সব ত ছিল, পরওয়ানার দারে জটা কেটে ফেলেছি।

সাধক। দেখ, আমার কাছে থাকায় তোমার কোন শঙ্কা নাই, আমি অন্তর্দীন-বিদ্যায় তোমায় লুকিয়ে রেখে দিব।

ভিক্কু। বলছি যে তোমার কপাল ভাল। ক'ড়িদারের চোখ বড় লাক, জান না, কেলে হাঁড়ী মাথায় দিলে জলে লুকিয়ে থাকলে ধরে।

সাধক । এখানে থাকলে বড় সে সব ভয় নাই ।

ভিক্ষুক । আচ্ছা, এ ঘন এক রকম মন্ড নর, চলে ভাল । বলি, তুমি কথা কইবে ত ? না কইবে না ?

সাধক । বোগ্য লোকের সঙ্গে কইব ।

ভিক্ষুক । ধুনী জালাবে ?

সাধক । কখন কখন ।

ভিক্ষুক । তোমার ভৈরবী থাকবে ?

সাধক । খুব গোপনে ।

ভিক্ষুক । লোককে কি বলবে যে, “টাকা-কড়ি নাও না, যে যা শ্রদ্ধা ক’রে দিলে”—কি বল ?

সাধক । সামনে একটা হোমকুণ্ড থাকবে, যার যা ইচ্ছা হবে, তারই ভিতর দিয়ে যাবে ।

ভিক্ষুক । হুঁ, বুকেছি । এখন কোথায় আস্তানা করবে ?

সাধক । একটা শিবের মন্দির-টমির দেহধ নেওয়া যাবে ।

ভিক্ষুক । এখন কি রকম বথরা বল ?

সাধক । দেখ, আমার বাড়ীতে খেতে পরতে স্ত্রী, একটা ছেলে, আর মা-ঠাকুরাণ । তা গোটা পনের টাকা মাসে পাঠালেই হবে । বাকী আমাদের খোরপোষ বাদে—দশ আনা ছ’ আনা ।

ভিক্ষুক । কি, দশ আনা তোমার, ছ’ আনা আমার ?

সাধক । হুঁ ।

ভিক্ষুক । তুমি সাধুগিরী জান না । বাড়ীফাড়ী বুঝিনি, চেলার সঙ্গে আধা আধি বথরা ।

সাধক । দেখ, ওতে আটকাবে না । তোমার আমি শিষ্য করবো, গুরুসেবার জন্ত যা দিতে হয়, দিও ।

ভিক্ষুক । এ কথা ভাল ।

সাধক । আজ রাত্তিরে একটু কাজ ছিল ।

ভিক্ষুক । আমারও বিশেষ কাজ আছে ।

সাধক । একটা স্ত্রীলোকের বাড়ীতে যাবার কথা ছিল ।

ভিক্ষুক । আমারও যাবার কথা আছে ।

সাধক । কি নদীপার ?

ভিক্ষুক । নদীপার ।

সাধক । আজ কাজ সারতে পার ভাল, না হ’লে কাল থেকে চেলা হবে ।

(গান করিতে করিতে পাগলিনীর প্রবেশ)

কাকিমিশ্র—একতাল ।

ও মা, কেমন মা কে জানে !

মা ব’লে মা ডাক্‌চি কত,

বাজে না মা তোর প্রাণে ?

মা ব’লে ত ডাকব না আর,

লাগে কি না দেখে তোমার,

‘বাবা ব’লে ডাকব এবার, প্রাণ যদি না মানে ।

পাষাণী পাষণের মেয়ে,

দেখে নাক একবার চেরে,

পেয়ী নিয়ে ঘেরে ঘেরে বেড়ায় সে শ্মশানে ॥

সাধক । আহা, আহা ! বেড়ে গার ।

ভিক্ষুক । (পাগলিনীর প্রতি) হ্যাঁ গা, তুমি কে গা ?

পাগ । আমি বাছা, পাগলদের মেয়ে ।

ভিক্ষুক । হ্যাঁ গা, তোমার বে’ হয়েছে ?

পাগ । হুঁ, পাগলদের বাড়ী ।

গৌরী—একতাল ।

আমার পাগল বাবা, পাগলী আমার মা ।

আমি তাদের পাগলী মেয়ে, আমার মায়ের নাম শ্রামা ।

বাবা বব বম্ বলে, মদ খেয়ে মা গারে পড়ে

ঢলে,

শ্রামার এলোকেশ দোলে ;

রাঙ্গা পায়ে ভ্রমর গাজে, ঐ নুপুর বাজে

শোন না ॥

[প্রস্থান ।

সাধক । দেখ দেখ, এ পাগলীটাকে হাত কর, ও বেড়ে গার ।

ভিক্ষুক । ব্যবসারী শীগগির জন্মবে ।

সাধক । তোমার ভৈরবী কত পার ত ভাল ।

ভিক্ষুক । বটে, ওকে পেলে ত আমিও একটা দল করি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাক্ষর।

—

বিষমঙ্গলের বাটার কক্ষ—সমুখে প্রাকের
আয়োজন।

বিষমঙ্গল ও পুরোহিত আসীন।

বিষ। এই ত বাপের গিতি দিলুম, এই নাও
সন্ধ্যা হ'ল—তোমার যে মন্ত্র পড়বার ধুম।

পুরো। তুই বেলা ক'রেই ত সর্বনাশটা করি।
এমনি হুটী যজ্ঞমান হ'লেই আর আমাদের ক্রিয়া-
কর্ম চলবে! ব্রাহ্মণের উপবাস রয়েছে।

বিষ। আর আমি বৃষ্টি মাগুর মাছের কোল
আর ভাত খেয়েছি?

পুরো। দেখ, অমন করিস্ ত লোকে তোকে
জাত:পাত করবে।

বিষ। বাও বাও, এখন তোমার কাজে বাও।
ওরে ভোলা!

(ভোলায় প্রবেশ)

এই পুরুষ ঠাকুরের বাড়ী এইগুলো দিয়ে আর,
আর মধুর ঠাকুরকে এই দিকে আসতে বল।

ভোলা। আজ্ঞে, এখন মধুর ঠাকুর পরিবেশন
করবেন, ব্রাহ্মণদের পাত হয়েছে।

বিষ। সে থাক্, আগে আমার পাঁচ চাঙারী
খাবার এইখানে রেখে থাক্। বাও না ঠাকুর,
শালগ্রাম নিয়ে বাও না।

পুরো। বলি, তোর আক্কেলটা গুন্টি।
রাখেক্ষণ!

[প্রস্থান।

বিষ। দেখ ভোলা, তুই দাঁড়িয়ে থেকে ভাল
ভাল সামগ্রী সব তুলে আনিবি—পাঁচ খানা
চাঙারী।

[ভোলায় প্রস্থান।

ধরনা, চিত্তামণি, থাক—হুই, থাকর মাসী আছে
তুনিচি, এই ধর—তিনি চিত্তামণির আর একখানা
ধর—চার, ও তিনি খানাই ধর—পাঁচ। আমি
এখন আর খাব না, দেরি প'ড়ে যাবে, চিত্তামণির
সঙ্গে একসঙ্গে খাব। (আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত
করিয়া) ইস, এই সারলে! পশ্চিমে মেঘখানা বড়
উঠেছে—উঃ, বেজার বড়!

(ভোলায় পুনঃ প্রবেশ)

ভোলা। ও গো, বায়ুনদের পাতা উড়ে গেল।
বিষ। ও! থাক তুই পাঁচ চেঙেরা খাবার
এনে এইখানে রাখ না; একটা লোক সঙ্গে ক'রে
খেয়াবাটে নিয়ে আসিস্। আমি নৌকা মেথ'তে
চলুম। আমি পাইখানা খাবার নাম ক'রে বেরিয়ে
পড়ি, কেউ যদি খোঁজে, তবে বলিস্—আমার বড়
জর। (অদূরে দাঁড়ানকে দেখিয়া) আ ম'ল!
আবার দাঁড়ান ব্যাটা এল।

(দাঁড়ানের প্রবেশ)

দাঁও। (আপন মনে) ঘরের ভিতর সব পাত
ক'রে দিই, মুঘলের ধারে বৃষ্টি এসেছে। (সহসা
ভোলাকে দেখিয়া) ভোলা এখানে দাঁড়িয়ে
কেন রে?

বিষ। কাজ আছে, তুমি পাত কর গে বাও।
দাঁও। মশাই, ব্রাহ্মণভোজন পণ্ড হয়।

বিষ। হ'ক্। পরন্তু আমার একল' টাকা চাই,
যেখান থেকে পাও, ঠিক রাখতে চাও, বুঝেচ?

দাঁও। আর টাকা চাইলে বাড়ী বাঁধা তির
উপায় নাই।

বিষ। তা যেমন ক'রে হয়।

দাঁও। দাঁড়ান মশাই, আমি এখন পাত
করি গে।

বিষ। দেখ, টাকা চাই, না পেলে টের পাবে।

দাঁও। বে আজ্ঞে। (স্বগত) চাকরী আর
বেশী দিন কত হব না।

[প্রস্থান।

বিষ। উঃ! বেজার বৃষ্টি! কিন্তু এ সময় না
বেকুলে নৌকা ঠিক কত পানব না। বা ভাড়া
লাগে, পার হ'তেই হবে।

[প্রস্থান।

ভোলা। এই যে সিন্দকের ঢাবি তুলে গিয়েছে!
মাইনে বত পাব, তা ত ব্র'তে পেরেছি, আজ বা
পাই, তাই নিয়ে সটকাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ পর্ভাক।

নদাতীরস্থ—ঋশান।

বোপের পার্বে চিতা আগাইয়া পাগলিনী উপনিষ্ট।

(বিষমকলের প্রবেশ)

বিষ। দেখি, আর হুঁ কোণ পরে আর একটা খেরবাট আছে।—একখানা কি ছেলেডিকিও বাঁধা থাকতে নেই? একখানা তেলা টেলা, কাঠ টাট কত কি বে নদীর ধারে থাকে—তা কি একটা নেই? উঃ! মৃগলের ধারে বৃষ্টি! রাগ ক'রে এসেছি, ব'লে এসেছি হাস্বে না, চিত্তমণি হয় ত নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ভিজছে। আহা! প্রাণেশ্বরী, আমরা হ'জনে বেন চক্রবাক চক্রবাকী; মাঝে এই প্রবল নদী। এ কোণটার পাশে আলোটা কি? এ ঋশানে চিতের আলো; এ বৃষ্টিতে চিতের আভ্রন নেবে না!—কালধরুপ নদী কারও কথা শোনে না, চলেছে। আমার যে প্রাণ যায়! উঃ! কি ভয়ঙ্কর ভুকান, কি ভয়ঙ্কর গর্জন,—বেন পিশাচ বৃদ্ধ ফড়ে! প্রাণ, তোরে আমি তুচ্ছ করতুম; কিন্তু যে চিত্তামণিকে দেখতে পাব না। উঃ! কি করি? তারও প্রাণ এখনি হচ্ছে, জীলোক—কি করবে? নৈলে, নদী পার হ'রে এসে, আমার গলা ধরে কেঁদে আমার তিরস্কার ক'ত! চিত্তামণি আমার, আমি চিত্তামণির; আমার প্রাণ নয়, চিত্তামণির প্রাণ;—সে যে আমার ভালবাসে। কি করি? কেমন ক'রে পার হই? এ হ্রস্ত ভরঙ্গ! ঋশান থেকে একখানা মোটা কাঠ এনে দেখি। (কিকিৎ অগ্রসর হইয়া পাগলিনীকে দেখিয়া) এ কি! পেছা না কি? পেছা বৈ কি; ঐ যে মড়ার মাথা পুড়িয়ে থাকে। ওরা মনে কল্পে পার ক'রে দিতে পারে, বলি, এয়েও প্রাণ গেছে, এয়েও প্রাণ গেছে। (পাগলিনীর প্রাতি) ও গো, তোমার আমি বোধশোণগারে পূজা দেবো, তুমি যদি আমার পার ক'রে যাও। মা, কৃপা ক'রে কথা কও, চিত্তামণির জন্তে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'রেছে।

পাগ।—(বেশে দণ্ডায়মান হইয়া)

কই গাই, কই চিত্তামণি?

বল, কোথা গেল?

কবরের বগিহারী আমি পাগলিনী।

বেধ দেখ-এসেছি কপালে;—

সে ত নাই লো এখানে।

পর্কত-গুহার নিবিড় ক ননে,

তারই অবেশনে কেঁদে গেছে কত দিন।

কতু তব নাশি-গায়—

এ প্রাণের আলো না জুড়ায়;

শুভে শুভে কিার, বৃকে বজ্র ধরি,—

সে কোথায় দেখা ত হ'ল না।

কবরের চাঁদ, দেখি মাজে মাথ,

তাতে বাদ কেবা সাথে?

কই—কই চিত্তামণি?

বিষ। (বগত) এ কে? চিত্তামণিকে ডাকতে কেন? এত পেছা নয়। পাগল বোধ হ'চ্ছে।

(প্রকান্তে) ই্যাগা, চিত্তামণি তোমার কে?

পাগ। সে আমার গো, সে আমার, নাম ধ'রে ডাকি নি, ছি! লজ্জা করে।

বিষ। চিত্তামণি ত মেয়েমাছুবের নাম?

পাগ। চিত্তামণি—কতু এলোকেশী

উল্লিনী ধনী,

বরাভরকা, ভক্তমনোহরা,

শবোপরে, নাচে বামা।

কতু ধরে বাণী,

ব্রজবাসী বিভোর, সে তানে।

কতু রজত-ভূধর—

দিগধর, জটাজুট শিরে,

নৃত্য করে বব বম্ব বলি গালে।

কতু রাসরসময়ী প্রেমের প্রতিমা,

সে রূপের দিতে নারি সীমা;

প্রোমে চলে, বনমালা গলে,

কাঁদে বামা—

“কোথা বনমালা” ব'লে।

একা সাজে পুরুষ প্রকৃতি;

বিপরীত রচিত,

কেহ শব, কেহ বা চকলা।

কতু একাকার,

নাহি আর কালের গমন;

নাহি হিল্লোল কল্লোল,

স্থির—স্থির সমুদর;

নাহি—নাহি “সুহাইল” বাক;—

বর্তমান বিরাজিত।

বিষ। আমার চিত্তামণি! আমি এতদিনেও তার রূপের সীমা পেলাম না। আহা, সে রূপ

দেখতে দেখতে বাক্ কুরিয়ে যায়ই বটে! কি কসবো? কেমন ক'রে বাব? চিন্তামণি! চিন্তামণি! বুঝি এই নদীকূলেই প্রাণ বাবে।

পাগ। প্রাণ ত বাবার নয়, প্রাণ বাবে না। জলে বাঁপ দে দেখেছি—জল শুকিয়ে যায়! আশুনে বাঁপ দে দেখেছি—আশুন নিবে যায়! হায়! সে মনচোরা কোথায়? চল সখি, হু'জনে হু'দিকে বাই, তারে খুঁজি। মা—মা! কোথায় ভূমি? শশানভূমি আলো ক'রে এস মা!

বিব। নিবিড় অন্ধকার, নিক্ নিগর করা ঢুক! সত্য কি প্রাণ বাবার নয়? ওহো! যদি প্রাণ যায়, চিন্তামণিকে আর দেখতে পাব না। মেঘগর্জন! তোমার ভয় করি না; ওরফ! তোমার ও কল-কল নাড়ে ভয় করি না; দেহ! তোরও মমতা রাখি না; কিন্তু চিন্তামণিকে যে আর দেখতে পাব না, ওই ভয়। নৈলে ভূমি নদী নও, গোখুর জল; আমি সমুদ্রে বাঁপ দিতে প্রস্তুত।—চিন্তামণি! চিন্তামণি!

পাগলিনী।— (গীত)

কানেড়াশিশু—একতাল।

সাধে কি গো শশানবাসিনী।

পাগলে করেছে পাগল, তাই ত ঘরে থাকিনি ॥
সে কোথা একলা ব'সে, নয়নজলে বয়ান ভাসে,
আমাহারা দিশেহারা, ডাকছে কত না জানি ॥

ওই যেন সে পাগল আমার,
দেখছি যেন মুখখানি তার,
যোর যামিনী, একলা আছে প্রাণের চিন্তামণি ॥

[প্রস্থান।]

বিব। বাব, চিন্তামণিকে দেখব। চিন্তামণি!
চিন্তামণি! (জলে রম্পপ্রদান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

চিন্তামণির বাটা—থাকর ঘরের দাওয়া।

(সাধক ও ভিক্ষুক উপবিষ্ট)

সাধক। বলি, তোমার এ বাড়ীতে কাজ
ছিল কি?

ভিক্ষুক। আমার কি আর কাজ থাকতে নেই? যখন কথা দিয়েছি, তোমার কাজে গাফিলি পাবে না।

সাধক। বলি, তবু কি শুনি?

ভিক্ষুক। ঠিকো কাজ ঐ যে বাড়ীর গিন্নী
আছেন, তাঁর দায়বটী আমার বলেন, “বতকণ
না আমি আসি, তুই নজর রাখবি, কে আসে যায়,
দোরগোড়ার ছিলুম; বড়-খাপটার ঘরে এসে
চুকচি। মাগীরে পরকে ঠকায় বটে, আপনারাও
ঠকে;—বলুম বাবা, “বিদেশী অতিথ” তাই চি’ড়ে
মুড়কি দৈ—ফলার করালে। কিন্তু, শেষটা চিনে
ফেল্ল, “সেই পোড়ারমুখো রে,—সেই
পোড়ারমুখো, ওই পোড়ারমুখো পাঠিয়ে দিয়েচে।”
বাঁটা বাড়ছিল, বড় ঝড়-বৃষ্টি দেখে “মা, মা”
শব্দ ক’রে কেঁদে ফেল্লুম, এই দাওয়ায় এক কোণ
দিয়েছে। বাবা, তুমি ত দেখছি সারা রাতটা মশা
তাড়ালে; ব্যাপারখানা কি?

সাধক। তুমি এককণ ছিলে জানলে আমি হুটো
কথা শেখাতুম।

ভিক্ষুক। আর কথা শিখিরে কাজ নেই, এই
বাদলার দিন—ওইখানে একটু মুড়ি দে ঘুমাও।
চেলাগিরি ত? ও আমি খুব জানি।

সাধক। আরে, না না, থাক এলে ব’ল যে
আমি খুব সাধু।

ভিক্ষুক। বলি, থাকর সঙ্গে ব্যাপারখানা কি
বল দেখি? তোমার ভৈরবী পাকারি? দাখ, হেথা
কুরের ধার, শুকগিরি চেলাগিরি চলবে না।
তোমার আসতে বলেছিল, তা আমি শুনেছি; সেই,
যখন সেই কৃষ্ণপ্রেম ভজাছিলে। তোমার আগে
একটু না চিনলে আমার রীতের কথা খুলতুম না।

সাধক। কেন, তুমি আমার চেলা ব’লে পরি-
চয় দেবে, তা দোষ কি?

ভিক্ষুক। দাখ, তুমি খুব সেজেছ গুজেছ বটে,
কিন্তু তুমি চার আনা বখরারও খুগ্গি নও। বলি,
আজকে নেই? সকাল বেলা শুক শিষ্যে দেখা
নাই; আর রাততপুরে “গুরবে নমঃ”।

সাধক। তবে তুমি একটু স’রে বাও, আমি
থাকর সঙ্গে নিরিবিগি হুটো কথা ক’ব।

ভিক্ষুক। তোর বেলা করো এখন। তোর না
হ’লে ত আর তার দেখা পাচ্ছ না, সে এখন ছাপর-
খাটে ভরেছে; কহাঙ্কির ঠক্কানিতে কি আর সে
উঠবে? টাকার শব্দ কত পাক্ত সে কথা ছিল।

খাবলটা জমিয়ে কিছু হাত কর, তার পর এসো ।

—দ্যাখ, তোমার ভৈরবীর কণ্ঠে সে পাগলীটাকে জোটাবার চেষ্টায় গিরেছিলুম, ভর হলো, বাবা ! বেটা স্থান বাগে চ'লে গেল ।

সাধক । আমার ভৈরবী কেন ? আমি তোমার ভৈরবীর জন্যে বলেছিলুম ।

ভিক্ষুক । ও হরি ! আমি তা বুঝতে পারিনি । তুমি আমার সোখীন, সে ভৈরবী মনে খেচে না, তাই থাকমণির কাছে এসেছে ! দ্যাখ, আমরা এক অ'চড়ে মানুষ চিনি, (অদূরে থাকর পদশব্দ শুনিয়া) থাকমণি কি ভৈরবী ? ও ভৈরব ! দেখ না ব্রহ্মপুত্রের মতন চ'লে আসছে ! (মুড়ী দিয়া শয়ন)

(থাকর প্রবেশ)

থাক । (স্বগত) ছ' গোড়ারমুখো দাওয়ার ব'সে আছে, তাগা ভেঙে তু সঁদোরনি ? কে জানে, চোর কি নয় । (প্রকাশ্যে) বলি, মশাই আছেন কি ?

সাধক । (হর করিয়া) হ'—আহি ।

থাক । (স্বগত) আমার আল্লাদে গোপাল ! বিবি বাজের ডাকে মুচ্ছা বান (প্রকাশ্যে) তার আল মানুষ আসে নি ব'লে আটকে রেখেছিল, আমি কতক্ষণে আসি, কতক্ষণে আসি, মনে কতে কতে ঘুমিয়ে গেছি । বড় ক্লেশ হ'য়েছে, তামাক-টামাক পাওনি, আর সন্ধ্যা থেকে ব'সে আছি, তা কি করব বল ? আমার ত আর হাত নয় । এই আমি প্রদীপ জালি, তাক সেজে দি, তার পর, পিড়ে পেতে দাওয়াতে ব'সে তোমার কথা শুনি । (ভিতরে গমন)

ভিক্ষুক । বিশ্বাস দেখেছ ? ঘর ঢোকাবে না । দ্যাখ, তুমি আমার আর সাক্ষী টাক্ষী মেনো না, তা হ'লে ছন্দনেরই গলা ধাক্কা !

থাক । (বাহিরে আসিয়া) আ মুখে আগুন ! তামাক ছ'ছিলুম এনে রাখব, তা ভুলে গেছি ।

সাধক । তা থাক, তামাক থাক, তুমি ব'স । দ্যাখ, আমি সেতুবন্ধ রামেশ্বর, হরিবার—সমস্ত বেড়িয়ে এসেছি ; কিন্তু কোথাও মনের মতন মানুষ পেলুম না ।

থাক । বা বলেন, ওইটা পাওরা মুন্সিল । এই, প্রায় একশ বছর বয়স হ'ল ;—ও কুড়িও বার না, একশও তার নাম, কুড়ি এখনও পোরে নি ;

এই চোৎ মাসে উনিশে পড়েছি,—তা কৈ, মনের মানুষ ত কোথাও খুঁজে পেলুম না ।

সাধক । কিন্তু তুমি আমার মনের মতন ।

থাক । আন্তে কথা কও, এক মড়া ভিকিরী দাওয়ায় শুয়ে আছে । তা দেখুন, আমি আপনায় মন যোগাতে পারব কি ?

সাধক । আমার বড় সাধ, তোমার রাখা-প্রেম শেখাই ।

থাক । আমার যা শেখাবেন, আমি আর ভুলব না ।

সাধক । তবে মন দে শোন । বলি, তবুতে ত হবে—এ ভব-সমুদ্র তবুতে ত হবে ?

থাক । তা বটে ত ।

সাধক । তাই তোমার বলি, বেশারুতি ছেড়ে দাও ; পাঁচজনের মুখ আর চেও না ।

থাক । আমি তেমন মানুষ নই, যদি আপনায় সঙ্গে আলাপ হয় ত আপনি বুঝতে পারবেন । আমি হরিনাম না ক'রে জল খাই নি, আর যে মানুষ অমুগ্রহ ক'রে আমার কাছে আসেন, তাঁকে আমি স্বামীর মত দেখি ; আর পর-পুরুষের মুখ দেখি না । আমি একাদিক্রমে বাইশ বছর একজনের কাছে ছিলাম ।

সাধক । দেখ, তুমি আমার ভাব বুঝতে পারচ না । রাখাখরিখ কথা নয়, এ প্রেমের কথা ।

থাক । তা ত বটেই, তা ত বটেই, হাজার হ'ক, আমি মেরেমানুষ । ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পারব ।

সাধক । দ্যাখ, এক কথায় বলি,—আমি তোমায় দেখব যেন রাখা । আর, তুমি আমার দেখবে যেন কৃষ্ণ । তার পর, যা খুসী তা কর, আর পাপ নেহ । কেমন, রাখা হ'তে পারবে ?

থাক । আপনি আমার ভাগ ক'রে বলুন, আমি ভাল বুঝতে পাচ্চিনি ।

সাধক । রাখ, তুমি আমার রাসরসময়ী রাখা হও । তুমি মান করবে, আমি পায়ে ধরে ভাঙব, আমি বাঁশী বাজাব—তুমি “কৃষ্ণ কৈ কৃষ্ণ কৈ” বলে অধৈর্য্য হবে ।

থাক । তা আমি সব পারব । আপনি যদি আমার ভার নেন—ত, আমার একটা পেট ; আর একথানা কাপড় ; বিছানা মাত্র ক'রে দাও, তুমিই বসবে, গয়নাগাটি তোমার মন হয়, দিও, না হয় না দিও ।

সাধক। দেখ, আমি ব্রজচারী, আমার কিছু সঙ্গতি নেই, তবে, ছোট্ট একটা বিস্তা জানি—এই হরিভালভক, তাঁবাকে সোণা করা—তোমার শিখিয়ে দোব।

থাক। অ্যা! তাঁবাকে সোণা ক'ত্তে জানেন ?
সাধক। গুরুর রূপায় কতক জানি।

থাক। তবে আপনি আমার মতন দশটাকে প্রতিপালন ক'ত্তে পারেন। (স্বগত) এ কি দমবাজী ক'ত্তে এয়েছে না কি ?

সাধক। আমি বিন্যাই শিখেছি, করবার যো নেই—গুরুর নিবেদ আছে। তবে শিখিয়ে দিতে পারি, তুমি যদি আমার রাখা হও—আর এক বৎসর মন জুগিয়ে চল, তবে তোমার বিনা দোব।

থাক। (স্বগত) মিলে দমবাজ, তাড়াই, নৈলে ঘুমুনে হবে না! (প্রকাশ্যে) তা, দেখুন, আপনি আস্তানার বান; আমি একটু গড়াই গে। (ভিক্ক-কের প্রতি) বলি, ও পোড়ারমুখো, তুইও ওঠ, আমি ঘুমুই গে। (সাধকের প্রতি) আপনি উঠুন, আর দেবী করবেন না।

(প্রাচীর হইতে বিবমঙ্গলের পতন)

ও মা গো, বাবা গো, মাসী গো, দেখলে গো, ডাকাত গো, এরা সব কেটে ফেরে গো!

নেপথ্যে। কি রে থাকি ? কি রে থাকি ?

থাক। ওগো মাসী গো, আলো নে লীগির এসো গো; পড়ে কে গোঁ গোঁ কচ্ছে গো!

(আলো লইয়া চিত্তামণির প্রবেশ)

চিত্তা। কি রে ? কি রে ?

থাক। (বিবমঙ্গলকে দেখিয়া) ও মা, এ বে মেসো গো!

চিত্তা। অ্যা! অ্যা! পোড়ারমুখো এখন জালাতে এসেছে ? গোঁ গোঁ ক'চ্ছে কেন ? ও মুখপোড়া, গোঁ গোঁ কচ্ছিস কেন ?

থাক। ও গো, এই পাঁচাল থেকে লাফিয়ে পড়েছে—কৈমন বেকারদার পড়েছে।

চিত্তা। অ্যা! মিলে গাড়ে দড়ী দেবার যোগাড় ক'রেচে—ও মা, এমন জলনেও পড়লুম।

বিষ। চিত্তামণি, একটু জল দাও।

থাক। ও গো, আছে গো আছে।

চিত্তা। থাকবে না ত জালাবে কে ?

থাক। ও গো, তোমরা একবার এখানে এস না গো, ধরখরি ক'রে ঘরে নে বাই।

বিষ। না, আমার কানকে ধন্তে হবে না; চিত্তামণি, তোমার গলা ধ'রে আমি ঘরে বাই।

চিত্তা। নে থাকি, হাত ধর; জোয়া নাও—ওঠো।

থাক। মেসো, তোমার কি আভেল গা ?

চিত্তা। থাকি, তুই যেমন খুকী, কথার তাব বুঝিস্নি। সন্ধ্যাবেলা তিকিরি মড়াকে পাঠিয়েছিল; রাত দুপুরে দেখতে এয়েচে, মাহুব নে আছি, কি একলা আছি।

বিষ। চিত্তামণি, তোমার দেখতে এয়েচি চিত্তামণি!

চিত্তামণি। (একটা হুগন্ধ পাইয়া) ও মা, গেলুম গো। কি হুগন্ধ গা!

[বিষমঙ্গল, চিত্তামণি ও থাকর প্রস্থান]

ভিক্ক। দ্যাশ, তোমার বথরা হু'আনা—হু'আনা; এই হাতে এসেচ ছুঁচ বেচেতে; আর ভাবচ কি ? স'রে পড়, এসে ব'টা বন্দোবস্ত করবে। আমিও সন্তুষ্ট, তবে কি না আমার কিছু পিত্তেল আছে।

(থাকর প্রবেশ)

থাক। থু, থু, থু! মাসী দ্যাখ ত গা, মেসো গায়ে ত কিছু মেখে আসে নি ? থু, থু! এ যে নাড়ী উঠে গ্যাল গা! পচা মড়ার গন্ধ বে গা!

(চিত্তামণির প্রবেশ)

চিত্তা। ও লো থাকি, সর্বনাশ ক'রেছে! পচা মাস—পোকা থিক্ থিক্ ক'ছে! বিছানা মাড়র সব ভরে গেছে লো সব ভ'রে গেছে! আমি মাথা বুড় খুঁড়ে মরব।

সাধক। বলি থাক, তবে আসি ?

চিত্তা। ও লো, এ মড়া কে লা ? আমার পোক পাঠিয়েছিল বুঝি।

থাক। বলি হাঁ গা, তুমি এখনো রোচ ? এক-বার বল্লো কথা শোন না কেন বল জেথি ?

সাধক। কাল একবার দেখা করব; কি বলা ?

থাক। এখন যাও; তা এখন দেখা বাবে।

[সাধকের প্রস্থান]

ভিক্ক। ঠাকরণ, আমি এতকণ সটকাতুম, তা আমি কিছু পার।

চিত্তা। হ্যা, তুই ঠাড়া ত, ঠাড়া ত! কেনন হুখ নাড়া দে বলচে যে, “মাহুব গন্তে আসি নি,

তোমার বেগতে এসেছি! কবে এ মড়াকে পাতি-
য়েছিল কেন? আচ্ছা, ও বড়-বড়িতে নদী পেরুগো
কি ক'রে? শ্রীক্ষত্র সব মিছে, এ পারে কোথা
ব'লে ছিল—আর, পাঁচাল উপকালেই বা কি
ক'রে? তেলপানা পাঁচাল, খড়া কড়া ত নেই।

(বিষমজলের প্রবেশ)

বিষ। কেন চিন্তামণি? তুমি যে দড়ী ফেলে
রেখেছিলে চিন্তামণি।

চিন্তা। ওনচি! লা, ঠাট্টা ওনচি! আমি
মাস্তমের জন্তে দড়ী ফেলে রাখি।

বিষ। সত্যি চিন্তামণি, দড়ী ধ'রে উঠিচি।

চিন্তা। থাকি, তুই আমার বরসে বড়; তোর
সাক্ষাতে বলিচি বাছা, এমন জলনে আর কখন
পড়ি নি। একটা পরস্য চাইলে সাতদিন ভাঁড়া-
ভাঁড়ি; বাড়া বর দোর—সব বাঁধা পড়েচে; এখন
মৈ বেয়ে পাঁচাল উপকে লোকের বাড়ীর ভিতর
পড়া।

বিষ। সত্যি চিন্তামণি, মৈ ধে উঠিনি; দড়ী।
দে উঠিচি। আর দাওয়ারানকে আজ ব'লে এসেচি,
পরশ এক শ টাকা এনে দেবে।

চিন্তা। তবে রে মড়া! খেংরে বিষ ঝেড়ে
দেব; তোর দড়ী দেখাবি চল ত।

বিষ। চল চিন্তামণি, আমি দড়ী দেখাব, চল।

চিন্তা। (থাকর প্রতি) আর ত, আর ত;
করসা হয়েছে; দেখি, ওর দড়ী কেমন।

[থাক, চিন্তামণি ও বিষমজলের প্রস্থান।

ভিক্ষুক। আজকের গতক ভাল নয়, রাস্তি-
য়ের মজুরীটাই গ্যাল, গ্যাল কি বলিচি, বাবা?
রাস্তিরবাসই লাভ। সাক্ষীকাকী কাজ নি বাবা;
হাকিমেরা আপনারাই মকদ্দমা করবে এখন।—
বলছে ত মিছে নয়; এ রাস্তিরে নদী পেরুল কি
ক'রে? আর আমিও ত ঠাণ্ডা চৌকর রেখিছি;
পাঁচাল বাইবার যে নেই, বাবা। এ কি! মৈ
লাগিরে পিরীত? তফাৎ থেকে মজাটা দেখে যাই।

[প্রস্থান।

বিতায় গড়াক।

—•—

প্রাচীর—মৃত সর্প লখনান।

(বিষমজল, চিন্তামণি, থাক ও ভিক্ষুকের প্রবেশ)

বিষ। এই দ্যাখ, দড়ী দ্যাখ।

চিন্তা। কৈ, দেখি। (প্রাচীরের নিকটে
গিয়া) ও গো মা গো, এ যে অজ্ঞানর গোথরো
সাপ!

বিষ। অ্যা! গোথরো সাপ?

ভিক্ষুক। ও গো ঠাকরুণ, হয়েছে;—সাপে যদি
গর্তে মুখ দ্যাখ, ল্যাঙ্গ ধ'রে টেনে মুখ বা'র কন্তে
পারা যায় না। ভর নেই, টানের চোটেই অজ্ঞা
পেরেচে! (স্বগত) উঃ, মাহুঘটা যদি চোর হ'ত,
সাত মহলের ভেতর থেকে টাকার তোড়া বার
ক'রে আনতে পারত।

[প্রস্থান।

থাক। (স্বগত) একেই বলি, টান, একেই
বলি, মনের মাহুঘ। নৈলে, ফলে পোড়ারমুখা—
খেংরা মারি,—খেংরা মারি!

চিন্তা। এ কি! তুমি কালসাপ ধ'রে উঠে-
ছিলে? তুমি আমার মুখপানে চেয়ে রয়েচ যে?

বিষ। তোমার দেখ্‌চি।

চিন্তা। কি দেখ্‌চ?

বিষ। তুমি বড় হুম্মর!

চিন্তা। তুমি নদী পেরুলে কি ক'রে?

বিষ। আমি নদীতে ঝাঁপ দিলুম;—ভাবলুম,
সাঁতরে পার হব; কিন্তু বড় তুফান, মাঝখানে
এসে ঢেউ লেগে আমার নিখাস বন্ধ হ'য়ে যেতে
লাগল; এমন সময় একখানা কাঠ ভেসে বাজিল—

চিন্তা। তোমার গায়ে অত দুর্গন্ধ কিসের?

বিষ। আমি ত তোমার বলিচি, তা' আমি
বলতে পারিনি!

চিন্তা। সাপটা অনায়াসে ধরলে?

বিষ। চিন্তামণি! বোখ হর, তুমি কখন
প্রাণ দাওনি। তা হ'লে বুঝতে—প্রাণ অতি তুচ্ছ;
তা হ'লে জানতে, সাপেতে দড়ীতে বিশেষ প্রভেদ
নাই।

চিন্তা। তুমি কি উদ্ভাস?

বিষ। যদি আজও না বুঝে থাক, নিশ্চয়

তুমি প্রেমিকা নও; কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

চিন্তা। কি ফাল ফাল ক'রে দেখেচ?

বিব। দেখেচি তোমার কথা সত্যি কি মিছে। আমি যে উন্মাদ, এ পরিচয় কি তুমি আগে পাওনি? তুমি নিজা যাও, আমি সমস্ত রাত্রি তোমার মুখপানে চেয়ে থাকি; তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দশদিক শূন্য দেখি; তোমার চক্রে জল পড়লে আমার বকে শেল বাজে; এতেও কি বুঝতে পারিনি, আমি উন্মাদ কি না? আমার সর্বস্ব ঋণে বিকিয়ে যাচ্ছে; একবারও তার প্রতি চাইনি, নিন্দা অঙ্গের আভরণ করিচি। আজ কি তোমার বোধ হয়, এ কথা আমি সত্য বলিচি? (সপের প্রাতি দেখাইয়া) আমি উন্মাদ কি না, দ্যাখ—প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্যাখ! সত্য, চিন্তামণি, আমি উন্মাদ; কিন্তু তুমি অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

চিন্তা। আচ্ছা, বকে কেন?

বিব। জানি না।—অবশ্যই তুমি অতি সুন্দর, নৈলে এত দিন কা'র পূজা করিচি? তোমায় দেখেচি, তুমি দেবী কি রাক্ষসী। যদি দেবী হ'তে, আমার মনের বাথা বুঝতে; নিশ্চয় তুমি রাক্ষসী। কিন্তু অতি সুন্দর—অতি সুন্দর!

চিন্তা। চল, তুমি কি কাঠ ধ'রে এলে, আমি দেখব।

বিব। তোমার এখনও অবিশ্বাস? চল।

[সকলের প্রস্থান।

(টহলদারদিগের প্রবেশ)

ভৈরবী—কার্ফা।

কি ছায়া! আর কেন মায়া?

কাঞ্চন কায়া ত হবে না।

দিন যাবে, দিন রবে না ত,

কি হবে তোর তবে?

—আজ পোহালে কাল কি হবে,

দিন পাষি তুই কবে?

সাধ কখন' মেটে না ভাই, সাধে পড় ক বাজ;

বেলাবেলি চল রে চল, সাধি আপন কাজ।

কেউ কারু নয়, দ্যাখ না চেয়ে—

কবে ছুটেবে আঁধি

আপন রতন বেচে নে চল, হার ব'লে ডাকি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক।

—*

নদীকূল—গলিত শব্দ পতিত।

(বিদম্বল, চিন্তামণি ও থাকর প্রবেশ)

বিব। সত্য সকলই মায়া! কৈ, কেউ ত আমার আপনার দেখিনি;—বা'র জন্তে জলে কাঁপ দিলুম, সেও ত আমার নয়। আর কেউ কোথাও কি আমার আছে? একবার দেখলে হয়

চিন্তা। উঃ! এখনও নদী যেন রণমুখী; নদী চারপো' হ'য়েছে! কাঁপ দিতে সাহস হ'ল? কৈ, কাঠ কৈ?

বিব। ওই।

চিন্তা। (কিঞ্চৎ অগ্রসর হইয়া শব্দ দেখিয়া)

একি! এ যে পচা মড়া! দ্যাখ, আর আমার অবিশ্বাস নাই। তুমি সত্যই উন্মাদ!—তোমার ঘুণা নাই, লজ্জা নাই, ভয় নাই, তুমি দড়ী ব'লে সাপ ধর, কাঠ ব'লে পচা মড়া ধর। দ্যাখ, আমি একদিন কথা শুনেতে গিয়েছিলুম; আমার আজ কথাটা মনে পড়ল।—এই মন, আমি বেস্তা, যদি আমায় না দিয়ে হরিপাদপদ্মে দিতে, তোমার কাজ হ'ত, তোমায় আর অধিক কি বলব? তুমি পচা মড়া ধ'রে রাত্তিরে নদী পার হ'রে এলে! গায়ে কাঁটা দেয়!—সাপের লাজ ধ'রে উঠলে! দ্যাখ আমাদের সকলই ভাগ বোধ হয়; কিন্তু এ যদি ভাগ হয়, এমন ভাগ কিন্তু কখন দেখি নি।

বিব। (স্বগত) এই পরিণাম! এই নয়দেহ—

জলে ভেসে যায়,

ছিঁড়ে যায় কুকুর শৃগাল,

কিবা চিতাভষ্ম পবন উড়ায়!

এই নারী—এরও এই পরিণাম!

নন্দর সংসারে

তবে, হায়! প্রাণ দি'ছি কারে?

কা'র তরে শবে করি আলিঙ্গন?

দারুণ বন্ধনে ছায়ায় বাঁধিয়া রাখি!

ওই উষা—ওও ছায়া!

মিথ্যা,—মিথ্যা,—মিথ্যা এ সকলি।

হেরি আজ নিবিড় আঁধার;—

আমি কা'র? কে আছে আমার?

কা'র তরে জীবনের উত্তাপ বহন?

শূন্য অভিপ্রায়ে, ব্য্রিভেছি

নখর—নখর ছায়া-মাঝে !

কোথা, কে আছে আমার ?

দেখা দাও, যদি থাক কেহ ;

জুড়াই প্রাণের আলা,

প্রাণ মন করি' সমর্পণ ।

কদাকার ছায়ার সংসার ;

হেথা কোথা প্রেমের আধার ?

কোথার সে প্রেমের পাথর—

মম প্রেমের প্রবাহ

মিশে ঘা'র হবে লয় ?

কোথা আছে কে আমার, বল ;

সাধ হয় দেখিতে তোমারে ; —

আত্মজন দেখি নাহি জন্মাবধি !

কোথা যাব ?

কোথা দেখা পাব ?

অন্ধকার-মাঝে হ'য়ে আছি দিশেছারা—

কে দেখাবে আলো ?

থু'জে ল'ব আমার যে জন ।

গান করিতে করিতে পাগলিনীর প্রবেশ ।

ছায়ানট—মধ্যমান ।

আমার নিয়ে বেড়ায় হাত ধ'রে ।

যেখানে যাই সে যার পাছে,

আমার বলতে হয় না ভোর ক'রে ॥

মুখখানি সে বড়ে মুছায়

আমার মুখের পানে চায়,

আমি হাসলে হাসে,

কাদলে কাদে

কৃত রাখে আদরে ॥

আমি জিজ্ঞাসা সেম তাই,

কে বলে রে আশ্রয় কেন নাই ;

সত্যি মিছে দাখ না কাছে,

কছে কথা সোহাগভরে ॥

[পাগলিনীর প্রস্থান ।

চিন্তা । আহা, কি খিটি গায় !

বিষ । আমার কি কেউ নাই ? অবশ্যই আছে, আমিই অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছি না ; আছে—আমার কাছে কাছে আছে ! নৈলে, ঘোরতর তরঙ্গমধ্যে কে আমার শব্দেহ তেলা দিলে ? কক্কল কালসর্পের দংশন হ'তে কে আমার বাঁচিলে ? কে আমার ব'লে দিলে, সংসারে আমার কেউ নাই ? কে আমার এখন বলচে, “আমি

ভোর আছি ।” কে তুমি ? তোমার কি রূপ ? অবশ্যই তুমি পরম সুন্দর । দেখা দাও, কথা কও, আমার প্রাণ জুড়াও । এই যে, তুমি আমার কাছে আছ ; আমি অন্ধ, তোমার দেখতে পাচ্চিনি । কে, আমার চক্ষু দেবে ? আমি কোথার যাব ?

[প্রস্থান ।

চিন্তা । কোথা চলো ? একি বিবাগী হ'ল না কি ? বোধ হয় । তা হ'লে আমারও কেউ আপনায় নাই । দেখতে হ'লো ।

[প্রস্থান ।

থাক । আমি এমন ত কখন দেখি নি ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

পথ ।

(সোমগিরি ও বিষমঙ্গলের প্রবেশ)

সোম । আপনি দেখ'চি, বিদেশী ; আমার বোধ হ'চ্ছে, আপনি একজন ত্যাগী পুরুষ । আজ রাতে যদি আচ্ছাদন না থাকে, আপনি আমার সঙ্গে এলে কৃতার্থ হই ।

বিষ । হে ব্রহ্মচারী ! কে আমার—বলতে পারেন ? সংসারে ত আমার বলবার কেউ দেখ'চি নি । ব'লে দিন, আমার কে, ব'লে দিন ।

সোম । আপনি প্রোন্মোদ্য মহাপুরুষ ; আপ-
নাকে নমস্কার করি ।

বিষ । আপনি যে হ'ন, আমি জানি না ; আমার নমস্কার করবেন না ; আপনার চরণে আমার নমস্কার !—

ও হো, শূভাগার ছদ্ম আমার !

কে আমার—এস হৃদি-মাঝে ;

দারুণ আঁধারে, এ দেহ-পিঞ্জরে

প্রাণ আর রহিতে না পারে ।

হতাশ ! হতাশ !

এক আমি প্রান্তর-মাঝারে !

কেবা আমি ? কেন আমি এসেছি এখানে ?

কি হেতু উদাস ?

প্রাণ কিবা চার ?

কে কোথায় আছি প্রেমময় ?—

প্রেম দিতে আছে বড় সাধ ।

সোম । আপনি ভাগ্যবান ; প্রেমময়ী রাধা আপনাকে প্রেমপূর্ণ ক'রেছেন, আপনার কৃষ্ণপ্রেম জন্মেছে ।

বিব । আপনি আমার গুরু ! প্রেমময়ী রাধা কে, আমার বলুন ।

সোম । গুরু ? সেই শ্রীকৃষ্ণই গুরু, গুরু আর কেউ নাই ।

বিব । রাধা কে, আমার বলুন ?

সোম । দেখুন, আমি রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখেছি । প্রেমময়ীর অন্তঃকিতুই পাইনি । আপনিও যদি রাধাকৃষ্ণের ছবি দেখে থাকেন, আপনি একবার ধ্যান ক'রে দেখুন—যদি সেই প্রেমময়ীর কিছু মর্শ্ব বুঝতে পারেন ।

বিব । (ধ্যানস্থ হইয়া) আহা, সত্য, —এত দিন চ'খে পড়িনি ; সত্য, অতি সুন্দর ! এ ছবি কি সত্য দেখা যায় ? রাধাকৃষ্ণের কি দর্শন পাওয়া যায় ?

সোম । কৃষ্ণের রূপার সকলই হয় ।

বিব । কোথায় কৃষ্ণের দেখা পাব ?

সোম । কৃষ্ণকে ডাকুন ; তিনিই বলে দেবেন, কোথায় তাঁর দেখা পাবেন ।

বিব । আপনি কে ? আমার মৃত হৃদয়ে আশার সঞ্চার হ'চ্ছে কেন ? গুরুদেব ! আমার পদে আশ্রয় দিন ।

সোম । আপনি ভাববেন না, কৃষ্ণ আপনাকে আশ্রয় দিয়েছেন । আহুন, আজ আমার মনো-বাঞ্ছা পূর্ণ করুন ।

বিব । আপনাকে যখন পেরেছি, পায়ে ঠেল-য়েন না । আপনার সঙ্গ আমি কখন ছাড়ব না । আপনি আমার দগ্ধ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করেন । যদি কখন আমার আশা পূর্ণ হয়, সে আপনারই রূপার ।

[উভয়ের গ্রহণ ।

দ্বিতীয় গর্ভাক ।

* —*—

চিহ্নমাণির বাটার সম্মুখ ।

(চিহ্নমাণি ও থাকর প্রবেশ)

থাক । বলি, মালী, তুমি দেখেচি, বাছা, ভাল-বাস । বলবে, “ভালবাসি বলে গাল দিচ্ছে”, তানয় । খাওয়া নাই নাওয়া নাই, রাত দিন ব'সে ব'সে ভাবনা ! যদি যায়ই, মাল্লব কি আর জুটবে না গা ? আর, সে রাগ ক'রে যাবে কোথা ? বেটা দশ দিন থাকুক—পনেরো দিন থাকুক—এক মাস থাকুক—

চিন্তা । থাকি, সে আর আসবে না ।

থাক । না আসবে না ! তোমার বাছা, রাগ হ'লে ত জ্ঞান থাকে না, বা মুখে বেরোয়, বল ! সেরানা বেটাছেলে, তাই ত্রুদিন চেপে দেখেচে ।

চিন্তা । থাকি, তুই তাকে চিনিম্ নি ;—সে আমা ভিন্ন জানে না ; সে যখন আমার না দেখে তিন দিন আছে, সে ফাঁকি দে চ'লে গেছে ।

থাক । তা যাক্ গে, তোমার গড়র স্বখে থাকুক । ঐ দত্তদের মেজবাবু আমার সঙ্গে ইসারা ক'রে কত বলেচে ; তা ও কথায় আমি কাণ দিতুম না । সে হ'খানা বাড়ী লিখে দিতে চায় ।

চিন্তা । আহা, সে আমার জন্ম সর্বস্বত্যাগী হয়েছিল ; শেষটা আমিই তাঁরে দেশত্যাগী করুম !

থাক । হ্যাঁ গা, তার বাড়ী রয়েছে, ঘর রয়েছে, সে কেন দেশত্যাগী হতে গেল গা ? তুই ত কিছু জানলি নি,—ও পুরুষের দম ।

চিন্তা । যদি রাগ ক'রে থাকত ত বাড়ীতে থাকত । শুনেছিলুম, মাল্লবের বিরাগ জন্মায়—এ সেই বিরাগ ।

থাক । তুমি মনে করেচ বুঝি, সে বৈরাগী হবে ? সে হয় অমন ঢের ব্যাটা !

চিন্তা । আজ আমার চক্ষু খুলেচে ; আমি জানতুম, ভালবাসা একটা কথার কথা ; তানয়—ভালবাসা আছে । তারে এক দিনের তরে আমি মিষ্টি কথা বলি নি ; আমি ঘরে রাগ ক'রে দোর দিয়ে গুয়েছি—সমস্ত রাত ছাদে ব'সে আছে ; আমার একবার ডাকেও নি, পাছে আমার মূম ভেঙ্গে যায় ; রাগ ক'রে যদি কখন আমার চক্ষু দে জল পড়ত, শত ধারে তার বুক ভেসে যেত ! আমি

এত দিনে জানলুম, যে আমার ছিল, তাকে আমি হ' পরে ছেলেছি ।

থাক । ও মা, এ সংসারে কে কার মা ? তবে পেট কড় বাংলাই, তাই লোকালয়ে থাকতে হয় ।— আসীর সুখ দেখা ; তুমি ভেংচোও, ভেংচোবে ; হাস, হাসবে । পোড়া শেটের জন্তে পরকে আপনার ক'রে রাখতে হয় ।

চিন্তা । আপনার হয়, তবে ত । থাকি, সত্যি বলছি, আপনার মাহুয পেয়েছিলুম ; সুখে থাকলে থাকতে পারতুম ; কিন্তু এখন আর আমার কেউ নাই । আমি রাজরানী হ'তে পারতুম ; এখন আমি যে ঘৃণিত বেস্তা ছিলুম, সেই ঘৃণিত বেস্তা !

থাক । "কেউ নেই, কেউ নেই" ক'র না । হরি আছেন, ভাবচ কেন ?

চিন্তা । হরি কি আমার মতন পাপীয়সীকে কৃপা করবেন ? শুনেছি, তিনি প্রেমময় ; আমি প্রেমহীন বেস্তা ; আমি প্রেম কখন দিতেও জানি নি, প্রেম কখন নিতেও জানি নি ; আমি হরির প্রেম পেলেও ত নিতে পারব না ; আমার বেস্তার চক্ষে ত কখন প্রেম দেখি নি । কিন্তু থাকি, আমার ছেলেবেলাকার কথা মনে হয়, — আমি কি বরাবরই এমনি ? না পুড়ে পুড়ে কয়লা হ'রে আছি ? আমার প্রাণে কত সাধ ছিল, সে সব কোথায় ? অনেককে অনেক দাগা দিয়েছি, ভগবান, আমি কি দাগা পাই নি ? আমিও বিস্তর দাগা পেয়েছি ; কিন্তু বিজয়মঙ্গলের মতন দাগা পাই নি । সে আমাকে তার সর্বস্ব ভেবেছিল ; শেষ দেখলে, কালসাপিনী ! সে প্রেম জানে — প্রেম-ময়ের কৃপা পাবে ; আমার প্রাণ মরুভূমি, — মরু-ভূমিই থাকবে ।

থাক । সকলই কেমন বাড়াবাড়ি । মাহুয গেছে, গুণ গান কর, অস্ত্র মাহুয জাখ । আমি বাপু, আর পারি নি ।

চিন্তা । হ্যাঁ থাক, সে পাগলীর খবর নিয়ে-ছিলি ?

থাক । ও একটা গেরস্তর বো ; বাপ, মা, কেউ ছিল না ; মাসী মাহুয করেছিল, বিয়ে দিয়ে-ছিল ; বিয়ের রাতিরেই ভাতার ছোঁড়া ম'রে গেল, তার পর মাসী পাগল হয়েছিল ।

চিন্তা । তুই কি ক'রে জানলি ?

থাক । ও মা ! আমি জানি নি ! আমার বাড়ীর কাছে । ও অশ্বিনি বেড়াত ; ওর দেওরগুলো

ধ'রে নে গে মাহুত । — ওই নাও, সেই পাগলী আসচে ।

চিন্তা । এও সামান্য পাগলী নয় ; একেও দাগা সে ভগবান গৃহত্যাগী করেছে ।

(পাগলিনীর প্রবেশ)

পাগ । মা, তুই ভাবিস নি ; তোকে হরি কৃপা করবেন । সে সকলকে কৃপা করে, আমার ওপর বড় নির্দিয় । ও মা, লজ্জা করে মা — লজ্জা করে ; — সে আমার দেখতে পারে না ।

(গীত)

পরজ-যোগীয়া — একতারা ।

আমায় বড় দেখ দাগা ।

সারা রাত কি পাগলা নিয়ে যায় গো মা, জাগা ॥

সারা রাতই সিদ্ধি বাটি ;

ভূতে খায়, মা, বাটি বাটি,

বল্ কি বল ? বোঝে না মা,

তার ওপর মিছে রাগা ॥

কাছে এসে, ছাই মেখে বসে,

মরি গো মা, কণীর তরাসে,

কেমন ক'রে ঘর করি মা, নিয়ে এস্তাংটা নাগা ॥

চিন্তা । মা গো, তুই কে ? তুই কি সাক্ষাৎ জগদম্বা ?

পাগ । হ্যাঁ মা — হ্যাঁ ; আমি সেই আবাগী মা সেই আবাগী ! দেখনা মা, সব সেই — সব সেই । কিছু বলিস নি মা ; চুপ ক'রে থাক ; — লজ্জা করে মা — লজ্জা করে ।

চিন্তা । মা, তুমি কি বল ? তোমার কথা শুনে আমার অপার-মন্তক কাঁপে মা, তুই কে ?

পাগ । আমি মা, পাগলীদের মেয়ে ; আমি মা, তোর মেয়ে । তুইও পাগলী মা, আমিও পাগলী মা ।

চিন্তা । (স্বগত) কেন রে পাষণ-হৃদি

হতেছ কম্পিত ?

পরের কথা

কাঁপিতে ত দেখিনি তোমার ।

আরে মন, এ কি তোর প্রতারণা ?

তুমি বারাকনা — বেশ-ভূষাপরায়ণা,

মলিনকসনা বিভূষণা

পাগলিনী সম হতে চাও ?

তবে,

কেন তোর এত প্রবঞ্চনা ?

কেন এত করেছ ছলনা ?
ক'র তরে করিয়াছ অর্থ উপার্জন ?

দেহ-পণে বিবিধ কাঞ্চন,
ক'র তরে করেছ সঞ্চয় ?

ক'র তরে প্রাণ বিনিময়
কর নাই এত দিন ?

এ কি শিক্ষা দিতেছ নূতন ?

পর কভু না হয় আপন—

জ্ঞান তুমি চিরদিন।

মন, গেছে দিন ব'য়ে,

ফিরে ত পারিনি আর।

(প্রকাশ্যে) কে তুমি মা পাগলিনী ?

পাগ। ও মা, তবে আসি মা ? বেলা গেল
মা।

চিন্তা। মা, তুই আমার মেয়ে ; আর, তোরে
গহনা পরিয়ে দিই। (পাগলিনীকে গহনা পরাওন)

পাগ। দে, মা—দে।

[প্রস্থান।

থাক। ও যে 'চ'লে গেল গো ?

চিন্তা। থাক, চল—বাড়ীর ভিতর যাই।

[প্রস্থান।

থাক। অ্যা! মাগী ক্ষেপেচে।

(সাধকের প্রবেশ)

সাধক। থাক, থাক !

থাক। কি গো, কি ? আমার এখন মাথা
বুজচে।

সাধক। বলি, কৃষ্ণপ্রেম শোন্বার এখন সময়
আছে ?

থাক। গোটা কতক টাকা এনো দেখি,—
সময় আছে।

সাধক। বলি সে নয় ; বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম—
বনমালা গলায়।

থাক। (স্বগত) দাঁড়াও ; একটা ফন্দি কল্পে
হয় না ? বাড়ীউলী ত পাগল হ'ল, একে ওকে
দিয়ে সব ধোয়াবে ; একে দিয়ে কিছু আদায় কল্পে
হয় না ? দেখি, ওকে ফকির টকির ঠাউরে যদি
কিছু দেয়। (প্রকাশ্যে) বলি, বাড়ীউলী মাসীকে
সব শোনাতে পার ?

সাধক। পারি ; কিন্তু তোমার শোনাই কিছু
আমার সাধ।

থাক। বলি, তোমার ন্যাকাম আমি বুঝতে
পেরেছি। আমাদের বাড়ীউলীকে “মা” বলতে
পার ? এ রকম সাজে হবে না, পাগলা সাজতে
হবে। ঠাকুরদের কথা ত তুমি জানাই ; আমি
তোমায় পেরান করব। কিন্তু বা আদায় হবে, হ'
আনা মজুরী কেটে নিয়ে আমার দিতে হবে।

সাধক। থাক, এই জনোই তোমায় আমার এত
পছন্দ। তোমায় কৃষ্ণপ্রেম আমি বোঝাবই
বোঝাব।

থাক। বলি, তোমার আর কে আছে ?

সাধক। (ক্রন্দনের স্বরে) কেউ নাই থাক—
কেউ নাই।

থাক। যা রোগজার করবি, আমার দিবি ?

সাধক। প্রাণ দোব, থাক—প্রাণ দোব।

থাক। শোন,—আমার আলাদা বাসা, তোমার
আলাদা বাসা, তাতে কেবল তোমার হাঁড়ী থাকবে,
কাপড়খানা শুদ্ধ আমার ঘরে রেখে যাবে। যদি
বনিয়ে না চল, এক কাপড়ে বেরিয়ে যাবে। ই্যা—
আমার কাছে স্পষ্ট কথা।

সাধক। তাই হবে থাক—তাই হবে।

থাক। সন্ধ্যার সময় এসো ; শিখিয়ে দোব,
কেমন ক'রে বাড়ীউলীর ঠেঙে আদায় করতে হবে।
ফিট্‌ফাট হ'য়ে এসো না ; ছেঁড়া কাপড়
টাপড় একটা প'রে আসবে, পাগলের মতন
আসবে।

নেপথ্যে। থাক।

থাক। যাই মা—যাই। (সাধকের প্রতি)
তবে সন্ধ্যার সময় এসো ; আমার এখন কাজ
আছে।

[প্রস্থান।

(ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষুক। বলি, কি হ'ল ?

সাধক। আর কি হবে ? একবার সন্ধ্যাবেলা
চেষ্টা ক'রে দেখব ; তার পর যা হয় হবে।

ভিক্ষুক। কি বললে ?

সাধক। তুমি ঠিক বলেছ ; “টাকা নিয়ে
এসো”।

ভিক্ষুক। ঠিক ঠাক মিলিয়ে পেলে আবার
সন্ধ্যার সময় যেতে চাচ্ছ ?

সাধক। আর একবার দেখি।

ভিক্ষুক। না বাবা, সাদা কথা কইচ না ;

কুসুর ফাল্লুর ঢের কথা হয়েছে, আমি তফাত থেকে দেখেছি ।

সাধক । কি কথা ? তা চল, এখন যাই । তোমার বল্লম, চিনতে পারবে না, তা, তুমি ত একবার চেলা হ'য়ে আসতে পারলে না ।

ভিক্ষুক । বুঝেছি ; খবর খারাপ হ'লে ঐ ধমকটা আগে আসত ; এখন কুঁতিয়ে ধমক দিচ্ছি ; ভাবছি, শালা ছিল না, হয়েছে ভাল । তা, যাও এখন ; বখরা ছাপালে বোঝা যাবে ।

সাধক । আমি সে মন্তব্য নই—হ্যাঁ, দ্যাখ,—সন্ধ্যার সময় আমার পাবে না, কোথায় যাই, কোথায় থাকি ।

[প্রস্থান ।

ভিক্ষুক । আচ্ছা, সন্ধ্যার সময় তোমার পেছু পেছু ফিচ্ছি । (অদূরে পাগলিনীকে দেখিয়া) আচ্ছা, পাগলী মাগি গয়না পোলে কোথা ? চিন্তামণির গহনার মতন তেঁকে । বগু মাগী,—কি ক'রে হাতাই ?

(পাগলিনীর প্রবেশ)

পাগ । দ্যাখ, তুমি আমার ননীচোরা গোপাল ! বাবা, নেবে ? খেলা কর । (গহনা খুলিয়া দেওন) ভিক্ষুক । (স্বগত) বাবা রে, বেটী গোয়েন্দা ! (প্রকাশে) না বাছা, আমার ও নিয়ে কি হবে ?

[পাগলিনীর প্রস্থান ।

না বাবা,—গোয়েন্দা না, পাগলই বটে । (গহনা গহিতে অগ্রসর হইয়া) ঐ না পাতটা নড়চে ? কে আসছে বুঝি ? (ত্রস্তভাবে গহনা লওন) যদি বেচতে পারি, একটা আড়ডাধারী টাড্ডাধারী হ'য়ে বসব ।

[প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

বাণীতট ।

(সোমগিরি ও শিষ্যের প্রবেশ)

সোম । চল, আজই বৃন্দাবনযাত্রা করি ।

শিষ্য । প্রভু, কৈ, যে মহাপুরুষ-দর্শনে আপনি এসেছিলেন, তিনি কোথায় ?

সোম । আমার সে মহাপুরুষ-দর্শনলাভ হয়েছে। তুমি কি দেখ নি ?

শিষ্য । কৈ প্রভু, কৈ দেখি নি ত ।

সোম । কেন, বিষমঙ্গলকে দেখ নি ?

শিষ্য । প্রভু, কেমন আদেশ কছেন ? আপনি একজন লম্পটকে দেখতে এসেছেন ? ওর বেস্তার দ্বারে বৈরাগ্য হয়েছে, কতদূর স্থায়ী হয় বলা যায় না ।

সোম । কামিনী কাঞ্চন—

এক মারা, দুই রূপে করে আকর্ষণ ;

বিষম বন্ধনে রহে কাব মুগ্ধ হ'য়ে ।

ভ্রাম' এ সংসারে, হের খানে দ্বারে,

কেবা চাখ নিঃজনে কামিনী কাঞ্চন স্তম্ভি :

সেই মহাজন,

এ বন্ধন ধে করে ছেদন ;—

অবহোল' কামিনী কাঞ্চন,

নিরঞ্জন করে আশা ।

স্বার্থশূন্য প্রেমলুক মন,

প্রেমের কারণ

করোছল বেস্তা-উপাসনা ;

বিফল পামনা—

ক্ষুদ্রাধারে প্রেম কোথা পাবে স্থান !

প্রেমে মত্ত প্রোমক পুরুষ,

প্রেমময়-আশে

সংসার দলেছে পায় ।

অতি তার বৈরাগ্য-সঞ্চার,

উন্মত্ত আকার,—

একমনে ডাকে ভগবানে ।

শিষ্য । প্রভু, মম সংশয় না যায়,

বলুন রূপায়,

এ'র কিসে মাহাত্ম্য অধিক ?

কামিনী কাঞ্চন করিয়ে বর্জন,

লক্ষ লক্ষ সন্ন্যাসী ফিরিছে,

গোরব কি হেতু নাই তার ।

সোম । বৎস, জান না—জান না

মায়ার আশ্চর্য লীলা ।

কেহ কাঞ্চনের তন্তে,

জটা ধরে শিরে ;

কাহারও বা সাধুর আকার,

নারী সজ করিতে বিহার,—

সন্ন্যাসার ভাণ,

ভুলাইতে বাসায়গণে ;

কেহ মান করিতে লক্ষ্য,
দাৰ্ঘ্য জটা বর,
কেহ অটসিকি করে আশা;
এহেতুকী তক্তির বিকাশ
অতীব বিরল ভবে।

হেয়,
এই মহাজন, নাহি আকিঞ্চন—
ক্লেশপদে অপরিরাছে প্রাণ;
মান অপমান স্তম্ভ তুঃখ নাহি জ্ঞান;
ক্লেশে চায়, কিবা হেতু
কিছু নাহি জানে;
ব্রজের এ প্রেম,
তুলনা নাহিক আর তার।
যেই জন বেস্তার কারণ—
শবে দেয় আলিঙ্গন,
কালসর্প ধরে অনায়াসে,
ঈশ্বরের তরে কিবা নাহি পারে সেই?

শিষ্য। অতুত এ তত্ত্ব কিছু নারি বুঝিবারে।
যবে, মহাশয় তাজিলেন কাশীধাম
সাধুজন-দর্শন-মানসে,—
বেস্তা-প্রেমে বন্ধ ছিল এ বিবমঙ্গল।
পরে, প্রেমের লাজনা—বৈরাগ্য-ঘটনা,
কয় দিন মাত্র ইহা।
তাজি' প্রভারণা
গুরুদেব, কহ মোরে,
ভবিষ্যৎ গোচর কি তব?

সোম। নহে কিছু গোচর আমার,
সর্বজ্ঞ সে ভগবান।
ঊহারই নিয়মে
প্রাণে প্রাণে অপূৰ্ণ বন্ধন,
নাগর লজ্জিয়া
পরম্পরে করে দেখা।
প্রাণ বোঝে কোথা তার টান,
এ সন্ধান বিষয়ীর নহেক গোচর;
মত, যুক্তি, অভিমান, বিরোধী হইয়ে
বুঝায় তাহারে—মিথ্যা কথা কহে প্রাণ;
কত
কেহ শিখে, মহাদুঃখে নিপতিত যবে।
ঈশ্বর-রূপায় আমি দেখেছি জীবনে,
স্বার্থশূন্য প্রাণে
নাহি উঠে মিথ্যা কথা।
অকস্মাৎ প্রাণে মম হইল উদয়,

বাক্যলার সাধু সদাশয়
ক্লেশ মিলাবেন আমি।
বুঝ বৎস,
সত্য মিথ্যা প্রাণের এ ভাব।

শিষ্য। প্রভু,
শিষ্য তব—গুরু তুমি,
এত কি গৌরব ত'ার?
সোম। কেবা গুরু? কেবা শিষ্য কার?
শিব রাম গুরু শিষ্য দৌহে দৌহাকার!
জগদগুরু সেই সনাতন।

শিষ্য। তবে কিবা গুরুশিষ্য ভাব?
সোম। এ সংসার সন্দেহ-আগার,
বিভূ নহে ইন্দ্রিয়-গোচর;—
ঈশ্বর লইয়া
তর্ক বুক্তি করে অমুমান;
যত করে স্থির,
সন্দেহ-তমির তন্তাই আচ্ছন্ন করে।
ঈশলুকে প্রাণ ব্যাকুলিত জানিতে সন্ধান,
কি উপায়ে পূর্যাইবে মন-আশ;
ত্রীনিবাস তার প্রতি সদয় হইয়ে,
দেন মিলাইয়ে বাঞ্ছিত রতন তার।
অকস্মাৎ কোথা হ'তে কেবা আসে,
ঊর ভাষে হয় ছন্দে আশার সঞ্চায়,
বিশ্বাস বিকাশে প্রাণে;
মানে মনে-জ্ঞানে,
ঈশ্বরের বাক্য বলি।

সে হয় নিমিত্ত-গুরু ত'র,—
যার কথা করিয়া প্রভায়
জগদগুরু করে লাভ।
এই ক্ষুদ্র নিমিত্ত এ স্থানে আমি।
বিশ্বাস ঈশ্বর দাতা—
বাক্যরূপে তিনি বিরাজিত।
কিন্তু শোন,
গুরু নহি তার, গুরু সে আমার,
প্রেমিক সে মহাজন;
প্রেমহীন আমি—
কত দিনে প্রেমের হইব অধিকারী!
এস, বৎস।

[উভয়ের প্রস্থান।

(বিবমঙ্গলের প্রবেশ)

বিব। মন, কিছুতেই স্থির হবে না? ভাল,

রাও কোথায় ধারে; দেখি, কতকণ ধোরো।
জিহ্বা, তুমি নাম উচ্চারণ কর ।

(চক্ষু মুদিত করিয়া উপবেশন)

মন, পণ্ড তুমি! তোমার কি দিব দোষ?
চল মন, যথা অর্থাধ নিরে ধার ।

[প্রস্থান ।

(অহল্যা ও একজন জীলোকের প্রবেশ)

স্রী। দ্যাখ, দিদি, এই মড়া, কুকুরের এঁটো
ভাতগুলো খাচ্ছিল !

অহল্যা। ও কি বলচিস? ও কোন সাধু
হবে;— দেখচিস নি, জপ ক'ছে বসে ?

স্রী। ও মা, দিদি জালালে ! ও একটা উন্মাদ
পাগল । (বিষমঙ্গলের প্রতি) ওরে ও পাগলা,
ও পাগলা, ভটী ভাত খাবি ?

বিষ্ণু। ইস্! এ ত নির্জন স্থান নয় । (চক্ষু
উদ্বীলন করিবামাত্র অহল্যার প্রতি দৃষ্টি পতিত
হওন) চক্ষু, তোমার বড়ই স্পদ্ধা! আরে মূঢ়
চক্ষের দাস মন, চল, কি দেখে বি ।

স্রী। দিদি, দ্যাখ, বৈরিগী ঠাকুর তোর
মুখপানে চেয়ে রয়েছে। দিদি, তুই চ'লে আয়,
ও মিন্সে নেশাখোর কেশাখোর হবে;—চোখ
জুটো যেন করমুচা! (প্রস্থানোদ্যত)

বিষ্ণু। (স্বগত) চক্ষু, দেখি—তুমি কত দিন
দাস ক'রে রাখবে। (প্রস্থানোদ্যত)

স্রী। ও দিদি, পেছনে পেছনে আস্চে গো!
অহল্যা। আসুক না, তুই চ ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

বিষ্ণু। আরে রে নয়ন,

মন্থকের তুই যে প্রধান সেনাপতি ;

ছদ্মবেশে আপন হইরে,

শত্রু ডেকে আন ঘরে,

সুখ আশে সতত বিকল,

মূঢ় মন নাহি বুঝে ছল,

সাপিনীরে হৃদে দেয় স্থান—

ঈশ্বরের স্থান যথা ।

সে করে দংশন,

তবু অর্থাধি আনে প্রলোভন,

জালায় ব্যাকুল—

পোড়া তাল

পুনঃ তারে দেয় কোল ;

শত লাক্ষনার খিঁকার না হয়,

তবু ছলে অর্থাধি বলে, “জুড়াবার এই ধন ।”

ধন্য সংস্কার ।

চতুর্থ গর্তাঙ্ক ।

—*

চিত্তামণির বাটীর সমুখ ।

ঝোপের অন্তরালে ভিক্কুর অবস্থান ।

(থাক ও সাধকের প্রবেশ)

থাক। ঘরের চেয়ে এখান ভাল। এর চারি
দিক্ ফাঁক; কেউ কানাচ থেকে শুন্তে পাবে না।
ভিক্কু। (স্বগত) নেহাৎ ফাঁক নয় বাবা!
আমি আছি ঘাপটা মেরে।

থাক। তুমি আবার সেই রুদ্রাকী এঁটে এসেচ?
বললুম পাগলের মতন হ'য়ে আসতে।

সাধক। থাক, তোমার সঙ্গে বিরলে একটা
কথা আছে।

থাক। বলি, তোমার কৃকপ্রেম রাখ; কি
করবে ভাব। মাগী ত আর কিছু দেখে না,
ভিখারী নাগারী যে আস্চে, হ'হাতে দিচ্ছে। এখন,
যাতে কিছু আদায় হয়, তা কর।

সাধক। থাক !

থাক। কি বল না ?

সাধক। এর জড় মারলে হয় না ?

থাক। তুমি কি বলচ, বুঝতে পাচ্ছি নি।

সাধক। কিছুই ত দেখে না ?

থাক। তুমি বলচ চুরি করবে?—ঘরটা
আগলে বসে থাকে; বেরিয়ে গিয়েচে, ঘরে দোরে
চারি দে গিয়েচে,—একবার সন্ধ্যার সময় নদীর
ধারে যায়। আর, ষটীটে বাটীটে নিয়েই বা
কি করবে? নোঁর সিদ্দুক ত আর ভাঙতে
পারবে না যে সোণা দানা পাবে?

সাধক। তুমি বুঝলে না, আমার ভাব বুঝলে
না। বলি, খাওয়া দাওয়া ত দেখে না?

থাক। কিছু দেখে না গো, কিছু দেখে না,
তবে আর তোমায় বলচি কি?

সাধক। এস না কেন, নিশ্চিন্দ হই।

থাক। আরে, কি করে—যান্বেনে মিন্সে
যদি বলবে!

সাধক। হৃদয়ের সঙ্গে বিষ নিয়ে।

ধাক। অঁয়া! বিষ? বিষ কে দেবে? আমি পারব না। তুমি আমার গর্দান্না দেওয়ারবে?

সাধক। ভাবচ কেন? অন্ধকার রাত্তিরে নদীর ধারে পুঁতে আসব; আর উঠানে পুঁতেলেই যা কে কি করে? পাগল হয়েছে, সবাই ত জানে; তুমি রাত্তিরে দেবে, এক দিকে চ'লে গিয়েছে।

ধাক। বল কি? আমার গা কাঁপচে; আমি ভাই, তা পারব না। কোথায় বিষ পাব? দেবার সময় কেউ দেখুক, আমার কত যত্ন করে, আমি ভাই তা পারব না।

সাধক। ধাক, বুঝলে না; যখন পাগল হয়েছে, তখন ওর মর্যাই ভাল।

ধাক। না ভাই, আমি তা পারব না।

সাধক। (ট্যাক হঠাতে একটা মোড়া বাহির করিয়া) ধাক, দ্যাখ—এই বিষ। বাড়ী নেই বলচ, হৃদে এইটুকু দেওয়া—বাস, আমি রাতা-রাত পুঁতে ফেলব এখন।

ধাক। তুমি বিষ কোথা পেলে?

সাধক। বিষ আমার থাকে;—আমি মরবার জন্তে সর্বদা প্রস্তুত; কেবল তোমার প্রেমে প'ড়ে পারি নি! তুমি যদি আমার না হও, আমি প্রাণ-ত্যাগ করব।

ধাক। কি বল ভাই বুঝতে পারি নি! হৈসেলঘরে কড়ায় ঢধ আছে, তোমার যা হয় কর; আমি কিন্তু ভাই বাড়ী থাকব না; তুমিই যা হয়, কর!

সাধক। একলা পোতা হবে না।

ধাক। কেন? হালুকি মানুষ; তুমি অমন যোয়ান বেটা ছেলে,—পারবে এখন; আমার ভাই, বড় গা কাঁপে।

সাধক। তোমার কিছু ভয় নেই; আনাড় জায়গা—তুমি দেখিয়ে উনিয়ে দেবে।

ধাক। দ্যাখ, যে কথা,—আমার জিন্দে সব থাকবে। ভদর লোকের একই কথা—এবার বুঝব।

সাধক। এখন, তুমি ঠিক থাকলে হয়।

ধাক। আমার যে কথা, সেই কাজ।

[উভয়ের প্রস্থান।]

ভিনুক। (বাহিরে আসিয়া) ও বাবা! তোমার ভিতরে এত? যা থাকে কপালে, মাপী আসচে, আমি ব'লে দিই। (অদূরে পাগলিনীকে

দেখিয়া) আহা! সেই পাগলীটে আসচে! বাঃ, ওর জন্তে খাবার আনতে ভুলে গেলুম। বাবা, পাপ কলে মনের ধোঁকা সারে না;—আহা! এই নেলা খেলা মাগীকে মনে করেছিলুম গোয়েন্দা! যে যা দেয়, তাই খায়। পাগলী বেটা আবার তখন বলে, “বাবা, তুই আমার ছেলে।”

(চিন্তামণির প্রবেশ)

চিন্তা। (স্বগত) দিন গেল, ফের রাত হ'ল। একা ঘরে শোব—বেস্তার পুরী; ধনের লোভে যদি কেউ এসে মেরে ফেলে, তা হ'লে ইহকালও গেল, পরকালও গেল! মন, যে অর্থ উপার্জনের জন্তে এত লোকের মনে ব্যথা দিয়েচ, সেই অর্থ তোমার আপনার ঘরে শুতে নিবারণ কচ্ছে! যখন বিবমঙ্গল ছিল, তখন এ ভাবনা ভাবিনি। মন, তার যত্নে তুমি একদিনও টের পাও নি, তুমি হীন বেস্তা। তোমার গর্ভধারিণী তোমার এই কাণ্ডে প্ররতি দিয়েছে; জন্মাবধি কেউ তোমার আপনার ছিল না! যে রূপের দর্পে বিবমঙ্গলকে মন্থে পীড়িত করেচ, সেই রূপই এখন তোমার শত্রু! তুমি ত নিশ্চয় জান, কত লোকের মর্শ্বস্থানে আঘাত দিয়েচ; কেউ যদি এই নিরাশ্রয় অবস্থায় তোমার বুকে ছুরী মারে? পোড়া মন, এই কি তোমার লাভালাভ? মন, মরতে হবে এ কথা কি ভাব? কবে শেষ দিন, জান? পোড়া মন, কিছু কি তোর সখল আছে? কোথায় যাব? এ মহাপাতকীকে কে উদ্ধার করবে? বাব—আমি বিবমঙ্গলের কাছে যাব, সে সাধু ব্যক্তি—সে আমার ঘৃণা করবে না; সে আমার পরকালের উপায় করবে। উঃ! একা স্বীলোক, কোথায় যাব? কোথায় থুঁজব? পোড়া পেট সঙ্গে আছে।

(পাগলিনীর প্রবেশ)

পাগ। আমি মা, ব'সে ব'সে তোকে দেখ-ছিলুম। জাখ, মা, জাখ, ঐ শেরালাটা থাকে জাখ—পেট ভ'রে থাকে। আমিও পেট ভ'রে খাই। পাখী গুলোও পেট ভ'রে খায়। আমি দেখিচি মা, দেখিচি,—সে দেয়।

চিন্তা। মা, মা, আমার ঘরে আয় না, মা!

পাগ। না মা, আর ত ঘরে যাব না মা, ঘরে সে নেই মা;—তোয় সে পাগলা জামাই মা; সে ঘরে নেই; সে আশানে থাকে;—আর ঘরে যাব না মা; আমার ঘর শুভ হ'রে রয়েছে।

চিন্তা। মা, সত্যি বণেচিস্ ঘরে যেতে আমা-
রও ভয় হয়।

পাগ। মা, বিব, বিব, বিব! মাগীতে মিন্‌সেতে
পরামর্শ করলে, সমুদ্র-মহুনে দেখতে গেল। বিব,
বিব, বিব! তুই আয় মা; তুই বিব খেতে পান্নবি
নি মা! হরগোয়ী দেখতে গেল, জানিস্ নি
মা? হরগোয়ী দেখতে গেল, জানিস্ নি?

ভিক্ষুক। (স্বগত) ইস্! এ ত পাগল নয়;
এ সব ঠিকঠাক বলছে। (পাগলিনীর প্রতি) মা,
তুই কে মা? (চিন্তামণির প্রতি) ও গো, সব
সত্যি—সব সত্যি। (পাগলিনীর প্রতি) মা তুই
কে মা?

পাগ। ওরে পতি আমার ভূলায়ে এনেছে ভবে।

ধরামাঝে উদ্মানিনী ধাই,
তার দেখা নাই,
কোথা পাই, কে আমারে ব'লে দেবে?
যথা সন্ধ্যা হয়, তথায় আলয়,
শব্দা—গ্রামা মেদিনী সুন্দরী;
বোম—আচ্ছাদন;—নাহিক মরণ,
কত আর আছে তার মনে!

চিন্তা। তোমার স্বামী কে মা?

পাগ। আমি মা পাঁচ-ভাতারী,—
এই, হর্গা, কালী, শিব, রুণ্ড,
না, মা, আমি, এক-ভাতারী এয়ে;
আমার ভাতার সেই মা, সেই!
সে বিনে আর নেই, মা নেই!
আমি তাঁর দাসী, মা, দাসী;
সে বাঁকা হয়ে বাজায় মোহন বাঁশী, মা, বাঁশী।
আমার লজ্জা করে মা—লজ্জা করে;
ঘরে থাকতে নারি মা—থাকতে নারি;
বিব, বিব, বিব!
তুই পালিয়ে আয় মা—
পালিয়ে আয়।

ভিক্ষুক। (স্বগত) একি! জানেও আবার,
পাগলও আবার; (চিন্তামণির প্রতি) ওগো, তুমি
ওকে পাগল মনে ক'র না; ও সব ঠিকঠাক
বলছে; আমি আড়ালে থেকে সব শুনেছি। এই,
তোমাদের থাক, না কি—আর, সেই যে গেকরা-
পর্য, আমার সঙ্গে সেই রাস্তিরে দেখেছিলে, এরা
ছ'জনে ঠাউরেছে, তুমি পাগল; তোমার ছুখে বিব
দিতে গিয়েছে; তার পর, তুমি ম'রে গেলে গর্ত
খুঁড়ে পু'তবে।

চিন্তা। বিব! মন সব টের পায়! থাকি
আমার পাঁগল ঠাউরেচে বটে। পোড়া মন, এক-
বার দ্যাখ, অর্থ কত আপনার!

পাগ। থাকি মা, তরুর মূলে,
হাত জুড়িনি কোন কালে,
বলি মা, লক্ষ্মী এলে,
“যাও, বাছা, তুমি যাও চ'লে,
তুমি এলে, তারে পাব না কোন কালে।”
তুই আয় মা, আয়;
আর ঘরে থাকব না মা, থাকব না।

চিন্তা। বিষময় এ সংসার,
কেন আর মমতা তাহার?
এই ত মিলেছে সাথী।
এত দিন করিয়াছি সবারে সন্দেহ;—
আয়, পাগলিনী,
তোরে আজ করিব প্রত্যয়,
র'ব ছায়াসম তোর।
কেন, কেন, কি হেতু না জানি,
প্রাণে জন্মে আশ—
বাসনা পূরিবে মোর।

মাতা, সত্য কথা—শূকরে উদর পূরে;
শুনো শুনো ভ্রমে বিহঙ্গিনী,
ভক্ষ্য তার মেদিনী যোগায়।
তবে কেন ভয়? এই ত আশ্রয়।

বল মা, আমায়—কোথা' যাব,
কোথা নিয়ে যাবে মোরে?
পাগ। চল গো চল—সেই যমুনা-তীরে চল।
চিন্তা। চল মা, বাই। (অঞ্চল হইতে চাবি
খুলিয়া ফেলিয়া দেওন)

পাগ। আমার দিবি মা?
চিন্তা। নাও মা, চল।
পাগ। এই তুই নে। (ভিক্ষুককে চাবি দেওন)

[উভয়ের প্রস্থান।

ভিক্ষুক। একি! বেশা সব ছেড়ে ছুড়ে
দিয়ে চলো না কি? আঃ, দুঃ মন! আমি আর
ক'র জন্ত গাঁট দিই? আমিও পিছু নিলুম।
(দূরে চাবি নিক্ষেপ) দেখিছি, হ'টা খেতে পাওয়া
যায়;—তবে ওই পরওয়ানার কি করি? এখনই
বা কি করি? বা থাকে বরাতে হবে, সেই ত
ঘুরে ঘুরে বেড়াই,—হরিনাম ক'রে বেড়াব। লোভ
কি সামলাতে পারব? দেখি, মা হর্গা আছেন।

এই ত চিন্তামণি ধর্মের হাত থেকে বেঁচে গেল,
আমি আর দারগার হাত থেকে বাঁচব না ?

[প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্তাঙ্ক ।

—*—

জনৈক বণিকের বাটীর সমুখ ।

(দ্বারে বিহঙ্গমল উপবিষ্ট—বণিকের প্রবেশ)

বণিক । তুমি কে ?

বিহ । আমি পথিক ; আজ আপনার আশ্রয়ে
এসেছি ।

বণিক । আপনার এ দশা কেন ? আপনার
নিবাস ?

বিহ । বেথায় থাকি, সেইখানেই আমার বাস ।

বণিক । আপনি কি সংসারাত্মক করেন না ?

বিহ । না ।

বণিক । আপনি আজ আমার আতিথাস্বীকার
করুন ।

বিহ । আমি সেই নিমিত্তই এসেছি ।

বণিক । আমার পরম সৌভাগ্য ! আসুন ।

বিহ । আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে ।

বণিক । আজ্ঞা করুন ?

বিহ । অগ্রে আমার পরিচয় গ্রহণ করুন, আমি
একজন লম্পট—বেস্তার দ্বারা সংসারত্যাগিত ।

বণিক । আপনি যে হ'ন, আমার অতিথি—
আপনি নারায়ণস্বরূপ ; রূপা ক'রে গৃহে প্রবেশ
করুন ।

বিহ । আমার প্রয়োজন শোনেন নি ।

বণিক । বলুন ।

বিহ । নারী তব যবেশা-সুন্দরী ;—

বাপীকুলে হেরি' তার রূপের মাদুরী,

অঁখির ছলনে, পূর্ব-সংস্কারে,

মুগ্ধ মম পাপ মন ।

পশু-মন কোন মতে না মানে বারণ—

সদা উটন,

দরশন কতক্ষণে পাবে পুনঃ ;

সেই আশে আছি ব'সে তব বাসে ।

ইচ্ছা যদি হয় তব অতিথি সংস্কার—

কর অঙ্গীকার

একা মম সনে

দিবে আনি' পত্নীরে তোমার ;

অলঙ্কারে ভূষিতা সুন্দরী

আজ নিশা হবে মম আজ্ঞাকারী ।

পাপ ব্যক্ত করিহু তোমারে,

যেবা হয় কর মতিমান ।

বণিক । (স্বগত) নারায়ণ !

এ কি আজ প্রতারণা !

দেহ বল,

নহে অতিথি বিমুখ হয় পুরে

কি জানি—

কি ছলে, ছলে আজি কোন জন !

অতিথি-সংস্কার সার ধর্ম গৃহস্থের,

তাঁহোক বঞ্চিত হ'ব ?

না, অতিথি না বিমুখ করিব ।

কেবা কার নারী ?

ধর্ম সার,—ধর্ম রক্ষা করিব নিশ্চয় ।

(প্রকাশ্যে) মহাশয় আসুন আগর,

নারায়ণ নিশ্চয় আপনি—

কর ছল মূঢ় জনে ভুলাইতে ।

হে অতিথি,

পুরাইব বাসনা তোমার,

আজ রাতে পতি তুমি পত্নীর আমার ।

বিহ । (স্বগত) দেখ মন,

কি বাতুল করেছে তোমারে অঁখি !

দেখ কত বাকি আর ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ গর্তাঙ্ক ।

—*—

বণিকের বাটীর অন্তঃপুর ।

(অহল্যা ও মঙ্গলা আসীন)

অহল্যা । মঙ্গলা, তুই আবার যা ; পাগলকে
ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলবি—তার যা ইচ্ছা হয়, কিছু
থাক ।

মঙ্গলা । আমি বাপু আর, পারি নি ; সে
পাগলা সাড়াও দেয় না—শকও দেয় না !

অহল্যা। সমস্ত দিন গেল, রাত হ'ল, বা
বাছা, বা—আর একবার বা। কর্তা যদি শোনেন,
অতিথি এতক্ষণ ব'সে আছে—থায় নি, তা হ'লে
আর আমার মুখ দেখবেন না; তাঁর আস-
বারও সময় হ'ল।

মঙ্গলা। হাঁ। মুখ দেখবেন না, আর আমরা
বলব না যে, পোড়ারমুখো অতিথি ছুঁটা ঠোট এক
ক'রে গোড়া গেড়ে ব'সে রইল? দেখ না হত-
চ্ছাড়া মিন্বে!—ভাল মানুষের মেয়ে নেয়ে এসে
ছেলাটি পর্য্যন্ত দাঁতে কাটতে পেলে না। ও
উন্মাদ পাগল; আমি বল্লম, কলনী কতক জল
মাথায় ঢেলে দিই;—একটু ধাত ঠাণ্ডা হ'লে
খেতো দেতো এখন।

(বণিকের প্রবেশ)

বণিক। মঙ্গলা, বা, অতিথি ঠাকুরের খাওয়া
হ'লে এইখানে পাঠিয়ে দিস্।

মঙ্গলা। কোথা পাঠিয়ে দোব গো? সে
পাগল অতিথি কোথা গেল?

বণিক। মঙ্গলা, পাগল বলিস্ নি, তিনি
মহাজন। তিনি চণ্ডীমণ্ডপে ব'সে আছেন, বিনয়
ক'রে তাঁরে এইখানে নিয়ে আয়।

[মঙ্গলার প্রস্থান।]

প্রিয়ে, আজি বেশভূষা ছেরিয়ে তোমার
অতি পুলকিত প্রাণ মোর।

বস্ত্র তব রূপের মাধুরী,—

নারায়ণ-সেবা করিব এ রূপের ছটায়।

শুন প্রিয়ে, বাক্য মোর অতি সাবধানে,

ধর্ম দার এ ছার জীবনে,

পরীক্ষার স্থল এ সংসার।

অতি যত্নে ধর্ম রক্ষা হয়;

শ্রেষ্ঠ ধর্ম—সত্যের পালন।

জান সতি, যবে বাঁধিছ বসতি

অঙ্গীকার করিলাম হুইজনে—

এ গৃহে না অতিথি ফেরাব।

দেবের রূপায়,

অন্যায়সে এত দিন গেছে চলে;

আজি দেবের ইচ্ছায়,

পরীক্ষার দিন, সতি—

হের, দীন হীন মলিন বসন,

দ্বারে আসি করে আকিঞ্চন,

আজি রাত্রে পতি হবে তব।

শুন, স্থলোচনা

অতি আশ্চর্য ঘটনা—

পতির সম্মুখে যাচে আসি' পত্নী তার।

ধর্ম-ধর্ম বুঝেছ কি সতি?

গৃহিণী আমার, কর অতিথি-সংকার।

অহল্যা। এ কি নাথ, কহ বিপরীত?

রমণীর সতীত্ব ভূষণ!

নিজ করে দেখ, নাথ, সিন্দুর কপালে—

মুছাইতে কেন চাহে?

অধর্মো না হয় প্রভু, ধর্ম-উপার্জন।

নষ্ট রীতি—অন্যে আকিঞ্চন;

সতীত্ব বিহনে, রমণীর রত্ন কিবা আছে আর!

স্বামী ধ্যান-জ্ঞান স্বামী মন প্রাণ।

হ'ন নারায়ণ, হ'ন ত্রিলোচন,

তোমা বিনা অন্য মূর্তি নাহি ধরি ক্ষদে;

তুমি সর্বদেবতার সার।

কুংসিত আচার কেন আজ্ঞা দেহ, নাথ?

বণিক। জানি আমি—কায় মন প্রাণ

সকলই সংপেছ মোরে,

কভু, সতি, চাহ নাই বিনিময়।

নাহি কর স্বার্থের বিচার,

তুমি হে আমার—

মম ধন বিতরণে কেন হও বাদী?

সত্য সার, সত্য বিনা কিছু নাহি আর।

অতিথি ফিরবে সত্যভঙ্গ হবে,

পতি তব হবে মিথ্যাবাদী—

কল্যাণ বাহার নিরবধি যত্ন তব।

মৃত অর্মন করি হে স্বীকার—

স্থগিত আচার তোমাতে আদেশ করি;

স্বার্থপর!—

ধর্ম উপার্জনে তোমারে করিব দান

পুনঃ কাহ, পরীক্ষার দিন;

আগে ছিল ভাবিতে উচিত।

যবে উচ্চাশয় ভাবি' আপনায়,

হুই জনে গোপনে করিছ পণ—

অতিথি না ফিরবে আবাসে;

আসিবে যে আশে, পুরাইব সে বাসনা;

ধর্ম মাত্র সাক্ষী তার।

আজি যদি ভাগি অঙ্গীকার,

সত্য-ভঙ্গ না হবে প্রচার,

কিস্তি ধর্ম-সাক্ষী এখনও স্থলরি!

প্রিয়ে, গৃহবাদী তব প্রেম-আশে!—

আজি মম পরীক্ষার দিন,
পরীক্ষা করিব প্রেম তব,
সত্যে কর পত্তিরে উদ্ধার ;
হের, ধর্ম সাক্ষী এখনও তখনও ।
অহল্যা । ধর্মার্থ কি আছে আমার ?
স্বামী, প্রভু কি পরীক্ষা আর ?
আমি দাসী—আজ্ঞা তব শিরোধার্য্য মোর,
তব পদে শুভাশুভ বিচারের ভার ।
বণিক । প্রিয়ে, পরীক্ষার স্থান,—
শুভাশুভ বিচারের নহে ।

(মঙ্গলার প্রবেশ)

মঙ্গলা । ও গো, অতিথ দরদালানে দাঁড়িয়ে
আছে ।

[প্রস্থান ।

বণিক । আস্তে আস্তে হয়, আস্তে ।
অহল্যা । স্বামি, পতি প্রাণেশ্বর, তুমি দ্বারে
ঠেকিয়েছ, তুমিই রক্ষা করবে ; আমি অবলা ।

(বিশ্বমঙ্গলের প্রবেশ)

বণিক । এই আমার গৃহিণী, আপনার দাসী ।

[প্রস্থান ।

অহল্যা । আপনি পালঙ্কের উপর উপবেশন
করুন ।

বিশ্ব । না, আমি তোমায় দেখব—এইখান
থেকেই দেখব ।

(স্বগত) ভেবে ত্যাগ্ন মন,
কত গোরে নাচায় নয়ন ।

ছিল ত্রাক্ষণ-কুমার,
বেজাদাস নয়নের অহরোধে !
পিতৃশ্রদ্ধ-দিনে, ধৈর্য্য নাহি প্রাণে,
ঘোর নিশা, মহা বাজ্ঞাবাতে,
তরঙ্গের সনে রণ ;
রহিল জীবন “বদেহ আলিঙ্গনে ।

সর্পে রক্তচূড়ম,
হেন অন্ধ করেছে নয়ন,
পুরস্কার—বারাঙ্গনা-তিরস্কার !

মন, হাসি পায়,
হ’ল তোর বৈরাগ্য-উদয়,
চ’লে গেলি একবাসে গৃহবাস ত্যজি ;
“কোথা রুদ্ধ” বলি, হ’লি উত্তরালি—
যেন তোর কত প্রেম !

আরে রে পাগল মন,
যানে ময় বাপীতটে সাধুর আকার,
ভনি কঙ্কণ-ঝঙ্কার, চাহিলি নয়ন মেলি’ !
দ্যাত্ত পুনঃ নয়নের ছলে
কি উন্মাদ দশা তোর !
মন, তুমি আঁখির গরব কর ?
নিত্য ডর পাছে যায় এ রতন ;
দ্যাত্ত তোর আঁখির আচার !
সেই মাংস অস্থি,
কাষ্ঠ ভ্রমে, প্রাণের তাড়নে
দিলে যারে আলিঙ্গন—
সেইমত গলিত হইবে ;
বাহিক এ লাভ্যের আবরণ ;—
এই রক্ত ভাব তুমি সংসারের সার ?
ভাব মন, বৃথা জন্ম তার,
এ রতন বাঞ্ছিত যে জন ?
বৃথা মন, নয়ন তোমার
অন্ধ কিবা নহে ?
কিছু নাহি হেরে,
অসার যে বস্তু, তাহে কহে নিত্যাধন !
এর ছলে কত দিন র’ব ভুলে ?

(প্রকাশ্যে) তোমার অলঙ্কার থেকে তুঁটা কাঁটা
খুলে দাও । (অহল্যার তজ্জপ করণ) মা, তোমার
স্বামীকে বল গে, আমি তোমার পাগল ছেলে ।
যাও মা, তোমার পতি-আজ্ঞা—আমার কথা
হেলন কতে নেই ।

অহল্যা । কে এ মহাজন ?

[প্রস্থান ।

বিশ্ব । মন, এখন’ কি আঁখির মমতা কর ?

শত্রু তোর শীঘ্র কর বধ ।
দিব আমি উত্তম নয়ন,
যেই আঁখি ব্রজের গোপালে
“আমার” বলিয়ে তুলে নেবে কোলে—
অস্ত্রে সব দেখিবে অসার ।
যাও—যাও—নশ্বর নয়ন !

(চক্ষু বিদ্ধকরণ)

চল পদ, বৃথা ইচ্ছা হয় ।

[প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

চিন্তামণির বাটা—কক্ষ ।

থাক ও সাধক ।

থাক । কোথায় গেল ? আমি এই তিন দিন ধরে ছিটিটে খুঁজছি ।

সাধক । আমার বোধ হচ্ছে, পাগলামীর ঝোঁকে বেরিয়ে পড়েছি ।

থাক । তা, এখন উপায় কি ?

সাধক । বড় শক্ত সমিগ্রো ; হাকিম টের পেলে সব নে যাবে । কি করি ?

থাক । নে যাবে না ? ওই, অধিকার সব নিয়ে গেল । বুড়ো মিনসে, যা হয় একটা কর, আমি যেয়েমাছুষ কি কিছু কত্তে পারি ?

সাধক । মাল সরান ভিন্ন ত উপায় দেখিনি ।

থাক । কি ক'রে সরাবে ? ভারি ভারি সিন্দুক, দেলের সঙ্গে সব গাঁথা ।

সাধক । তাই ত ভাবছি ।

থাক । (চিন্তামণির উদ্দেশে) সেই ত গেলি, চাবিটে দে যেতে পালা নি ? আমি কি আর কখনও তোমার কিছু করি নি ?—কালের ধর্ম !

সাধক । থাক, ধর্ম কি আর আছে ? দ্যাখ না, “ধর্মন্ত হৃদ্বা গতিঃ ।”

থাক । নাও ভাই, তোমার এখন ছড়া রাখ ; পোড়া সিন্দুক কুড়ল দে ভাঙ্গা গেল না ? মড়া মিন্‌সে যেন খায় না ; আমি যে জোরে মাতে পারি, উনি পারেন না ।

সাধক । আরে, বোঝ না, বড় শক্ত হয়—জোরে কি মারবার যো আছে ?

থাক । আমার বাপ, গালে মুখে চড়াতে ইচ্ছা করে । বুড়ো মিনসে একটা উপায় কত্তে পারে না !

সাধক । থাক, স্থির হও, আমি যা হয় একটা উপায় করছি ।

থাক । মরনা মিন্‌সে, তিন দিনে একটা উপায় ঠাওরাতে পারুলি নি ! হাকিমের লোক এসে কলক, তার পর ঠাওরাবি !

সাধক । অকুল পাথার ! ভাবলুম এক, হ'ল আর এক !—দেল খুঁড়ে ত সিন্দুক বার করি ; যা থাকে অদৃষ্টে । (সিদ্ধকে আঘাত)

নেপথ্যে । বাড়ীতে কে আছে গো, দরজা খোলো ।

থাক । ওই ! কে ও ?

নেপথ্যে । কে আছে, দরজা খোল—দরজা খোল । আরে, শোনে না, হাকিম খাড়া ।

থাক । ও গো, কি হবে গো ? ও গো, কি হবে গো ?

নেপথ্যে । আরে দরজা ভাঙ ।

সাধক । থাক, আমি বলব, আমার মালেকান স্বত্ব ; তুমি সাক্ষী হ'ও ।

(দারগা ও চৌকীদারগণের প্রবেশ)

থাক । দোহাই কাজী সাহেবের ! চোর—চোর—চোর—

দারগা । হাঁ, হাঁ, চুরি হোতা থা ।

থাক । দোহাই, দারোগা সাহেবের দোহাই ! এই মিন্‌সে সিন্দুক ভাঙাছিল ।

দারগা । হামলোক যব দরজা ভাঙলে, তব “চোর, চোর” করলে, হারামজাদি ! হাম্‌ সব বুঝে । (সাধকের প্রতি) ওরে তোম্‌ কোন্‌ রে ?

সাধক । হাকিমের সাক্ষাতে প্রকাশ করব ।—আমি চিন্তামণির ভিক্ষাপুত্র ; আমার এতে মালেকান স্বত্ব আছে ; আমার দে দিয়ে গিয়েছে ।

দারগা । চাবি হায় তোমারি পাশ ?

১ম চৌ । খোদাবন্দ, নেই হায় ; রহনেসে তোড়োগা কাহে ?

দারগা । তোম চুপ । (সাধকের প্রতি) আরে, চাবি আছে ?

সাধক । (স্বগত) ইস্ ! জেরায় জব্ব কল্লে !

দারগা । (১ম চৌকীদারের প্রতি) দেখো, এ দোনোকো লে যাও ; উমকো ঠাণ্ডা গারদমে—আউর ইস্কো পহেলা হামারা কোঠরি পর, পিছে ঠাণ্ডা গারদমে লে যাইও ; হাম থানাভলাসী কর্কে যাতা হায় ।

১ম চৌ । যো ছুকুম, থামিন্ ।

থাক । দোহাই দারোগা সাহেবের । ঐ মিন্‌সে চুরি কত্তে এয়েছিল । আমার নীচের ঘর, চিন্তামণি আমার মাসী হয় । দোহাই দারোগা সাহেব !

তোমায় ধন, মন, প্রাণ, সব সমর্পণ করুম; আমার
বৈধো না।

দারোগা। আরে, কুঞ্জি ছিন্ লেও।

১ম চো। (সাধকের প্রতি) দেখো, তোম
মারা যাওগে—তোমরা বদমাসিসে মারা যাওগে;
হাকিমকা সামনে কবুল নেই দিয়া! চল।

সাধক। আরে, চল।

[থাক ও সাধককে ধৃত করিয়া লইয়া

প্রথম চৌকীদারের প্রস্থান।

দারোগা। দেখো, মানসিং, তোড়নেকো
ওয়াস্তে ক' আদমি চাহি? তোমসে হামসে হোগা
নেই? কেঁও?

২য় চো। নেহি খোদাবন্দ, জাতসিং আউর
ধনি সিংকো চাহি।

দারোগা। কেয়া করেরগা ভাই? নেই চলে ত
কেয়া করে? কেঁও, দোপাইকো জাস্তি দেনে
হোগা?

২য় চো। দো পাইসে বনেগা নেহি; দো আনা।

দারোগা। কেয়া করেরগা, ভাই? দেখো, তেরা
ধরম্। হাম্ বাহার বৈঠকে এজেহার লিখে, চিজ
বস্তুছ নেই থা; সিন্দুক তোড়কে চোর লিয়া,
চোর গেরেস্তার হো গিয়া।

২য় চো। হাঁ, আপ ত মুন্সি হায়, ওইঠো
খোড়া ফলারকে লিখিয়ে।

দারোগা। আচ্ছা, হাম্ বাহার ফারাকমে
বৈঠতা; তোম্ উনলোক্কে বোলায় লাও।

(প্রথম চৌকীদারের প্রবেশ)

১ম চো। খোদাবন্দ, কয়েদি জহর থাকে গির
গিয়া।

দারগ। জহর? কাহা মিলা?

১ম চো। মরদকা পাশ্ থা।

দারগ। মরদঠো গির গিয়া?

১ম চো। নেহি, খোদাবন্দ! দোনো কয়েদি
গির গিয়া।

দারগ। বেহুব! দোনো কায়সে গিরা?

১ম চো। পহেলা মরদঠো থা'কে গির পড়া;
হাম্ উনলোক্ সামহারনে গিয়া, রেঙা বি পছু থা
লিয়া। হাস্ নেই চলতা, দোনো মুরদা হো গিয়া।

দারোগা। চল, চল। দেখো, মানসিং
বদবক্ত!

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

পথ।

(চিন্তামণি ও পাগলিনীর প্রবেশ)

চিন্তা। মা, একটু দাঁড়াও, আমি আর চলতে
পারি না; এইখানে একটু বসি।

পাগ। ব'স মা, ব'স। আমি ত বসতে পারব
না মা; সে যে পথে দাঁড়িয়ে আছে; সে দেরি
হ'লে আবার কি বলবে? তুমি তোমার স্বামীর
কাছে যাও মা, আমি আমার স্বামীর কাছে যাই।
তোমার মতন তোমার, আমার মতন আমার,—
এক কৃষ্ণ যোল শ'। তুমি তোমার কৃষ্ণের কাছে
যাও, আমি আমার কৃষ্ণের কাছে যাই। সে এক
বই আর দুই নয়; তোমার মতন তোমার কাছে,
আমার মতন আমার কাছে; শঠ, লম্পট, কপট!
তবে যাই মা? না, একটু বাস; তুই বল্ছিস—
একটু বসি।

চিন্তা। (স্বগত) সত্যি; আমি তার সঙ্গ নিয়েছি?
এ যেই হোক, বাহিক একজন পাগল বৈ ত নয়।
যদি সকল ত্যাগ কতে পেরে থাকি, তবে এর সঙ্গ
ত্যাগ কতে পারব না? কেন, বিশ্বমঙ্গল ত একা
বেড়াচে। আমি আর পাগলীকে আমার সঙ্গে
থাকতে অরোধ করব না, যা হয় হবে। শুনেছি,
কৃষ্ণ সকলেরই। দেখি, আমার অদৃষ্টে কি হয়।
কিন্তু আমার প্রাণ কাঁদচে, পাগলীর কাছ থেকে
বিদায় নিতে আমার প্রাণ কাঁদচে।

— পাগ। দ্যাখ, পাখীটে একলা বেড়াচ্ছে, আর
গান কচে।

চিন্তা। মা গো, বুঝছি সকলই,

কিন্তু, প্রাণ বুঝেও না বুঝে।

মা গো,

তুমি সর্বভাগী, কৃষ্ণ-অমৃতরাগী।

মম হৃদে জাগে মা, বাসনা! —

যাচিব মার্জনা বিশ্বমঙ্গলের পদে;

সে যদি না ক্ষমা করে মোরে,

কৃষ্ণ নাহি দিবেন আশ্রয়;

সাবু সদাশয়—

শত অপমান করেছি তাহার,

কিসে পাব কৃষ্ণের চরণ?

আমি তাঁর কাছে যাব,

পদধূলি লব,
কমা চাঁব কৃতাজলি হয়ে,
তবে যাবে মালিন্য আমার ,
তবে হবে ক্লমপদে মতি ।
যুক্তি তব লব ;
একা আমি ধরায় ভ্রমিব ।
রহিল মা, সাধ মনে—
পারি যদি,
ওই বিহঙ্গিনী সম কখন করিব গান ।

যাও, মা গো, যাও
যথা ডাকে তোর প্রাণনাথ ;
দিস্ দেখা, পড়ে যদি মনে ।
তুমি মা আমার—
কত্যা ফেলে নিশ্চিন্ত থেক না ।
যাও, সতি, যথা তোরে ডাকে পতি ।
পাগ । যাই মা, যাই ; আবার আস্বে । আমি,
মা, পাগলদের ; তুইও পাগলী মা ;—তোর কাছে
আমি আস্বে । তবে যাই মা, যাই ?

(গীত)

মাঝ-মিশ্র—পোস্তা ।

যাই গো ওই বাজার বাশী
প্রাণ কেমন করে ।

একলা এসে কদমতলায়
দাঁড়িয়ে আছে আমার তরে ॥

বত বাঁশরা বাজায়, তত পথ পানে চায়,
পাগল বাশী ডাকে উভরায় ;—

না গেলে সে কেঁদে কেঁদে চ'লে যাবে মান ভরে ॥

[প্রস্থান ।

চিন্তা । কাঁদ, অঁথি—

কতু কাঁদ নি পড়ের তরে ;
কাঁদ নি তখন,
যবে গুপনিধি চ'লে গেল অভিমান-ভরে !
কাঁদ প্রাণ ভ'রে ;

তোর জলে ধোত হবে হৃদয়ের মলা ;
তপ্ত প্রাণ হইবে শীতল ।

ঢাল অঁথি প্লাবনের বার ;
নহে, মলা নাহি হবে দূর ।

উঠ বারি, প্রস্তর ফাটয়ে ;

ঢাল—ঢাল, এ ঞ্জান প্রাণে—

দহে চিত্তানল,

স্বার্থচিন্তা সতত প্রবল !

আরে স্বার্থ, নিজ অর্থ করেছ কি লাভ ?
তবে

কিবা অর্থে ভুলে আমারে মজালে ?

কেন মোরে করেছ পাষণ্ড ?

ভগবান্ পতিতপাবন, রক্ষা কর দয়াময় !

মরি প্রভু মনের বিকারে—

অবলারে কর রূপা ।

(ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষুক । হ্যাঁ গো, তুমি একলাটি ব'সে কান্দ
কেন ? বাড়ী ফিরে যাবে ?

চিন্তা । তুমি কে ?

ভিক্ষুক । আমি সেই যে—যাকে পাগলী চাবি
দিলে ? যদি বাড়ী যাও ত আমি তোমায় সঙ্গে ক'রে
নে যেতে পারি । ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে দেখে কি ?
তোমার ঠেঙে ত কিছুই নেই যে, কেড়ে নোব ।

চিন্তা । আমি আর বাড়ী যাব না ।

ভিক্ষুক । তবে কোথায় যাবে ?

চিন্তা । যেখানে ছ' চোখ যায় ।

ভিক্ষুক । আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি কেন,
শোন ;—আমি মনে করেছি, বন্দাবন যাব ; যদি
যেতে, একসঙ্গে ছ'জনে যেতুম ; তোমার স্বন্ধে
দিনকতক খোরাকীটে হ'ত ।

চিন্তা । বাপু, তুমি ত জান, আমার কিছু
নেই, আমি ভিক্ষা ক'রে খাব ।

ভিক্ষুক । তোমার ঠেঙে নেইও বটে, আবার
তোমার স্বন্ধে খাবও বটে ।

চিন্তা । বাপু, তুমি কি মনে করেছ, আমি
বাড়ী থেকে অর্থ আনাব ? তা নয় ; অর্থের জন্ত
যারা আমায় বিব দিতে চেয়েছিল, তাদের সে অর্থ
দিয়ে এসেছি । তারা এখন জানে না যে, কি বিষ
তাদের দিয়ে এলুম । তুমি কি স্থাখ নি যে, আমি
চাবি ফেলে দিয়ে এসেছি ?

ভিক্ষুক । দাঁড়িয়ে দেখলুম, আর দেখি নি ?
তবে দাঁড়াও পুঁটলী খুলি । (গহনা বাহির করিয়া)
এ গহনা কা'র ?

চিন্তা । কা'র গয়না ?

ভিক্ষুক । স্থাখ, ভাল ক'রে দেখ ; চিন্তে
পেরেছ ? তোমারই ; পাগলীকে যা দিয়েছিলে ।

চিন্তা । তুমি কোথায় পেলে ?

ভিক্ষুক । আমি চুরি করার ফাঁকিরে ছিলাম ;
তা, তত কন্তে হ'ল না ; পাগলী দিয়ে দিলে ।

চিন্তা। তবে ও তোমার, আমার কেন বলচ? ভিক্ষুক। ও গো, গয়না শুদ্ধ ধরা পড়লে এখনই মিয়াদ হ'য়ে যাবে। পাগলীর টেক্সে তুলিয়ে নেওয়াও যা, একটা ছোট মেয়ের ঠেঙ্গে তুলিয়ে নেওয়াও তা।

চিন্তা। না না, ও গহনা তোমার।

ভিক্ষুক। আচ্ছা, ভাল; পাগলী দিয়েছে ব'লে যদি আমার হয়—তোমায় দিলুম, এবারে ত তোমার হ'ল?

চিন্তা। না বাছা, আমার গহনায় কাজ নাই।

ভিক্ষুক। বলি, তুমি একবার নাও না, আমি আবার নোব এখন।

চিন্তা। আঃ, একি পাগল না কি?

ভিক্ষুক। ভূমি মনে কচ্চ, আমি খুব বোকা—আর, ভূমি খুব সেয়ানা! কথাটা কি বুঝিয়ে বলি, শোন,—দেখ', আমার কিছু হাতটানটা আছে; দেখে শুনে ভেবেছি যে, ও রোগটা ছেড়ে দেব; কিন্তু চুরি টুরী না কত্তে পায়ে রাত্রে নিদ্রা হয় না, ওই একটা দোষ হয়েছে। তাই করি কি জান? একটা গাছকে মনিষ্যি ক'রে বল্লম, “এই তোয়!” তক্তেতক্তে ফিচ্চি,—গাছটা যেন ডাল নাড়লেই জেগে আছে। ওপুর রাত্রে যখন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি অগ্নি পৌটলা নিয়ে সরলুম, দৌড়—দৌড়, যেন চৌকীদার আস্চে, তার পর, একটা ঝোপে গিয়ে পৌটলাটা মাথায় দিয়ে তবে ঘুমুই। তোমার ঠেঙ্গে গয়না দিলে আমি চুরি করবো; আর, গয়না বেচে খাব; আর, সব গয়না ফুরিয়ে গেলে ইট বেধে পৌটলাটা নিয়ে নাড়া চাড়া করব। আর তোমার সুবিধার কথা বলি, একেবারে অতটা সইবে না; কখন ত ক্রেশ কর নি, একবারে অতটা সইবে কেন? যখন পাগলীর মতন স'য়ে যাবে, তখন যা খুসী ক'র।

চিন্তা। (স্বগত) ধন্ত, ধন্ত পূর্ব-সংস্কার!

এ বিকার কত দিনে হবে দূর?

বসি' তরুতলে,

মনে পড়ে কলুষিত শয্যা মোর—

যথা দেহপাণে কিনিয়াছি ধন;

জিহ্বা চাহে সুস্বাদু আহার—

শত্রু বাহে গরল মিশায়;

স্বপ্ন করে মলিন বসন—

চাহে আভরণ,

সাজিবারে ছলের প্রথম

ভাবি তাই,

কতদিনে সংস্কার হবে দূর।

ভিক্ষুক। আর ভাবচিস্ কি? মা বেটার মতন হ'জনে চ'লে যাই আয়।

চিন্তা। কোথা যাবে?

ভিক্ষুক। তোর যেখানে মন।

চিন্তা। চল।

ভিক্ষুক— (গীত)

ভৈরবী—যং।

ছাড়ি যদি দাগবাজী,
কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি;
আমি কি পাব, বাবা?
দেখি বেয়ে পারি হারি।
যদি কেউ বাতলে দিত,
এমন লোক দেখলে হত,
দাগবাজীর উপর বাজী
খেলা বড় বিবম ভারি॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

বণিকের বাটা।

বণিক ও অহল্যা।

বণিক। হাস্চ যে?

অহল্যা। এই তোমার একগাছ চুল পেকেচে, তুমি বুড়ো হ'য়ে গেলে। তুমি হাস্চ যে?

বণিক। ভাবচি বুড়ো হয়েছি—এখনও কি কচ্চি দেখ!

অহল্যা। হো! হো! বেশ হয়েছে; তোমার আর বে হবে না।

বণিক। তাই ত! তবে আর এখানে থেকে কি করব বল দেখি? চল, চ'লে যাই।

অহল্যা। বেশ ত, চল না।

বণিক। কোথায় বল দেখি?

অহল্যা। আমি কি জানি, তুমি বল না?

বণিক। তুমি বুঝেচ।

অহল্যা । বুকে থাকি ত আবার জিজ্ঞাসা কচ কেন ?

বণিক । বলি, বুকেচ কি ? দিন ত গেল ।

অহল্যা । আমি কি জানি ? তুমি বল না ।

বণিক । শোন !

কহে শুভ্র কেশ শিরে,

এই ত রে শমন ধরিল আসি ;

কহে কেশ—‘আর নহে বালক এখন ;

যেতে হবে—কর যত্নে পাণ্ডেয় অর্জুন,’

এ সকল কিছু নহে সাখী ।’

দিন গেল,কোতুকে কাটিল ;

হরিনাম হ’ল না এ দেহে ।

ধূলা মাখি’ খেলিহু প্রথমে ;

যোবনে যুবতী কাঞ্চন সনে ।

কহে শুভ্র কেশ,

“এবে তোর সে খেলা ফুরা’ল

কিবা খেলা খেলিবি নুতন ?

খেলা তোর ফুরা’বে স্বরত ;

একা এলি একা যেতে হবে ।”

অহল্যা । প্রাণনাথ,

সে ভাবনা নাহিক আমার ;

আগে তুমি এসেছ হেথাং,

আসিয়াছি পাছে পাছে ;

প্রাণ—বীধা আছে—

যাব পাছে পাছে ;

যথা যাবে, পাছে পাছে র’ব ।

স্বামী—তঁার আমি ;

স্বামী-পায় বিকসিত কায় ।

বণিক । চল বৃন্দাবনে যাই ।

অহল্যা । চল ।

বণিক । তবে শুছিয়ে নাও ।

(রাখাল-বালকের প্রবেশ)

রাখাল । হ্যাঁ গা, হ্যাঁ গা, তোমরা বৃন্দাবন যাবে ?

অহল্যা । (বণিকের প্রতি) আহা, দেখ—দেখ, কেমন সুন্দর ছেলটী ! (রাখাল-বালকের প্রতি) তুমি কাদের ছেলে বাবা ?

রাখাল । দেখতে পাচ না, আমি রাখালদের ?

বণিক । তুমি এখানে কি ক’রে এলে ?

রাখাল । আমি অমন আসি ।

অহল্যা । তুমি কেন এসেচ ?

রাখাল । ওই যে বল্লম—তোমাদের জিজ্ঞাসা কন্তে, বৃন্দাবন যাবে ?

বণিক । কেন, তুমি বৃন্দাবন যাব—জিজ্ঞাসা কচ যে ?

রাখাল । আমি অমন বাড়ী বাড়ী জিজ্ঞাসা করি ।

বণিক । কেন জিজ্ঞাসা কর ?

রাখাল । আমার দরকার আছে, বল না ?

অহল্যা । যাব ; তুমি যাবে ?

রাখাল । হ ।

অহল্যা । (বণিকের প্রতি) আহা, ছেলেটাকে যেন বুকে রাখতে ইচ্ছা করে । (রাখাল-বালকের প্রতি) তোমার মা কিছু বলবে না ?

রাখাল । আমার মা নেই ;—মাও নেই, বাপও নেই ।

অহল্যা । তুমি কোথায় থাক ?

রাখাল । ওই গয়লাদের গরু চরাই—আর থাকি ।

অহল্যা । তুমি গোরু চরাতে পার ?

রাখাল । হ ।

অহল্যা । সত্যি তোমার কেউ নেই ?

রাখাল । (অহল্যার প্রতি) তুমি আমার মা ;

(বণিকের প্রতি) তুমি আমার বাপ ।

অহল্যা । কই, “মা” বল দেখি ?

রাখাল । মা, মা, মা !

বণিক । ছেলেটা অনাথ ।

রাখাল । হ্যাঁ গো, আমি অনাথ ।

বণিক । আমার আজই বৃন্দাবনে যাব ।

রাখাল । হো, হো, বেশ হয়েছে—বেশ হয়েছে !

বণিক । কেন, তোমার বৃন্দাবনে যাবার এত ইচ্ছা কেন ?

রাখাল । ওগো, আমি বড় মুন্সিলে পড়েছি ।

বণিক । তোমার আবার মুন্সিল কি ?

রাখাল । ও গো, তার জন্তে গরু চরাতে পাই নি, তার জন্তে খেলতে পাই নি, তার জন্তে যার বৃন্দাবনে যেতে পাই নি। এই, তোমরা তা’কে সঙ্গে নেবে, তবে বৃন্দাবনে যাব ।

বণিক । কেন ?

রাখাল । দেখ, সে দেখতে পায় না ; সে “কৃষ্ণ-কৃষ্ণ” ব’লে বুক চাপড়াতে থাকে, আমার প্রাণ কেমন করে ! সঙ্গে যাই ;—কোথা কাঁটাবনে

পড়বে, খেতে পাবে না। আমি না দিলে আর খেতে পাবে না; কে দেবে বল? কাণা মাথায়;—আর, সে যার খেতেই চায় না; আমি কত ভুলিয়ে থাওয়াই।

বণিক। (অহল্যার প্রতি) দেখ, সেই মহাপুরুষ।

অহল্যা। আমারও বোধ হয়।

বণিক। তিনি কোথায় আছেন?

রাথাল। ও গো, সে যেখানে বন-বাদাড় পায়, সেইখানেই যায়।

বণিক। কি করেন?

রাথাল। “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” ওই করে আর কি! কৃষ্ণ যেন তার সাত পুরুষের চাকর।

বণিক। (ঈষৎ হাসিয়া অহল্যার প্রতি) বালক! (রাথালবালকের প্রতি) আর কি করেন?

রাথাল। কখন মুখ রগড়ায়, কখন চিপ ক’রে মাটিতে পড়ে, কখন চুল ছেঁড়ে। তুমি তাকে নে যাবে?

বণিক। তিনি যাবেন?

রাথাল। আমি ভুলিয়ে নে যাব। যাক—বন্দাবনে যাক; “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” কচ্ছে—কৃষ্ণকে পাবে।

বণিক। কেমন ক’রে জানলে?

রাথাল। বন্দাবনে যাবে, কৃষ্ণকে পাবে না?

বণিক। বন্দাবনে গেলেই কি কৃষ্ণকে পায়?

রাথাল। হ্যাঁ, পায় না বৈ কি! তুমি ত বড় জান।

অহল্যা। তুমি কৃষ্ণকে পাবে?

রাথাল। তা কেন? আমি কি আর “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” কচ্ছি? আমি ঐ “কাণা কাণা” কচ্ছি, কাণাকে পাব,—যে যা চায়।

বণিক। বাবা, তোর কথায় আমার আশার উদয় হচ্ছে। বন্দাবনে কি যে যা চায়, তাই পায় রে?

রাথাল। তা দেখে বে চল না। আমি তবে তাকে বলি গে? তোমরা ত বাধাঘাটে নৌকা করবে? আমি তাকে সেইখানে নিয়ে যাচ্ছি। ওই যে নদীর ধারে বটগাছটা আছে—যেখানে খুব বন, ব্রহ্মদত্তির ভয়ে কেউ যায় না—সেইখানে আছে। আমি আর থাকব না, দেখ, বেলা গেল; তোমরা এস।

[প্রস্থান।

অহল্যা। আহা! ছেলেটা মা বলে, আমার প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

বণিক। আহা, ছেলেটা যেন ব্রজের গোপাল। গোপাল এসে যেন আমার মনে আশা দিয়ে গেল! ভাবছি, সে মহাপুরুষ কি আমাদের সঙ্গে যাবেন? জান ত, কত মিনতি করেছিলাম, এখানে থাকবার জন্য, তিনি কোন মতে রইলেন না। আশ্চর্য্য, এত কাছে আছেন—আমি এত খুঁজলাম, একদিনও দর্শন পেলুম না। আহা, রাথালবালকটা কে,—সেই ভয়ঙ্কর বনের ভিতর তাঁর সেবা কত্তে যায়?

অহল্যা। দেখেচ? আমি না বিইয়ে কানায়ের মা! যেমন লোকে “ছেলে নেই, ছেলে নেই” বলত, তেমনই ছি ছেলে নিয়ে বন্দাবনে চল্লুম।

বণিক। ভাবছি, তিনি যাবেন কি?

অহল্যা। অবশ্য যাবেন। ও রাথাল-বালক নয়, ও গোপাল, ওর নিশি কথায় অবশ্য ভুলবেন।

বণিক। চল’ তবে আমরা সত্বর হই।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—*—

কানিন।

(বিষমঙ্গল উপবিষ্ট)

বিষ। হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! কোথা তুমি? দেখা দাও। তুমি ত অন্তর্যামী—দেখ, আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে; ব্যাকুল হ’লে ত দেখা দাও, দাননাথ, তুমি কোথায়? কোথায় তুমি,—কোথায় তুমি? হা কৃষ্ণ! (মূর্ছা)

(রাথাল-বালকের প্রবেশ)

রাথাল। (বিষমঙ্গলের কর্ণমূলে) কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ!

বিষ। (চৈতন্য পাইয়া)

কই কৃষ্ণ?

কই শুনি দাঁশরী নিনাদ?

কই কালাচাঁদ!

সাধে বাদ কে সাধে এমন?

সে কি এতই নির্দয়?

হ’ক, সয় স’ক, প্রাণে স’ক।

হায়—হায়, বিফল যন্ত্রণা,
সে ত কই আমার হ'ল না।

গেল দিন ব'য়ে, ছার দেহে কিবা কাজ ?
জেনেছি জেনেছি মম ভাগ্যে দেখা নাই।

কি করি, কোথায় যাই ?
কে আমার এনে দেবে হরি ?

বংশীধারী এস—এস বাজারে বাঁশরী,
পায় পায় দাঁড়াও সম্মুখে—

বামে হেলা শিখিপাখা !
দেখ একা আমি,

এস এস হে অনাথনাথ !

রাখাল। কেন ভাই ? একলা কেন ভাই ?

আমি যে তোমার সঙ্গে রয়েছি ভাই ?

বিষ। রাখাল, রাখাল, আবার এসেছ ? তুমি
আমার সর্বনাশ করবে—তুমি আবার আমার মোহে
ডুবেবে ! দেখ, তোমার কথা শুনে আমি কৃষ্ণকে
ভুলে যাই—আমি কৃষ্ণকে ডাকতে পারি না !
তুমি কেন ভাই, আমার হৃদয় অমন কর ? যাও
ভাই, ঘরে যাও ।

তোমার পায়ে ধরি,

একে জলে মরি কৃষ্ণ বিনা,

কৃষ্ণধন আমার হ'ল না ;

কত জালা জানি কি রাখাল ?

জান যদি, যাও—কৃষ্ণ এনে দাও,

দাস হ'ব, কেনা রব তোমার।

যাও তুমি—যাও হে রাখাল,

কেন নিত্য বাড়াও জঞ্জাল ?

তাজি সংসার আশ্রয়,

পদাশ্রয় লয়েছি রে তাঁর,

সে রাখে, রহিব, সে মারে, মরিব !

আমি অতি দীন, আমি অতি হীন !

কেন হে রাখাল,—এস তুমি গহনকাননে,

হেন অভাজন-সহবাসে ?

হে রাখাল, জানি যদি বল—হৃদয়ের আলো

কোথা বনমালী কালো।

দাও—এনে দাও—

প্রেম-সুখা তৃপ্ত কর মোর।

রাখাল। আমার যেতে বলচ ভাই ? তুমি যে
খাও না।

বিষ। ভাই, আমি বলছি খাব। ওরে, তুই
যা, তোমার কথা শুনে আমি যে কৃষ্ণকে ভুলে
যাই রে !

রাখাল। তুমি খাবে ? লোকে ভাই, এখানে
তোমাকে কি ক'রে খাবার দেবে ? ব্রহ্ম-দত্তির
ভয়ে এ পথে যে কেউ চলে না ভাই।

বিষ। রাখাল, তুমি যাও ভাই !

একে অন্ন মন,

তাহে তুমি ক'র না বিমনা।

দেখ, কৃষ্ণ আমার হ'ল না ;

দিন গেল,—দিন যায়,

রহে না ত দিন,—কবে তবে কৃষ্ণ পাব ?

(নেপথ্যে শঙ্খঘণ্টা-নাদ শ্রবণ)

ওই শঙ্খঘণ্টানাদে—সায়ং-সন্ধ্যা করে দ্বিজগণে।

ওই ত ফুরাল দিন ;

দিন গেল—কই দেখা হ'ল ?

এস—এস, কোথা গুণনিধি,—

মরি যদি দেখা ত হবে না।

দেখা দাও—দেখা দাও দয়াময় !

প্রাণ করে আকুলি ব্যাকুলি।

কোথা যাব ? কোথা দেখা পাব ?

এস' বাজারে মুরলী,

বনমালী রাধিকা-রঞ্জন !

রাখাল। আচ্ছা ভাই, তুমি কৃষ্ণকে ডাক,

আমি চুপটি কোরে বোসে শুনি।

বিষ। না ভাই, তুমি বাগক, তুমি কেন ব'সে
থাকবে ?

রাখাল। তুই যে ভাই, বনে থাকবি ; “একলা
আমি, একলা আমি” ব'লে চোঁচাবি। আমার
ভাই, বড় কান্না পায়।

বিষ। না, এই রাখাল আমার সর্বনাশ করবে !
কৃষ্ণের দেখা ত পেলুম না, আবার কেন মোহ ?
প্রাণত্যাগ করি।

রাখাল। না ভাই, আমার বড় মন কেমন
করবে ভাই।

বিষ। রাখাল, তুই কে ? তোমার হাত আমি
কেমন ক'রে এড়াব ? তুই যে দেখছি আমার
মত্তেও দিবি নি !

রাখাল। আচ্ছা ভাই, তুই কেন বৃন্দাবনে যা
না ভাই ! চল চল, বৃন্দাবনে চল ; কৃষ্ণকে দেখ'বি
চল।

কথা আমার মিথ্যা নয়,

দ্যাখ'না কেন—নয় কি হয় !

বিষ। চল—চল, যাব বৃন্দাবনে—

প্রেমধামে যাব আমি প্রেমহীন !

প্রেমধামে যথা যমুনা-পুলিনে
মাধব বাজায় বাঁশী ;
ধেমুগুণে নাচে কুতূহলে ;
বনহারে সাজায় রাধাল—ঐগোপাল
চল—চল দেখি গিয়া ।
রজে লুটাইয়ে, রজ মাখি কায়
“কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলি ডাকি উভরায়
প্রেমধারে ভেসে যায় কায় ;
প্রেমের পুলক কম্প ঘন ঘন ;
উন্মাদ নর্তন,
কভু হাসি—কভু কাঁদি ।
চল বন্দাবনে প্রাণকৃষ্ণ মোর ।

(গমনোত্তত)

রাধাল । ও দিকে যাচ্ছিস্ কোথা ? বন্দাবন
যে এ দিকে ।
বিষ । এই কি সে মধু বন্দাবন ?
কই তবে ভ্রমর-গুঞ্জন ?
কই সেই মুরলীর ধ্বনি—
তান-তরঙ্গিণী উন্মাদিনী কই ধায় ?
কই পীতাম্বর মুরলী-অধর—
বামে রাখা বিনোদিনী ?
কই, কই,
কি হ'ল আমার ?
বন্দাবনে কই সে মাধব ?
রাধাল । আর, দেখ বি আর ।

(গীত)

পাহাড়ী—কারফা ।

আমি বন্দাবনে বনে বনে ধেমু চরা'ব ।
খেল'ব কত ছুটোছুটি, বাঁশী বাজাব ॥
খেলতে বড় ভালবাসি,
ছুটে ছুটে তাইতে আসি,—
আমার মনের মতন খেলার জুটি কতজন পাব ॥

[উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

বন্দাবন—গোবর্দ্ধন পর্বত ।

চিন্তামণি আসীন ।

চিন্তা । মন, আগে তাঁর মন ভোলাবার জ্ঞান
কত রকম বেশ তুই পরতিস্ ; এখন বল, কি বেশে
গেলে তিনি রূপা করবেন । দেহ, তোমার স্বর্ণ-
অলঙ্কারে যত সাজিয়েছি, তাতে কেবল তুমি
কলঙ্কিনী-প্রাণের পরিচয় দিয়েছ ! বিভূতিই
তোমার ভূষণ, নইলে সাধুত্ব তোমার রূপা
করবেন না ; তুমি এত সুন্দর ভূষণ কখন পর
নাই । (অঙ্গে বিভূতি লেপন)

পরেছি ভূষণ ; এবে কেশের বিভাস ।—

কেশ, তুমি অতি প্রত্যাক ;

কহিতে সতত, তুমি বন্ধু মম,

অন্যো মজাইতে চাহিতে সতত ;

তোর ছলে ভুলে,

বাধিতাম কবরী যতনে ।

তুমি শঠ, প্রত্যাক, মজায়েছ মোরে ;

আজি তব নূতন বিভাস,—

পূর্বভাশে

সাধুত্বে ভূলা'তে নারিবি আর ।

তাঁর রূপা হ'লে কৃষ্ণচন্দ্রে পাব ;—

আরে, আমি বড়ই পতিত—

পাব আমি পতিতপাবন !

(চুল কাটিতে উত্তত)

(রাধাল-বালকের প্রবেশ)

রাধাল । (চিন্তামণির হস্ত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া
লইয়া) ছি, ভাই, চুল কাটছ কেন ভাই ? চুল
কি কাটতে আছে ? ছি ছি, চুল কে'ট না ।

চিন্তা । আহা, আহা, ছেলেটা কে গা ! মরি,
মরি, কথা শুনে প্রাণ জুড়াল !

রাধাল । তুমিও বুঝি “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” কর ? উ'
উ' ? ছি ভাই, কথা কইলে না ? আমি তবে
চক্ষু ম ।

চিন্তা । আহা, তুই কে রে ?

রাখাল । ছি ভাই, তুমি মিটি কথা জান না ; তুমি বলবে, “তুমি কে, ভাই ?” আমি বলব, “কেন ভাই, তোমায় বলব কেন ভাই ?”

চিন্তা । কেন ভাই বলবে না ভাই ? আহা, আমার যেন সকল জালা জুড়াল ! এখন যে ভাই, তুমি কথা কচ্চ না ভাই ?

রাখাল । তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে ভাব ভাই ।

চিন্তা । হ্যাঁ ভাই, তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে ভাব ।

রাখাল । আচ্ছা ভাই, তবে তুমি বল ভাই, কৃষ্ণকে ভালবাস কি আমার ভালবাস ?

চিন্তা । আহা, আমি অভাগিনী প্রেমহীন— আমি কৃষ্ণকে কি ক’রে ভালবাসব ?

রাখাল । ভাই, তুমি কৃষ্ণকে চাও কি আমাকে চাও ভাই ? বুঝছি ভাই, কৃষ্ণকে চাও ভাই ; আমি চল্লুম ভাই ।

চিন্তা । যাও কেন ভাই ? শোন না ।

রাখাল । এই বৃন্দাবনে এসেছ— ঠিক কথা বল, কৃষ্ণকে চাও কি আমাকে চাও ?

চিন্তা । কৃষ্ণকে চাই ; তোমায়ও ভালবাসি ।

রাখাল । না ভাই, এমন ভাব আমি করি নি । যাকে হয়, একজনকে পছন্দ ক’রে নাও । আমি ত বলছি নি যে, আমার তোমায় নিতেই হবে ।

(ভিক্কুর প্রবেশ)

ভিক্কু । আহা, আহা, কি সুন্দর রাখালের ছেলেটা রে— যেন ব্রজের বালক !

রাখাল । ও ভাই, তোমার সঙ্গে আমার ভাব ।

ভিক্কু । হ্যাঁ ভাই, তোমার সঙ্গে আমার ভাব ।

রাখাল । তবে রে চোর ! ভাব বলে, তবে পৌটলাটা লুক্ক রে ? আমার দাঁও ।

(পুটলী কাড়িয়া লওন)

ভিক্কু । ওতে ত কিছু নেই ।

রাখাল । নেই, তবে গেরো কেন ?

ভিক্কু । সত্যি, ছাথ, পথে ভুলে গেরো দিয়েছি । (স্বগত) বৃন্দাবনে এলে কি হবে ? হাত পা মন ত আমাৰ ।

রাখাল । (পুটলী ফিরাইয়া দিয়া) আর গেরো দিও না ।

ভিক্কু । আচ্ছা ভাই রাখাল, আমি এই ফেলে দিলুম ; আর গেরো দোব না ।

(দূরে পুটলী নিক্ষেপ)

চিন্তা । কেন পাই, তুমি যে আর একজনের সঙ্গে ভাব কচ্চ !

রাখাল । কেন ভাব করব না, ভাই ?

চিন্তা । তবে যাও ভাই, তোমার সঙ্গে আড়ি ।

রাখাল । যাব ? তবে যাই ; আর খুব না ডাকলে আসব না । (প্রহ্নানোত্তত)

চিন্তা । দাঁড়াও না, দাঁড়াও না ।

রাখাল । না, আর দাঁড়াব না ।

[প্রহ্নান ।

ভিক্কু । ওহে, দাঁড়াও না, দাঁড়াও না ।

চিন্তা । আহা ! যাক্, খিদে-টিদে পেয়েছে ।

ভিক্কু । আমি কিছু খাবার এনে থাওয়াতুম । দেখ, সেই পাগলীটে আস্বে ।

চিন্তা । দেখ— ঐ হয়, কৃষ্ণ আমার রূপা করবেন, মা’র মুখ দেখে আমার বড় ভরসা হচ্ছে । আহা, কাত্যায়নীর বরে গোপিনীরা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিল, মা’র বরে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে ! মা আমার কা’র সঙ্গে কথা কচ্ছে ? ও তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী কে ?

ভিক্কু । বেটী যখন বৃন্দাবনে এসেছে, আমার একটা হিলে লাগলেও লাগতে পারে ; ও বেটী কি রকমে ফির্চে ।

(পাগলিনী ও শিষ্যগণসহ সোমগিরির প্রবেশ)

পাগ । বাবা, চল যাই ; আর কেন বাবা ? অনেক দিন ঘর ছেড়ে এসেছি ।

সোম । মা, আর ত কাজ বাকী নেই, চল, যে কাজে এসেছি, সেয়ে যাই ।

পাগ । বাবা, আর থাকতে পারি নি ; বাবা, আমার মন কেমন করে ; বাবা, দেখ দেখি, কত দিন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি ! আমার এমন লাঞ্ছনা করে গা ? আমার ভুলিয়ে বনে পাঠিয়ে দিলে !

চিন্তা । মা, করুণাময়ী মা, সত্যি তুই আমার মা ! দয়াময়ী আমার ত ভোল নি ।

পাগ । ও মা, আমি নই মা ; বাবাকে জিজ্ঞাসা কর ; বাবা তোরে ব’লে দেবে ।

চিন্তা । মা, তোমার কথায় দেশ ছেড়েছি, তোমার কথায় বাবাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি— আশীর্বাদ

কর, যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। (সে'মগিরির প্রতি)
বাবা, আমার উপায় কি হবে? আমি মহা-
পাতকী,—রাধাবল্লভ কি আমার দয়া করবেন?

সোম। মা, তোমার যে প্রেম,—অবশ্যই দয়া
করবেন।

চিন্তা। বাবা, আমার প্রেম?

প্রেমহীন পাষাণী পাপিনী,

মরুভূমি পোড়া প্রাণ—

বারিবিদ্যুৎ নাহি তাহে;

তাহে, অমৃতাপ—প্রবল অনল—

দিবানিশি দহে!

এ হৃদয়ে কোথা প্রেম পাব?

প্রেমময় কৃষ্ণপদে কি তবে অর্পিবে?

পিতা, রূপা ক'রে বল না উপায়।

সোম। মা, আমি কি উপায় করব? বৃন্দা-
বনে বিশ্বমঙ্গল নামে একজন সাধু আছেন; তাঁর
শরণাগত হও; তোমার উপায় হবে।

চিন্তা। বাবা, তুমি আমার গুরু, যখন তুমি
বল্লে, উপায় হবে,—আমার প্রাণে স্থির বিশ্বাস
হ'ল; কিন্তু বাবা, ভয় হয়, আমি মহা পাতকী;
আমি তাঁরই চরণে শত অপরাধী।

সোম। মা, তিনি পরম সাধু; সাধু কারও
অপরাধ ল'ন না।

চিন্তা। দেখ বাবা, আমার অদৃষ্টদোষে গুরু-
বাচ্য যেন বিকল হয় না। বাবা, ব'লে দিন,
তিনি কোথায় থাকেন? আমি বৃন্দাবন আসা
অবধি তাঁর অনুসন্ধান করছি, কোথায়ও তাঁর দর্শন
পাই নি।

পাগ। তুই দেখা পাসনি? আমি দেখিয়ে
দেব। তুই যেন মা, আমার মেয়ে; তোর স্বামী
কাছে রেখে আসতে যাব। তোর গলা-ধ'রে
খানিক কাঁদি,—আর তো মা, তোর সঙ্গে দেখা
হবে না; তোর স্বামীর বাড়ীতে দিয়ে ও'লে আসব।
ও মা, লজ্জা করে মা লজ্জা করে।

ভিক্ষুক। মা, তোর বেটাকে যে ভুলে গেছি?

পাগ। ভুলব কেন? বাবাকে ব'লে তুইও
আমার সঙ্গে আয় না?

ভিক্ষুক। বাবা, আমার উপায় কিছু কি হবে?

সোম। তুমি সাধু, এ বৃন্দাবন আনন্দধাম;—
আনন্দময়ের রূপায় এখানে কেউ নিরানন্দে
থাকে না।

ভিক্ষুক। বাবা, আমি যে চোর।

সোম। মাখনচোরকে চুরি করবে।

ভিক্ষুক। গুরুদেব, পারি যদি, চুরির মতন
চুরি বটে।

সোম। মা, তুমি তোমার ছেলে মেয়ে নিয়ে
থাক; আমি গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ করব।

পাগ। বাবা, এবার যখন দেখা হবে—বাপ
বেটীতে হাত ধরাধরি ক'রে চলে যাব। আর কি
করতে থাকব? (চিন্তামণি ও ভিক্ষুকের প্রতি)
আর গো আয়।

[চিন্তামণি, ভিক্ষুক ও পাগলিনীর প্রস্থান।

(শিষ্যগণের গীত)

বৃন্দাবনৌ সারঙ্গ—খামশ।

জয় বৃন্দাবন, জয় নরলীলা;

জয় গোবর্দ্ধন—চেতন শিলা।

নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!

চেতন যমুনা, চেতন রেণু,

গহন কুঞ্জবন—ব্যাপিত রেণু;

নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!

খেলা খেলা খেলা মেলা;

নিরঞ্জন নির্মল ভাবুক ভেলা।

নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

—*—

বন।

বিবমঙ্গল আসীন।

বিব। ওঃ! রাখাল আমার সর্বনাশ কল্লে;
আমি কোন মতেই তারে ভুলতে পাচ্ছি নি।
আরে মহাপাতকী, তুই মহামোহে বদ্ধ, তুই কৃষ্ণ-
দর্শন করবি কি ক'রে? দেখি—আর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত
দেখি, যদি মনস্থির কল্লে না পারি ত আত্মহত্যা
করব। এ কি! আমার প্রাণের উপর দ্রুত আধি-
পত্য রাখাল কিরূপে কল্লে? কে ও রাখাল আমার
কাল হ'খে এল? হা কৃষ্ণ! আর কেন বিড়ম্বনা
কচ্ছ? আমার এ কি সর্বনাশ হ'ল? আমি সাত
দিন রাখালের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছি, প্রতি

(বিষমঙ্গলকর্তৃক স্বাথান-বাণকের হস্তধারণ)

বিষ। না দয়াময়, আমার আর কারুকে প্রয়ো-
জন নেই।

রাখাল। না ভাই, ওরা যে কাঁদবে ভাই, আমি তা হ'লে কাঁদব।

বিষ। আহা! কে রে ভাগবান, তুমি যার জন্তে কাঁদবে?

রাখাল। তুই কেন ভাই, দ্যাখ্ না। তুই এখানে ব'স; আমি এই আড়ালে রইলুম। ওই দ্যাখ্, ওরা আসছে।

[প্রস্থান।

(নিম্নলিখিত-নেত্রে বিষমঙ্গলের অবস্থান, বণিক ও অহল্যার প্রবেশ)

বণিক। অহল্যা, সে রাখাল-বালক কে? সে বলেচে, এইখানে আমি শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাব।

অহল্যা। রাখাল-বালক যদি আমার “মা” বলে, আমি শ্রীকৃষ্ণকে চাইনি।

নেপথ্যে। মা!

অহল্যা। বাবা, তুমি কোথায়?

নেপথ্যে। চুপ, আমি এই গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছি। তোমরা এখানে ব'স।

অহল্যা। আহ! রাখাল বলেচে, এইখানে বসতে।

নেপথ্যে। হাঁ, ব'স, কৃষ্ণ এলেই তোমায় বলবে।

বিষ। (আপন মনে) আহা, কি রূপ দেখলুম! রাখালরাজ! রাখালরাজ!

(চিন্তামণি, পাগলিনী ও ভিক্ষুকের প্রবেশ)

পাগ। তুই যা মা; আমি কি জামায়ের কাছে যেতে পারি? আমি এইখানে বসি। বাবা, ব'স—চুপ ক'রে ব'স। এই নে। (কাঞ্চন প্রদান)

ভিক্ষু। আর কেন মা?

পাগ। নিবি নি? তা না নিম্, কিন্তু এবার যদি কিছু পাস ত নিম্।

ভিক্ষু। তা আচ্ছা মা।

(সোমগিরি ও শিষ্যগণের প্রবেশ)

সোম। (শিষ্যগণের প্রতি) সংসারীকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিবার জন্ত বেষ্ঠা ও লম্পট ভাণ মাত্র। (বিষমঙ্গলের প্রতি দেখাইয়া) বৈরাগ্যের চেননমুষ্টি প্রত্যক্ষ দেখ। বেষ্ঠা ও লম্পটের রূপায় আজ আমারও কৃষ্ণ-দর্শন করব।

১ম শিষ্য। প্রভু, আমি অজ্ঞান; যাকে লম্পট বলেছি, যাকে বেষ্ঠা বলেছি, তাঁদের চরণে আমার

কোটি প্রণাম। আমার রূপা ক'রে বলুন, কৃষ্ণ-দর্শনের ফল কি?

সোম। বৎস, কৃষ্ণদর্শনের ফল—কৃষ্ণদর্শন; আর অন্য ফল নাই।

চিন্তা। (বিষমঙ্গলের প্রতি)

চাও ফিরে বারেক সন্ধ্যাসী—

দাসী তব মাগে পদাশ্রয়;

দয়াময়, চিরদিন সদয় হে তুমি;

আজি হ'ও না নিষ্ঠুর।

রূপা যদি নাহি কর গুণধাম,

হের প্রাণ এখনই ত্যাজিব—

নারীবধ লাগিবে তোমায়।

এসেছি হে বড় আশে;

আকিঞ্চন—

করিব হে কৃষ্ণ-দরশন

তব রূপা-বলে, প্রভু!

বিষ। আহা, আহা! কৃষ্ণনাম আমার কে শুনাগে? (চিন্তামণির প্রতি দৃষ্টিপতন) এক!

গুরু? প্রেমশিক্ষাদাতা? বিষ-মোহিনী? আমার রূপা করুন। (প্রণাম করণ)

চিন্তা। প্রভু, অকিঞ্চনকে আর বঞ্চনা করো না। হে যোগিবর, হে প্রেমিক পুরুষ, প্রেমময় কৃষ্ণ তোমার!—আমায় বলোহিলে, আমি যা চাই, তুমি দিতে পার, তোমার কৃষ্ণকে আমার দাও;—না দাও, তোমার কৃষ্ণ তোমার থাকবে—আমায় এক-বার দেখাও। আমি বড় পতিত,—পতিত-পাবনকে একবার দেখি।

বিষ। প্রেমময়ি, কৃষ্ণপ্রেমে তোমার হৃদয় পূর্ণ, কৃষ্ণ তোমার হৃদয়ে।

চিন্তা। না না, হৃদয় আমার শূন্য, জান ত—হৃদয় আমার পাষণ্ড! মহাপুরুষ, কৃষ্ণকে কি পাব?

বিষ। অবশ্যই পাবে।

চিন্তা। কোথা কৃষ্ণ দেখা দাও! ভক্তবৎসল, না দেখা দিলে তোমার ভক্তের কথা মিথ্যা হবে।

নেপথ্যে। কেন ভাই, তোমার সঙ্গে যে আমার আড়ি।

চিন্তা। হা! আমি চিনেও চিনি নি। প্রেমিক রাখাল, আমি প্রেমশূত্র, তুমি জান ত,—নিজ গুণে দেখা দাও।

নেপথ্যে। মা, দেখ।

[পট-পরিবর্তন]

সকলে ।—

(গীত)

দোলমঞ্চোপরি শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার যুগলমূর্তি ।

সকলে । জয় রাধে ! জয় রাধাবল্লভ !

বণিক । আহা !

অহল্যা । বাবা, চাঁদমুখে আর একবার মা বল ।

চিন্তা । দ্যাখ্ রে, প্রাণ ভরে ছাখ্ ।

শিষ্য । গুরুদেব, কৃষ্ণদর্শনের ফল—কৃষ্ণদর্শন ।

ভিক্ষু । মাখনচোর, তোমায় চুরি কত্তে পারি, তা হলেই আমার চুরিবিজ্ঞা সার্থক ।

পাগ । বাবা, আমার কান্না পাচ্ছে ; বাবা, দেখে দেখি, কত ঘোরালে ! চল বাবা, যাই ।

সোম । মা, নরলীলা আর অন্ন বাকী, দেখে যাই ।

বিধ । গুরু চরণে প্রণাম, ভক্তবৃন্দের চরণে প্রণাম—যাদের রূপায় আমি গোপিনী-বল্লভ দর্শন পেলুম ।

বাগেশ্রী (মিশ্র)—ধামার ।

বুন্দাবনে নিত্যলীলা দেখ রে নয়ন !

যার সাধ থাকে, সে দেখ এসে,

রাধার পাশে মদনমোহন ॥

নয় ত এ অল্পভবে,

দেখবে যখন—নীরব রবে ;

এমন সাধের রতন সাধ করিস্ নি ।

না জান রে তুই কেমন !

(দ্যাখ্) তেমি করে মোহন বাঁশরী,

তেমি বামে ব্রজেশ্বরী—প্রেমের কিশোরী ;

তেমি গোপী, তেমি খেলা,

শুনেছিলি রে যেমন ॥

যবনিকা-পতন ।

শান্তি ।

(বুয়র-সমর-সংক্রান্ত রূপক)

(১৩০৯ সাল, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ক্লাসিক থিয়েটারে প্রথম অভিনীত)

চরিত্র ।

পুরুষগণ

ব্রিটিশ-রাজদ্রোহী ।

লর্ড কিচনার

...

...

ব্রিটিশ সেনাপতি ।

ডিলেরী

...

...

বুয়র-নায়ক ।

ডিউয়েট

...

...

ঐ

দূত, বুয়রগণ ও কাফ্রিগণ ।

স্ত্রীগণ

বুয়র-রাজলক্ষ্মী ।

শান্তি, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিদেবী ; বুয়র-রমণীগণ ও কাফ্রি-রমণীগণ ।

প্রথম দৃশ্য ।

আফ্রিকা-প্রান্তর ।

চিন্তামগ্না বুয়র-রাজলক্ষ্মী আসীনা ও বুয়র-রমণীগণ ।

বুয়র-রমণীগণ— (গীত)

মাগো ঘুঘায়োনা আর ।

ওই শোন উঠে হাহাকার ॥

বিচূর্ণ নগর, জনশূন্য ঘর,

না শোভে প্রান্তরে শস্য-শীর্ষ-হার ।

দিক্ ধূমাকীর্ণ, হৃদি ভয়পূর্ণ,

বজ্রনাদে ঘোর কামান বজ্জার ॥

বিহীন অশন, বিহীন বসন,

বিবাদমগ্ন সব শবাকার ।

ঘোর রণনাদে মিলে আর্তনাদ,

অবিশ্রান্ত চলে বিষম বিবাদ,

বলবান্ অরি নাই অবসাদ,

শঙ্কার শুকায় গেছে অশ্রুধার ॥

বুয়র-রমণী । মা গো, পূর্ব-পুরুষদের আবাস-স্থান ত্যাগ করে, খাদ্যদ্রব্য-বনপ্রদেশে দীনবেশে, স্বামী-পুত্র সঙ্গে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন । মনে মনে আশা ছিল, হেথায় আর বিবাদ-বিসংবাদ থাকবে না, যুগ্মায়, কৃষিকার্যে জীবিকা নির্বাহ হবে ; কিন্তু মা, এখন সে আশা ছরাশায় পরিণত হয়েছে । শোন মা, রাজ্যময় হাহাকার শব্দ শোন, মুহুমুহঃ ভোগ-ধ্বনি শোন । আর্তনাদ, রণ-কোলাহল অবিশ্রান্ত প্রবাহিত, উর্ধ্বরা-ক্ষেত্র মরুভূমে পরিণত, বনরাত্রী নগর আক্রমণ করছে ! অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, গৃহ নাই, সদাই সশঙ্কিত । কিরাতের মত তোমার আশ্রিত বুয়রেরা দিবানিশি মহা আতঙ্কে ভ্রমণ করছে । বলবান্ বিপক্ষ, কখন আক্রমণ করে, কখন আবদ্ধ করে, কখন প্রাণ সংহার করে, সদাই এই চিন্তা ! পতি-পুত্রহীনা রমণীর রোদন-রোল কাননে, প্রান্তরে, পর্বতে পরিব্যাপ্ত,— মা রাজলক্ষ্মী, সদয়া হও, ঘোর সম্মুখে নিরুতি দাও !

বুয়র-রাজলক্ষ্মী। বৎসে, আমি কি উপায় কর্কে? এ নিভৃত প্রদেশে সমরানল কে প্রজ্জলিত কর্লে? দান্তিক ক্রিগার আত্মোন্নতি সাধনের চেষ্টায় বুটশ-সিংহকে কোপাবিষ্ট ক'রেছে মন্দমতি বোঝে নাই যে, 'মোজ্জ্বা'র যুদ্ধে যদিও ইংরাজ পরাজিত হয়েছিল, যদিও ইংরাজ বদাম্যতাবশতঃ সে সময় সন্ধিস্থাপন ক'রেছিল, হীনবুদ্ধি ক্রিগার বোঝে নাই যে, ইংরাজ দয়াগুণে যা'তে নূতন বুয়র-জাতির বাণ্যাবস্থার উচ্ছেদ না হয়, সেই জন্যে যুদ্ধে ক্ষমা দেয়, দুর্বলতাবশতঃ নয়—বীরত্বহীন ও দার্য্য-গুণে। সেই ক্রিগারের কথায় ও ইংরাজরাজপ্রী-দেবী অপরজাতীয় হীন-বাক্তির উত্তেজনার তোমাদের স্বামী পুত্র উৎসাহিত হ'য়ে বিপুল এংলো ভাস্কসন জাতিকে যুদ্ধে আহ্বান করেছে। এ দুষ্-খের পরিণাম এক্ষণে ত্রীভ্রষ্ট হওয়া ব্যতীত আর কি সম্ভব! এখনও যদি সমূলে উচ্ছেদ হ'তে না চাও, ক্ষমাপ্রার্থনা কর। দয়াশীল সপ্তম এডওয়ার্ড অচিরে রাজ্যাভিষিক্ত হবেন, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁর রূপায় দক্ষ বুয়র দেশে শান্তি স্থাপিত হবে। এ সুযোগ উপেক্ষা করলে আর উপায় নাই। তোমাদের স্বামী-পুত্রেরা বীৰ্য্যবান্ বটে, কিন্তু কেবল বীৰ্য্যবলে যুদ্ধে জয়লাভ হয় না। অর্থ নাই, সৈন্য নাই, অস্ত্র নাই, আহার নাই, প্রবল প্রতাপশালী ইংরাজের সহিত কিরূপে আর যুদ্ধ কর্কে? যুদ্ধে ক্ষমা দাও, অর্দ্ধ পৃথিবী সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসনের নিকট মস্তক অবনত কর্কে,—তোমরাও স্বীকৃত হও, সকলই থাক্বে; পুনরায় ক্ষেত্র শস্তপূর্ণ হবে, পুনরায় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হবে, পুনরায় নিঃসঙ্কচিত হৃদয়ে, নিজ নিজ আবাসে, ইংরাজের আশ্রয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। আর বিলম্ব করো না, কদাচ এ সুযোগ উপেক্ষা করো না।

বুয়র-রমণী। মা, কি উপায় কর্কে?

বুয়র-রাজলক্ষ্মী। ইংরাজ প্রতিনিধি লড কিচনারের নিকট প্রার্থনা কর,—রাজ্যে সন্ধি স্থাপিত হবে। এলা, আমরা সকলে শান্তিদেবীর উপাসনা করি, অবশ্যই তিনি প্রসন্ন হবেন।

(গীত)

কল্পাননয়না কর রূপাদান,
রণ-হতাশন কর মা নির্দাণ,
অশান্ত মানব, শান্ত কর গ্রাণ,
উর গো জননি সমাজবর্দ্ধিনী।

বিকাশ মা আসি তব চারু হাসি,
দেখাও মানবে শাস্ত রূপহাসি,
বিষল কিরণে ভ্রান্তি থাক্ ভাসি,
পুন ফলে-ফুলে হাসাও মেদিনী ॥
শোকার্ত ও ভ্রমি কর আমোদিনী,
স্তব্ধ হোক রণ কঠোরনাদিনী,
অট্টালিকাশ্রেণী প'রি রাবধানী,
হোক পুনঃ মা গো জনসোহাগিনী ॥
অগ্নি রাখি কোষে পানপাত্র ধরি,
ভ্রাতৃত্বাবে যেন সম্ভাবে মা অরি,
উর শুভঙ্করি উর ত্বরাস্বরি,
সঙ্কটে অরি মা সঙ্কটবারিণী ॥

বুয়র-রাজলক্ষ্মী। ওই দেখ শান্তিদেবী গগনে আবিভূতা, ঐ দেখ তিনি দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন ক'রে আশ্বাস প্রদান কছেন! দেখ, দেখ—তিনি উত্তরাভিমুখে ইংলণ্ডের নিকট গমন ক'ছেন! ভয় নাই, ভয় নাই! যাও, সকলে ঘরে ঘরে মঙ্গল গান কর।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বুয়র-শিবির-সম্মুখ।

(ডিলেরি ও ডিউয়েট)

ডিলেরি। বীরবর, কি ভাব'চো?

ডিউয়েট। ভাব'চি, মাতৃভূমি শত্রু-করগত হ'বার পূর্বে কিরূপে প্রাণত্যাগ কর্কে? পুনঃ পুনঃ হর্গম রণসন্ধিমধ্যে প্রবেশ ক'রেছি, যথায় তোপের গর্জন, যথায় গুলিবর্ষণ, পরমোৎসাহে সেখানে ধাবিত হয়েছি, কিন্তু হায়, চতুর্দিকে মাতৃ-ভূমি-বৎসল বীর পুরুষেরা বন্ধের শোণিত প্রদান কর'চে দেখ'চি,—আমার কেশাগ্রও বিপুল-অস্ত্র স্পর্শ করে নাই, যেন কোন কুহকবলে আমার জীবন রক্ষা হয়! হায় হায়—জন্মভূমির এ দুর্দশা কতদিন দেখ'বো?

ডিলেরি। ভাই, আমিও ঐরূপ চিন্তায় মগ্ন ছিলাম, রাত্রিশেষে কোন অদ্ভুত দর্শন হ'য়েছে। শুন'লেম, সহসা নারীকণ্ঠে কে আমার আহ্বান ক'রলেন, অপূর্ণ! রমণী,—প্রশান্ত বদনমণ্ডল—স্নেহাক্ষে আমার সন্ধান ক'রে বল'লেন,—

“বৎস, আর কেন ? দিন দিন বীরপুত্রের বিনাশ আমি কত দেখ্‌বো, হাহাকাঙ্ক্ষানি আর কত ওনবো ?” আমি করবোড়ে বল্‌লেম,—“মা, দাস কি উপায় কর্কে ?” মধুরভাষিনী উত্তর করলেন, ‘বৎস, উপায় আছে। অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করেছ, অদ্ভুত শৌর্য্যবীৰ্য্যের পরিচয় জগতে প্রদান ক’রেছ। তোমাদের বীরত্বের প্রশংসা, ইংরাজ শতমুখে ক’রে। তাদের আন্তরিক ইচ্ছা, যেকোন শত্রুতা করেছ, সেরূপ দৃঢ় বদ্ধতার আবদ্ধ হও। দক্ষিণ আফ্রিকা প্রদেশ তাদের সহিত একত্রে ভোগ কর,—যেকোন শত্রু ছিলে, সেইরূপ বদ্ধ হও,—নির্কিরে পুরুষাত্মকে মণিপ্রসূতি বিশাল রাজ্যের অধিকারী হও।” আমি করবোড়ে বল্‌লেম, “মা, এ কি সত্য ? চিরশত্রু ইংরাজ কি বদ্ধ হবে ?”

ডিউ। হে বীরশ্রেষ্ঠ, আমিও এরূপ স্বপ্ন দেখেছি, আমাকেও দেবীমূর্তি এরূপ আদেশ করেছেন। আমার বলেছেন যে, রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড পরম দয়ালু, পরম ক্ষমাবান, তোমরা তাঁর প্রতিনিধি লর্ড কিচনারের নিকট সন্ধি প্রার্থনা কর, সম্মানের সহিত সন্ধিস্থাপনা হবে। আমি স্বপ্নজ্ঞানে সে কথা উপেক্ষা ক’রেছি।

ডিলেরি। এস না কেন, আমরা সেই আদেশ-মত সন্ধির প্রস্তাব করি।

ডিউ। কিরূপ আজ্ঞা কচেন ? অধীনতা স্বীকার কর্কে ?

ডিলেরি। এরূপ প্রস্তাব করা কি আমা দ্বারা সম্ভব বোধ করেন ?

ডিউ। তা তো নয়—তা তো নয়।

ডিলেরি। সন্ধির প্রস্তাব করা যাক, ইংরাজ কি উত্তর দেন, তা শোনা যাক। নচেৎ তো জীবন-বিসর্জনে আমরা আবালবৃদ্ধ-বনিতা কৃতসঙ্কর।

ডিউ। উত্তম।

ডিলেরি। আনুন, উপযুক্ত পাত্র প্রেরণ করা যাক।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কাক্সি নরনারীগণের প্রবেশ)

(গীত)

পুরুষগণ— পিয়ো হুঁ পিয়ো ভোরপূর।

স্ত্রীগণ— টল্ টল্ টল্ টল্ নেশামে হো যাও চুর ॥

পুরুষগণ— ভোড়ো ওরবুদ্ধ তাজা তাজা,

স্ত্রীগণ— আধা যুখে দি যে, আধা তুনে খা যা,

পুরুষগণ— কোল্ড চিকিন, লেও দীতেসে ছিন,

স্ত্রীগণ— ইট ইট “হ্যাম” “পলস” ইট অ্যাম,
উভয়দল— পিস্ পিস্ পিস্ ওয়ার ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্,
হব্বা হব্বা কর ব্রাকি বুর ॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

লণ্ডন মহাসভা।

ব্রিটিশ রাজমন্ত্রী।

রাজমন্ত্রী। লোকে কি নিমিত্ত উচ্চপদের প্রার্থনা করে ? কি কাজ করলেন ? স্বদেশবাসীর শোণিতে দূর আফ্রিকা রাজ্য প্রাপ্তি,—গৃহে গৃহে শোকোচ্ছ্বাস, কষ্টার্জিত প্রজার অর্থব্যয়, নরহত্যা, বীরশ্রেষ্ঠ শত্রুপীড়ন, স্বধর্মী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বৃষর, দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত ! এই কি আমার মন্ত্রীত্বের পরিচয় ? ইতিহাসের পত্র কি এই বর্ণনায় কলঙ্কিত হবে ? ক্রিগারের হৃদয়াকাজ্জলিত বৃষর তো সন্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করে না, এরূপ বীর-জাতিকে উচ্চ কর্কে—এই কি বৃদ্ধের পরিণাম ! বীর, বীরের সমাদর করে,—দেখচি আমার দুর্ভাগ্যে সমস্ত বিপরীত ফল !—মহারাজ অচিরে অভিষিক্ত হবেন ; কিন্তু রাজা-রাণী উভয়ে ত্রি-মাণ ; তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছা—সন্ধি, কিন্তু সে সন্ধি হয় ? যদি হীনতা স্বীকার করি, ইংরাজ-বিশেষী জাতির উপহাস কর্কে, কিরূপে সম্মান একা আর সন্ধিস্থাপনা হয় ?

(শান্তি, শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিদেবীর প্রবেশ)

সকলে—

(গীত)

ভূমি উচ্চমতি, তব উচ্চজাতি

উচ্চাশ্রয়ে মোরা করি সবে বাস।

এ কি বিভ্রম, বিধম কাহনা

ভূনি রণনাট টুটে মন আশ ॥

বাণিজ্য—ক’রেছ তোমরা বাণিজ্য স্থাপন,

শিল্প— তবশ্রয়ে স্রুখে বকে শিল্পগণ,

শান্তি— তব রাজ্য যথা শান্তি-নিকেতন,

কৃষি— ধন-খাদ্যপূর্ণ মঙ্গল বিকাশ ॥

সকলে— অতিমান বৎস, দিয়ে বিসর্জন,

পাত চিরদিন শান্তির আসন,

তবে কেন আজি কান্দা-গর্জন,

ওনি মুহুর্ৎ জন মন আস ॥

রাজমন্ত্রী। আমার জাতীয়-উচ্চপ্রকৃতি রূপ ধারণ ক'রে আমার সঙ্গীতছলে উপদেশ প্রদান করলেন। এ ভ্রম নয়—সত্য। এংলো স্যাক্সন জাতির উপর পৃথিবীর মহৎ কার্যের ভার, পৃথিবীর মঙ্গল সাধন তাদের কর্তব্য। এ উচ্চ ব্রতে অভিমান বিসর্জন প্রয়োজন। শত্রুকে বন্ধু করাই মন্ত্রীর কার্য। যদি এ বীর-শত্রু বন্ধু হয়, তা হ'লে আফ্রিকা-শাসন নিতান্ত সহজ হবে। সন্ধিই সদ-যুক্তি। কেবলমাত্র ইংলণ্ডের অধীনত যদি বুয়র স্বীকার করে, তাদের হস্তে সমস্ত রাজকার্য তাদের ইচ্ছামত প্রদান করি। এতে অস্বীকার হয়, সমূলে উচ্ছেদ হবে, কিন্তু আমাদের বদান্ততা জগতে প্রকাশ পাবে। সন্ধি—সন্ধি—আর বৃদ্ধ নয়। সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেকে যেন জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।

(রাজদূতের প্রবেশ ও পত্রপ্রদান)

রাজমন্ত্রী। (পত্রপাঠ করিয়া) এই যে বুয়র, সন্ধিতে প্রস্তুত! সপ্তম এডওয়ার্ড, তোমার জয় হোক, শান্তি দেবী তোমার চিরসঙ্গিনী হোক। জয় জয় মহারাজাধিরাজ সপ্তম এডওয়ার্ডের জয়!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—*—

প্রান্তর।

(বুয়র স্ত্রী-প্রবৃথ)

(টীকিত গীত)

প্রবৃথ—যুমে যুমে জানু হাররানু মেরি জানি।

স্ত্রী—কিন্ কহো কাহে যুমনা, তকলিফ্ উঠানো?

কিন্ দেও বুন্ লেও, পিন্কা কারানি।

প্রবৃথ—দানা ইংরাজ পিন্ কিয়া,

স্ত্রী—ঠাণ্ডা হরা বহৎ মেরি হিয়া,

উত্তরে—রহা হুনা বেগানা বেগানী।

প্রবৃথ—আবি আও,

স্ত্রী—কিন্ ঘর বানোও,

প্রবৃথ—পরোয়া কোয়া,

স্ত্রী—হুসমন্ দোস্ত হরা,

উত্তরে—ইমানসে পিন্ হরা নেহি হোগা বেইমানি।

[প্রস্থান।

ববমিকর-পতন।

পঞ্চম দৃশ্য।

আফ্রিকা ইংরাজ-শিবির।

(লর্ড কিচনার, ডিলেরি, ডিউয়েট ইত্যাদি)

কিচনার। এই সপ্তম এডওয়ার্ডের সিংহাসন। এই দেখ, বিবিধ জাতি বহনচ্ছে। এসো ভাই—এসো বন্ধু, সম্মানের সহিত সিংহাসনতলে সেলাম প্রদান করি।

ডিলেরি। লর্ড কিচনার! ইংলণ্ডের ক্ষমাগুণে আমরা সকলে বশীভূত। আমি আমার জাতির প্রতিনিধিরূপে সেই সিংহাসনের অধীনতা স্বীকার করলেম। আমরা যেকপ পরস্পর শত্রু ছিলাম, সেইরূপ আজ হ'তে পরস্পরের বন্ধু।

ডিউয়েট। বীরশ্রেষ্ঠ ডিলেরি আমাদের সকলের মনোভাব ব্যক্ত ক'রেছেন। যদি ইংলণ্ডের সপ্তম এডওয়ার্ডের কোন কার্যের প্রয়োজন হয়, কায়-মনোবাক্যে বুয়র সে কার্যসাধনে পরাজুথ হবে না।

কিচ। আমার প্রতিও রাজাদেশ এই যে, বুয়র ইংলণ্ডের বন্ধু, বুয়রের অহিত-সাধনে অস্ত্র হ'তে কেহ কখনও সাহসী হবে না। বুয়রের প্রতি রাজার ক্রুরূপ নেহ, তা বিপুল ঝাঝব্যায়ে পুনশ্চ বুয়র-রাজ্য হুমসজ্জিত হ'লে বুঝতে পারবে। লর্ড মেথুয়েনের প্রতি তোমাদের যে সন্মতি, ইংলণ্ড কখনও তাহা বিস্মৃত হবে না। আর আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে, আর কখনও বুয়রজাতিকে কোনও কুমন্ত্রী, কুমন্ত্রণায় চালিত করতে পারবে না। সকলে। জয় রাজাধিরাজ সপ্তম এডওয়ার্ডের জয়!

(সমবেত সঙ্গীত)

লয়াগুণ গাহিছে সঙ্গাররা মেদিনী।

দূর কোলাহল—শান্তি বিরাজিনী।

জয় জয় জয় সপ্তম এডওয়ার্ড জয় জয় জয়

করুণা-অর্ণব, অরি হয় বান্ধব,

অতুল সৌরভ, অতুল গৌরব,

গণ্য বদান্ত, এডওয়ার্ড বন্ত,

করুণা-প্রবাহ জনমঙ্গলবান্দিনী।

জয় জয় জয় সপ্তম এডওয়ার্ড জয় জয় জয়!

কবিতা ও গান ।

নির্বাসিণী ।

(বাউলের সুর)

গান করে মধুর স্বরে,
বয়ে ঘাও নির্বাসিণী, কার রমণী,
প্রভাতে এ প্রাস্তরে ?
ছিলে মগ্নমনে, গহন বনে,
উদাসিনী কার তরে ?
তুমি বিমলবারি, সুধার ঝারী,
জন্ম কেন পাথরে ?
দোলা হেলা, লীলা-খেলা,
চলেছ প্রমোদতরে ;
নিরে সোণার ভূষণ, রবির কিরণ,
পরেছ খরে খরে ।
ফলে ফলে, তরুদলে,
দুঃখারে নয়ন বরে ;—
ছেড়ে জন্মভূমি, যাও গো তুমি,
ডেকে কারে অন্তরে ?
দিরে আপন শরীর, অমৃত মীর,
তোষ তৃষা-কাতরে ;—
তুমি, অপার সীমা, কার মহিমা,
করুণা দেখাও নরে ।

ধুতুরা ।

কেন গো সেজেছ তুমি যৌবনে যোগিনী,
কার ধ্যানে মগ্ন প্রাণে, চেয়ে-আছ শূন্যপানে,
কি মন-বিরাগে বল আশান-বাসিনী ?

তাজিরে সংসার সার ক'রেছ আশান,
যার লাগি অহুসাগী, হইয়াছ সর্বস্বত্যাগী,
দেখিতে কি পাও তার বাঞ্ছিত বয়ান ?

৩

যোগিনী দেখিয়া ভয়ে অলি না সম্ভাষে,
দারুণ তোমার মন, কঠিন তোমার পণ,
অভিলাষ বিসর্জন দেছ অনায়াসে ।

৪

পরিমল নাই, তুমি তাই কি কাতর,
অবতনে অভিমানে, এসেছ কি এই স্থানে,
এ ভীষণ ভূমে তোমা' কে করে আদর ?

৫

কতু ফি কোমল প্রাণে পেয়েছ যন্ত্রণা,
কার সনে করে কথা, জুড়াও মরম-বাখা,
কাদিলে পরাণ, তব কে করে সাহসনা ?

৬

গোপনে ফুটেছ তুমি গোপনে শুকাবে,
জীবন যৌবন মন, যার তরে সমর্পণ,
আসন্নসময়ে তারে দেখিতে কি পাবে ?

হলদিঘাটের যুদ্ধ ।

গভীর আরাবে ভেরী ভেদিল গগনে,
বাহরিল কুলনারী, ধরি হাত সারি সারি,
গাইল মঙ্গলগীত মলিনবদনে ;

কথা না সরিল কার, না বরিল অশ্রুধার,
কেবল বহিল খাস, মিশাল পবনে,
নীরবে বিদায় দিল নয়ন নয়নে।

২

কাতার কাতার সেনা আনত-আননে,
রাখি প্রাণ কায়া চলে, ফিরিল রমণীদলে,
নুপুর-কিঙ্কণী-রোল ভায়ে সমীরণে,
অধীর হৃদয়বীর, খাসহীন রহে স্থির,
অধীর ডাকিল ভেরী গভীর গর্জনে,
নড়িল চলিল ঠাট হৃদযিঘাটরণে।

৩

বন বন চলে সেনা কাতার কাতার,
মরমে দারুণ ব্যথা, কেহ না কহিল কথা,
রয়েছে কিঙ্কণী-ধ্বনি শ্রবণে সবার,
রক্ত অর্থাধি বিবুর্জিত, দীর্ঘখাস কদাচিত,
কদাচিত কেহ করে স্পর্শ ভরবার,
পশ্চাৎ ফিরিয়া কেহ না চাহিল আর।

৪

ভৈরব ভেরীর রব আবার অধরে,
কাঁপাইয়া ধরাধর, ডাকে ঘন “অগ্রসর”
চমকিল প্রতিধ্বনি সে ভীষণ স্বরে।
মত্ত তনু বীরমদে, চলে সেনা দ্রুতপদে,
অস্ত্রের ফলক বকে নব দিনকরে,
সঘনে কাঁপিল ধরা বীর-পদভরে।

৫

শতমুখে নদ যথা প্রবেশে সাগরে,
শতমুখে বহি ঠাট, প্রবেশিল হৃদযিঘাট,
অদূরে যবন-ধ্বজ ভাতিল অধরে;
প্রতাপ সমরে ধীর, চৈতক-আরোহী বীর,
কহিল সছোধি সেনা স্তম্ভভীরস্বরে,—
“হের দেখ উপনীত যবন সমরে।”

৬

নীরব হইল বীর খাস না বহিল,
নীরব সলিল স্থল, নীরব অচল চল,
নীরব গগনে স্থির সমীর হইল;
নীরব রবির কর, পড়িল ধরঙ্গী’পর,
নীরব বাহিনী, তাপে মরম দহিল,
ধারেক নিরখি রবি নীরবে রহিল।

৭

হেনকালে অদূরে উঠিল সিংহনাদ,
সাগর যেমতি বড়ে, যবন-কটক নড়ে,
সাগর-কল্লোল জিনি হৃদুভি-নিনাদ,
প্রাণে জাগে অপমান, মানসিংহ আশ্রয়ান,
বেষ্টিত শিকিত সেনা হৃদে রণ-সাধ,
উল্লাসে উন্নত সবে আসন্ন বিবাদ।

৮

গভীরে কহিল রাণা, “বিলম্ব কি আর”;
করি মহাগুণগোল, সমরে বাজিল ঢোল,
“অগ্রসর” ভেরীবর গর্জিল আবার;
প্রলম্ব-কল্লোল উঠে, বন্ধ বায়ু যেন ছুটে,
রণরঙ্গে ধায় সেনা ধূলার আঁধার,
জলদ গর্জন জিনি ঘন হৃদহার।

৯

বারিতে শৈশুর স্রোত সতর্ক যবন,
শ্রেণীবদ্ধ দৃঢ়মত, বিস্তৃত প্রাচীরবৎ,
সহস্র কামান করে অনল জ্বলণ,
মুখেতে শন বসে, নাড়ে গিরি-শির খসে,
ধূলা সহ মিলি ধুম ছাইল গগন,
ঘোর রোল রণ ঢোল জীমূত-গর্জন।

১০

পুনঃপুনঃ কালানল চপলা-কিরণ,
পুনঃপুনঃ ভীষনাদ, বাড়িল সমরসাধ,
সিংহনাদ করে রণে রাজপুতগণ;
ধূলার দিবস নিশা, প্রকাশ না পায় দিশা,
বীরদাপে একচাপে করে আক্রমণ,
বারিতে যবন-যত্ন করে প্রাণপণ।

১১

সংগ্রামে প্রবেশে রাণা চৈতক-বাহন;
তীর তারা উকা প্রায়, বলবান্ খাজী ধায়,
যথায় বারণ-পৃষ্ঠে আক্কেবর-নন্দন,
করিবারে রিপু জয়, সমর-দীক্ষিত হয়,
করি-করে একপদ করে উত্তোলন,
রাণা হানে ভল্ল জিনি দামিনী-গমন।

১২

ফাঁপর হইল রণে আক্কেবর-নন্দন,
মুখে হাহাকার রব, ধাইল যবন সব,
প্রাণ উপেক্ষিয়ে করে রাণারে বেঁটন;

রাণা করে ঘোর রণ, ধূমতীন হতাশন,
শত শত পড়ে, ধরা করিয়ে ছাদন,
চারিদিকে ক্ষত্রিয় করিল আক্রমণ ।

১৩

ঘোর রণে মিশামিশি ক্ষত্রিয় যবন,
ঘন ঘন হুঙ্কার, ঝাঁকে ঝাঁকে তরবার,
উঠে পড়ে মেঘে যেন দামিনী-কিরণ ;
অসংখ্য যবনগণ, অনেক করিল রণ,
ক্ষত্রিয়-বিক্রম নারে করিতে বারণ ;
কে বারে সাগরে, বদ্ধ করে সমীরণ !

১৪

মানসিংহ কহে সেনা সযোধি তখন,
“হের দেখে রণরঙ্গ, যবন হইল ভঙ্গ,
দেখ না সমরে রাণা সাক্ষাৎ শমন ;
কি দেখে কি দেখে আর, রণে হও আগুসার,
মুহূর্ত্তে মজিবে সব যুদ্ধে দাঁও মন,
বীর্যবান্, রাখ মান রাখ সিংহাসন ।”

১৫

“জয় মানসিংহ” !—শব্দ উঠিল গগনে,
রক্তধারা বহে গায়, প্রতাপ ফিরিয়া চায়,
গভীরে কহিল বীর সযোধি স্বগণে,—
“হে সেনা সমরদক্ষ, দেখ না বিপক্ষপক্ষ,
কুলাঙ্গার রাজপুত্র মানসিংহ সনে,
সচল প্রাচীর সম প্রবেশিছে রণে ।”

১৬

গভীরে কহিল রাণা, রহিল না আর,
জলন্ত অনল প্রায়, ক্রোধে রাণা-সেনা ধায়,
চারিদিকে রণসিদ্ধি উথলে আবার ;
অগ্নে অগ্নে বনাংকার, ঘন ঘন হুঙ্কার,
রুধিরপ্রায়ালী অসি মণ্ডল-আকার,
ছিন্নশির, ধনুর আকার রক্তধার ।

১৭

পুনঃ পুনঃ রাণা-সেনা করে আক্রমণ,
ন নসিংহ রণ-বীর, সটম্ভে রহিল স্থির,
না হেলিল না টলিল একটা চরণ ;
ভাবিল প্রতাপ রায়, রণে বিসর্জিব কায়,
প্রবেশিল অরি-মাঝে ভেদি সৈন্যপাণ,
শেষবালা-মাঝে যেন মধ্যাহ্ন-ভুগণ ।

১৮

পূর্ণচন্দ্র-ছটা—শিরে ছত্র শোভা পায়,
সেই ছত্র লক্ষ্য করি, অসংখ্য অসংখ্য অরি,
অস্ত্র বরষিল যেন বায়ি বরিষায় ;
অরি করি তৃণজ্ঞান, ফিরে রাণা বীর্যবান্,
ঝলকে দলকে অসি দামিনীর প্রাণ,
হস্ত পদ মুণ্ড স্বক ধরণী লুটায় ।

১৯

সংগ্রাম হেরিল দূরে, বাজার সর্দার,
একা রাণা নাহি পক্ষ, অসংখ্য সমরদক্ষ,
বিপক্ষ বেষ্টিত, বন্ধে বহে রক্তধার,
রক্ষিতে প্রতাপরাজে, প্রবেশিল অরিমাঝে,
শীঘ্র ছত্র ল'য়ে ধরে শিরে আপনার,
রাণাজ্ঞানে সেনা তারে বেড়িল অপার ।

২০

অমিত-বিক্রম বীর, বাজার সর্দার
পলকেতে শতবার, উঠে পড়ে তরবার,
শত হস্তে চালে যেন ভল্ল তীক্ষ্ণধার ;
অসংখ্য অরির ঘায়, ক্রমে অবসন্নকার,
পড়িল সংগ্রামস্থলে করি মহামার,
বীরসাজে বৈরিমাঝে বীর-অবতার ।

২১

জ'লে জ'লে ভস্মরাশি হয় দাবানল,
বেগবান্ ঘূর্ণবায়, নিজ বেগে লয় পায়,
সমুদ্র মন্থন করি ফণীজ্ঞ বিকল ;
ক্রমে গৌরবের সনে, ক্ষত্রিয় শুইল রণে,
অভাগী ভারতভাগ্যে যবন প্রবল,
হলুদিঘাট-ইতিহাসে রহিল কেবল ।

দেওয়ানা তাতার বালকের
গীত ।

—*—

১

কার তরে প্রাণ উধাও ধাও
প্রাণ খুলে বল চাঁদে ।
কেন কেন শিহরণ, হিয়া শুকু কম্পন,
কেন দেওয়ানা কঁাদে ॥

দিন বহিল, আশ রহিল,
প্রাণ পড়িল ফাঁদে।
পেখিয়া মোহিহু, মোহিহু মোহিহু,
ভজিহু, মজিহু, নিশি দিন পুজিহু,
প্রাণ গলা'য়ে, সুখ বিলায়ে
নারিহু বাঁধিতে প্রেম-বাঁধে।

২

হিয়া হিয়া মিলি, চ'খে চ'খে খেলি,
বদন নেহারি, আপনা পাগরি।
প্রেম নিমগন, প্রাণ বিসর্জন,
গতি মতি, পতি-পদ
গৌরব সম্পদ,
মঞ্জ-লভিকা তমালবিহারী॥
ঘোর আঁধারে, হৃৎ-পারাবারে,
ঢাকিলে আশা হৃদয়-তারা,
ভৈরব গর্জন, তরঙ্গ নর্দন,
জীবন-পথে দিশেহারা;
হৃৎগমে রণে বনে,
প্রণয়িনী, পতি সনে,
দেহ প্রাণে ছেদ, তবু না বিচ্ছেদ,
হাসি কুতূহলে,
ঘোর চিস্তানলে
প্রাণ ডালে সতী নারী॥

বারাঙ্গনা ।

—*—

১

বারাঙ্গনা নারী মম অন্তর পাখণ,
প্রেম কোথা পাবে স্থান,
শ্রমশান আমার প্রাণ,
রমণী-হৃদয় আমি দিছি বলিদান।

২

ছিল অস্ত্র নারীসম হৃদয় কোমল,
ছিল অকপট হাস,
ছিল প্রেম-অভিলাষ,
সে কথা স্মারিলে হায় চ'খে আসে জল।

৩

অতীত বালিকা-কাল কলিকা যৌবন,
নবীন বিপিন সম,
ছিল এ হৃদয় মম,
জানি নি জননী জেলে দিবে হতাশম।

৪

বিকচ কলিকা ক্রমে আঁধি-বিনোদন,
টল টল টল টল
কলেবর বিচঞ্চল,
ঈষৎ হাসিয়ে হেরি দর্পণে বদন—

৫

হেরিলাম অকস্মাৎ পুরুষ-রতন,
কুসুম-নির্মিত তনু,
কেশে বসে ফুলধনু,
শুভ্র-রেখা-মার্কে রাখি ফুল শরাসন।

৬

ফিরায়ে বদন ভুলি যুবক চাহিল,
অমনি নয়ন ভুলি
কহিল অন্তর খুলি,
নয়নে নয়ন তার মন প্রকাশিল।

৭

ফুরা'ল প্রেমের কথা জ্বলিল অনল,
পণে তনু বিতরণ,
অন্ধ খণ্ড আকিঞ্চন,
পুড়েছে সকলি আছে রংগীর ছল।

নবমী ।

—*—

১

বহুদিন পরে পুন উঠে আজি মনে,
প্রিয়াসনে চন্দ্রমা-কিরণে,
এই নবমীর নিশি, পরাণ গলায়ে হাসি,
গিয়েছে সে দিন ভাসি, মিশেছে স্বপনে,
সে স্বপন ফুরা'ল জীবনে।

২

উন্মত্ত মধুর আশে ললনা আননে,
ভ্রান্ত মন মোহিনী কাননে,

নারীর হাসির আশে, একমনে রুদ্ধহাসে,
রমণীর নিশি কত বকেছি রোদনে,
গিয়েছে সে দিন আজ মিশেছে স্বপনে ।

৩

বিগত-বান্ধবগণে পড়ে আজি মনে,
কত কথা দূর স্থতি সনে;
শতধারে মুক্তধারে, প্রীতি-বারিধারা ঝরে,
এই নবমীর নিশি মিশাবে স্বপনে,
উৎসব নীরব যথা দেবী-বিসর্জনে ।

৪

নবমী ঘামিনীকালে জাগে আজি মনে,
চিত্তহরা প্রতিমা বদনে,
দেখেছি দেখেছি হাসি, সে হাসি মা ভালবাসি,
অভয়া গো ! অভাগারে রেখে মা চরণে,
পুন যেন যার দিন কিশোর স্বপনে ।

মেঘনাদ অভিনয়ের প্রস্তাবনা ।

—*—

যদি ধন প্রয়োজন, না হইত কদাচন,
রঙ্গভূমি হেরিত কি রঙ্গহীন জন ?
বিমল কবিত্ব আশে কেহ রঙ্গালয়ে আসে,
কেহ হেরে কামিনীর কটাক্ষ কেমন ।

আসি এই রঙ্গস্থলে, কত লোকে কত বলে,
সবার কথার মম নাহি প্রয়োজন,
কাব্যে যার অধিকার, বাস তার তিরস্কার,
অকপটে, কহে করে মন্তকে ধারণ ।

সুখজন-পদধূলি, রাখি আমি মাথে তুলি,
তিরস্কার তাঁর দোষ বারণ কারণ,
এনুকার, ক্রোধে যার, আছে মাত্র অধিকার,
তাঁর (ও) আজি করি আমি চরণ-বন্দন ।

সবিনয়ে কহে ভূতা, নহে বারাজনা-নৃত্য,
মেঘনাদে বীরমমে বিপুল গর্জনে;
কুণ্ডলু নাহি আর, কঙ্কনের কনাংকার,
অস্ত্রে অস্ত্রাঘাত ঘোর অশনিপতন ।

২য়—১৮১২

তুলিরা গভীর তান, মধুর মধুর গান,
গত পত্ন মাঝে এই মনোহর সেতু,
শেখাকরে মিল নাই, গত যদি বল তাই,
পত্ন বলা যায় বতি বিভাগের হেতু ।

হ'লে কাব্য অভিনয়, জীবনসংস্কার হয়,
কোন অমুরোখে যদি করিব বর্জন ?
পাষণে বাধিয়া প্রাণ, সে জ্যোতির বসিদান,
নাহি দিব হই হব নিন্দার ভাজন ।
যার মনে উঠে যাহা, তিনি বলিবেন তাহা,
আমার যে কার্য আমি করিব এখন ॥

জুডিসিয়াল সন্মিলন সঙ্গীত ।*

—*—

আজি পুন মনে জাগে কিশোর সময় ।
সরলতা ক্লম-প্রাণ শৈশব-প্রণয় ॥
নবতরু নবলতা, আজি পুন কহে কথা,
আনন্দ-হিলোল বহি দোলার হৃদয় ॥
আজি নব অমুরাগে, দূর-স্থতি হেসে জাগে,
নব আশা, নব ভাষা, নব কথা কয় ॥
শ্রমের সংসার ভুলি, আজি পুন কোলাহুলি,
চারিদিকে হাসিমুখে সব মধুময় ॥

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব ।

আমি সাথে কাঁদি !
হৃদয়-রঞ্জন, না হেরে নয়নে,
কেমনে প্রাণ বাধি ॥
বিদায় দিছি পাষণ প্রাণে, চাব কার মুখপানে,
ক্লম ফুলহারে সাজাইব কারে,
পোড়া বিধি হলো বানী ॥
ভাবে ভোরা মাতুরা, হ'নয়নে বহে ধারা,
ঢ'লে ঢ'লে ঢ'লে, নাচ কুহলে,
এস গুণনিধি সাধি ॥

* সদর-আলা ও মুসেকবিগের সন্মিলন-সভার ভক্ত
প্রণয়ন ।

চলে গেলে আর এলে না,
জীব তো হরিনাম পেলে না,
পায় পাবে না ধ্বশে, যদি দীন-হীনে,
কর' পদে অপরাধী ॥

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ।

বাগশ্রী—আড়াঠেকা ।

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু বিনে ।
মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে এত দিনে ॥
কুহকী কল্পনাবলে, কে আনিবে রঙ্গস্থলে,
কুমারী কৃষ্ণাকমলে, মোহিতে মনে ॥
কে অপূর্ব তান লয়ে, বীররসে মাতাইয়ে,
গুনাইবে মেঘনাদে গভীর গর্জনে ।
বীরমদে অঘুনাদে কে আনিবে মেঘনাদে,
কাঁদিবে প্রমীলা মনে, কেলি বিপিনে ॥

কৃষ্ণদাস পাল ।

শুয়েছ পুরুষ-সিংহ অনন্ত-শরনে !
নিজা যাও বৃদ্ধহীন কুসুম-শয্যায়,
নিজা যাও ভারতের গৌরব-স্বপনে,
জাগিছাছ আজীবন জন্মভূমি দায় ।
নিজা যাও কুসুম-শয্যায় !

অবিশ্রান্ত রণে ক্রান্ত ঢালিয়াছ কায় !
নিজা যাও দৃঢ়ত্বত স্বদেশ-বংসল !
বিশ্রাম কর হে স্বীয় কীর্তি-গরিমায়,
আছে ত ভারতভাগ্যে রোদন কেবল ।

নিজা যাও স্বদেশ বংসল !

কর্মক্ষেত্রে মহাকৃতি আদর্শ মানব ।
সহায় সম্পদ মাত্র আত্মবলিদান,
হাতকোলে শুয়ে শিশু শুনিবে গৌরব,
ভয়ে ভীত উত্তেজিত হবে কত প্রাণ,
আদর্শ এ আত্ম-বলিদান !!

সুখে দুখে অটল নির্ভীক মৃত্যু-দ্বারে !
জন্মভূমি অচ্যুতায়, কার্য্য উঠুক আশ,
প্রত্যয় না করে বঙ্গ সুখে বাসে বাসে,
সত্য কি নাহিক আর নাহি কৃষ্ণদাস ।
“নাহি কৃষ্ণদাস” কহে কঠোর নৈরাশ !

অঁধার ।

—০—

তরুলতা ফুলমুগ্ধ, কোকিল-কুজিত কুঞ্জ,
অগ্নির বজ্রার প্রাণ না চাহে আমার,
রবি শশী তারাহার, হাসি মুখ ললনায়,
কেবল তোমারে ভালবাসি হে অঁধার,
অসীম অনন্ত তুমি সম চিরদিন,
না হাস, না কাঁদ, নহ কালের অধীন ।

২

তোমায় জানে না নরে, তাই ত তোমারে ডরে,
অসময়ে তুমি সখা কেহ নাহি আর,
একক বান্ধবহীন, আশার উচ্ছ্বাস লীন,
হৃদয়ে শুকায়ে যায় রোদনের ধার ;
অলে শুধু স্মৃতি, চিতে চিত্তানল প্রায়,
তখন অভাগা তব মুখপানে চায় ।

৩

শুইয়ে তোমার কোলে, অভাগা সকল ভোলে
সুন্ময় জাগে না আর দেখে না স্বপন,
অনলে সলিল পড়ে, আর নাহি ঝড়ে নড়ে,
সংসার-সাগর-রোল করে না শ্রবণ ;
কারো অধিকার নাহি তব অক্ষোপরে,
ঘৃণা, হিংসা, উপহাস স্পর্শ নাহি করে ।

৪

গৃহ-মাঝে দীপ প্রায়, রবি আকাশের গায়,
কালের কুংকারে নিভে যাবে একদিন,
তুমি তম নিরুপম, শান্ত ভীম পরাক্রম,
ক্ষুদ্র নর ভাবে ক্ষুদ্র রবির অধীন ;
ব্যাপিয়ে অসীম স্থান তব আয়তন,
অত্যাধি নাহি যথা কালের গঠন ।

৫

পঞ্চভূত ধরি করে, মহাকাল নৃত্য করে,
সংযোগ বিরোগ নিত্য ছেলে-খেলা প্রায়,
একত্র বখন বাঁধে, পঞ্চভূত হাসে কাঁদে,
খুলে দিলে ভেঙ্গে যায়, কোথায মিশায়,
একত্র হইলে ভাবে রহিবে আলোকে,
বিলসিত দেখে কিন্তু পলকে পলকে ।

পাইয়ে নব্বর হুটি, হেরে হুটি করে হুটি, আমি না বুঝিতে পারি, স্নেহে কত নয় নারী,
 আলোক বধায় তব নাহিক গমন, তবু ভাবে তথা নাহি রবে প্রতারণা,
 একবার নাহি ভাবে, সে স্বপন ভেঙ্গে যাবে, হৃথ-হৃথ মাঝে দোলে, না জানি কেমনে ভোলে,
 ক্রমে মহাকাল যবে খুলিবে বন্ধন ; নাহি সূখ যতদিন সূখের বাসনা ;
 তোমার উদরে থেকে তোমার ডরায়, উন্মাদ সতত সাথ যেন না ঘুমায়ে,—
 শিহরিয়া উঠে হেরি আপন ছায়ায় । বিস্মৃতি বিমল বারি বারেক না চায় ।

গল্প ও প্রবন্ধ ।

হাবা

(কৃত উপজ্ঞান)

ভিজিতে ভিজিতে বিশ্বনাথ গোলপাতার ছাতা ঘাড়ে করিয়া বাড়ীতে আসিলেন।

গৃহিণী বলিলেন,—“না ভিজলে নয়?”

বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,—“স্ত্রীলোকটা মারা যায়।”

গৃ। এখন তুমি যে মারা যাও, তার কি? বেলা তৃতীয় প্রহর, এখনও উদরে অন্ন নাই, ভোরের বেলা এমন দুর্ব্যোগেও বাহির হইয়াছ।

বি। কি জান, পরোপকার পরমধর্ম। শিশু সন্তানটা জিজ্ঞাসা করিল,—“বাবা তুমি যে বাইরে গেলে, আমার পুজার জুতা আনিবে বলেছিলে, তা কৈ আমাকে দাও।” ক্রুদ্ধে বিশ্বনাথের মনে উদর হইল, “আমি অভাগা, পরোপকারক! আমার উপকার কই?”

বিশ্বনাথ আহায়া করিয়া শয়ন করিলেন। এমন সময়ে তাঁহাকে এক ব্যক্তি বহির্কীটে ডাকিল। তিনি দেখা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কে গা?” আগন্তুক উত্তর করিল,—“হরমণির পরম কাল উপস্থিত, আপনাকে কি বলিবেন।” বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,—“যাও, যাচ্ছি।” কিন্তু গেলেন না। পুজার সময় বিশ্বনাথ ছেলেটাকে জুতা দিতে পারেন নাই, এই কোড তাঁহার ক্ষম্রে বলবান হইতে লাগিল। অনেক উপার্জন করিয়াছিলেন, পরের জন্ত সকলই ব্যয় হইয়াছে, আজ সেই কোড হইল। তেমন বয়স নয় যে, পুনরায় উপার্জন করিতে পারেন। বাহা আর আছে, সংসার নিকাহ হয়—মোট ভাত, মোটা কাপড়; তাহাতে আর বিশ্বনাথের তৃপ্তি নাই। কোথায়

অর্থ পাইব, কি হইলে অর্থ হইবে, এটা ভাবনায় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। এমন সময় বহির্কীটে আবার ডাক হইল,—“বিশ্বনাথ বাবু বাড়ীতে আছেন?” বিশ্বনাথ বাহিরে গেলেন, আগন্তুককে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কি সংবাদ?” অগন্তকের নাম কেনারাম। উত্তর করিলেন,—“মহাশয়ের রূপায় যে চাকরীটুকু পাইয়াছিলাম, তাহা যায় যায় হইয়াছে, দশজনের কথায় রায় বাহাদুর আমার চোর ঠাওরাইয়াছেন।” বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,—“আমি কি করিব?”

কে। হুই এক কথা আমার হ'য়ে বলিয়া দিবেন।

বি। আমার লাভ?

কেনারাম উত্তর বুঝিতে পারিলেন না। “লাভ” এ কথা বিশ্বনাথের মুখে পূর্বে কখন শুনে নাই; সুতরাং উত্তর করিলেন,—“আজ্ঞে?” বিশ্বনাথ বলিলেন,—“আজ্ঞে রাখ। লাভ এ কথার অর্থ বুঝ না?” কেনারাম কেমন কেমন হইয়া বলিলেন,—“তাই ত, তাই ত।” কেনারামের কার্যসিদ্ধি হইল না। বিশ্বনাথের কিছুই ভাল লাগে না। বাহার জুতার জন্ত তাঁহার মন বিচলিত হইয়াছে, তাহাকেও দেখিলে তাঁহার রাগ হয়। মনে ভাবেন,—“পল্লীতে এমন কে আছে যে, আমার দ্বারা উপকৃত হয় নাই? কেহ লাট সাহেবের দেওয়ান, কেহ অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী, কাহারও একমাত্র সন্তান আমার ঘরেই বাঁচিয়াছে, কাহারও আমার অর্থে জেল নিবারণ হইয়াছে, কিন্তু আমার দৈন্যদশা কে দেখে?” পরোপকার যে সূদে খাটাইবার জিনিষ নয়, তাহা বিশ্বনাথ বুঝিতে পারিলেন না। বলিয়াছি, বিশ্বনাথের কিছুই ভাল লাগে না, ক্রমে ঘরে দোর দিলেন, গৃহিণীও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। তিনি অর্থোপার্জনের নানাবিধ উপায় অবধারিত করিতে

লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার বিবেচনার পরপীড়ন ব্যতীত অর্থোপার্জন হয় না, এই কথাই সত্য হইল। “পরপীড়ন করিব? কৃতি কি?” একবার একটু কৃতি মনে উদয় হইয়াছিল, তাহা রহিল না। সত্য হইল পরপীড়ন করিব। বিশ্বনাথ ঘরের দোর খোলেন না।

দোর খুলিয়া দেখিলেন, ঘনঘটার রজনী, টাপ টাপ বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশে তারা নাই, স্বভাবে শব্দ নাই। কেবল এক একবার রোদনস্বরে সমীরণ বহিতেছে। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু তথাচ বিশ্বনাথ বাহিরে যাইবেন না। এরূপ যাওয়া বিচিত্র নহে। অনাথা বা অভাগিনীর রোদনাশ্রু মুছাইতে বার বার গিয়া-ছেম, কিন্তু আজ অন্ধকারের প্রতি লক্ষ্য হইল। মনে মনে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। দেবেশ্ববাবুর চরমকাল উপস্থিত, তাহা তিনি জানেন। দেবেশ্ববাবুর অতুল ঐশ্বর্য্য, কিন্তু তৎসঙ্গেও তিনি চক্ষু মুদিলে শিশু সন্তানগুলি অনাথ হইবে, কারণ, তাঁহার আত্মীয় কেহই নাই। দেবেশ্ববাবুর ক্লমশয্যাগারে লোকের অভাব নাই, সকলেই দেবেশ্ববাবুর নিমিত্ত যে প্রাণ দিতে হইবে না, সেই প্রাণ দিবার জন্য প্রস্তুত। কৌচা বা অঞ্চল বার বার চক্ষে উঠিতেছে। কিন্তু একটা রমণী তাঁহার শিরের বসিয়া আছে, সে চক্ষু মুছিতেছে না। সোদামিনীকে পূর্ণঘোবনা বলিলেও বলা যায়, অল্পবয়সে ছুটা স্নসন্তান হইয়াছে। সোদামিনী পরম লজ্জাশীলা, কিন্তু আজ লজ্জা নাই। মনে মনে দশবার করিয়াছেন যে, একবার বাহিরে যাইয়া কাঁদি, কিন্তু সে সময়ে যদি দেবেশ্ব একবার ইঙ্গিত করে—“জল চাই, বা বাতাস চাই” কে সে ইঙ্গিত বুঝিবে? পতিপরায়ণা সোদামিনী কাঁদিবার অবকাশ পান নাই। এমন সময়ে বিশ্বনাথ উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বাবুকে ইঙ্গিত করিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন। কি কথা कहিলেন, পুনর্বার ঘরে প্রবেশ করিলেন। সোদামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“মা, আহার হইয়াছে?” এ কথায় সোদামিনীর চক্ষে জল আসিল, কিন্তু উত্তর করিতে পারিলেন না, বিশ্বনাথ কথার প্রতীক্ষা করিলেন না, বাহিরে গেলেন, সকলেই বুঝিল যে, সোদামিনীর নিমিত্ত আহার আনিতে যাইতেছেন। কারণ, এই-রূপই বিশ্বনাথের কার্য্য। বিশ্বনাথ খাণ্ডসামগ্রী লইয়া আসিলেন, যেন সেই অবস্থায় চিরদিন আনি-

তেন; কার্য্য সমান হইল, কিন্তু সে ভাব নাই, সোদামিনীকে বলিলেন,—“আমি শিরের বসিতেছি, ভূমি বাহিরে যাইয়া স্বকিঞ্চিৎ আহার কর।” ক্রুখা অল্পরোধে বত হ’ক বা না হ’ক, বিশ্বনাথের কথা অল্পরোধে সোদামিনী উত্তিতে বাধ্য হইলেন। বিশ্বনাথ শিরের বসিলেন, সকলকে বলিলেন,—“ডাক্তারবাবু আমার বলিয়াছেন, এত লোকসমাগম ভাল নয়।” সকলেই বাহিরে গেল। তখন বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে দেবেশ্বের কর্ণে বলিতে লাগিলেন,—“দেবেশ্ব বাবু, ছুটা ছোট ছোট ছেলে, উইল করিলে ভাল হয়।” দেবেশ্ব উত্তর করিলেন,—“বিশ্বনাথ বাবু, আমার কি এমন অবস্থা, তবে কেন সোদামিনী বলে, আমি বাঁচিব?” বিশ্বনাথ প্রত্যুত্তর দিলেন,—“আমি তা বলিতেছি না, কিন্তু সকল অবস্থাতেই লোকের উইল করা ভাল।”

দেবেশ্ব বলিলেন,—“বুঝিলাম, কিন্তু সোদামিনী যেন এ কথা না শুনে।”

বিশ্বনাথ বলিলেন,—“শুনা আবশ্যক। কারণ তিনি ব্যতীত অছি হইবার জন্য কাহাকেও দেখি না। অছির সকল বৃত্তান্ত জানা আবশ্যক।

দেবেশ্ব বাবু বলিলেন,—“কেন, মহাশয় অ হউন না?”

বিশ্বনাথ উত্তর করিলেন,—“আমার ইচ্ছা ব কিন্তু ভয় পাই, পাঁচ জনে কি বল্বে।”

হে। পাঁচজনে বাহাই বলুক, কিন্তু আপনাকে ইহা স্বীকার পাইতে হইবে। সোদামিনী ছেলে মাহুদ, আমার সন্তানগুলির আর উপায় দেখি না।

বি। ভাল, ঝড়ট বাড়িবে, কি করিব? আমি স্বীকৃত।

দেবেশ্বের মৃত্যু হইল। সোদামিনী তিন দিবস কাঁদিলেন। কোলের ছেলেটা একদিন মার কান্নায় কাঁদিয়াছিল, আর দুই দিন কাঁদে নাই। দাসী দুধ দিয়াছে, তাই খাইয়া পাশে বসিয়া আছে। কি জানি কেন ভরসা করিল, সোদামিনীকে ‘মা’ বলিয়া ডাকিল। সোদামিনী উঠিলেন, হাবাকে কোলে লইয়া বলিলেন,—“আমার নীরদ কোথা?” নীরদের মার কাছে আসিতেও লজ্জা হইয়াছিল, কিন্তু আসিল। হাবাকে কোলে লইলেন, নীরদকে চুষন করিলেন মাত্র। দাস-দাসীর অভাব নাই, তথাপি গৃহ জনশূন্য। এমন সময়ে একজন দাসী সঙ্গে করিয়া বিশ্বনাথ উপস্থিত হইলেন। বলিলেন,—“মা গো, গৃহিণী পীড়িত, হরমণিকে পাঠাইয়া দি-

ছিলাম, তাহার নিকট ভূমিলাস, তুমি তিন দিন
আহার কর নাই। শোক কর, শোকেরই কারণ
বটে, কিন্তু এক একবার ছেলেগুলিরে না দেখিলে
ত নয়? মা চিনির পানা আনিয়াছি, একটু
মুখে দাও।”

সোদামিনী মুখে দিলেন। বিশ্বনাথ বলিলেন,—
“উঠ, স্নান কর। রাধামণি দুটা প্রসাদ অনিয়াছে,
তাহাও খাও। আমি আসিতেছি, তোমার সহিত
বিশেষ কথা আছে।”

সোদামিনী তখন হাবাকে কোলে করিয়াছে,
নীরদের মুখ দেখিয়াছে, “কাঁদিব” ভাবিল,
চুপ মরিব না।” উঠিল, রাধামণির প্রসাদও
খা করিল।

সন্ধ্যাকালে বিশ্বনাথ আসিলেন, বলিলেন,—

১, তোমার স্বামী আমার প্রতি একটা গুরুতর
ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আমি কখন বিষয়ী
নহি, এ বিষয়কার্য কিরূপে নির্বাহ করিব, এই
ভাবিতেছি। যদি কেহ এমন থাকে, আমি দেখিব
শুনিব, সে কার্য নির্বাহ করে, তাহা হইলে ভাল
হয়। দেখ, তুমি যুবতী, আজি তোমার নিকট দুই-
বার আসিতে হইল। কর্ণোপলক্ষে আসিতে বাইতে
হইবে, আমি তাই ভাবিতেছি।”

সোদামিনী উত্তর করিলেন,—“বাবা, তুমি না
আসিলে কে ছেলে দুটাকে দেখবে, আর আমার
ত কেহ নাই যে দেখে?”

আরও কথোপকথন হইল, সোদামিনী ভাবিলেন,
বিশ্বনাথ বথার্থই মহাত্মা।

দিন যায়, থাকে না। সোদামিনীর মুখে সোদা-
মিনীর ছায় মাঝে মাঝে হস্ত দেখা দেয়, কিন্তু ঘন-
মালা ঘুচে নাই। বিশ্বনাথকে মহাত্মা জানিতেন,
কিন্তু সে বিশ্বাসের ব্যতিক্রম ঘটয়াছে। তিনি
হুজুনে অসুস্থমান করিতেন যে, তাঁহার স্বামী
ঐ সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আজি এ
মুহুর্ত, কাল সে বাড়ী বেচিবার আবশ্যক নাই।
বিশ্বনাথ বলেন আবশ্যক, স্তব্ধতা স্বাক্ষর দেন;
কিন্তু এবার যা কথা হইতেছে, তাহাতে স্বাক্ষর
দিতে তিনি ইচ্ছুক নহেন। বিশ্বনাথের আর
দৈর্ঘ্যদৃশ্য নাই, কিন্তু ভিজিতে ভিজিতে গোল-
পাতার ছাতা ঘাড়ে করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক
গ্রাসে গ্রাসে গৃহীণীর তিরস্কার খাইয়া যে স্থখ ছিল,
তাহা আর বিশ্বনাথের নাই।

‘পরোপকার পরম ধর্ম’ এই কথাই প্রচার,

তাহাতে এখন অনেকের বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের
উপসংহ বিশ্বনাথ ভোগ করেন।

পাঠক, সেই ছেলেটিকে মনে করুন, বার জুতার
নিমিত্ত বিশ্বনাথের দুর্দশা—সে নোট কাটে, সোর-
ভকে রাখিয়াছে, পুজাতে সোরভের মাকে বারা-
ণসীর সাটা দিয়াছে। বিশ্বনাথের তাহার সহিত
দেখা হয়; ইহাতে যদি স্থখ থাকে—থাকুক।

বিশ্বনাথ নীরদকেও দেখে। নীরদ তাহার
পুত্রের সম্বয়ক। মাতার প্রতি অচলা ভক্তি।
যদি কখন মাকে কাঁদিতে দেখে, ভয়ে সোদামিনী
কাঁদে না, বলে—“মা গো, হাবাকে আমি মাঘুঘ
ক’রে তুলব, আর আমি কি মোট বইতেও পারিব
না? সেই সময় নীরদ একবার হাসে, নচেৎ সম-
বয়স্ক তাহার হাসি দেখে নাই।

রূপ কি পদার্থ, বুঝিতে পারিলাম না। যখন
দেবেজের শিরের সোদামিনীকে দেখিয়াছিলাম,
আমাদের পরম রূপসী বলিয়া জ্ঞান হইয়াছিল।
পরিচ্ছদের ত্রুটি ছিল না, বিনা পরিচ্ছদে দেখিলে
দেবেজ পাছে ভয় পান, এই নিমিত্তই পরিচ্ছদ ছিল
—এখন তাহার আবশ্যক নাই। স্নানচোর, কক্ষকেশ,
চোখের কোলে কালী পড়িয়াছে, তথাপি রূপ কেন
ধরে না? এ কি রূপ? এ কি সন্ধ্যাসিনী? না,
তা নয়। নীরদ ও হাবা দুটা ছেলে রহিয়াছে,
সন্ধ্যাসিনী ত নয়। যদি কেহ নিরাভরণার সৌন্দর্য্য
দাও, যদি কেহ পতিপরায়ণার সৌন্দর্য্য দাও, যদি
কেহ স্থলপদ্মের সৌন্দর্য্য স্বীকার কর, যদি কেহ
মেঘাবৃত চন্দ্রমার শোচনীয় সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া
থাক, যদি কেহ মেঘমলিন দিনকরের রশ্মি, পদ্মের
উপর পড়িতে দেখিয়া থাক, তাহার চক্ষে সোদা-
মিনীর রূপ ধরিবে না।

বাতুল বিশ্বনাথ সেরূপ দেখিয়াছিল। এখন আর
শিশু-সন্তানের জুতার অভাব মনে নাই, সোদা-
মিনী সম্বন্ধে অনেক গহিত কার্য্য করিয়াছে, কি
জানি, যদি তাহার ফলভোগ করিতে হয়? “নীরদ
নীরদের ছায় গম্ভীর, সকলই করিতে পারে।
অধিক বয়স হইয়াছে, ক্ষতি কি? আমি মনে
করিলে সোদামিনীর ত কিছুই থাকিবে না। অনেক
দিন সোদামিনী কি বলি বলি করিয়াছে, কিন্তু
বলে নাই।”

তুমি বুঝ নাই, সোদামিনী বলি বলি করিয়াছে
যে, তুমি ছয়াছা, কিন্তু বলে নাই। বন্ধ খাস বশতঃ
যে উন্নত মনর দেখিয়াছ, তাহা প্রাণে নয়, যে

লজ্জা দেখিতেছি, তাহা কি বলিব? সোদামিনী বুদ্ধিমতী, সকলই বুঝিয়াছে। তোমার যে বার বার ডাকে, ইচ্ছা করে, বলে—“কেন এ অভাগিনীর সর্বনাশ কর।” কিন্তু অবলা, ভয়ে বলিতে পারে না।

গভীর রজনী, আকাশে চন্দ্র হাসিতেছে; এমন সময় বিশ্বনাথ সোদামিনীর বাটীতে উপস্থিত, বিশেষ কার্য। দাসী সোদামিনীর শয়নগৃহে লইয়া গেল, বিশ্বনাথ দাসীকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। সোদামিনী উঠিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু ঘুমের ঘোর ভাঙ্গে নাই, কত রাত্রি জানেন না; অবশ্যই বিশেষ কার্য ভাবিলেন। বিশ্বনাথ একবার বাহিরে গিয়া কে কোথায় আছে দেখিলেন, তাহা সোদামিনী বুঝেন নাই। অকস্মাৎ সোদামিনীর পদপ্রান্তে পড়িয়া বলিলেন,—“আমায় দয়া কর।” সোদামিনী কিছুই বলিলেন না, নীরবে বাহিরে যাইয়া নীরদের নিকট বসিলেন। বিশ্বনাথ চতুর, চলিয়া গেলেন। অনেক ভাবিয়া গেলেন। কার্যসিদ্ধি হইল না, ঠিক বিপরীত হইল। এক সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্ত কত ভাবনায় হয়, পাঠক ভাবুন। আমরা নীরদের কাছে যাই।

পর-চর্চা-প্রিয় লোকের কুৎসার অভাব নাই। বিশ্বনাথ বার বার আইসে কেন? ইহা যে জিজ্ঞাস্য, তাহা নীরদ শুনিয়াছে। আজি মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—“মা এত রাত্রে বিশ্বনাথ বাবু কেন আসিয়াছিলেন?”

সৌ। তুমি কি তা জানিতে পারিয়াছ? আমি তোমায় সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।

নী। মা, একি মা?

সৌ। একি? আর বলিব না, নীরদ, আমার বোধ হয়, যদি পুরুষের সহিত আমার না সাফাৎ হইত, আমি হুঃখিনী হইতাম না।

হাবার ঘরে গেলেন, হাবা নিদ্রিত। সোদামিনী তাহাকে জাগাইলেন। হাবা বলিল,—“মা, তুমি ত আমায় একলা শুয়াও; আজ কেন দেখিতে আসিয়াছ? আমি আর ভয় পাই না।” সোদামিনী বলিলেন,—“হাবা, ওঠ, আমার বিপদ স্বামী নাই, তুই সন্তান, তোরে না বলিয়া কারে বলিব?”

হাবা বোকা ছেলে, পিটু পিটু করিয়া চাহিল। সেই শিশু সন্তানের চাহনীতে বহু দিন পরে সোদামিনী স্থখী হইলেন।

“মা, তুমি দাদাকে বল না, দাদার গারে বে শী

জোর, আমার গারে তত জোর নাই। চল মা, আমরা পালাই।” সোদামিনীর মনের হৃৎ বলিবার স্থান ছিল না, এই নিমিত্ত এই শিশু সন্তানকে বলিতে গিয়াছিলেন, এ অবস্থা মনুষ্যের হয়। কিন্তু ছেলেরা বলিল, পালাই। কেন পলাইব? হাবা বলিয়াছে পালাই, পলাইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু হাবা আমায় বলিল,—“মা, চল পালাই, তোর আর বিশ্বনাথ বাবুর সঙ্গে দেখার দরকার নাই। আমি জানি, আর তোর কিছু বিপদ নাই, সে এক একবার আদর করিয়া চায়, আমার বোধ হয়, আমায় মরতে বলে।”

হাবা, হাবা নয়, হাবা যেন উন্মাদ!

সৌ। হাবা, ঘুমো।

হা। না মা, চল, আমরা হৃৎজনে পালাই।

দাদা যায় যাবে, নয় আমরা হৃৎজনে পালাই।

পূর্বদিকে স্বৰ্ণকান্তি মেঘ দর্শন দিল। সরোবরে নিখল হিল্লোল বহিতে লাগিল। কলনাদে বালকুল “মা” বলিয়া ডাকিল। হাবাও ডাকিল—“মা, কই চল।”

সোদামিনী হাবাকে অনেক বুঝাইলেন, হাবা বুঝিল না। কি জ্ঞান হাবা পাইয়াছিল জানি না; কিন্তু কখন কখন সেই জ্ঞান মনুষ্যহৃদয়ে উদয় হয়, কারণ খুঁজিলে পাওয়া যায় না, কিন্তু পেটী সত্য। সোদামিনী হাবাকে বুঝাইয়া রাখিলেন। যিনি অস্বীকার করুন, পুরুষমাজেই জানেন যে, তিনি রমণীপ্রিয়। বিশ্বনাথের অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। তিনি বুঝেন নাই যে, তিনি সোদামিনীর উপযুক্ত কিছুতেই নহেন। “কি, এত স্পর্ধা! আমাকে বিমুখ করে।” তাঁহার রোষের উদয় হইল।

অবিলম্বে সোদামিনী সর্বস্বান্ত হইল। হাবা বলিল,—“এখন মা চল।”

সোদামিনী হাবাকে কোলে লইতে চাহিলেন, ভারি ছেলে কোলে করিতে পারিলেন না। হাবা বলিল, “মা, তুই কি আমায় কোলে করিতে পারবি? এখন তোকে আমি কোলে করিয়া পথে লইয়া যাইব।”

সৌ। কোথায় যাবি হাবা?

হা। কুটারে।

সোদামিনী অশ্রু সংবরণের চেষ্টা করিতেছিলেন, হাবা বলিল,—“কেন মা, কাঁদ? খুব কাঁদ, কেঁদে চল যাই।”

সেই দিন প্রাতে নীরদ বাটীতে নাই। সোদামিনী তিন দিন অপেক্ষা করিলেন, বখাসাধ্য তত্ত্ব করিলেন, কিন্তু নীরদকে দেখিতে পাইলেন না। হাবা বলিল,—“দাদা আমাদের সঙ্গে যাবে না।” সাতদিন কাদিয়া সোদামিনী হাবার সঙ্গে চলিলেন। মধ্যে মধ্যে বিশ্বনাথ-প্রেরিত অনেক লোক তাঁহার মুখ সন্ধাননা বলিয়াছে। সপ্তাহ পরে সোদামিনী হাবার সঙ্গে বাহির হইলেন। হাবার সঙ্গে চলিতেছেন, পথে একজন মাতালের সহিত দর্শন। মাতাল কিছু না বলিয়া হাবাকে ধরিল—বার বার মুখ দেখিতে লাগিল। হাবা ভয় পাইল না। পরকণে মাতাল কহিল,—“তুই কে রে—কে রে?” হাবা বলিল,—“আমি দেবেজ বাবুর ছেলে।”

মা। তোর সঙ্গের মাগীটা কে রে?
হা। আমার মা।

শুনিলামাত্র মাতাল সোদামিনীর পদপ্রান্তে টিপ করিয়া গড় করিল, কিন্তু অঞ্চল ধরিতেও ক্রটি করিল না। অঞ্চল ধরিয়া হাবাকে ডাকিতে লাগিল—“আর, এদিকে আর, টেনে নিয়ে যাই চ।” হাবার টানিতে ইচ্ছা হইল, কহিল,—“মা চল, এর সঙ্গে যাই।”

আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, সে অবস্থাতেও সোদামিনীকে মাতালের বাটীতে লইয়া যাওয়া যায়, পাঠক বিশ্বাস করুন, মাতাল হইল কি ছয়? যদি তার ভাবের ক্রটি না থাকে। আর হাবার পরামর্শে বাহির হইয়াছেন, অলঙ্কার মাত্র সঞ্চল, কোথায় যাইব, তার স্থির নাই; ইহাতে মাতাল কি পুরাতন গল্পের ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী ডাকিলেও যাইতে পারা যায়। অনাথিনী মাতালের গৃহে গেলেন। বহির্কীর্টি হইতে মাতাল আপনার গৃহিণীকে ডাকিল,—সোদামিনীর সাহস বাড়িল। গৃহিণী বাহিরে আসিল। মাতাল কহিল, “এই নাও।”

গৃহিণী “কি লব?” না বুঝিয়া দুইজনকে পরম বস্ত্রে বাটার ভিতর লইয়া গেল, সেইদিন গৃহিণীর বস্ত্রে সেই গৃহে বাস।

পরদিন প্রাতে অরুণোদয়ে কুম্বকলির ন্যায় উন্মীলিত-চক্ষু মাতাল, সোদামিনীকে বলিল,—“মা, এ ঘর ছেড়ে আর তুমি যেতে পাবে না। মেদিনীপুত্রে তোমার মনে পড়ে, একটা ছোঁড়া পালিয়ে এসেছিল। বাড়ীর লোকের, বালাই বিদায় হ’ল জ্ঞান। মা-বাপ ছিল না, এক কাঁকা বাবু। তিনি ছেলেটাকে পাওয়া যায় না বলে পার পেলেন।

দেবেজ বাবু কুলে দিয়া আমার উকিল করেছেন। বেশ হুঁ টাকা পাই। মা, আমার মনে হচ্ছে, তুমিও ছেলেটাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্। এখন ধ’রে তোমার ঘরে রাখি।” সোজা কথা সোদামিনীর বিশ্বাস জন্মাইল, সেই স্থানেই রহিলেন। একদিন মাতাল মদ খাইয়া আসিয়াছে, সোদামিনী জ্ঞানেন না, সোদামিনী বন্ধ করিয়া বলিতে গেলেন,—“বাবা তুমি আমার ছেলে।” মাতাল উত্তর করিল,—“তার হিসাব কি?” সোদামিনী ভাবিলেন,—“এ কি উত্তর।” কিন্তু ভয় হইল না, মাতাল তখন ভাবিতেছিল যে, নীরদ নামে এক সন্তান এই অনাথিনীর আছে; বিশ্বনাথ নামে কে কোথায় আছে, তাহাকে নীরদ নামে এক ব্যক্তি খুন করিয়াছে! মাতাল যোগাযোগ করিয়া স্থির করিয়াছিল যে, সেই নীরদ ইহারই সন্তান। এই কথা ভাবিতেছিল যে, কেমন করে তাহাকে বাঁচাই; তাই উত্তর করিল,—“তার হিসাব কি?” বথার্থই সোদামিনীর পুত্র নীরদ বিশ্বনাথকে খুন করিয়াছে। তার কল্পনা ছিল, আগে বিশ্বনাথকে, পরে মাকে খুন করিব। কিন্তু কি জানি, যখন তাহার উপর ফাঁসির হুকুম হইয়াছিল,—খুন করিবার জ্ঞান নহে, একবার মাকে দেখিতে চাহিয়াছিল। মাতাল বা উকীল, যে কথায় বুঝেন, এ সকল কথাই জানিত। কাল ফাঁসী হইবে, এমন পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে জননীকে বলিতে পারে না। উকিল ভাবিতেছিল,—দূর হ’ক বালাইয়ে কাজ নাই, কাল আপিল করিব।” দৌপে দীপনির্বাণের ভ্রাস, হৃদিবেদনার হৃদিবেদনা হরণ করা যায়। এই স্বতঃসিদ্ধে রমণী রমণীর নিকট হৃদয়ভাব ব্যক্ত করে। সেই দিন ফাঁসার দিন। প্রমদা (মাতালের জী) বলিল,—“মাগো আজ তোমার নীরদের ফাঁসি। তোমার দেখিতে চাহিয়াছিল, ভয়ে উনি বলেন নাই।”

উন্মাদিনী শুনিলেন, কণেকে স্তম্ভিত হইলেন, রহিলেন না।—হাবা রাখিবার চেষ্টা করিল না, পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। দ্রুতপদে, অতি দ্রুতপদে উন্মাদিনী চলিতে লাগিলেন। দিক্‌নির্গম নাই, অথচ যে দিকে ফাঁসী হইতেছে সেই দিকে চলিতেছেন। কোমলপদ বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। কক্ষ-কেশ আকাশে ছুলিল, পবনে বসন উড়িতে লাগিল; তথাপি উন্মাদিনী চলিলেন। অতি দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। জনসমাগমে স্থান নাই। ফাঁসীদর্শনেচ্ছা নির্দিষ্ট হৃদয় উন্মাদিনীকে দেখিয়া গলিল। সকলে

স্থান দিতে লাগিল। ঠিক কঁাসীর সময়। উম্মাদিনী নিকটে উপস্থিত। কহিলেন,—“নীরব, আমি অসতী নহি।”

নীরব কঁাসীতে ভুলিল। উম্মাদিনীর কথা কাণে গেল কি না জানি না। উম্মাদিনী সেই-খানেই মরিলেন।

হাবা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছিল, সেও পড়িয়া গিয়াছিল। এক দৌড়ে মাতাল বাড়ীতে লইয়া আসিল।

যথানিয়মে সোদামিনীর সংকার হইল। ক্রমে হাবা সংসারী হইল। উকীলের কোশলে পিতৃ-অর্জিত অর্থ পাইল, কিন্তু সেই কঁাসী ও মাতার মৃত্যু ভুলিল না। সন্তানকে চুশন করিতে করিতে বলিত,—“মা আমার এইরূপ চুশন করিতেন।”

দীননাথ ।

—*—

কুকাইমীর সন্ধ্যা। কংস কারাধ্যক্ষকে বলিল,—“সাবধান! দেবকী আজ প্রসব হইবে।” দেবকী কংসের ভগিনী। কংস রাজা। দেবকীর অষ্টম গর্ভের পুত্র—তাহার বম। এই নিমিত্ত দেবকী কারাগারে। পত্নী অমুরাগী স্বামীর সেই দশা ভিন্ন আর অন্য দশা নাই। কংস বলিল,—“সাবধান!” কারাধ্যক্ষ প্রণাম করিয়া গেল। অজ্ঞচ্ছল জলধারা। ধারা এমন কেহ দেখে নাই। বিদ্যুৎ খেলিতেছে—খেলিতেছে, পুনঃ পুনঃ খেলিতেছে, বজ্র-নাদে মুহুমূহঃ খেলিতেছে—ঘোরতর জলধারা। বিদ্যুৎ খেলিতেছে, ঘোরতর কঠোর বজ্রনাদে বিদ্যুৎ খেলিতেছে। ঘন গভীরারাবে বজ্র পড়িতেছে—ঝরিতেছে। ঘোর নাদে দামিনী দলকে—বারি বর্ষণ হইতেছে। কারাধ্যক্ষ, কংস অমুচর নিজালয়ে গমন করিল। ঘোর রজনী! সতর্ক রজনী! জীবকুলভঙ্গাত্মক রজনী। রজনী প্রলয়রূপিনী—রজনীর তুলনা নাই। এ রজনীতে কে কোথায় যায়! বিকট রজনী, এ রজনীতে স্থান চাই, কারাগারেও স্থান চাই। ঘোরতর রজনী! প্রখর বেগে বজ্রাবাত! বিদ্যুৎ খেলিতেছে—ভুলিতেছে, চারিদিকে বজ্রোৎপাত হইতেছে। মুষলধারে বারি মেদিনী প্রাণিত করিতেছে। ঘন ঘন ধারার সহিত বজ্রোৎপাত হইতেছে। দেবকী, কংসের ভগিনী, জিজ্ঞাসিলেন,—“বহুদেব, পুত্র হইলেই ত কংস-অমুচর বধ করিবে? বাছা, তুমি অল্প কোন

স্থানে অশানভূমে জীবিত হও। থাক, আমার গর্ভেই থাক।”

ধারা ঝরিতেছে,—বিদ্যুৎ খেলিতেছে,—বজ্রোৎপাতে মেদিনী-বক্ষ বিদারিত হইতেছে। প্রকৃতি বলবতী! দেবকী প্রসব-বেদনা সংবরণ করিতে পারিলেন না। সন্তান, পুত্র সন্তান, দেবকী চাহিতে ভরসা করিতেছেন না। ‘আহা! মা বলিতে জানে না, মা বলা মুখ। হস্ত নাড়িতেছে, আমার খুঁজিতেছে। এখনই কংস-চর প্রস্তরে প্রক্ষেপিত করিয়া প্রাণনাশ করিবে?’ বহুদেব বলিলেন,—“সন্তান সকলে বলে ভাল; সকলে বলে, সন্তান দ্বারা কারামুক্ত হইব; এই সেই সন্তান। সন্তানকে লুকাইতে পারিব কি? সন্তান প্রসন্ন-মুর্তি। সন্তান কৃষ্ণবর্ণ। সন্তান অদ্ভুত ভাবোৎপন্ন-কারী। সন্তান কিছুই বলে না, মার কোল-পানে ধায়, মার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করে। সন্তান নির্বল! নির্বলে অতি বলবান। সন্তানের মুখ দেখিয়া পিতা প্রাণ বিসর্জনে প্রস্তুত, সন্তানের কল্যাণ চায়। মাতা সন্তানকে দেখিতে চায় না, জীবন কামনা করে। এই আমার সন্তান, সন্তান জীবিত থাকুক, মাতার কল্যাণ।

ঘোর বজ্রাবাত! প্রতিকূল বজ্রাবাত। ধারা মুষলধারে! ধারা করিকরাকারে! মাতার প্রতি-কূল ধারা! বহুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“সন্তানকে লুকাইবার স্থান কি নাই?” বন্দী কহিলেন,—“আছে। এ ঘোর ভূতধ্বংসে কারাগারেরও দ্বার মুক্ত। যাই, সন্তান লইয়া যাই। ভগবান রূপা করুন, সন্তান অক্ষয় হউক।” পিতা মাতার প্রতাবিনী স্নেহময়ী শক্তিতে প্রতিকলিত হইয়া উজ্জল রক্ত-কর্তা বেশ ধারণ করিলেন; সন্তানকে কোলে লইলেন। ‘যাই—কোথাও যাই; এখনই কংসচর বধ করিবে, সন্তানকে লুকাই।’

মমতা-শূন্য ধারা করিকরাকারে ধরণীবক্ষে আবাত করিতেছে। দামিনী আর নয়নরঞ্জিনী নয়, ঘোর ভরোৎপাদিনী। প্রত্যক্ষ হেথা সেথা বজ্রোৎপাত! দামিনী কাল-রাজিব্রূপিনী। কখনও বজ্রনাদে চীৎকার করে, কখনও নীরব, ভরোৎপাদিনী। হৃদয়ে দামিনী আধিপত্য স্থাপন করিতেছে। ঘোরনিদানিনী দামিনী কার্যে সন্তানের প্রতিকূল! প্রহরী অসতর্ক, কারণ, কারাবাসী, যাহার প্রাণের নিমিত্ত উদ্বিগ্ন আছে, আশ্রয় পরিত্যাগ করিবে না। এ বিষম রজনী

কখন দেখি নাই। প্রহরীই বা কিরূপে দেখিবে? গণনা, অতি স্থির সিদ্ধান্ত গণনা বলিতেছে, এরূপ গ্রহ-নক্ষত্রের সমাগম কখনই হয় নাই; যদি সম্ভাবনা থাকে, কেবল আত্ম, এইরূপ আত্মই সম্ভাবনা; অতঃ-এব, যুগযুগান্তর অথবা অনন্ত সময়ে এইরূপ সময়েই সম্ভাবনা। এরূপ রজনী আর হয় নাই; হইবার সম্ভাবনা নাই। রজনী কালরাত্রিস্বরূপ। কিন্তু কালরাত্রি হইতে মাতৃস্নেহ বলবান্। প্রফুল্লিত পিতৃস্নেহ সেইরূপ বলবান্। পিতা ভাবিলেন,—“সন্তানের একমাত্র রক্ষার উপায় স্থানভ্যাগ।”

কখন কি কেহ কোন রিপূর বশবর্তী হইয়াছেন? ভয়ঙ্কর রিপু! যে আমাদের অনিষ্ট-সাধন ভিন্ন অত্ম কিছুই জানে না, যে রিপু ধর্ম ও কার্য্য সকলই বলে পরিত্যাগ কর; যে রিপু লক্ষ্য করিয়া লোক-সমাজ চিরকাল বলিতেছেন, এ ব্যক্তি ঘৃণ্য, এ রিপু-পরবশ। সেই রিপু, সেই স্বার্থ, সেই স্বার্থো-দ্দীপক, সেই প্রবল প্রতাপশালী, নর-অহিতকারী রিপু, বহুদেবকে বলিল, অতি স্নেহময় ভাবে বলিল, “বহুদেব, তোমার হৃৎপু হুয়াইয়াছে, পুত্রকে রক্ষা কর।” বহুদেব শুনিল। শুনিবে না, অদ্যাবধি এমন লোক জন্মগ্রহণ করে নাই। নিঃস্বার্থ, যাহা স্বার্থের প্রবলতর বিকাশ, সেই স্বার্থ বলিল,—“সন্তান জীবিত থাকুক।” সেই স্বার্থপরবশ হইয়া বহুদেব পুত্র কোলে করিল।

পুত্র চায়, স্বার্থপর হৃদয়ে যা দেয়। পুত্র কৃষ্ণ-বর্ণ; কৃষ্ণে প্রণাক্ষুট। বহুদেব, কৃষ্ণবর্ণ প্রফুল্ল নয়ন পুত্রকে কোলে করিল। “বাব, পুত্রকে লইয়া যাব, কোথায় যাব? কারাগার, আমার ত বাহিরে বাইবার অধিকার নাই।” এ কি? কারাগারের দারোয়াতন! কচিং কোন সতর্ক প্রহরী স্বপ্ন দেখিল, কে যায়? জাগিল না। ঘোর দুর্যোগ। কে কোথায় বাইবে? কে আত্ম-ঘাতী আছে? প্রান্তরে ধারায় তাহার প্রাণবধ হইবে; এই, সেই, হেথা সেথা বজ্রাঘাতে কে প্রাণ পাইবে?

অতি স্বার্থে, প্রাণপ্রেরণার অনুরোধে, বহুদেব কারাগার-জনিত পুত্র লুকাইতে চেষ্টা করিলেন। অষ্টম গর্ভের পুত্র, সকলেই বলে, এ পুত্রোৎপাদন ভাগ্য অপেক্ষা করে। কথা ত্রাঘা বা অন্যায় হ'ক, কারাবাসী কেবল ভাবিলেন, “পুত্র থাকিলেই হয়, আমি মরিলেই আমি থাকিবার সম্ভাবনা, আমারই পুত্র।”

দেবকী, তাঁহার ভাব-বর্ণনা করিতে জান না। পত্নী পতির নিমিত্তই কায়াগাসিনী,— পতির নিমিত্তই দশ মাস সন্তান ধারণ। কায়া-গার তথাপি আশ্রয়স্থল, সেই আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া পতি চলিলেন। “হায়! বাছা স্তনপান করিতেছিল, ক্ষুধা পাইয়াছে, বাছা কোথায় স্তন-পান করিবে! আমার নয়, নাই হ'ক, বাছা জীবিত রহিবে। বহুদেব সেই কার্য্যে গিয়াছেন। আশ্চর্য্য হইয়া বহুদেব দর্শিলেন, দ্বার রক্ষিত নয়। স্বাধীন হইলে এ অবস্থার স্বাধীন হওয়া যায়। অতি ভয়ঙ্কর স্বাধীনতা—মুহুমুহুঃ প্রাণ-বিনাশিনী স্বাধীনতা! বহুদেব ভাবিলেন মাত্র। বহুদেবের পুত্ররক্ষার ভার, ভাবিবার অবকাশ নাই। বহুদেব ভাবিলেন, নন্দবোধের সহিত প্রীতি করিয়াছিলাম, আর ত কেহ আমার কোথাও নাই, তাঁহার নিকট সন্তান রাখিয়া আসি। বিস্তার যমুনা! পারে বাইতে হইবে, তটে আসিয়া অনুভব হইল। কারাগার হইতে বহিষ্কৃত হওয়া অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু যমুনা পার অসম্ভব। অসম্ভব কেন? ঐ না শৃগাল পার হইতেছে। শাবক-স্নেহে শিবা ঘোর দুর্যোগ অবহেলা করিয়াছে! শাবকস্নেহে শিবা যমুনা পার হইবে! জননীস্বর্গ পিণী শিবা ব্যগ্র সন্তানকে স্তনপান করাইবে! মাতার আদর্শ শিবা যমুনা পার হইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এ চেষ্টা বিফল হইলে, বিংশ লয় হওয়া অতীব যুক্তিসঙ্গত; এ চেষ্টা বিফল হইলে, বিংশে মাতার প্রয়োজন নাই; এ চেষ্টা বিফল হইলে, যমুনাস্নেহে মাতৃস্নেহ হইতেও বলবান্; এ চেষ্টা বিফল হইলে, সংসারে মা নাই—কিন্তু সংসার সংসার। মাতার স্নেহ বলবান্ হইল। শিবা যমুনা পার হইল। মাতৃ-স্নেহ প্রতিফলিত স্নেহকে পথ প্রদর্শন করিল। বহুদেব সেই পথেই চলিলেন।

যমুনাপারে নন্দবোধের আলয়। আলয়ে দেখিলেন, সেই জনমনোবিকার-সম্পাদিনী রজনী এখনও বিরাজিত। এখনও ঘোর উদ্বেগস্তম্ভিনী নিদ্রা, ব্রজবাসীকে অভয় প্রদান করিতেছে। কালরাত্রি পিণী যামিনী, নিদ্রার মোহিনী মায়ায় হেথায় সুখ-প্রদায়িনী; আর ভয়ঙ্করী নয়।

বহুদেব যশোদাঙ্গালীর পরিবর্তে হৃদয়ঙ্গাল রাখিয়া চলিলেন। প্রাতঃকালে মথুরায় বাহাই হ'ক, কংস-অনুচর-অধেষিত পুত্র বা কত্কা কংসের নিষ্ঠুর হস্তে পতিত হ'ক, মানব-কুণ-সম্ভবা দেবী টালরূপে

উড্ডায়মান হউন বা না হউন, মথুরায় অষ্টম গর্ভ-জাত পুত্র নিহত হইল না। কংস অষ্টমগর্ভসম্ভূত কালস্বরূপ পুত্রসন্তান নিহত করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলেন না। আপাততঃ মথুরায় এই।

সন্তানপ্রদবিভা গোয়ালিনী সময়প্রভাবে নিজাভিত্ত্য ছিলেন, দেখিলেন, কৃষ্ণবর্ণ সন্তান স্তন্যদুগ্ধসন্ধান করিতেছে। সন্তান কঁাদে না। ঘোর দুর্ব্যোগে যমুনা পার হইয়া আসিয়াছে। মধ্যে যমুনাগর্ভ হইতে মুমূর্ষু হইয়া উঠিয়াছে। আমরা বর্ণনার ভুলিয়াছি, বহুদেবের হস্ত হইতে যমুনায় পতিত হইয়াছিল।

এখন নন্দালয়ে শিশু সন্তান স্তন্যদুগ্ধসন্ধান করিতেছে। যশোমতী পুত্র সন্তানের মুখ সন্দর্শন করিলেন। আহা! এ পুত্র কি গোয়ালিনী-গর্ভে জন্মবার সম্ভব? রাজবংশ-স্রোত-প্রবাহে পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অতি ললিত কলেবর, অতি প্রকল্লবদন, পদ্মপাশলোচন পুত্র, যশোদা বক্ষে ধারণ করিলেন। পিতামাতা পরিত্যক্ত পুত্র মাতা পাইল। বিহ্বলা যশোদার বক্ষে মাতৃস্নেহ অমূল্য করিয়া স্তনপান করিতে লাগিল। যশোদা মুগ্ধা, দুর্দিনজাত পুত্র সন্তান ও মুগ্ধ, যশোদার স্নেহময় অঙ্কে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। যশোদার বার্কাক্যের সন্তান; যশোদা একটা দীপ জ্বলেন, সন্তানকে দেখেন, তৃপ্ত হন না; দুইটা দীপ জ্বলেন, সন্তানকে দেখেন, তৃপ্ত হন না, তিনটা, চারিটা, গোয়ালিনী পাঁচটা দীপ জ্বলিয়া দেখেন, রজনীযোগে নিত্যই দেখেন, সন্তান কেমন আছে; সেই প্রকল্লপপদ্মপাশলোচন পুত্র, অতি দীন সন্তান, যশোদার কোলে নিশ্চিন্ত সন্তান, মাতা বই আর জানে না; যশোদার মুখপানে চায়, দীপালোকে যশোদা দেখেন, যশোদার মন ভরে না। এমন কোটি আলোকে, কোটি সহস্র লোচন হইলে, ভাবেন বুঝি সন্তানের রূপ দেখিতে সমর্থ হইবেন; কেন না, যতই দেখেন সন্তানের আকর্ষণকর রূপ বিগুণতর বৃদ্ধি হয়।

যশোদা গোপাল পালন করিতে লাগিলেন। গোপাল ভিন্ন গোয়ালিনী উচ্চ নাম ভানেন না। গোয়ালার সন্তান গো-রক্ষা করিবে, এই যশোদার আশীর্বাদ। কিন্তু আর একটা নাম যশোদার মনে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। ভ্রাম-জ্যোতি মণি আছে, তাহার নাম নীলমণি, যশোদা নীলমণি নাম দিলেন। আদরে লালিত সন্তান বড়ই ছোট। নীলমণি বড়ই ছোট, কিন্তু মাতা ব্যতীত জানে না, মাই তার সর্বস্ব। পুত্রের রূপে নন্দ

মুগ্ধ, যশোদার কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া বক্ষ শীতল করেন। নীলমণি পিতা-মাতার সর্বস্ব। নীলমণিও মাতাপিতা ভিন্ন জানে না।

যে না মাতাপিতার অঙ্কে প্রেমশিক্ষা করিত; তাহার দেহ বুখা, জন্ম বুখা, সে মম্বা না হইয়া কুকুর হইলে ক্ষতি ছিল না। যার মার মুখ না মনে পড়ে, তার পৃথিবীর অতি অল্প ভয়াংশই মনে পড়ে। মুক্তযোগী শুকদেব মাতার আশ্রমে মায়ামুগ্ধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যিনি মা চেনেন নাই, তিনি বিশ্ব চেতন পদার্থ কিরূপে স্থাপিত, মহাবিজ্ঞান জানিয়াও ভানেন না। কিরূপে বিশ্ব থাকিবে, কিরূপে বিশ্ব চলিতেছে, ইহা মাতৃস্নেহ অমূল্য ব্যতীত উপলব্ধি করা অসম্ভব এবং তাহার বিপরীতই সম্ভব। কিন্তু যিনি মাতৃপ্রেম পান; প্রেম তাঁহার বাগ্যাত্যাসিত, প্রেমের ক্রিয়া তাঁহার অতি সহজ। নীলমণি, রাখাল-বালককে পরিপ্লাবিত মাতৃস্নেহের অংশ দিল। সে স্নেহের অংশই সম্পূর্ণ। এটা কবিতা লেখা নয়, প্রবন্ধ লেখা নয়, একবার মাতৃস্নেহ অমূল্য করিলেই অমূল্য হইবে। আমি এত দোষী, তবু দোষী নয়, এ স্নেহের অংশ নাই, খণ্ড নাই, সম্পূর্ণ। স্নেহের ন্যায় সম্পূর্ণ! নীলমণি রাখালকে সেই মাতৃস্নেহ দিল। ইচ্ছায় নহে, তাহার ক্ষুদ্র দেহে ধরে না,—ব্যাসদেব বলেন স্নেহর, তবু তাহার ক্ষুদ্র দেহে ধরে না, রাখালকে মাতৃস্নেহ দিল। রাখাল কানাই বই জানে না, কানাই বই শুনে না, কানাই না মিষ্ট বলিলে বনফল মিষ্ট লাগে না। দীন কানাই, কারাগারে পরিত্যক্ত কানাই, দীন রাখালসহবাসে দীনের বেদনা বুঝিল। জীবনে আর ভুলিল না। দীন তাহার সর্বস্ব, দীনকে মাতৃস্নেহ দিয়াছে; অতি দীন, দীনের রক্ষক দীননাথ।

এই কানাইকে আমরা মথুরাবাসী দেখি। কংস তাহার মাতুল। কংসের অনেক কারণ ছিল, যাহাতে তাহাকে বধ করে। কারণ, পাঠকঅনুসন্ধান করুন। কলিত কারণ বলিলেও আমাদের প্রবচনের ক্ষতি নাই, কিন্তু কলিত কারণ বলিলেও ইতিহাস-সঙ্গত বলিতে হইবে। এ স্থলে বিস্তার করিব না, সংক্ষেপে বলি। যদি কোন রাজার ভাগিনেয়ের প্রতি বিবেচ্য থাকে এবং তাহার বধ-সাধনের নিমিত্ত অপর চেষ্টা বিফল হয়, যেরূপ পুতনা প্রভৃতির প্রেরণ বিফল হইয়াছিল, কৌশলে, তাহাকে তাহার গৃহে লইয়া বধ করা ধৃকসঙ্গত বলিয়া অনুমিত। কংস অসঙ্গত নয়, মম্বা প্রকৃতি-সঙ্গত, তাহা ইতিহাসে হইয়াছে

এবং হইতেছে। জাত সঙ্কল্পের পরিবর্তন করিতে হইলে, যথা মাতুল তাহার ভাগিনেয়ের সঙ্কল্প পরিভাগ্য করিতে হইলে, লোক-ধর্ম-অমুসারী হইয়া বাহাতে লোকে তাহাকে চুই না বলে, এইরূপ করাই সম্ভব; মাতুল বলিয়া দৃষ্টান্ত দিতেছি। ইতিহাসে দেখিতে পাই, যে স্থলে স্বাভাবিক সঙ্কল্প, সেই স্থলেই লোকভয়। যদি বিস্তার করিবার আবশ্যক হয়, অস্ত্র প্রবন্ধে বলিব। হিন্দুধর্মে মহম্মদীয় রাজ্য তাহার জাজ্জল্য উদাহরণ। লোক-ধর্ম স্থাপিত রাখিয়া, তাহার ভাগিনেয়ের প্রাণবধের উপায় করিলেন। সরলপ্রাণ ভাগিনেয় প্রেম বিতরণকর্তা ভাগিনেয়। প্রেমই জানে, লোকধর্ম জানে না, প্রেমাত্মক সহজেই বুঝিল, সদ্যোজাত বালক বুঝে। লোক কি বলবে ভাবিল না, কংসকে বধ করিল। তৎকালে মথুরার অবস্থা অতি-মন্দ। কংসের ভয়—অতি ছুরাখা, সেই কারণেই ভয়। কংস জানিত, তাহার বধকর্তা জন্মিবে, এই আশঙ্কায় শিশুবধ হইতেছিল। ঐতিহাসিক পাঠক, হিরড সাময়িক যেরূপ বালকহত্যা করুন, মথুরায় বালকবধ হইতেছিল। কংসবধে নিবারণ হইল। যে নিবারণ করিল, অতি জড় নিয়মে—প্রজার প্রাণ আকৃষ্ট করা অতি অসম্ভব। কৃষ্ণ সকলের প্রাণ আকৃষ্ট করিলেন।

আমাদের নীলমণির নাম কৃষ্ণ। কিন্তু সেই কৃষ্ণ মাতৃপ্রেমে এখনও পরিপূর্ণ। এখনও তাহার বিতরণ করিলে ক্ষয় হয় না, সমুদ্র হইতে বিন্দু বিতরণ তাহার দৃষ্টান্ত নয়। কারণ, সমুদ্র হইতে, বিযুক্ত করিলে অন্ততঃ বিন্দু গেল। এ পূর্ণ বিতরণ, পূর্ণ বিতরণে ক্ষয় নাই, পূর্ণ থাকে। মাতৃপ্রেম-পালিত গোপাল, প্রজার সন্তান রক্ষা করিয়া প্রেম বিলাইয়া দিলেন। প্রজার বুঝা সম্ভব, গোপাল রাজা হইলেই ভাল হয়, কিন্তু গোপাল রাজা নয়, উগ্রসেন রাজা। যে সমস্ত পরিবার কংস-ভাঙিত হইয়াছিল, মথুরায় তাহাদেরই পুনরাধিপত্য হইল। গোপাল রাজা হইলেন না কেন? প্রেমময় ব্রজ ছাড়িয়া আসিয়া গোপাল রাজা হইলেন না কেন? রাধিকার প্রেম এক প্রসঙ্গে বিকশিত হয় না, এই নিমিত্তই বলি নাই। রাধিকার প্রেমপ্রাণিত ব্রজ পরিভাগ্য করিয়া গোপাল রাজা হইল না কেন? উগ্রসেন কি প্রতিবাদী ছিল? না, উগ্রসেন অতি দুর্বল। উগ্রসেন রাজা হইবে না, গোপালই উগ্রসেনকে রাজা করিল। কেন? যিনি যত কারণ

দিন, গোপাল দীননাথ, এ কারণ ব্যতীত অস্ত্র কারণে যদি তিনি বুঝান, তিনি বুঝিতে পারিবেন না। গোপাল বড় ভাল লোক নন। জিতেন্দ্রিয়, সত্যপরায়ণ রাজা বুদ্ধিগিরকে মিথ্যাবারায় গুরুহত্যা ও ব্রহ্মহত্যার উপদেশ দেন। সত্য বুদ্ধাবলীর ধর্ম নষ্ট করেন। গোপাল ভাল লোক নন; কিন্তু গোপাল দীননাথ, এ কথা অস্ত্রাধা করা যায় না। কেবল তাহা নয়, গোপালকে আর কোনরূপে অশুভব করা যায় না। গোপাল সকল দুষ্কর্মশালী, কেবল দীনের অনিষ্টকারী নন। আমরা অপর প্রবন্ধে গোপালের রাজনৈতিক আচরণ প্রচার করিব। বুদ্ধাবনের প্রেমাত্ম্য অপর প্রবন্ধে বিকাশ করিব। কিন্তু গোপালের আচরণে দীননাথ ব্যতীত আর কিছুই আমরা বুঝি নাই। অতি নিষ্ঠুর, অতি ক্রুর, অতি কপট, অতি সকল কথায় বলিতে পারিব, কিন্তু দীননাথ নয় বলিতে পারিব না। দীনের দাস, এ কথায় তাহার শুণের ব্যাখ্যা। তাহার জীবনে সকলকে পরিত্যাগ করিতে দেখিয়াছি, কেবল দীনকে পরিত্যাগ করেন নাই, এমন নহে—দীনের দাসত্ব করিতে দেখিয়াছি।

দীননাথ বা নিকাম একই কথা। পৃষ্ঠাব্যাঙ্গী তর্ক ইহার মীমাংসা। আমরা তর্কে অপ্রস্তুত নই। কিন্তু হিন্দুপ্রাণ দীননাথ বা নিকাম সহজেই বুঝিবে, এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করিলাম না। কৃষ্ণ কে? ইহার উত্তর ব্যাসদেব আঠার পর্বে দিয়াছেন। তাহার সার মর্ম এই—কৃষ্ণ দীননাথ!

ফুলের হার।

—*—

ফুল লইয়া সকলে খেলে, বাল্যকালে খেলিয়াছি; দোণার ছলিতে ছলিতে মনোবিকাশী মাতার প্রেমময়ী হাসি ভুলিয়া, রাঙা ফুলটা ধরিতে বয় করিয়াছি; ফুলও ছলিতে ছলিতে হাসিতে হাসিতে কত মত কথা কহিয়াছে; দোলে, আসে, হালে—ফুলের মতো পৈশবকালে বুঝিয়াছি; সে ফুলের মতো জানি না এখন শুনি না, এখন ভুলিয়া গিয়াছি। ফুলের মতো কোল, দোণার দোল হইয়াছিল, ফুল-খেলা, ফুলের নৃত্য, ফুল মাখিয়া প্রাণ গলাইয়া, ফুল মুসুরিত সহবানীর সহিত প্রাণের

হাসি, পাণের কোন্দল, প্রাণের ভাব—সহসা কুসুম-সৌরভ আসিল, প্রাণ ভরিয়া গেল—ফুল, ফুল, ফুল, ফুল! তুমি এখনও সেই আদরের রাঙা ফুল! তোমার চাই, তোমার ধূলা মাখাই; ঐশ্বর্যপূর্ণ মাৎসর্য্য-বিহীন এমন কি আর কাহাকেও দেখিয়াছি।

আর সেভাব নাই, ধূলায় ঘূর্ণা, ধূলা আর চাই না, কেশবিজ্ঞাস, চিকণ বাস,—ফুল! তুমি এক ভাবেই ফোট। এখনও সহাধ্যায়ী মিলিয়া থেলি, এখনও প্রণয় ভাষায় ভুলি, উচ্চ কামনা, আশার ছলনা হৃদয় নাচাইতেছে; প্রতারণা বিমনা করিতে শিখাইতেছে,—আহা! দেখি দেখি, ফুল! তুমি স্তবকে স্তবকে নানারাগে, অহুরাগে, মধুর অধরে হাসিতেছ; ফুল! তুমি কি বলিতেছ? ভাষা—বুঝি, বুঝি, বুঝি না; মনের কথা—জানি, জানি, জানি না; আহা! তোমার হাসি কি সুধাই প্রাণে ঢালিয়া দিল! অস্থির জীবনপ্রবাহ বহিতেছে, যৌবনে তরঙ্গশালী হৃদয় নাচিতেছে, কি বলি, কি চাই, কোথায় যাই, কেনে ধাই,—ফুল! তুমি হাসিলে, গতিরোধ করিলে; প্রেমসৌর হা স, প্রেমসৌর অধর চুষন, মোহিত প্রাণে প্রাণ-বিমোহন নেত্রে নেত্রে বিলোকন, নবভাব, নবপরিবর্তন।—ফুল! তুমি সমভাবে ফুটিতেছ। মানময়ী প্রেমসী কি চায়? কে তার প্রাণ গায়? ধন, মন, জীবন, যৌবন কার তৃপ্তি লাভ

হয়? ফুলের মালা প্রিয়ার গলায় তুলিয়া দিলাম—ফুল! তুমি প্রেমিকের উপহার!

বিষয়-জড়িত, সংসার-তাড়িত, অর্থরণে মগ্ন হইয়া দেশে দেশে কিরিতেছি; ফুল! তুমি ফুটিয়াছ—ধন তুলিলাম, সংসার তুলিলাম, প্রিয়ার হাসি মনে পড়িল; ফুল-শযায় প্রথম চুষন হৃদয়ে জাগিল; ফুলের মালা, ফুলময় থেলা—ফুল! তোমায় দেখিলে সকলই ফুলময়! তখনও সেই নীরব ভাষা, এখনও সেই হৃদি-প্রকল্পকর হাসি—বাগক, বিলাসী, বিষয়ী সমান চক্ষে দেখিলাম।

ফুল! তোমার ক্ষুদ্র কলেবরে সৌন্দর্য্য ধরে না! ক্ষুদ্র কায়ে কার হৃদয় ছবি ভাসিতেছে? কায়ে দেখিয়া বাক্যরসে কবির হৃদয়ে নিব্ব'র বহিতেছে? একাকী বিরলে বসিয়া কি চায়, কায়ে পায়, কায়ে সৌন্দর্যের আদর্শ বলিয়া চিত্তে ধারণা করে? কামিনী-বদনে কাহার সহিত তুলনা দেয়? তরুণ তপনে, উষার বরণে মাধুরী থাকিত না, যদি ফুল-কুলরাণী কমলিনী প্রেমভরে, সরোবরে, মুহুর্জ্বলো না ছলিতে; সলিলে কুমুদিনী হাসাইয়া, নিশাকর প্রেমিক। ফুল! তুমি প্রেমিক হৃদয়ের আদর্শ! নির্জনে, একমনে; ইষ্টদেব ধ্যানে ফুল! তুমি দেবতার রাঙা চরণ! আনন্দময় ঈশ্বরের প্রসন্ন-বদন! ফুল! ফুলই তোমার তুলনা।



